শ্রীপদামৃতমাধুরী

(মাধুরী নাম্নী টীকা সংবলিত মহাজন পদাবলী)

তৃতীয় খণ্ড

শ্রীনবদ্বীপ চন্দ্র ব্রজবাসী

ও

শ্রীখগেন্দ্র নাথ মিত্র

সম্পাদিত

১৯৩৭

প্রকাশক
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌স্‌
২০৩।১ কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

মূল্য তিন টাকা

~~তিন খণ্ড একত্রে ৭া০ টাকা~~

মানসী প্রেস
৭৭নং হরিঘোষ ষ্ট্রীট
শ্রীঅম্বিকাচরণ বাগ
কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ভূমিকা

বর্তমান খণ্ডে কয়েকটি মুখ্য পালা সংযোজিত হইল যথা—শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা, শ্রীরাধিকার জন্ম, বাৎসল্য ও সখ্যরস, দান, নৌকাখণ্ড, উত্তর গোষ্ঠ, মুরলী-শিক্ষা, ঝুলন, রাসলীলা, কুঞ্জভঙ্গ, বসন্তপঞ্চমী, হোলি, ফুলদোল ইত্যাদি। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে পূর্ব্বরাগ, রূপানুরাগ, অভিসার, বাসকসজ্জা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, মান, আক্ষেপানুরাগ ও আত্মনিবেদন বর্ণিত হইয়াছে। চতুর্থ-খণ্ডে বিরহ-বর্ণন দিবার ইচ্ছা রহিল।

পদাবলীর মধ্য দিয়া শ্রীরাধা-কৃষ্ণের লীলা আস্বাদন করিতে হইলে এইরূপ রস-বিভাগ না করিয়া উপায় নাই। ইহাতে একদিকে যেমন পদাবলী বুঝিবার সুবিধা হয়, তেমনই ভগবদ্-ভক্তজনের পক্ষে অষ্টকালীয় লীলা-স্মরণেও সহায়তা হয়। ভগবানের অনির্ব্বচনীয় লীলা প্রত্যক্ষবৎ অনুভব করিবার জন্যই ত মহাজন-পদাবলীর সৃষ্টি। শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা সম্বন্ধে এখনও কত কবিতা, কত পদ রচিত হইতেছে, কিন্তু সেগুলি আর মহাজন-পদবাচ্য হয় না। তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, প্রাচীন পদকর্তারা অনেকে সাধক ছিলেন। এই সকল ভজনশীল বৈষ্ণবেরা যাহা দিব্যনেত্রে প্রত্যক্ষবৎ দর্শন করিতেন, তাহাই ছন্দ ও সঙ্গীতে বিভবমণ্ডিত হইয়া কবিতায় গ্রথিত হইত। হয়ত কোনও

বৈষ্ণব তাঁহার নিভৃত ভজনস্থলীতে বা ভজন খুলিতে বসিয়া সাধনার মুখে যাহা গায়িতেন, তাহাই টুকিয়া রাখিতেন। তাঁহাদের নিত্যভজন-জনিত ভাবসমুদ্রে যে তরঙ্গ উঠিত, তাহাই কবিতার ছন্দে ধরা পড়িত। এইরূপে পদাবলী-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। সেইজন্য বৈষ্ণব কবিতা শুধু সাহিত্যরসসৃষ্টি নহে, শুধু কাব্যকলার বিলাসমাত্র নহে।

পদাবলী-সাহিত্য গীতিচ্ছন্দে এক একটি ভাবকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। এক একটি পদ এক একটি বিশিষ্ট ভাবের বিকাশ। এইরূপ ভাববিকাশই পদাবলীর বৈশিষ্ট্য। বাঙ্গালা সাহিত্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলার মহাকাব্য এই পদাবলী। রামচরিত অবলম্বন করিয়া যেমন কৃত্তিবাস ও অন্য বহু কবি এদেশে রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন, বা তুলসীদাস উত্তর পশ্চিমে রামচরিতমানস গান করিয়াছিলেন, বাঙ্গালা দেশে কৃষ্ণ-চরিত্র সম্বন্ধে সেরূপ কাব্য হয় নাই বলিলেও চলে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে চণ্ডীদাসের নামে যে কৃষ্ণকীর্তন বাহির হইয়াছে, বা ভবানন্দের হরিবংশ বলিয়া যে পুস্তক ঢাকা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা রাধাকৃষ্ণলীলার প্রসঙ্গ থাকিলেও ভাব-বৈগুণ্যের জন্য বৈষ্ণব সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত বা সম্মানিত হয় নাই। মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় ভাগবতেরই অনুবাদ বা প্রতিধ্বনি। সুতরাং পদাবলী-সাহিত্যই এ বিষয়ে রসপিপাসু ব্যক্তির পক্ষে একমাত্র অবলম্বন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বাঙ্গালা দেশে পদাবলীর মূল খুঁজিতে গেলে গীতগোবিন্দের

শরণ লইতে হয়। ইহারও পূর্বে বৌদ্ধগান ও দোহা পদাবলীর আকারে রচিত হইয়াছিল বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। কিন্তু বৌদ্ধ গান ও দোহা আকৃতিতে পদাবলীর অনুরূপ হইলেও, ইহার ভাষা দুর্বোধ ও ভাব ততোধিক দুরবগাহ। সাহিত্যের ইতিহাসের যে অধ্যায়ে এই পদাবলীর সন্ধান পাই, তাহার পরের পাতাগুলি কালের অন্ধকার কুক্ষিতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কাজেই দোহার ধারা শুকাইয়া গিয়াছে বলিতে হইবে। বৈষ্ণব পদাবলীর ধারাকে তাহার সহিত জুড়িয়া দিবার চেষ্টা বৃথা বলিয়া মনে হয়। কিন্তু জয়দেব হইতে এপর্যন্ত বৈষ্ণব পদাবলীর ধারা যে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, তাহা দেখাইবার জন্য বেশী পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয় না।

জয়দেবের ধারা অনুসরণ করিলেন চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি। জয়দেবের কাব্য সংস্কৃতে রচিত। কিন্তু সে কোমলকান্ত পদাবলী সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের পৃষ্ঠা অপেক্ষা বঙ্গকাব্যলক্ষ্মীকেই অলঙ্কৃত করিয়াছে অধিক ; বাঙ্গালী কবির কলকাকলি বাঙ্গালার কাব্যকাননে সরস বসন্তের সূচনা করিয়াছিল। ভাব ও ছন্দে, ভাষা ও ঝঙ্কারে গীতগোবিন্দ চিরদিন বাঙ্গালীর কাব্য-প্রাঙ্গনে রসধারার স্রোত বহাইয়াছে। আমার বোধ হয় বাঙ্গালা পদাবলী সাহিত্যের ইহাই মূল। মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও বঙ্গদর্শনে 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' শীর্ষক এক প্রবন্ধে বলিয়াছিলেন : "বাঙ্গালার প্রাচীন কবি জয়দেব গীতি-কাব্যের প্রণেতা।"

বাঙ্গালী কবি যে দিন বুঝিলেন যে গীতি কবিতাই শ্রেষ্ঠ,

কবিতা।* সেইদিন পদাবলী-সাহিত্যের কুঞ্জ মুঞ্জরিয়া উঠিল। বাস্তবিক এই পদাবলীর রহস্য অতি বিচিত্র। সংস্কৃত সাহিত্যে এত কাব্য ও মহাকাব্য আছে, এত মহাকবি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন যে, বাঙ্গালাদেশে কি করিয়া অকস্মাৎ ক্ষুদ্র গীতিকবিতার এমন আদর হইল, কি করিয়া এই অভিনব কাব্যসৃষ্টি হইল, তাহা অনুসন্ধানের বিষয়। হিন্দী সাহিত্যেও দোহা ও চৌপাইয়ের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। বহু হিন্দী কবি গীতিকবিতায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই জয়দেবের পূর্ববর্তী নহেন। পূর্বে হিন্দীসাহিত্যে যে সকল বীরগাথা ছিল, তাহা গীতিকবিতার পর্যায়ে পড়ে না। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পূর্ব্বে হিন্দী গীতিকবিতার প্রচলন হয় নাই। হিন্দী সাহিত্যের সূর্যচন্দ্র সম সূরদাস ও তুলসীদাস ইঁহাদের পরবর্তী কালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যে সময়ে বৃন্দাবনে সনাতন গোস্বামী জয়দেবের অনুকরণে সংস্কৃত গীতাবলী রচনা করিয়াছিলেন, প্রায় সেই সময়ে সূরদাস† তাহার অনতিদূরে বসিয়া হিন্দী গীতি-কবিতার অনুপম মালঞ্চ রচনা করিতেছিলেন। সনাতন গোস্বামীর রচিত কবিতাগুলি সনাতনের রচিতই হউক,

---

* ইংরেজ কবি Edgar Allan Poe বলেন যে ছোট কবিতাই খাঁটি কবিতা।

† বিক্রম সংবৎ ১৫৪০ তাঁহার জন্মকাল অনুমান করা যাইতে পারে। সূরদাস বল্লভাচার্যের শিষ্য হইয়াছিলেন। বল্লভাচার্য সংবৎ ১৫৩৬ সনে বা ১৪৭৯ খৃঃ অঃ জন্মগ্রহণ করেন।

বা রূপ গোস্বামীর রচিত হউক, ঐ কবিতাই বোধ হয় জয়দেবের প্রত্যক্ষ প্রভাবের শেষ নিদর্শন। সনাতনের পরে আর ও বৈষ্ণব কবি জয়দেবের সংস্কৃত গীতের অনুকরণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু কেহই কৃতকার্য হইতে পারেন নাই।

বাঙ্গালা গীতি-কবিতার স্রোতে কিন্তু জোয়ার আসিল। বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবিগণ মহাকব্যের প্রশস্ত রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া পল্লীবীথিকার কুসুমিত লতাবিতানের মধ্য দিয়া আপনাদের গন্তব্য পথ প্রস্তুত করিয়া লইলেন। তাহার কারণ এই যে, তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন কাব্যের প্রধান রস প্রেম। মানবের সূক্ষ্ম অনুভূতি বেদনা যে দিন পরম নিগূঢ় আস্বাদনের বিষয় হইল, সেই দিন তাহার আশ্রয় হইল গীতি-কবিতা। দিগ্‌বলয়ের প্রান্তে যখন প্রথম অরুণ-রাগ তুলি দিয়া রঙ ফলায়, তখন তাহার আবাহন সঙ্গীত যেমন বিহঙ্গের কোমল কণ্ঠেই ফুটিয়া উঠে, তেমনই প্রেমের প্রথম যাদুস্পর্শে কবিকণ্ঠে গীতি-কবিতা জাগিয়া উঠিল। চারিদিক হইতে যেন দোয়েল শ্যামা পিক পাপিয়া কাব্য-কুঞ্জে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। গীতি-কবিতার মত কোমল, সরস, সুস্নিগ্ধ, স্বচ্ছ কবিতা আর নাই। তাই যখন প্রেম হইল পরম আস্বাদনের বিষয়, তখন গীতি-কবিতা হইল তাহার উপযুক্ত প্রকাশ। গীতি-কবিতায় মর্মের ব্যথা বেদনা যেমন সহজে ও স্বাভাবিক ভাবে ধরা পড়ে, এমন আর কোনও কবিতায় নহে।

আর একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে—এ সকল শুধু

কবিতা নহে ; এগুলি গীতও বটে। সুরতানলয়ে ইহার বিন্যাস। কবিতার ছন্দেও মাধুর্য আছে, মনোহারিত্ব আছে, কিন্তু সঙ্গীতে আছে মোহ, মাদকতা। কবিতার ভাবে ও ভাষায় মানুষকে বশীভূত করা যায়, সন্দেহ নাই ; কিন্তু সঙ্গীতে পশু পক্ষী পর্য্যন্ত বশ হয়। সঙ্গীতের প্রভাব অপরিমেয়। বিধাতার নিগূঢ় বিধানে চিরকাল মানুষের মনে গানের সুরের বিচিত্র গালিচার আসনখানি পাতা রহিয়াছে। তাই গীতি-কবিতার ছন্দে সুর মিলাইয়া শ্রীচৈতন্য ধর্ম্মের এক নূতন জয়যাত্রার আয়োজন করিলেন। তাঁহার মতে শ্রীকৃষ্ণ হইলেন পরম দেবতা। প্রেম হইল তাঁহার প্রাপ্তির চরম উপায় এবং কীর্ত্তন হইল সেই প্রেমের সুকুমার কলানিকেতন। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন

ভক্ত্যাহং একয়া গ্রাহ্যঃ।

আমি এক মাত্র ভক্তির দ্বারা লভ্য। ভাগবতের দশম স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে বলিতেছেন,

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানাং অমৃতত্বায় কল্পতে

আমার প্রতি যার ভক্তি হয়, সে অমৃত অর্থাৎ মোক্ষ ফল প্রাপ্ত হয়।

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।

ন স্বাধ্যায়স্তপোত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা।

—ভাগবত একাদশ।

এই ভক্তির স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া ভক্তিসূত্রে নারদ বলিয়াছেন

সা কস্মৈ পরম প্রেমরূপা।

ভক্তিই পরম প্রেম। পূজ্যের প্রতি অনুরাগের সাধারণ নাম ভক্তি। কিন্তু পরাভক্তি অর্থে যে স্বার্থানুসন্ধান-লেশ-শূন্য অনুরাগের দ্বারা ভগবানকে প্রীত করা যায়।

যস্য দেবে পরাভক্তি যথা দেবে তথা গুরৌ—শ্বেতাশ্বতর

পরা ভক্তি এবং পরম প্রেম উভয়ই এক অনির্বচনীয় আত্মাভিব্যক্তি। পরমপ্রেম মানবীয় প্রেমের কোঠার বহু উর্ধ্বে এক অতি মধুর রহস্যময়ী অনুভূতি। শ্রীচৈতন্য ভক্তির সেই অর্থই গ্রহণ করিলেন এবং প্রেমকেই পরম পুরুষার্থ বলিয়া অভিহিত করিলেন।

চণ্ডীদাস পূর্বেই ভূমি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি কবির সরল প্রাণে প্রেমের যে মধুর ছবি দেখিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহাকে চিরদিনের জন্য বাঙ্গালীর হৃদয় রাজ্যে কবির শ্রেষ্ঠ আসনে বসাইয়াছে।

সতত সে রসে ডগমগ নব
চরিত বুঝিবে কে।
যাহার চরিতে ঝুরে পশু পাখী
পিরিতে মজিল যে॥—নরহরি

বস্তুতঃ প্রীতিকে তিনি যে চোখে দেখিয়াছিলেন, এমন আর কোনও দেশে কোনও কবি কখনও দেখেন নাই। চণ্ডীদাসের সেই চিত্র-

ফলক তুলিয়া ধরিলেন জগতের সম্মুখে—শ্রীচৈতন্য। চণ্ডীদাস যে স্বর্ণপ্রতিমা গড়িয়া গিয়াছেন, চৈতন্য তাহাতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিলেন। চণ্ডীদাসের প্রেম-প্রতিমা শ্রীরাধা যেন কবির মানস লোক হইতে নামিয়া আসিলেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গের দ্বারা প্রাণময়ী আবেগময়ী হইয়া চিরদিনের মত স্বর্গীয় সৌন্দর্য মাধুর্যের প্রতীক রূপে বাঙ্গালীর হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিলেন।

বচনকুশল স্মার্ত নৈয়ায়িক তান্ত্রিকগণের কলহ-কোলাহলে যখন কর্ণ বধির হইবার উপক্রম হইয়াছে, যোগীপাল মহীপালের গীতে এবং বিষহরি চণ্ডীর গানে যখন লোকের চিত্ত শুষ্ক বিরস মলিন, তখন এই সরস স্নিগ্ধ কবিত্বময়ী রম্য উপাসনা প্রণালী প্রবর্তিত হইল। মনে রাখিতে হইবে যে যে-যুগে শ্রীচৈতন্য তাঁহার অভিনব ধর্মমত প্রবর্তন করিলেন, বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের ইতিহাসে সে যুগ রিক্ত নহে। যে যুগে স্মার্ত রঘুনন্দন তাঁহার অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব লিখিয়া বাঙ্গালার সমাজ-শৃঙ্খলা চিরদিনের জন্য বাঁধিয়া দিতেছিলেন, যে যুগে রঘুনাথ শিরোমণি মিথিলা হইতে ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া নবদ্বীপকে ন্যায়ের বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করিতেছিলেন, যে যুগে বাসুদেব সার্বভৌমের মত সর্ব শাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিত পাণ্ডিত্য-গৌরবের জন্য বঙ্গের বাহিরে ভারতবর্ষের এক শ্রেষ্ঠ স্বাধীন হিন্দু নরপতির সভাপণ্ডিত হইয়াছিলেন, সেই যুগে শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপে আবির্ভূত হইয়া এই নূতন অপার্থিব আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন।

এই নূতন আধ্যাত্মিক তত্ত্ব গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এ ধর্মের নূতন বার্ত্তা প্রেম। কলিহত জীবের প্রাণ শুষ্ক নীরস ও আশাহত দেখিয়া শ্রীচৈতন্য জগতে এই প্রেমধর্ম প্রচার করিলেন।

কলিকবলিত কলুষজড়িত
দেখিয়া জীবের দুখ।
কয়ল উদয় হইয়া সদয়
ছাড়িয়া গোকুল সুখ॥
গৌর গুণের নাহি সীমা।
দীন হীন পাঞা বিলায় যাচিয়া
বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত প্রেমা॥ —গোবিন্দ দাস

বেদ-কর্ত্তা যে ব্রহ্মা তিনিও এই প্রেম কামনা করেন। অর্থাৎ এই ধর্মের বার্ত্তা বেদাতিরিক্ত। বসু রামানন্দ বলিতেছেন;

সকল বেদ-সার প্রেমসুধাধার
দেয়ল কাহু না উপেখি।

সকল বেদের সার এই প্রেমধর্ম তিনি (শ্রীচৈতন্য) জাতিবর্ণ নির্বিচারে সকলের মধ্যে বিতরণ করিলেন। বেদে ভক্তিধর্মের বীজ নিহিত থাকিলেও, প্রেমের বার্ত্তা এমন করিয়া পূর্বে কেহ কখনও জগতে প্রচার করেন নাই। তাই বিদগ্ধমাধবে শ্রীরূপ গোস্বামী বলিলেন,

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুম্ উন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তি-শ্রিয়ং।
হরিঃ পুরটসুন্দর-দ্যুতি-কদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

শ্রীচৈতন্য যে উন্নতোজ্জ্বল-রস-সমন্বিত অর্থাৎ প্রেমাত্মিকা ভক্তি জীবে বিলাইলেন, তাহা পূর্বে কখনও প্রচারিত হয় নাই। এই জন্য শ্রীগৌরাঙ্গকে সাক্ষাৎ প্রেম-মূর্তি বলা হইয়াছে।

দেখ দেখ সই মূরতিময় নেহ।
কাঞ্চন কান্তি সুধা জিনি মধুরিম
নয়ন চসকে ভরি লেহ॥ *

গৌরচন্দ্র 'মূরতিময় নেহ'—মূর্তিমান প্রেম। শ্রীরাধা প্রেমস্বরূপিণী; তাঁহার মূর্তিখানি পিরীতি দিয়া গড়া। গৌরচন্দ্রও সেই একই প্রেমের মূর্ত রসঘনবিগ্রহ। সেই জন্যই গৌরচন্দ্রকে শ্রীরাধার ভাবকান্তি-সমন্বিত রসরাজমূর্তি বলা হয়। 'রাধাভাবদ্যুতি সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপং।' তিনি রাধার ভাবকান্তি লইয়া আসিয়াছিলেন, আবার তিনিই সেই নন্দ-নন্দন কৃষ্ণ। এই রাধাভাবটি বিকসিত হইয়াছিল পূর্ণ-ভাবে নীলাচলে। নীলাচলের

---

* প্রথমখণ্ডে 'মূরতিময় দেহ' পাঠ গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু এই পাঠই সুসঙ্গত। ক্ষণদা গীতচিন্তামণি দেখুন।

লীলাটি এই জন্য পরম রমণীয়। তখন গম্ভীরার ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে নিভৃতে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র কৃষ্ণ-প্রেমে বিভোর। দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ হইতে ফিরিয়া তিনি আর ঐশ্বর্য প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু তিনি যে ভাব প্রকাশ করিলেন, তাহাও অচিন্ত্য, অভাবনীয়, কল্পনার অতীত!

জগতে যাঁহারা ধর্মমত সংস্থাপন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় কেহ হয়ত উপদেশ দিতেছেন, কেহ হয়ত শাস্ত্র প্রণয়ন করিতেছেন, আবার কেহ হয়ত প্রচলিত ধর্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়া নিজ মত স্থাপন করিতেছেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্য ইহার একটি পন্থাও অবলম্বন করিলেন না। বুদ্ধের ন্যায় তিনি উপদেশ প্রদান করিলেন না; বাদরায়ণ বা কপিলের ন্যায় তিনি ধর্মশাস্ত্র বা কোনও শাস্ত্র প্রণয়ন করেন নাই। পদাবলীতে উদ্ধৃত কয়েকটি শ্লোক ব্যতীত যে সকল রচনা তাঁহার নামে প্রচলিত তাহা তাঁহার রচিত কি না সন্দেহ। * শঙ্করাচার্য বা বল্লভাচার্যের মত তিনি বেদান্ত সূত্র অথবা গীতার ভাষ্য করিতেও প্রবৃত্ত হইলেন না। তিনি যে পন্থা অনুসরণ করিলেন, তাহা সম্পূর্ণ নূতন। যে প্রেম তাঁহার প্রবর্তিত

* মানসী ও মর্মবাণী ভাদ্র ১৩৩৪ শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের গ্রন্থ প্রণয়ন—শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট

Indian Historical Quarterly—Vol x, 1934 Chaitanya as an author—Dr S. K. De

ধর্মের মূল প্রতিপাদ্য, তাহা পুথি লিখিয়া বুঝানো যায় না; ভাষ্য লিখিয়া তাহার মর্মোদ্‌ঘাটন করা যায় না। শাস্ত্র, ভাষ্য, উপদেশ সমস্ত যুক্তি-তর্কের উপর নির্ভর করে। কিন্তু যুক্তি তর্কের দ্বারা প্রেম লভ্য হয় না। তাই তিনি নিজের অনুভূতির রসে জীবনকে রঙ্গাইয়া তুলিলেন। যে আত্মহারা পাগলকরা প্রেম সর্বসাধ্যসার, নিজের জীবনে সেই চিরবাঞ্ছিত প্রেম আত্মসাৎ করিয়া মহাপ্রভু জগৎকে শিখাইলেন। যাহা অসাধ্য, অসম্ভব এবং স্বর্গেও দুর্লভ তাহা মর্তে সুলভ করিয়া তুলিলেন—

এইরূপে উদ্ধারিল যত নরনারী।
রাধামোহন কহ নহিল হামারি॥

প্রেমহীন, ভক্তিলেশহীন জীবের সম্মুখে যে অশ্রুসিক্ত আদর্শখানি তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা শত শত গ্রন্থ, সহস্র সহস্র ভাষ্য টীকা টীপ্পনী অপেক্ষা অধিক মূল্যবান। সেই আদর্শের ফলে বঙ্গদেশের অবস্থা কি হইয়াছিল, সে চিত্র একবার চিন্তা করিয়া দেখিবার মত:

চৈতন্যাবতারে বহে প্রেমামৃত বন্যা।
সর্ব জীব প্রেমে ভাসে পৃথিবী হৈল ধন্যা॥
এ বন্যায় যে না ভাসে সেই জীব ছার।
কোটী কল্পে তবে তার নাহিক নিস্তার॥—চৈঃ চরিতামৃত

প্রেমে জগৎ ভাসিয়া গেল। নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য ও চৈতন্য এই প্লাবন-ঘটনে মুখ্যপাত্র। কিন্তু ইঁহারা কেহই গ্রন্থ রচনা করেন নাই, কেহই মিশনারী দল গঠন করিয়া দেশ বিদেশে প্রেরণ করেন নাই। অথচ বঙ্গদেশের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে এত বড় একটা বিপ্লব ঘটিয়া গেল। এই বিপ্লবই বন্যার মত সমস্ত দেশে ছড়াইয়া পড়িল:

প্রেমবন্যা নিতাই হৈতে অদ্বৈত তরঙ্গ তাতে
চৈতন্য বাতাসে উথলিল।
আকাশে লাগিল ঢেউ স্বর্গে না এড়ায় কেউ
সপ্ত পাতাল ভেদি গেল ॥—বলরাম দাস

প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা বলরাম দাস চৈতন্যের পরে আবির্ভূত হইয়া স্বচক্ষে যে অবস্থা দেখিয়াছিলেন, তাহাই তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার সময়েও (অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর শেষে এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে) সেই প্রেম-বন্যারই ঢেউ বহিতেছিল। খেতরীর মহোৎসবে সেই প্রেমবন্যার পূর্ণ প্লাবন দেখিতে পাই। মহাপ্রভু যে প্রেমযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন, তাহার পূর্ণাহুতি হইল খেতরীতে। নরোত্তম দাস ঠাকুরের পিতার রাজধানীতে যে মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হইল, তাহাতে আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। সে কথা পরে বলিতেছি। এক্ষণে মহাপ্রভুর প্রবর্তিত ধর্মে এই আশ্চর্য পরিবর্তন কি করিয়া ঘটিল, তাহারই আলোচনা করিব।

প্রথমতঃ শঙ্করাচার্যের দার্শনিক মতবাদে জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছিল। কিন্তু উপাস্য-উপাসকের ভেদ

স্বীকার না করিলে উপাসনা নিরর্থক অভিনয়মাত্রে পর্যবসিত হয়। নামদেবের একটি দোহায় এই কথাটি সুন্দর ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে :

আপুন দেব, দেহরা আপুহি, আপু লগাবৈ পূজা।
জলতেঁ তরঙ্গ, তরঙ্গতেঁ হ্যায় জল, কহনসুননকো দূজা ॥
আপুহি গাবৈ, আপুহি নাচৈ, আপু বাজাবৈ তূরা।
কহত নামদেব তূ মেরো ঠাকুর জন উরা তূ পূরা ॥

যিনি দেবতা, তিনিই মন্দির, তিনিই আবার পূজক। (এক অদ্বিতীয় পুরুষ ব্যতীত আর ত কিছুই নাই) জলে তরঙ্গ এবং তরঙ্গে জল—বলিতে শুনিতে ভিন্ন (কিন্তু এক বই দুই ত নয়)। আপনি গাও, আপনি নাচ, আপনিই বাঁশী বাজাও। কিন্তু নামদেব বলেন যে তুমি আমার প্রাণের ঠাকুর, ভক্তের হৃদয় জুড়িয়া রহিয়াছ।

অদ্বৈত মতে অভেদ সত্ত্বেও যে দ্বৈতবোধ, সে কেবল মায়ার জন্য। মায়াবৃত চৈতন্য জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদবুদ্ধি জন্মায়। এই ভেদ পারমার্থিক নহে, মায়িক। কিন্তু চৈতন্য-মতে শঙ্করের এই মায়াবাদ নিন্দিত হইয়াছে। ভগবানের অদ্বৈতত্ত্ব স্বীকার করিয়াও তিনি ভেদকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। জীব এবং ব্রহ্ম অভিন্ন হইয়া ও যে ভিন্ন, ইহা সত্যের এক অচিন্ত্য স্বরূপ।

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাঃ ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।

তর্কের দ্বারা এই ভেদ অধিগম্য নহে। সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহই একমাত্র নিত্যবস্তু, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনিই একমাত্র ঈশ্বর, তিনি সর্ব্বকারণের কারণভূত।

অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণ-কারণম্।

কিন্তু জীবেরও পৃথক্ সত্তা আছে, তাহা না হইলে লীলা হইবে কেমন করিয়া?

অদ্বৈতং কেচিদিচ্ছন্তি দ্বৈতমিচ্ছন্তি চাপরে।
মম তত্ত্বং ন জানন্তি দ্বৈতাদ্বৈত-বিবর্জিতম্॥
—কুলার্ণব তন্ত্র।

কেহ অদ্বৈত তত্ত্বের পক্ষপাতী, কেহ দ্বৈতের। আমার প্রকৃত তত্ত্ব কেহই জানে না। আমি দ্বৈতাদ্বৈতের ঊর্দ্ধে। শ্রীচৈতন্য জীবের সহিত ব্রহ্মের ভেদ-বাদ অঙ্গীকার করিয়া উভয়ের মধ্যে এক নিত্য সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিলেন—জীব নিত্যদাস।

গোপীভর্তুঃ পদ কমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ।—পদ্যাবলী

জীবের এই মাত্র বাঞ্ছনীয় পরিচয়। অভেদ-কল্পনা কদাচ মনে স্থান পাইতে পারে না।

মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ।
হেন জীব ঈশ্বর সনে করহ অভেদ॥ চৈঃ চরিতামৃত মধ্য

জীবে ও ব্রহ্মে স্বরূপগত অভেদ স্বীকার করিলে বলিতে হয় যে জীবের একমাত্র কাম্য মোক্ষ—যাহাতে ভেদ-জ্ঞান দূরীভূত হইয়া অভেদাত্মক জ্ঞানে চিরপ্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়। চৈতন্যমতে যখন জীব ও ব্রহ্মের ভেদ স্থাপিত হইল, তখন মোক্ষের আর প্রয়োজন রহিল না। চৈতন্য-ভক্তেরা মোক্ষ বাঞ্ছা করেন না—

দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ।—শ্রীমদ্ভাগবত ৩য় স্কন্ধ

মোক্ষ প্রদান করিলেও তাঁহারা গ্রহণ করেন না। সেবার রস যাঁহারা পাইয়াছেন, তাহার আনন্দ একবার যাঁহারা আস্বাদন করিয়াছেন, যাঁহারা জন্মের মত তাঁহার পাদপদ্মে আত্মবিক্রয় করিয়াছেন, তাঁহারা অন্য সমস্ত বস্তু তৃণের ন্যায় তুচ্ছ মনে করেন।

কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা পরমপুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য করি পুরুষার্থ॥
পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃত সিন্ধু।
মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু॥

নিজ কর্ম্মদোষে বন্ধন-দশা জন্ম জন্ম থাকে, থাক্। কিন্তু ভক্তজনের সঙ্গে ভগবৎসেবা হইতে কখনও যেন বঞ্চিত না হইতে হয় ইহাই ভক্তগণের অভিলাষ।

এই দাস্য ভাবের মধ্যে মুখ্য রস হইতেছে প্রীতি। সেই সেবাই শ্রেষ্ঠ, যাহাতে অনুরাগ আছে। বৃথা আড়ম্বরপূর্ণ সেবা বিড়ম্বনামাত্রে পরিণত হয়, যদি তাহাতে অনুরাগেব, স্নেহের, প্রীতির সম্বন্ধ না থাকে। ভগবান জীবের নিকট হইতে অন্য কিছুই প্রত্যাশা করেন না। তিনি 'প্রেম-লম্পট', কেবল প্রেম উপভোগ করিতেই ভালবাসেন।

তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং
জন্মকোটি সুকৃতৈর্ন লভ্যতে।

কোটীজন্মার্জিত সুকৃতির ফলেও যে লালসা সুলভ হয়না, তাহাই কৃষ্ণপ্রাপ্তির একমাত্র মূল্য, অন্য কোনও মূল্য নাই। লালসা অর্থে অনুরাগ। এই অনুরাগ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই চারি প্রকার রসের প্রধান উপজীব্য। সেবার আকাঙ্ক্ষা এই সকল রসেই বর্তমান। সখ্যের মধ্যে দাস্য, বাৎসল্যের মধ্যে দাস্য ও সখ্য এবং মধুর রসের মধ্যে দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য ভাব অন্তর্ভূত রহিয়াছে। সুতরাং দাস্য ভাবের প্রচ্ছন্ন ভূমিতে রসের তুলিকা বুলাইয়া ক্রমোৎকর্ষ-পদ্ধতিতে বিভিন্নরূপ ভজনের অধিকার জন্মে। কিন্তু দাস্যভাবই অন্তঃস্রোতের মত সকল ভাবের মধ্য দিয়া চলিতেছে। মধুর ভাবের মধ্যেও ইহার সত্তা পরিস্ফুট। শ্রীমতী বলিতেছেন ;

কৃষ্ণ মোরে কান্তা করি কহে যবে প্রাণেশ্বরী
মোর হয় দাসী অভিমান।
—চৈঃচঃ অন্ত্য।

আমি কৃষ্ণ পদ-দাসী, ইহাই আমার একমাত্র অভিমান। তিনি আমাকে আদর করিয়া যাহা বলিতে হয় বলুন, আর না-ই বলুন। আমি তাঁহার সেবা করিতে পাইলেই ধন্য।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে নির্বিশেষ ব্রহ্মের স্থলে সবিশেষ ভগবানের আরাধনা, জ্ঞানের স্থলে ভক্তি বা প্রেমের প্রাধান্য, অদ্বৈত তত্ত্বের স্থলে অচিন্ত্য ভেদাভেদ-স্থাপন—এই সকল চৈতন্য-মতের বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয়তঃ নামের মাহাত্ম্য-স্বীকার গৌরাঙ্গের প্রেমধর্মের অপর বৈশিষ্ট্য। বৃহন্নারদীয় পুরাণ হইতে উদ্ধার করিয়া তিনি দেখাইলেন—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

দৃঢ়তার জন্য হরিনাম তিন বার বলা হইয়াছে। কেবল শব্দ সেই দৃঢ়তাকে আরও সুনিশ্চিত করিবার জন্য। অন্য উপায় নাই, নাই, নাই—তিন বার বলায় বুঝিতে হইবে যে নাম ভিন্ন সত্যই নিস্তারের আর অন্য কোনও পথ নাই। পূর্বে আচার্যগণ বলিয়াছিলেন

তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।—শ্রুতি

তাঁহাকে জানিলে অমৃতলোকে প্রবেশ করা যায়, শ্রেয়োলাভের আর কোনও উপায় নাই। মহাপ্রভু কলিযুগের তিমিরাকুল জীবের দশা দেখিয়া বলিলেন, নামই সম্বল, নাম ব্যতীত অন্য উপায় নাই। নাম করিতে করিতে সর্ব অনর্থের-নিবৃত্তি হয়, অনর্থ-নিবৃত্তি হইলে ভক্তি-নিষ্ঠার আবির্ভাব হয়। নিষ্ঠা হইতে রুচি এবং রুচি হইতে আসক্তির উদ্ভব হয়। আসক্তি হইতে রতির অঙ্কুরোদ্গম হয়।

সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম।
সেই প্রেম প্রয়োজন সর্বানন্দধাম॥

প্রেম হইলেই ভগবানকে লাভ করা যায়। কৃষ্ণনাম চিত্তরূপ

দর্পণকে মার্জন করিয়া নির্মল করে। দর্পণ নির্মল না হইলে যেমন প্রতিবিম্ব পরিস্ফুট হয় না, তেমনি চিত্ত নির্মল না হইলে তাহাতে কৃষ্ণপ্রেমের ছবি ফুটিয়া উঠে না।

তৃতীয়তঃ নামে সর্বজাতির জন্মগত অধিকার। সকলেই স্বীকার করিবেন জাতিভেদ প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক বিষম সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। সামাজিক হিসাবে ইহার মূল্য যাহাই হউক, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে ইহা পরস্পরের মধ্যে এক দুর্ভেদ্য অচলায়তনের সৃষ্টি করিয়াছে। বেদে শূদ্রাদির অধিকার নাই, পূজা-অর্চনায়ও অনেক বাধা-বিচার আছে। বৈষ্ণব ধর্মেও জাতিভেদ সহজে দমিত হয় নাই। রামানুজস্বামী একাদশ শতাব্দীতে দ্বিজাতীয়গণকেই দীক্ষার অধিকারী বলিয়া গণনা করিয়াছিলেন—তাঁহার শিষ্যগণ সকলেই দ্বিজাতি-সম্ভূত। রামানন্দ (১৪ শতাব্দী) রামানুজ সম্প্রদায়ের শিষ্য হইলেও এই বিষয়ে স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিলেন। তিনি বলিলেন ভক্তিমার্গে মনুষ্যমাত্রেই অধিকারী। দেশভেদ, বর্ণভেদ, জাতিভেদ, ইত্যাদি বিচার ভক্তিমার্গের জন্য নহে। কবীর তাঁহার একজন প্রধান শিষ্য ছিলেন। উপাসনার ক্ষেত্রে সকলেরই সমান অধিকার। কিন্তু তাঁহার বেদান্তভাষ্যের 'শূদ্রাধিকরণে' তিনি শূদ্রদের বেদাধিকার নিষেধ করিয়াছেন। রামানন্দস্বামী 'বৈরাগী' সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। ইঁহারা সংসারবিরক্ত বৈষ্ণব। অযোধ্যা, চিত্রকূট প্রভৃতি স্থানে ইঁহাদের প্রধান কেন্দ্র আছে।

শ্রীচৈতন্য শুধু ভেদজ্ঞানকে বর্জন করিয়া সন্তুষ্ট হন নাই ; তিনি

আপামর সাধারণের মধ্যে নাম বিতরণ ও আচণ্ডালকে আলিঙ্গন করিয়া যাচিয়া যাচিয়া প্রেম বিলাইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন,

যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।

কৃষ্ণ-ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার ॥ চৈঃ চঃ অন্ত্য।

জাত্যভিমান কিংবা কোনও প্রকার অভিমান থাকিলে কৃষ্ণপ্রেম লভ্য হয় না। সুতরাং শ্রীচৈতন্য যে শুধু অবনত জাতিকে উন্নতির একটি পথ দেখাইলেন মাত্র, তাহা নহে। তিনি আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য এমন একটি মাপকাঠির সন্ধান দিলেন, যাহা সম্পূর্ণ নূতন—যাহাতে সব উলট পালট হইয়া গেল; উচ্চ নীচ হইল এবং নীচ উচ্চ হইল।

চণ্ডাল চণ্ডাল নহে যদি কৃষ্ণ বোলে।
বিপ্র বিপ্র নহে যদি অসৎ পথে চলে ॥ —চৈঃ ভাগবত

সে-ই বড়, সে-ই মান্য, সে-ই পূজ্য, যে কৃষ্ণভক্তি লাভ করিয়াছে। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রভাবে জাতিভেদ-প্রথা এখনও মস্তক উত্তোলন করিয়া আছে, সত্য; কিন্তু ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে মহাপ্রভুর শিক্ষায় ইহার ঔদ্ধত্য ও অত্যাচার অনেকটা সীমার মধ্যে নিবদ্ধ আছে। অন্যান্য প্রদেশের মত বঙ্গদেশে যে অসহিষ্ণু জাত্যভিমান বড দেখা যায় না, ইহার কারণ অন্য কিছু নয়, মহাপ্রভু কর্ত্তৃক আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য এক নূতন আদর্শের নির্দেশ। ম্লেচ্ছ আর হেয় নহে, চণ্ডাল আর হীন নহে;

সংকীর্তনের আসরে সকলেই সমান। ভগবানের দরবারে কে উচ্চাসন লাভ করিবে? ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ, না শূদ্রাধম? তাহা নির্ভর করিবে তাহার নৈতিক চরিত্র ও কৃষ্ণভক্তির উপর। যবন হরিদাস যখন নিত্যলীলায় প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহার দেহ কোলে করিয়া বসিলেন বিপ্রশ্রেষ্ঠ শ্রীচৈতন্য। ভক্তগণ সকলেই উচ্চজাতীয়—তাঁহারা সেই মৃতদেহের চরণতলে লুণ্ঠিত হইলেন। সিন্ধুতটে বসিয়া সিন্ধুরই ন্যায় গম্ভীর উদার মহাপ্রভু হরিদাসের মৃতদেহ বক্ষে ধারণ করিয়া সমাধিস্থ হইলেন। জাতিভেদের মূল্য যেখানে কিছুমাত্র নাই, সেই সর্বজাতির মহামিলনক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্রধামে শ্রীচৈতন্য জাতিভেদের সংকীর্ণতা চিরদিনের মত সাগরজলে ভাসাইয়া দিলেন। সামাজিক ব্যাপারে তিনি জাতিভেদ মানিতেন কিনা, সে প্রশ্নের অবকাশ এখানে নাই। এ বিষয়ে তাঁহার উদারতার ইঙ্গিত বঙ্গদেশে যে একেবারে ব্যর্থ হয় নাই, একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারা যায়।

শ্রীচৈতন্যের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান কীর্তন। সর্বশ্রেষ্ঠ বলিতেছি এই জন্য যে, অন্য সকল গুলিই ইহার অন্তর্ভুক্ত। মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম বাংলার বৈষ্ণব পদাবলীতে মূর্ত হইয়া রহিয়াছে। ভগবানের নাম-গ্রহণ, গুণ-কীর্তন ও লীলাস্মরণ যদি ধর্মের প্রধান অঙ্গ হয়, তাহা হইলে কীর্তন-সঙ্গীতের মাহাত্ম্য চিরদিন স্বীকার করিতে হইবে। যাঁহারা মনে করেন যে ধর্মমত শুদ্ধ যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং কঠোর ভাবে ইহা পালন করিতে

পারাই পরম চরিতার্থতা, তাঁহারা বৈষ্ণবের এই অভিনব পন্থা পরিহার করিতে পারেন। আমরা এতদিন অষ্টমার্গের সাধন (বৌদ্ধ), যমনিয়ম আসন এবং ব্রতযাগের প্রাধান্য স্বীকার করিতেই অভ্যস্ত ছিলাম। কিন্তু কে যেন একদিন আমাদের বাঁশীর সুরে ডাক দিয়া বলিল, শোনো এই গান। আকাশের নীলিমায়, চাঁদের জোছনায়, ফুলের সৌরভে, ধূপের গন্ধে, গীতের ছন্দে তোমার পরাণ বঁধুর কথা গাঁথা আছে, একবার কান পাতিয়া শুনিবে না? জীবনে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু মধুর, তাহার মধ্য দিয়া তোমার প্রিয়তমকে অনুসন্ধান কর, কেন কষ্ট করিবে? কমলের বনে কমলে কামিনীকে দেখিয়া লুব্ধ মানব সীমাহীন দিশাহারা সাগরের অতলতলে বৃথা খুঁজিয়া মরিতেছে! প্রাণের পরশে যাহা সত্য হইয়া, রূপ ধরিয়া, উপস্থিত হয়, তাহাকে নিয়মের কঠিন নিগড়ে পিষিয়া কি লাভ? ইহার নাম 'রাগানুগ ভজন'।

'রাগানুগ' বা 'রাগাত্মিকা' কথা কত প্রাচীন, তাহা বলিতে পারি না। শ্রীরূপ গোস্বামীর পূর্বে ইহার ব্যবহার দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে রাগাত্মিকা ভক্তির এইরূপ ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে;

ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা॥

ইষ্ট বা বাঞ্ছিত বস্তুতে যে স্বাভাবিক পরম লালসাময় আবেশ

তাহাকে রাগ বলে, এবং সেই রাগময়ী ভক্তিকে রাগাত্মিকা ভক্তি বলে।

বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিষু
রাগাত্মিকামনুস্মৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে।

ব্রজবাসিগণের মধ্যে স্পষ্টরূপে প্রকাশমানা যে ভক্তি, তাহাকে রাগাত্মিকা ভক্তি এবং তাহার অনুসারিণী যে ভক্তি, তাহাকে রাগানুগা ভক্তি বলে।

যাঁহারা এই ব্রজবাসিজনের ভাব-প্রাপ্তির জন্য লালায়িত, তাঁহারাই রাগানুগা ভক্তির অধিকারী।

এই প্রকার ভক্তি শাস্ত্রানুমোদিত ভক্তি মার্গ হইতে ভিন্ন। ইহাতে ফলাফল, ধর্মাধর্ম, শুভাশুভ কিছুরই বিচার নাই। আছে শুধু প্রাণের আবেগ। হৃদয় লইয়া ইহার কারবার। এই আত্মহারা প্রেম-ব্যাকুলতা রাগমার্গের লক্ষণ। আর বৈধী ভক্তির লক্ষণ ভগবানে শাস্ত্রনিয়মানুসারিণী রতি—

রাগহীনজন ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞায়।
বৈধীভক্তি বলি তারে সর্বশাস্ত্রে গায়॥—চৈঃচঃ মধ্য,

এই বৈধী ভক্তিকে কেহ কেহ মর্যাদা মার্গ বলিয়া থাকেন।

শাস্ত্রোক্তয়া প্রবলয়া তত্তন্মর্যাদয়ান্বিতা।
বৈধী ভক্তিরিয়ং কৈশ্চিৎ মর্যাদা মার্গ উচ্যতে॥

—ভক্তি রসামৃতসিন্ধু
পূর্ববিভাগ ২য় লহরী

সাধন ভক্তির দুইটি অঙ্গ ; বৈধী ভক্তি ও রাগানুগা ভক্তি। বৈধী ভক্তির বিধি-নিষেধকে অতিক্রম করিয়া রাগমার্গ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে অনুভূতি, প্রেম যুক্তিতর্কের ধার ধারে না; বিধি-নিষেধের বাধা মানে না। বৈধীভক্তিতে শ্রদ্ধা, রতি, ভক্তি ক্রমে হৃদয়ে আবির্ভূত হয়। আর রাগানুগা ভক্তিতে স্নেহ প্রণয় মান প্রভৃতির মধ্য দিয়া ভাব একান্ত ব্যাকুলতায় পরিণত হয়। পদাবলীর মুখ্য প্রয়োজন এইখানে। ভগবানকে অন্তরঙ্গ ভাবে পাইতে হইলে যে সকল অনুভূতি স্বভাবতঃ হৃদয়ে উত্থিত হয়, তাহাই লীলার প্রবন্ধে পদাবলীতে গ্রথিত হইয়াছে—

দাস সখা পিত্রাদি প্রেয়সীর গণ।
রাগমার্গে নিজ নিজ ভাবের গণন।—চৈঃ চঃ মধ্য।

দাসভাবে, সখাভাবে, মাতৃভাবে বা প্রেয়সীভাবে ভগবানকে ভালবাসিতে হইলে মহাজন-পদের সাহায্য গ্রহণ করিতেই হইবে। মাতা প্রাণের প্রাণ নীলামণিকে গোষ্ঠে পাঠাইয়া ধৈর্য ধারণ করিতে পারিবেন না; তাই তাহাকে বলিয়া দিতেছেন, যে যদি একান্তই যাবে, তবে এক কাজ করিও—

নিকটে রাখিহ ধেনু পূরিহ মোহন বেণু
ঘরে বসি আমি যেন শুনি।

তোমার বাঁশীর স্বর শুনিতে পাইলেও আমি কতকটা স্থির

হইয়া থাকিতে পারিব ; কদাচ দূরবনে যাইও না। ইহাই বিশুদ্ধ বাৎসল্য রসের ভাব।

ব্রজের রাখালগণ নন্দদুয়ারে আসিয়াছেন, কানাইকে গোষ্ঠে লইয়া যাইবার জন্য। কানাইয়ের বিলম্ব দেখিয়া শ্রীদাম বলিতেছেন—

কিগুণে বেঁধেছ মোদের হেরিরে তোর কালবরণ।

আমরা তোমার কথা শয়নে স্বপ্নে ভুলিতে পারি না। তোমার ঐ চিকণ কালো রূপ অহর্নিশি আমাদের চোখে লাগিয়া রহিয়াছে।

আমরা মায়ের কোলে শুয়ে থাকি।
(আর) স্বপনেতে কানাই কানাই বলে ডাকি ॥

মা তখন আমাদের কোলের মধ্যে লইয়া বলেন 'ওরে অবোধ ছেলে, তুমি যে আমার কোলে শুইয়া আছ, এখানে তোমার কানাই কোথা ?'

তখন আমরা লাজ পেয়ে মুদি আঁখি।
(আর) হৃদয় মাঝে তোর ঐ ললিত ত্রিভঙ্গ দেখি ॥

ইহাই সখ্য রসের অভিব্যক্তি। ইহা আস্বাদন করিতে হইলে, প্রত্যক্ষবৎ অনুভব করিতে হইলে পদাবলীর আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইবে। এমন ভাবটি আর কোথায়ও নাই।

মধুর রসে যখন মন ভরিয়া গিয়াছে, তখন শ্রীমতীর সঙ্গে সুর মিলাইয়া বলিতে ইচ্ছা হয় না কি ?—

যদি নয়ন মুদে থাকি অন্তরে গোবিন্দ দেখি
নয়ন মেলিয়া দেখি শ্যাম।

বৈষ্ণব পদাবলীর কৌশল অপূর্ব। লীলা স্মরণ করাইতে, অনুভূতি জাগাইয়া রাখিতে, শুষ্ক নীরস হৃদয়কে সরস করিতে এবং সমানহৃদয় ভক্তগণের সহিত রস আস্বাদন করাইতে কীর্তনের ন্যায় উপযোগী অন্য কোনও পন্থা উদ্‌ভাবিত হয় নাই।

ভগবানের পূজা এবং পরিচর্যার মধ্যে গীত বিশেষতঃ সংকীর্তন যে শ্রেষ্ঠ, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। ভগবানের নাম, লীলা এবং গুণ উচ্চস্বরে গান করাকে কীর্তন বলে। নামলীলাগুণাদীনাং উচ্চৈর্ভাষাতু কীর্তনং। মন্ত্র অনুচ্চস্বরে উচ্চারণ করিলে, তাহাকে জপ বলা হয়। সুতরাং নাম জপ করিলেই কীর্তন করা হইল না। বিষ্ণুধর্মোত্তরে বলা হইয়াছে নাম-কীর্তনে মহাপাতক বিনষ্ট হয়। মহাভক্ত প্রহ্লাদ বলিয়াছেন যে ভগবানের লীলা-কীর্তনে দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া গণ্য হয় না—(শ্রীমদ্‌ভাগবত ৭ম)। নারদ বলেন যে উত্তমশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের গুণানুবর্ণন তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ এবং দানের সমান।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্বে কি ভাবে কীর্তন গান হইত, তাহা আমরা জানি না। গীতগোবিন্দে যে সকল রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে,

তাহা হইতে অনুমান করা যায় না যে, বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় কীর্তন-জাতীয় সঙ্গীত সে সময়ে প্রচলিত ছিল কি না। গীতগোবিন্দের প্রায় গীতে এখনকার কীর্তনের ন্যায় 'ধ্রু' বা ধ্রুবপদের অস্তিত্ব দেখা যায়। ইহা জয়দেবের সময় হইতে আসিতেছে অথবা পরবর্তী কালে সংযোজিত হইয়াছে, তাহাও বলা যায় না। 'ধ্রু' অর্থ টীকায় ধৃত হইয়াছে.—ধ্রুবত্বাচ্চ ধ্রুবঃ প্রোক্তঃ আভোগশ্চান্তিমে মতঃ। * ফিরিয়া ফিরিয়া যাহা গায়িতে হয় তাহাকে ধ্রুব পদ বা ধ্রু বলে। বৌদ্ধ চর্যাচর্য-বিনিশ্চয়ের গান গুলিতে 'ধ্রু' সংকেতের প্রাচুর্য আছে। কিন্তু প্রায় গানের সবগুলি কলিতে উহার উল্লেখ থাকায় 'ধ্রু' কথার কোনও সঙ্গত অর্থ পাওয়া যায় না। বৈষ্ণব পদাবলীতে সাধারণতঃ মাঝের একটি কলিতে 'ধ্রু' এর সন্নিবেশ দেখিতে পাই। যাহাই হউক, গীত গোবিন্দের পদ এখন যে সুরে গীত হয়, পূর্ব্বে যে সে সুরে হইত না, ইহা একরূপ নিশ্চিত। কারণ এখন আর মালব রাগে যৎ তালে, বা গুর্জ্জরী রাগিণী রূপক তালে জয়দেব গান করিবার প্রথা কীর্তনে দেখা যায় না।

মহাপ্রভুর সময়ে যে সংকীর্তন হইত, তাহার প্রমাণ আছে। তিনি যে ফাল্গুনী সন্ধ্যায় জন্ম গ্রহণ করেন, সেই সন্ধ্যার সময়ে

---

* ধ্রুবত্বাচ্চ ধ্রুবঃ পশ্চাৎ আভোগশ্চান্তিমে মতঃ—সঙ্গীত রত্নাকর। (১৩শ শতাব্দী)
ধ্রুবত্বাৎ নিশ্চলত্বাৎ পুনঃ পুনরুপাদানাদিত্যর্থঃ—ভক্তিরত্নাকর।

চন্দ্রগ্রহণ হয়। গ্রহণের সময় গঙ্গাস্নান করিতে হয়। দলে দলে লোক হরি সংকীর্তন করিতে করিতে গঙ্গায় চলিল।

গঙ্গাস্নানে চলিলেন সকল ভক্তগণ।
নিরবধি চতুর্দিগে হরি সংকীর্তন ॥ চৈঃ ভাগবত

এইমত ভক্ততিতি যার যেই দেশে স্থিতি
তাহাঁ তাহাঁ পাই মনোবলে।
নাচে করে সংকীর্তন আনন্দে বিহ্বল মন
দান করে গ্রহণের ছলে ॥—চৈঃ চরিতামৃত

সুতরাং একপ্রকার সঙ্কীর্তন যে সে সময়ে হইত, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। সে সময়ে ধর্মশাস্ত্র যথা ভগবদ্ গীতা শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থও ব্যাখ্যাত এবং পঠিত হইত। কিন্তু তাহাতে ভক্তির লেশমাত্র থাকিত না।

গীতা-ভাগবত যে যে জনে বা পঢ়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায় ॥
চৈঃ ভাগবত আদি

সংকীর্তনও বোধ হয় গতানুগতিক ভাবে হইত, তাহার প্রণালী বা রীতি ভক্তি-বিকাশের অনুকূল ছিল না। কারণ এক দিকে আমরা পাইতেছি যে

হরিনাম মঙ্গল উঠিল চতুর্দিগে।
জন্মিলা ঠাকুর সঙ্কীর্তন করি আগে ॥—চৈঃ ভাগবত

বৃন্দাবন দাস আবার নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গকে বন্দনা করিবার সময় বলিতেছেন 'সঙ্কীর্তনৈকপিতরৌ' অর্থাৎ সঙ্কীর্তনের একমাত্র জন্মদাতা এই দুই ভাই।

আজানুলম্বিত ভুজৌ কনকাবদাতৌ
সংকীর্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ।

পুনরপি দেখা যায়

কলিযুগে সর্ব ধর্ম হরি সঙ্কীর্তন।
সব প্রকাশিলে শ্রীচৈতন্য নারায়ণ ॥—চৈঃ ভাগবত

ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন:

কলিযুগের যুগধর্ম্ম নাম সংকীর্তন।
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন ॥ চৈঃ চরিতামৃত

চৈতন্যাবতারের নিগূঢ় রহস্য বৃন্দাবনের গোস্বামীদের মতে শ্রীরাধার প্রেমাস্বাদন হইতে পারে, কিন্তু প্রকাশ্যতঃ বৃন্দাবন এবং গৌড়ের—সকল ভক্তগণের মতেই অবতারের প্রধানতম উদ্দেশ্য হইতেছে সঙ্কীর্তন প্রচার।

এই সঙ্কীর্তন প্রচার সম্বন্ধে আমরা চৈতন্য ভাগবত হইতে জানিতে পারি যে মহাপ্রভু তাঁহার পড়ুয়াগণকে কীর্তন

শিখাইয়াছিলেন। তাঁহারা যখন বলিলেন, যে তাঁহারা কীর্তন করিতে জানেন না। তখন মহাপ্রভু শিখাইলেন :

হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নম :
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।

করতালি দিয়া প্রভু দিশা দেখাইলেন। তখন অধ্যাপকের সহিত ছাত্রেরা মিলিয়া কীর্তন আরম্ভ করিলেন। নদীয়ার লোক সে কীর্তন দেখিয়া চমৎকৃত হইল। তাঁহারা বলিলেন

এবে সঙ্কীর্তন হইল নদীয়া নগরে।—চৈঃ ভাগবত

চৈতন্য চরিতামৃত বলেন যে 'চৈতন্যের সৃষ্টি এই নাম সংকীর্তন।' ইহা কবিকর্ণপূরের প্রতিধ্বনি মাত্র। কবিকর্ণপূর স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন ইহা ভগবান চৈতন্যের সৃষ্টি। রাজাধিরাজ প্রতাপরুদ্র এই কীর্ত্তন শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন তিনি সার্বভৌমকে বলিলেন, এমন মধুর সঙ্গীত ত শুনি নাই সার্বভৌম তাহার উত্তরে বলিলেন, ইয়মিয়ং ভগবচ্চৈতন্যস্য সৃষ্টিঃ।

এই সকল উক্তির দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে এই সংকীর্তন চৈতন্যদেব কর্তৃক প্রবর্তিত হইয়াছিল। কিন্তু ঠিক কতটুকু মহাপ্রভুর দান, তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। কারণ পদাবলী তখন ছিল, জয়দেব বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস—ইঁহাদের অমৃতোপম পদাবলী মহাপ্রভু আস্বাদন করিতেন। নীলাচলে যখন ভাবনিধির ভাব-সমুদ্রে তরঙ্গ উঠিত তখন স্বরূপ গোস্বামী ভাবানুরূপ পদ গান করিতেন।

ক্ষণেকে প্রভুর বাহ্য হৈল স্বরূপেরে আজ্ঞা দিল
স্বরূপ কিছু কর মধুর গান।
স্বরূপ গায় বিদ্যাপতি গীতগোবিন্দ গীতি
শুনি প্রভুর জুড়াইল কান ॥—অন্ত্যলীলা ১৭শ পরিঃ

পুনশ্চ

যবে যেই ভাব প্রভুর করয় উদয়।
ভাবানুরূপ গীত গায় স্বরূপ মহাশয় ॥
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
ভাবানুরূপ শ্লোক পড়ে রায় রামানন্দ ॥—ঐ

মুরারি গুপ্তও বলিয়াছেন;

ভাবানুরূপশ্লোকেন রাসসংকীর্তনাদিনা
শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োর্লীলা রস-বিদ্যানিদর্শনম্ ॥

এক্ষণে কথা হইতেছে এই যে, এই সকল পদ কি প্রণালীতে কোন্ সুরে গান করা হইত? যদি এখনকার প্রণালীতে হয়, তাহা হইলে কীর্তন যে মহাপ্রভুর সৃষ্টি একথা নিশ্চয়ই কবিকর্ণপূর এবং তাঁহার দেখাদেখি কবিরাজ গোস্বামী কখনও বলিতেন না।

কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে নাম-সংকীর্তনই চৈতন্য কর্তৃক প্রবর্তিত হয়, লীলাকীর্তন পূর্ব হইতে ছিল। কিন্তু আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে মহাপ্রভুর জন্মলগ্নে চতুর্দিকে সংকীর্তন

হইয়াছিল, হরিধ্বনি হইয়াছিল। তারপরে মহাপ্রভু যখন নবদ্বীপে নগর সংকীর্তন বাহির করিলেন, তখন গান ধরিয়াছিলেন—

তুয়া চরণে মন লাগহুঁ রে।
শার্ঙ্গধর তুয়া চরণে মন লাগহুঁ রে॥

ঠিক এই পদটিই গীত হইয়াছিল, অথবা ইহা কবিরাজ গোস্বামীর কল্পনামাত্র তাহা বলা যায় না। কিন্তু এইরূপ কোনো পদ গান করা হইয়াছিল নিশ্চয়। কারণ তাহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

চৈতন্য চন্দ্রের এই আদি সংকীর্তন।

উপরি উক্ত পদটি নাম কীর্তনের অন্তর্গত বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই কীর্তনে আর একটি পদ গান করা হইয়াছিল, তাহাকে লীলা কীর্তনের পর্যায়ে ফেলিতে হয়;

বিজয় হইলা হরি নন্দঘোষের বালা।
হাতে মোহন বাঁশী গলে দোলে বনমালা॥

অতএব দেখা যাইতেছে লীলাকীর্তন বা নামকীর্তন—ইহার কোনওটি সে সময়ে অপরিজ্ঞাত ছিল না। তাহা হইলে চৈতন্যের প্রবর্তিত কীর্তন বলিতে কি বুঝিব?

আমার বোধ হয় ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীচৈতন্য কীর্তনকে ভক্তিধর্মের প্রধান বাহনরূপে যে ভাবে ব্যবহার করিলেন, পূর্বে আর কখনও তেমন হয় নাই। তাঁহার পূর্বে ভগবানের

নাম হইত, পদাবলী-গানও হইত, কিন্তু তাহাতে মন গলাইতে পারিত না! শ্রীচৈতন্যের গানে এক নূতন প্রাণ-সঞ্চার হইল, নূতন নূতন পদাবলী রচিত হইতে লাগিল, নরহরি সরকার, বাসুঘোষ, মাধব, মুরারি গুপ্ত, প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর পদ রচনা করিতে লাগিলেন, সে গুলি নূতন পদ্ধতিতে বা সুরে গীত হইতে লাগিল।

শ্রীচৈতন্যের কীর্তনের আর এক বৈশিষ্ট্য হইল নৃত্য। এখন যে ভাবে কীর্তন গান হয়, তাহাতে নৃত্যের স্থান তাদৃশ নাই। কিন্তু মহাপ্রভুর সময়ে যে সকল কীর্তনের বর্ণনা পাই, তাহাতে নৃত্যের স্থান ছিল বেশী। তিনি নিজে যে কীর্তনে যোগদান করিতেন, তাহাতে তিনি কিরূপ গীত করিতেন, তাহা অপেক্ষা তিনি কিরূপ নৃত্য করিতেন সেই বর্ণনাই বেশী পাওয়া যায়। অদ্বৈতাচার্যের বাড়ীতে যখন মুকুন্দ গান ধরিলেন 'হা হা প্রাণ-প্রিয় সখি কিনা হৈল মোরে' তখন মহাপ্রভু শ্রান্ত ক্লান্ত উপবাসক্লিষ্ট; তথাপি তাঁহাকে আচার্য প্রভু ধরিয়া তুলিয়া দিলে তিনি প্রহরেক অবিশ্রান্ত নৃত্য করিলেন। নীলাচলে 'সেই ত পরাণ নাথে পাইনু যাঁহা লাগি মদন দহনে ঝুরি গেনু' এই গীতে মহাপ্রভু দ্বিপ্রহর নৃত্য করিয়াছিলেন। এই সকল কীর্তন-নৃত্যে মহাপ্রভুর অষ্ট-সাত্ত্বিক ভাব প্রকাশিত হইত, প্রেমের তুফান বহিত।

'মহাপ্রেম মহানৃত্য মহা সংকীর্তন।'

এ প্রকার পূর্বে কেহ কখনও দেখে নাই। ইহাই শ্রীচৈতন্যের কীর্তন। এখনও সেই জন্য কীর্তন করিতে হইলে মহাপ্রভুকে স্মরণ করিতে হয় সর্বাগ্রে। গৌরচন্দ্রিকা গান না করিয়া রাধা-কৃষ্ণের লীলা গান করিলে ভক্তগণ তাহা শ্রবণ করেন না। যে রসের গান হইবে, বৈষ্ণব মহাজনগণ তদ্‌ভাবোচিত গৌরচন্দ্রিকার পদ রচনা করিয়াছেন। ইহাকে তদুচিত গৌরচন্দ্র বলে। এই গ্রন্থে প্রত্যেকটি রসের গীত সন্নিবেশিত করিবার পূর্বে একটি 'তদুচিত গৌরচন্দ্র' দেওয়া হইয়াছে।

এই গৌরচন্দ্রিকা গান করিবার পদ্ধতি অবশ্য শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর সময়ে বর্ত্তমান ছিল না। বাল্য হইতে গৌরাঙ্গের অতি অদ্ভুত লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া সমসাময়িক কবিগণ তাঁহার লোকোত্তর চরিত্র সম্বন্ধে 'চরিত' ও পদাবলী রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে স্বরূপ দামোদরের কড়চা (পাওয়া যায় না), রূপ গোস্বামীর কড়চা (পাওয়া যায় না), মুরারি গুপ্তের কড়চা (সংস্কৃতে) নরহরি সরকারের কড়চা (নাম মাত্র শুনা যায়) রচিত হইয়াছিল এবং নরহরি, বাসুদেব ঘোষ, মুরারি গুপ্ত প্রভৃতি পদ রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নরহরি ও মুরারি উভয়ে বৈদ্য এবং উভয়ে মহাপ্রভু অপেক্ষা বয়সে বড়। নরহরি সরকার ঠাকুর পূর্বে রাধাকৃষ্ণ লীলা সম্বন্ধে পদ রচনা করিতেন; কিন্তু গৌরাঙ্গ-লীলায় আকৃষ্ট হওয়ার পর তিনি সেই সম্বন্ধেই পদ রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নরহরি সরকার ও তাঁহার শিষ্য লোচন দাস

লালসাময়ী ভক্তির রসে তাঁহাদের কবিত্ব অভিষিঞ্চিত করিলেন। নরহরি সরকার সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

জয় জয় নরহরি শ্রীখণ্ড-নিবাসী।
যার প্রাণ সর্বস্ব শ্রীগৌর গুণ রাশি ॥—অদ্বৈতবিলাস

নরোত্তম দাস ঠাকুর তাঁহার 'হাট পত্তনে' লিখিয়াছেন

প্রেমের রমণী ভেল দাস নরহরি।
চৈতন্যের হাটে ফিরে লইয়া গাগরি ॥

নরহরি গৌরপ্রেমে রমণীর ন্যায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য যে প্রেমের 'হাট' বসাইলেন, তাহাতে তিনি গাগরি-ভরা প্রেম-মদিরা লইয়া 'ফিরি' করিতেন অর্থাৎ নিজে সেই মদিরাপানে মাতোয়ারা হইয়া অপরকে 'কে নিবি আয়' 'কে নিবি আয়' বলিয়া আহ্বান করিতেন।

এই অপূর্ব অনুপ্রাণনায় অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার শিষ্য লোচন দাস গৌরাঙ্গ-লীলার অতি সরস কাব্য ও পদাবলী রচনা করেন। ইতিহাসের দিক দিয়া এ গ্রন্থের মূল্য যাহাই হউক, লোচন দাসের চৈতন্য মঙ্গল যেরূপ হৃদয়ের দরদ দিয়া লেখা তাহার তুলনা কোথায়ও পাওয়া যায় না। সরকার ঠাকুর যেমন বিমুগ্ধ রমণীর মত গৌর-প্রেম আস্বাদন করিয়াছিলেন, লোচন দাস সেইরূপ নদীয়া নাগরীর ভাবে মহাপ্রভুর লীলা আস্বাদন করিয়াছেন ও তাহাতে ডুবিয়াছেন। বস্তুতঃ আদিরসের এমন মুক্ত, স্বচ্ছ, আন্তরিকতাপূর্ণ, একান্ত আত্মহারা অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না।

দেশ যথন এই প্রেমের তুফানে টলমল করিতেছে, সেই সময়ে খেতরীতে এক বিরাট উৎসব হয়। খেতরী নরোত্তম দাস ঠাকুরের পিতার রাজধানী ছিল। নরোত্তম যথন বিবাগী হইয়া বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তথন তাঁহার পিতৃব্য-পুত্র সন্তোষ দত্তের উপর রাজ্যভার ন্যস্ত হয়। নরোত্তম তাঁহার গুরু লোকনাথ গোস্বামীর আদেশে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া গ্রামের উপান্তে কুটীর নির্মাণ করিয়া তাহাতেই ভজন-সাধনে নিরত হইলেন; তিনি আর রাজ-প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করিলেন না। রাজা সন্তোষ তাঁহার জন্য রাজভাণ্ডার উজাড় করিয়া এক মহোৎসবের আয়োজন করেন, তাহাতে ছয়টি দেবমন্দিরে ষড় বিগ্রহ স্থাপিত হইলেন যথা—

শ্রীগৌরাঙ্গ-বল্লবীকান্ত শ্রীকৃষ্ণব্রজমোহন।
শ্রীরাধারমণ রাধে রাধাকান্ত নমোঽস্তু তে॥

এই বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠায় সংকীর্তনের জন্য প্রশস্ত স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। তাহাতে বঙ্গদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তনীয়াগণ নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। গায়ক, পদকর্তা, আচার্য, গোস্বামী, ভক্ত, সাধকের সমাগমে খেতরী এক মহা পুণ্য তীর্থে পরিণত হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে আমি পূর্বে অন্যত্র যাহা বলিয়াছি এস্থলে তাহার পুনরাবৃত্তি করা চলিতে পারে—"......বর্ণনা পড়িয়া যাহা মনে হয়, তাহাতে এরূপ বিচিত্র উৎসব বৈষ্ণব জগতে উহার পূর্বে বা পরে আর অনুষ্ঠিত হয় নাই। গৌরনিত্যানন্দ, অদ্বৈত এবং তাঁহাদের পার্ষদেরা তথন নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন। নিত্যানন্দ-পত্নী

জাহ্নবা দেবী ছিলেন এই উৎসবের হোত্রী, শ্রীনিবাস প্রধান পুরোহিত, নরোত্তম উদ্‌গাথা এবং রাজা সন্তোষ দত্ত যজমান। ......শ্রীজাহ্নবা দেবী সকলের অলক্ষ্যে বসিলেন, শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের পুত্র অচ্যুতানন্দ ঠাকুর নরোত্তমকে গান করিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন ঠাকুর নরোত্তমকে মাল্য চন্দন দিলেন। নরোত্তম ভূমিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিলেন এবং দেবীদাস অমৃতের ন্যায় ধ্বনি করিয়া মর্দলে আঘাত করিলেন। চণ্ডীদাস গৌরাঙ্গ দাস প্রভৃতি সেই সঙ্গে মৃদঙ্গ করতাল বাজাইতে লাগিলেন। ভক্তি রত্নাকরে এই কীর্তনের বিশদ বর্ণনা আছে। ......এই গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি যে কীর্তন দুই প্রকার ছিল—নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ কীর্তন। অনিবদ্ধ কীর্তন গোকুল দাস গান করিলেন। রাগিণী আলাপ মূর্চ্ছনা প্রভৃতি বিস্তার করিয়া তিনি এই গান করিয়াছিলেন। আর নরোত্তম নিজে গায়িয়াছিলেন নিবদ্ধ কীর্তন। আমার বোধ হয় এই নিবদ্ধ কীর্তন হইতে বর্তমান কীর্তন-পদ্ধতি জন্মলাভ করিয়াছে।"*

অনিবদ্ধ নিবদ্ধ গীতের ভেদদ্বয়।
অনিবদ্ধ গীতাদি গোকুলাদি আলাপয়॥
অনিবদ্ধ গীতে বর্ণন্যাস স্বরালাপ।
আলাপে গোকুল কণ্ঠধ্বনি নাশে তাপ॥
আলাপে গমক মন্দ্র মধ্যতার স্বরে।
সে আলাপ শুনিতে কেবা বা ধৈর্য ধরে॥

*ভারতবর্ষ, চৈত্র, ১৩৪২।

গায়ক বাদক যৈছে করে অভিনয়।
যৈছে সে সভার শোভা কহনে না যায়॥

* * *

বার বার প্রণমিয়া সবার চরণে।
আলাপে অদ্ভুত রাগ প্রকট কারণে॥
রাগিণী সহিত রাগ মূর্ত্তিমন্ত কৈলা।
শ্রুতিস্বর গ্রাম মূর্চ্ছনাদি প্রকাশিলা॥

* * *

তাল পাঠাক্ষর চারু ছন্দে উচ্চারয়।
বাদকগণের যাতে মোদ বৃদ্ধি হয়॥

* * *

নরোত্তম গণসহ তাঁরে প্রণময়।
নিবদ্ধ গীতের পরিপাটী প্রচারয়॥
শ্রীরাধিকার ভাবে মগ্ন নদীয়ার চান্দ।
সেই ভাবময় গীত রচনা সুছান্দ॥
আকর্ষণ মন্ত্র কি উপমা তায় দিতে।
হইল বিহ্বল তাহা প্রথমে গাইতে॥

তদুপরি শ্রীরাধিকা-কৃষ্ণের বিলাস।
গাইবেন মনে এই কৈল অভিলাষ॥ *

—ভক্তি রত্নাকর ১০ম তরঙ্গ

নরোত্তম পালা সাজাইয়া গান করিয়াছিলেন এবং তৎপূর্বে গৌর চন্দ্রিকা গান করিয়াছিলেন। ইহাই গৌরচন্দ্রিকার আরম্ভ। ঠাকুর মহাশয় যে দৃষ্টান্ত দেখাইলেন তাহাই পরবর্তী গায়ক ও পদকর্তৃগণ অনুসরণ করিয়াছেন।

অন্য দিন ঠাকুর মহাশয় আরতির পরে কীর্তন গায়িতে গিয়া বাসুদেব ঘোষের পদ গায়িয়া গৌরচন্দ্রিকা করিয়াছিলেন। সে পদটি অনুরাগের—

সখি হে ওই দেখ গোরা কলেবরে।

এই ভাবে ভাবোচিত গৌরচন্দ্রিকা গান করিয়া পালা গান করিবার রীতি যাহা প্রবর্তিত হইল, তাহা সম্পূর্ণ নূতন। তাহাই

---

* অনিবদ্ধং নিবদ্ধং চ দ্বিধা গীতমুদীরিতম্।
আলপ্তির্বন্ধহীনঃস্যাৎ রাগালাপনরূপিণম্॥ ভক্তি রত্নাকর ৫ম তরঙ্গ
নিবদ্ধমনিবদ্ধং তদ্দ্বেধা নিগদিতং বুধৈঃ।
বদ্ধং ধাতুভিরঙ্গৈশ্চ নিবদ্ধমভিধীয়তে।
আলপ্তির্বন্ধহীনত্বাদনিবদ্ধমিতীরিতা॥—সংগীত রত্নাকর
৪র্থ প্রবন্ধাধ্যায়

ধাতু অঙ্গে বদ্ধ হৈলে নিবদ্ধাখ্যা হয়।
শুদ্ধা ছায়ালগক্ষুদ্র নিবদ্ধ এ ত্রয়॥—ভক্তি রত্নাকর।

পরবর্ত্তীকালে অনুসৃত হইয়া আসিতেছে। খেতরীর মহোৎসবে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, যথা নরোত্তম দাস, গোবিন্দদাস, বলরাম দাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি—ইঁহারাই গৌরগীতিকার শ্রেষ্ঠ পদকর্ত্তা। ইঁহাদের রচিত অপূর্ব কাব্যরস সমন্বিত গৌরাঙ্গ গীতগুলি স্বরতাললয়ে সংযুক্ত হইয়া কীর্তন সঙ্গীতের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়াছিল।

কীর্তন রসে যখন বঙ্গদেশ প্লাবিত হইল, তখন সঙ্গীতজ্ঞেরা সুর ও তালের দিক দিয়া নানা উৎকর্ষ-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। গঙ্গা যখন হিমালয়ের শৈল বক্ষ বহিয়া সমতলে অবতীর্ণ হইল, তখন তরঙ্গ উচ্ছ্বাসে নানাদিগ্‌দেশ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করিয়া সেই পবিত্র ধারা ছুটিল অনন্ত সাগরের সন্ধানে। ঢেউয়ের পর ঢেউ ছুটিয়া আসিয়া কত নদ নদীর সঙ্গে মিত্রতা করিল সেই ধারা; তারপরে সকলকে ডাকিয়া, সকল ধারাকে পবিত্র করিয়া তুমুল কল্লোলে চলিল কত দেশ, কত পল্লী ভাসাইয়া, স্নিগ্ধ করিয়া, শস্যশালী করিয়া। তেমনি কীর্তন-ধারাও মহাপ্রভুর শৈলসম উচ্চভাব হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়া ঐ পতিতপাবনী জাহ্নবীর মতই এক অমৃত-প্লাবনে এই বিশাল দেশের নগর প্রান্তর পল্লী ভাসাইয়া-ছিল—এবং আনন্দময়ের সন্ধানে ছুটিয়া, নানা ভাবসম্পদের সহিত, নানা পল্লী-গীত পল্লীসুরের সহিত মিশিয়া অপূর্ব সৌষ্ঠবমণ্ডিত হইয়াছিল।

সে সময়ে বৈঠকী সঙ্গীতের গৌরব-সূর্য মধ্যাহ্ন আকাশে বিরাজ করিতেছিল। আকবর বাদশাহের সময় তানসেন

সঙ্গীত-বিস্তার সাধনায় অদ্‌ভুত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। সমসাময়িক ইতিহাস-লেখক বলিয়াছেন যে সহস্র বৎসরের মধ্যে এরূপ প্রতিভা-সম্পন্ন গায়ক ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করেন নাই। প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ বৈজু বাওরাও বোধ হয় এই সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। সঙ্গীতের এই অসামান্য উৎকর্ষ যে যুগে সাধিত হইয়াছিল, সেই যুগেই বৈষ্ণব সাধকগণ কীর্তনকে এক অপরূপ শ্রীদান করিলেন। ইঁহারা বৈঠকী সঙ্গীতের সুর ও তাল উপেক্ষাও করিলেন না, আবার সম্পূর্ণ অনুসরণও করিলেন না। এইরূপে এক অতি মধুর ও সুললিত সঙ্গীত-পদ্ধতির সৃষ্টি হইল। বৈঠকী বা হিন্দুস্থানী সুরের আভিজাত্য খর্ব না করিয়াও বলা যাইতে পারে যে কীর্তন সঙ্গীতে বাঙ্গালী যে উদ্‌ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়াছে, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর।

এই সঙ্গীত-প্রতিভার উদ্দীপক হইল চৈতন্য প্রবর্তিত ধর্মভাব। ইহার আলম্বন হইল বৈষ্ণব কবিতা এবং ইহার আশ্রয় হইল আপামর জনসাধারণ। নিতান্ত নিরক্ষর এবং সঙ্গীতানভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেও কীর্তন অধিগম্য, সহজলভ্য ও উপভোগ্য হইয়া উঠিল। কাজেই দেশের লোক আগ্রহের সহিত ইহা গ্রহণ করিল। কীর্তনে দেশ মাতিয়া উঠিল।

কোনও বিষয়ের অনুশীলন হইলেই নানাদিকে তাহার উৎকর্ষ হইতে থাকে। কীর্তন-সাধনায়ও বাঙ্গালী অসাধারণ কৃতিত্ব লাভ করিল। নানাভাবে কীর্তন ও পদাবলী বাঙ্গালীর সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবন সমৃদ্ধ করিল। কীর্তনের সুরশিল্পে নানাশিল্পী

কারুকার্য করিলেন। এইরূপে কীর্তন গানে নানা পদ্ধতির আবির্ভাব হইল। তন্মধ্যে নরোত্তম দাস ঠাকুরের পদ্ধতিকে গরাণহাটি বলে। এতদ্ব্যতীত মনোহরসাহী, রেণেটি, মন্দারিণী প্রভৃতি অন্যান্য প্রণালী ও প্রচলিত হইয়াছিল। মুর্শিদাবাদ (বর্ধমান?) অঞ্চলের মনোহরসাহী পরগণা হইতে মনোহরসাহী কীর্তনের উৎপত্তি হইয়াছে। এইরূপ রেণেটী বর্ধমানের অন্তর্গত রাণীহাটী পরগণা হইতে এবং মন্দারিণী স্থর বোধহয় গড়মান্দারণ অঞ্চলের কোনও স্থান হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল। ইহার প্রত্যেকটি সুরের বিশিষ্টতা আছে।

এই একই সময়ে হিন্দী সাহিত্যেও পদাবলী এবং গীতি-কবিতা অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করে। স্থরদাসের নাম পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। স্থরদাসের পদাবলী হিন্দী সাহিত্যে অতুলনীয়। বল্লভাচার্য শ্রীচৈতন্যের সমকালীন ছিলেন। ইনি চৈতন্য অপেক্ষা ৭ বৎসরের বড়। স্থরদাস এই বল্লভাচার্যের শিষ্য। বল্লভা-চার্যের সহিত মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ আছে।* বল্লভাচারী সম্প্রদায় উত্তর পশ্চিমে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। রাজপুতানার মধ্যে নাথদ্বার বা শ্রীনাথদ্বার এই সম্প্রদায়ের প্রধান তীর্থ। বল্লভাচার্য দক্ষিণাপথ হইতে আসিয়া মথুরায় ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র বিঠ্ঠল নাথ পিতার শিষ্য ও নিজের শিষ্যদিগের মধ্য হইতে সর্বোত্তম আটজন কবি লইয়া এক সম্প্রদায় গঠন করেন, তাহার নাম 'অষ্টছাপ'।

* ভক্তমাল

এই অষ্টছাপের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত সুরদাস ; ইঁহার পরেই বিখ্যাত ছিলেন নন্দদাস। তাঁহার রাসপঞ্চাধ্যায়ী প্রভৃতি বহু কাব্য আছে। প্রবাদ আছে যে, নন্দদাস তুলসীদাসের রামায়ণ দেখিয়া শ্রীমদ্‌ভাগবত ভাষায় রচনা করিতে মনস্থ করেন। তুলসী দাস যেমন শ্রীরামচন্দ্রের লীলায় বিভোর হইয়াছিলেন, নন্দদাস সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের লীলায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কথিত আছে যে, নন্দদাস তুলসীদাস গোস্বামীকে লইয়া একবার বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। তখন তুলসীদাস গোবিন্দ-মূর্তি দেখিয়া প্রথমে প্রণাম করেন নাই ; বলিলেন

'তুলসী মস্তক তব নবৈ ধনুষবাণ লেব হাথ'

ধনুর্ধারীরূপে দেখা দিলে তবে তুলসী মাথা নোয়াইবে। ভক্তবৎসল সেইরূপে যখন দেখা দিলেন, তখন তুলসী তাঁহার প্রাণের ঠাকুরকে প্রণাম করিয়াছিলেন। সংস্কৃত শ্লোকেও এই কথাই স্পষ্ট বলা হইয়াছে—

শ্রীনাথে জানকী-নাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ ॥

পরমাত্মা এক, অভিন্ন ; শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরামচন্দ্রে কোনও ভেদ নাই জানি। তথাপি আমার জীবন-সর্ব্বস্ব কমললোচন শ্রীরাম।

রামোপাসক এবং কৃষ্ণোপাসকের মধ্যে উত্তর পশ্চিমে এইরূপ

ভেদ-বিচার থাকিলেও তুলসীদাসের অমৃতময় কাব্যে রাম ও কৃষ্ণের ভেদ একরূপ উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও চলে :

কাম কোটী ছবি শ্যাম শরীরা।
নীল কঞ্জ বারিদ গম্ভীরা। —রাম চরিত
জপহিঁ রাম ধরি ধ্যান উর সুন্দর শ্যামশরীর।
—রামচরিত—বালকাণ্ড

তাঁহারা (সজ্জন) হৃদয়ে সুন্দর শ্যামকান্তি রামরূপ ধ্যান করিয়া রামনাম জপ করেন। বাংলা পদাবলীতে বহুস্থানে আছে 'সুন্দর শ্যামশরীর'। যথা

চঞ্চলনয়ন রমণীমনমোহন
শোহন শ্যামশরীর।

পুনশ্চ

নীলজলজ তনু শ্যাম তমালা—তুলসী দাস
তনুরুচি তরুণ তমাল—গোবিন্দ দাস

গোস্বামী তুলসীদাসজি শ্রীরামচন্দ্রের মাথায় ময়ূর পুচ্ছও পরাইয়াছেন।

মোরপঙ্খ সির সোহত নীকে।

(মাথায় ময়ূরপুচ্ছ সুন্দর শোভা পাইতেছিল।)

যাহা হউক, এই সকল হইতে বুঝা যায় যে সে সময়ে সমগ্র

উত্তর ভারতে ভক্তির এক প্রবল স্রোত বহিয়াছিল। পাঞ্জাবেও বাবা নানক হইতে ঐ একই সময়ে ভক্তি-ধর্ম্মের প্রচার হইতেছিল।

গোবিন্দ ভজন বিন বৃথে সব কাম।
যিউ কিরপণকে নিরারথ দাম॥
ধংন ধংন তে জন যিহ ঘট বসিও হরি নাউ।
নানক তাকৈ বলি বলি যাউ॥—সুখমণি

গোবিন্দ ভজন বিনা সব কার্য বৃথা। যেমন কৃপণের ধন নিরর্থক। তিনিই ধন্য ধন্য যাঁহার হৃদয়ে হরিনাম বাস করেন। নানক বলেন তাহাকে বলিহারি যাই।

পদাবলীর জন্ম যেখানেই হউক, সমগ্র উত্তর ভারতে ইহার প্রসার হইয়াছিল। সুতরাং মেরুমজ্জাহীন বাঙ্গালীই যে এই কোমল গীতি-কবিতার একমাত্র স্বত্বাধিকারী, তাহা নহে। কিন্তু 'কীর্তন' বাঙ্গালীর প্রতিভার অনবদ্য সৃষ্টি। অন্য কোনও দেশে গীতিকবিতার মধ্যে এরূপভাবে সুরমাধুর্য অনুপ্রবিষ্ট হয় নাই। ইহাই শ্রীচৈতন্যের কীর্তি।

সূরদাসের হিন্দী পদাবলী অতি সুন্দর। এত মধুর ও মনোহর পদাবলী ইঁহার পূর্ব্বে ব্রজভাষায় আর কোনও কবি রচনা করেন নাই। সূরদাসের পদাবলীর সহিত বঙ্গদেশের কবিও গায়ক যে পরিচিত ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সূর-দাসের একটি পদ কিঞ্চিদধিক দুইশত বর্ষ পূর্বে পদকল্পতরু গ্রন্থে ধৃত হইয়াছে। (এই পদামৃতের ২য় খণ্ডেও (১২৬পৃঃ) ঐ পদটি

দেওয়া হইয়াছে।) ইহা হইতে বুঝা যায় যে বাঙ্গালীরা হিন্দী পদাবলী আস্বাদন করিতেও ব্যগ্র ছিল। হিন্দী কবিতার প্রভাব বাংলা গীতিকাব্যের উপর কতখানি, তাহা বিশেষ প্রণিধানের বিষয়। সে সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা এস্থলে সম্ভবপর নহে। *তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, বঙ্গ ও উত্তর পশ্চিমের মধ্যে* এই বিষয়ে বিশেষ আদান প্রদান ঘটিয়াছিল।

এই ভূমিকায় মোটামুটি গীতিকবিতা ও কীর্তনের ইতিকথা সংক্ষেপে আলোচনা করা হইয়াছে। বক্তব্য-শেষে মহাত্মা তুলসীদাসের কথায় বলি

করই মনোহর মতি অনুহারি।
সুজন সুচিত সুনি লেহু সুধারি ॥

'আমার জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে মনোহর করিতেই চেষ্টা করিয়াছি ; এক্ষণে সজ্জনগণ মনদিয়া শ্রবণ করিয়া ইহা শুদ্ধ করিয়া লইবেন।' ভক্তগণের কৃপা ব্যতীত অন্য কোনও সম্বল নাই।

পরিশেষে আমার পরম দুঃখ এই যে বন্ধুবর তারাপ্রসন্ন গুপ্তের হস্তে এই ৩য় খণ্ড পুস্তক খানি দিতে পারিলাম না। তিনি যে কতভাবে আমাকে উৎসাহিত করিতেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। বস্তুতঃ তাঁহার উৎসাহও সহানুভূতি না পাইলে এই বৃহৎ গ্রন্থ সংকলন করা আমার পক্ষে সম্ভব হইত না। তিনি অল্পদিন হইল আমাদের ছাড়িয়া গিয়াছেন।

ব্রজবাসী মহাশয় যখন নিজে এই গ্রন্থের অন্যতর সম্পাদক, তখন তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করা শোভন হইবেনা। কিন্তু এই গ্রন্থ-সম্পাদনের চেষ্টার ইতিহাস যাঁহারা জানেন, তাঁহারা বুঝিবেন যে আমি তাঁহার নিকট কি অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ! কি গ্রন্থ-সম্পাদনে, কি রাধাকৃষ্ণলীলার রসাস্বাদনে, কি কীর্তনগানে তিনিই আমার শিক্ষাগুরু, সহায় ও অবলম্বন।

বন্ধুবর সুবোধ চন্দ্র দত্ত মানসী প্রেসের অধিকারী। তাঁহার উদ্যোগেই তিন খণ্ড গ্রন্থ সমাপ্ত করিতে পারিলাম। এজন্য তিনিও ধন্যবাদার্হ।

ভক্তজনকৃপাপ্রার্থী
শ্রীখগেন্দ্র নাথ মিত্র

বিষয়-সূচী

পদ-সূচী

অ

আ

উ

এ

ক

খ

গ

ঘ

চ

জ

ঝ

ঠ

ড

ত

দ

ধ

ন

প

ফ

ব

ভ

ম

য

র

ল

শ

স

হ

শ্রীপদামৃতমাধুরী

তৃতীয় খণ্ড

শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর জন্মলীলা।*

সুহই—বড় দশকুশী।

এ তিন ভুবন মাঝে,   অবনী মণ্ডল সাজে,
তাহে পুন অতি অনুপাম।
শোক দুঃখ তাপত্রয়,   যার নামে শান্তি হয়,
হেন সেই শান্তিপুর গ্রাম॥

---

* ১৩৫৫ শকে অর্থাৎ ১৪৩৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্টের লাউড় গ্রামে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম ছিল কুবের পণ্ডিত এবং মাতার নাম নাভা দেবী।

শ্রীরাগ—দুঠুকী।

কুবের পণ্ডিত, অতি হরষিত,
দেখিয়া পুত্রের মুখ।
করি জাতকর্ম্ম, যেবা বিধি মর্ম্ম,
বাড়য়ে মনের সুখ॥

সব সুলক্ষণ, বরণ কাঞ্চন,
বদন-কমল শোভা।
আজানুলম্বিত, বাহু সুবলিত,
জগজন-মনোলোভা।

নাভি সুগভীর, পরম সুন্দর,
নয়ন কমল জিনি।
অরুণ চরণ, নখ দরপণ,
জিতি কত বিধু-মণি॥

মহাপুরুষের, চিহ্ন মনোহর,
দেখিয়া বিস্ময় সবে।
বুঝি ইহা হইতে, জগৎ তরিবে,
এই করে অনুভবে॥

যত পুরনারী, শিশু মুখ হেরি
আনন্দ সাগরে ভাসে।

না ধরয়ে হিয়া, পুন পুন গিয়া
নিরখয়ে অনিমেষে ॥
তাহার মাতারে, করে পরিহারে,
কহে হেন সুত যার।
তার ভাগ্যসীমা, কি দিব উপমা,
ভুবনে কে সম তার ॥
এতেক বচন, সব নারীগণ,
কহে গদগদ ভাষা।
জগত-তারণ, বুঝিনু কারণ,
দাস বৈষ্ণবের আশা ॥

সুহই—মধ্যম দশকুশী।

বিষয়ে সকলি মত্ত, নাহি কৃষ্ণ নাম তত্ত্ব,
ভক্তিশূন্য হইল অবনী।
কলি কাল-সর্প বিষে, দগ্ধ জীব মিথ্যা রসে,
না জানয়ে কেবা সে আপনি ॥
নিজ কন্যা-পুত্রোৎসবে, ধন ব্যয় করে সবে,
নাহি অন্য শুভকর্ম্ম লেশে।
যক্ষ পূজে মদ্য মাংসে, নানা মতে জীব হিংসে,
এই মত হৈল সর্ব্ব দেশে ॥

দেখিয়া করুণা করি, কমলাক্ষ নাম ধরি,
অবতীর্ণ হইলা গৌড় দেশে।
ব্রজরাজ কুমার সাঙ্গোপাঙ্গ অবতার,
করাইল এই অভিলাষে ॥
সর্ব্ব আগে আগুয়ান, জীবের করিতে ত্রাণ,
শান্তিপুরে হইলা প্রকাশ।
সকল দুষ্কৃতি যাবে, সবে কৃষ্ণপ্রেম পাবে,
কহে দীন বৈষ্ণবের দাস ॥

ঝুমর

মঙ্গল রাগ—ধামালী।

জয় জয় অদ্বৈত আচার্য্য দয়াময়।
অবতীর্ণ হইলা জীবে হইয়া সদয় ॥
মাঘ মাসে শুক্লপক্ষে সপ্তমী দিবসে।
শান্তিপুর আসি প্রভু হইলা প্রকাশে ॥
সকল মহান্ত মাঝে আগে আগুয়ান।
শিশুকালে থুইল পিতা কমলাক্ষ নাম ॥
কলি কাল-সাপ জীবে করিল গরাস।
দেখিয়া করুণা করি হইলা প্রকাশ ॥

কুবের পণ্ডিতের ঘরে আনন্দ বাধাই[১]।
অদ্বৈত পাইয়া সে আনন্দের সীমা নাই ॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল অঙ্গনে ঢালিয়া।
কুবের পণ্ডিত নাচে পুত্রমুখ চাইয়া ॥
ব্রহ্মা নাচে শিব নাচে আর নাচে ইন্দ্র।
অদ্বৈত পেয়ে নাচে যত ভক্ত-বৃন্দ ॥
চন্দ্র নাচে সূর্য্য নাচে আর নাচে তারা।
অদ্বৈত পাইয়া নাচে হইয়া বিভোরা ॥
বুড়া নাচে বুড়ী নাচে আর নাচে যুবা।
অদ্বৈত পাইয়া নাচে হইয়া বিভোলা ॥
আনন্দ হইল বড় আনন্দ হইল।
এ দাস শিবাইর মন ভুলিয়া রহিল ॥

১। উৎসব

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্ম।*

শ্রীরাগ—মধ্যম একতালা।

রাঢ় দেশে নাম, এক চাকা গ্রাম,
হাড়াই পণ্ডিত ঘর।
শুভ মাঘ মাসি শুক্লা ত্রয়োদশী
জনমিলা হলধর॥
হাড়াই পণ্ডিত, অতি হরষিত,
পুত্র মহোৎসব করে।
ধরণী মণ্ডল, করে টলমল,
আনন্দ নাহিক ধরে॥
শান্তিপুর-নাথ, মনে হরষিত,
করি কিছু অনুমান।
অন্তরে জানিলা, বুঝি জনমিলা,
কৃষ্ণের অগ্রজ রাম॥

---

* ১৩৯৫ শকে অর্থাৎ ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে বীরভূমের মধ্যে এক চাকা গ্রামে হাড়াই পণ্ডিতের ঔরসে পদ্মাবতীর গর্ভে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূর জন্ম হয়।

বৈষ্ণবের মন, হৈল পরসন্ন,
আনন্দ সায়রে ভাসে ॥
এ দীন পামর, হইবে উদ্ধার,
কহে দুখী কৃষ্ণ দাসে ॥

ধানশ্রী—যোত সমতাল।

ভুবন-আনন্দ-কন্দ, বলরাম নিত্যানন্দ,
অবতীর্ণ হইল কলিকালে।
ঘুচিল সকল দুখ, দেখিয়া ও চাঁদমুখ,
ভাসে লোক আনন্দ হিল্লোলে ॥
জয় জয় নিত্যানন্দ রাম।
কনক চম্পক কাঁতি, অঙ্গুলি চান্দের পাঁতি,
রূপে জিতল কোটী কাম ॥
ও মুখ মণ্ডল দেখি, পূর্ণচন্দ্র কিসে লেখি,
দীঘল নয়ন ভাঙ ধনু।
আজানু লম্বিত ভুজ- তল থল-পঙ্কজ,
কটী ক্ষীণ করি-অরি জনু ॥
চরণ-কমল তলে ভকত-ভ্রমরা বুলে,
আধ বাণী অমিয়া-প্রকাশ।
ইহ কলিযুগ জীবে, উদ্ধার হইবে এবে,
কহে দীন দুখী কৃষ্ণদাস ॥

সুহিনী—ছোট দশকুশী।

আগে জনমিলা নিতাই চান্দ।
পাতিলা অমিয়া করুণা-ফান্দ॥
নারীগণ সব দেখিতে যায়।
সবারে করুণা-নয়নে চায়॥
দেখিয়া সে ঘরে আসিতে নারে।
রূপ হেরি তার নয়ন ঝুরে॥
দেখি সবে মনে বিচার করে।
এই কোন মহাপুরুষ-বরে॥
দেখিতে দেখিতে বাড়য়ে সাধ।
ঘরে আসিবারে পড়য়ে বাদ॥
মনে করি ইহায় হিয়ায় ভরি।
নয়নে কাজর করিয়া পরি॥
কত পুণ্য কৈল ইহার মাতা।
এ হেন বালক দিল বিধাতা॥
এত কহি কারু নয়ন দিয়া।
আনন্দের ধারা পড়ে বাহিয়া॥
কারু স্তন বাহি দুগ্ধ ঝরে।
কেহ যায় তায় করিতে কোরে॥

এ সব বিকার রমণীগণে।
শিবরাম আশা করয়ে মনে॥

ঝুমর।*

শ্রীরাগ—মধ্যম একতালা।

রাঢ় মাঝে এক চাকা নামে আছে গ্রাম।
তথি অবতীর্ণ হইলা নিত্যানন্দ রাম॥
হাড়াই পণ্ডিত নাম শুদ্ধ বিপ্ররাজ।
মূলে সর্ব্ব-পিতা তানে কৈল পিতা ব্যাজ[১]॥
মহা জয় জয় ধ্বনি পুষ্প বরিষণ।
সঙ্গোপে[২] দেবতাগণ করিয়া তখন॥
কৃপাসিন্ধু ভক্তি দাতা শ্রীবৈষ্ণব-ধাম।
অবতীর্ণা হইলা রাঢ়ে নিত্যানন্দ রাম॥
সেই দিন হইতে রাঢ়-মণ্ডল সকল।
পুনঃ পুনঃ বাড়িতে লাগিল সুমঙ্গল॥

---

* শ্রীচৈতন্যভাগবত।

১। যিনি জগতের পিতা তিনি তাঁহাকে (হাড়াই পণ্ডিতকে) পিতা বলিয়া স্বীকার করিলেন।

২। সঙ্গোপনে

হাড়াই পণ্ডিতের ঘরে আনন্দ বাধাই ॥
নিত্যানন্দ পাইয়া সে আনন্দে সীমা নাই ॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল অঙ্গনে ঢালিয়া।
হাড়াই পণ্ডিত নাচে পুত্রমুখ চাহিয়া ॥
ব্রহ্মা নাচে শিব নাচে আর নাচে ইন্দ্র।
নিত্যানন্দ পাইয়া নাচে যত ভক্ত-বৃন্দ ॥
চন্দ্র নাচে সূর্য্য নাচে আর নাচে তারা।
পাতালে বাসুকী নাচে হইয়া বিভোরা ॥
বুড়ী নাচে বুড়ানাচে আর নাচে যুবা।
নিত্যানন্দে পাইয়া নাচে যত কুলবালা ॥
আনন্দ হইল বড় আনন্দ হইল।
এ দাস শিবাই-মন ভুলিয়া রহিল ॥

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের জন্মলীলা।

সুহই—বড় দশকুশী।

ফাল্গুন পূর্ণিমা তিথি সুভগ সকলি।
জনম লভিল গোরা পড়ে হুলাহুলি॥
অম্বরে অমর সবে ভেল উনমুখ।
লভিবে জনম গোরা যাবে সব দুখ॥
শঙ্খ দুন্দুভি বাজে পরম হরিষে।
জয়ধ্বনি সুরকুল কুসুম বরিষে॥
জগ ভরি হুলুধ্বনি ওঠে ঘনে ঘন।
আবাল বনিতা আদি নর নারীগণ॥
শুভখণ জানি গোরা জনম লভিলা।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন উদয় করিলা॥

* শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ১৪০৭ শকে (১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে) ফাল্গুনী পূর্ণিমায় জন্ম গ্রহণ করেন।

সেইকালে চন্দ্রে রাহু করিল গ্রহণ।
হরি হরি ধ্বনি ওঠে ভরিয়া ভুবন॥
দীন হীন উদ্ধার হইবে ভেল আশ।
দেখিয়া আনন্দে ভাসে জগন্নাথ দাস॥

ধানশী—জপতাল।

জয় জয় কলরব নদীয়া নগরে।
জনম লভিলা গোরা শচীর উদরে॥
ফাল্গুন পূর্ণিমা তিথি নক্ষত্র ফাল্গুণী।
শুভক্ষণে জনমিলা গোরা দ্বিজমণি॥
পূর্ণিমার চন্দ্র জিনি কিরণ প্রকাশ।
দূরে গেল অন্ধকার পাইয়া নৈরাশ॥
দ্বাপরে নন্দের ঘরে কৃষ্ণ অবতার।
যশোদা উদরে জন্ম বিদিত সংসার॥
শচীর উদরে এবে জন্ম নদীয়াতে।
কলিযুগের জীব সব নিস্তার করিতে॥
বাসুদেব ঘোষ কহে মনে করি আশা।
গৌর-পদ-দ্বন্দ্ব[১] মনে করিয়া ভরসা॥

১। শ্রীগৌরঙ্গের দুটি পদ

ধানশ্রী—যোত সমতাল।

নদীয়া উদয় গিরি, পূর্ণচন্দ্র গৌর হরি,
কৃপা করি করিলা উদয়।
পাপ তম হৈল নাশ, ত্রিজগতে উল্লাস,
জগ ভরি হরিধ্বনি হয়॥
হেনকালে নিজালয়ে উঠিয়া অদ্বৈত রায়ে
নৃত্য করে আনন্দিত মনে।
হরিদাস লৈয়া সঙ্গে, হুঙ্কার গর্জ্জন রঙ্গে,
কেনে নাচে কেহো নাহি জানে॥
দেখি উপরাগ-রাশি, শীঘ্র গঙ্গাঘাটে আসি
আনন্দে করিল গঙ্গা স্নান।
পাঞা উপরাগ ছলে, আপনার মনোবলে,
ব্রাহ্মণেরে করে নানা দান॥
জগত আনন্দময়, দেখি মনে বিস্ময়,
ঠারে ঠোরে কহে হরিদাস।
তোমার ঐছন রঙ্গ, মোর মন পরসন্ন,
বুঝি কিছু কাজে আছে ভাষ॥
আচার্য্য-রতন শ্রীবাস, হৈল মনে সুখোল্লাস,
যাই স্নান করে গঙ্গাজলে॥

আনন্দে বিহ্বল মন, কৈল হরি সঙ্কীর্ত্তন,
নানা দান কৈল মনোবলে ॥
এই মত ভক্তি তথি, যার যেই দেশে স্থিতি,
তাঁহা তাঁহা পাই মনোবলে।
নাচে করে সঙ্কীর্ত্তন, আনন্দে বিহ্বল মন,
দান করে গ্রহণের[১] ছলে ॥*

শ্রীরাগ—মধ্যম দুঠুকী।

হের দেখসিয়া, নয়ান ভরিয়া,
কি আর পুছসি আনে।
নদীয়া নগরে শচীর মন্দিরে
চান্দের উদয় দিনে ॥
কিয়ে লাখবান, কষিল কাঞ্চন
রূপের নিছনি[২] গোরা।
শচীর উদর- জলদে নিকসিল,
থির বিজুরী পারা ॥

---

* শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (আদিলীলা)

১। চন্দ্রের পূর্ণ গ্রহণ

২। সীমা

কত বিধুবর বদন উজোর,
নিশি দিশি সম শোভে।
নয়ান ভ্রমর, শ্রুতি-সরোরুহে,
ধায় মকরন্দ লোভে।
আজানু লম্বিত, ভুজ সুবলিত,
নাভি হেম সরোবর।
কটী করি-অরি, উর হেম গিরি,
এ লোচন মনোহর॥

সুহিনী—ছোট দুঠুকী।

প্রকাশ হইল গৌরচন্দ্র।
দশ দিগে বাড়িল আনন্দ॥
রূপ কোটী মদন জিনিয়া।
হাসে নিজ কীর্ত্তন শুনিয়া॥
অতি সুমধুর মুখ আঁখি।
মহারাজ-চিহ্ন সব দেখি॥
শ্রীচরণে ধ্বজ বজ্র শোহে।
সব অঙ্গে জগ-মন মোহে॥

দূরে গেল সকল আপদ।
ব্যক্ত হইল সকল সম্পদ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ জান।
বৃন্দাবন তছু পদে গান॥

জয়জয়ন্তী—ধামালী।

শ্রীচৈতন্য অবতার, শুনি লোক নদীয়ার,
উঠিল পরম মঙ্গল রে।
সকল তাপ-হর, শ্রীমুখ সুন্দর,
দেখিয়া হইল বিভোর রে॥
অনন্ত ব্রহ্মা শিব, আদি যত দেব,
সবাই নর রূপ ধরি রে।
গায়েন হরি হরি, গ্রহণ ছল করি,
লখিতে কেহো নাহি পারি রে॥
কেহো করে স্তুতি, কারো হাতে ছাতি,
কেহো চামর ঢুলায় রে।
পরম হরিষে, কেহ পুষ্প বরিষে,
কেহো নাচে কেহো গায় বায় রে॥
দশ দিকে ধায়, লোক নদীয়ায়,
করিয়া উচ্চ হরিধ্বনি রে।
মানুষ দেবে মিলি, এক ঠাঁই করে কেলি,
আনন্দে নবদ্বীপ পুরী রে॥

শচীর অঙ্গনে, সকল দেবগণে,
প্রণত হইয়া পড়িল রে।
গ্রহণ অন্ধকারে, দেখিতে কেহ নারে,
দুর্জ্ঞেয় চৈতন্যের খেলা রে ॥
সকল শক্তি সঙ্গ, আইল গৌরাঙ্গ,
পাষণ্ডী কেহ নাহি জানে রে।
রাহু ধরল ইন্দু, প্রকাশে নাম-সিন্ধু,
কলি-মর্দ্দন বানা[১] রে ॥

মঙ্গল রাগ—ধামালী।

দুন্দুভি ডিণ্ডিম, মহুরী[২] জয়ধ্বনি,
গাওয়ে মধুর বিষাণ রে।
বেদের অগোচর, ভেটিব গৌরবর,
বিলম্বে নাহি আর কাজ রে ॥

১। ধ্বজ
২। এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র

আনন্দে ইন্দ্রপুর, মঙ্গল কোলাহল,
সাজ সাজ বলি সাজ রে।
বহু পুণ্য ভাগে, চৈতন্য প্রকাশে,
পাওল নবদ্বীপ মাঝে রে॥
অন্যোন্যে আলিঙ্গন, চুম্বন ঘনে ঘন
লাজ কেহ নাহি মানে রে।
নদীয়া পুরবাসী, জনম-উল্লাসী,
আপন পর নাহি জানে রে॥
ঐছন কৌতুকে, দেবতা নবদ্বীপে
আওল শুনি হরিনাম রে।
পাইয়া গৌর-রসে, বিভোর পরবশে,
চৈতন্য জয় জয় গান রে॥
দেখিলা শচী গৃহে, গৌরাঙ্গ পরকাশে,
একত্রে যৈছে কোটী চান্দ রে।
মানুষ রূপ ধরি, গ্রহণ ছল করি,
বোলয়ে উচ্চ হরিনাম রে॥
সকল শক্তি সঙ্গে, আইলা গৌরাঙ্গে,
পাষণ্ডী কেহ নাহি জানে রে।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, অদ্বৈত আদি ভক্তবৃন্দ,
বৃন্দাবন দাস গুণগান রে॥

ঝুমর

মঙ্গলরাগ—ধামালী।

জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে আনন্দ বাধাই।
জনমিলা গৌরচন্দ্র আনন্দের সীমা নাই॥
জয় জয় কলরব নদীয়া নগরে।
জনম লভিল গোরা শচীর উদরে॥
স্বর্গে দুন্দুভি বাজে নাচে দেবগণ॥
হরি হরি হরিধ্বনি ভরিল ভুবন॥
মহা জয় জয় ধ্বনি পুষ্প বরিষণ।
সঙ্গোপে দেবতাগণ হেরিলা তখন॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল অঙ্গনে ঢালিয়া।
জগন্নাথ মিশ্র নাচে পুত্র-মুখ চাইয়া॥
শিব নাচে ব্রহ্মা নাচে আর নাচে ইন্দ্র।
গৌরচন্দ্র পেয়ে নাচে যত ভক্তবৃন্দ॥
সূর্য্য নাচে চন্দ্র নাচে আর নাচে তারা।
পাতালে বাসুকী নাচে বলে গোরা গোরা॥
আনন্দ হইল বড় আনন্দ হইল।
এ দাস শিবাইর মন ভুলিয়া রহিল॥

শ্রীনিত্যানন্দের অভিষেক

মায়ুর—দশকুশী।

অপরূপ নিতাই চান্দের অভিষেকে।

বামে গদাধর দাস মনে বড় সুখোল্লাস
প্রিয় পারিষদগণ দেখে॥

শত ঘট জল ভরি পঞ্চ গব্য আদি করি
নিতাই চান্দের শিরে ঢালে।

চৌদিকে রমণিগণ জয়-কার ঘনে ঘন
আর সবে হরি হরি বোলে॥

বাম পাশে গৌরী দাস হেরই দক্ষিণ পাশ
আবেশে নাচয়ে উদ্ধারণ।

বাসু আদি তিন ভাই[১] আনন্দে মঙ্গল গাই
ধনঞ্জয় মৃদঙ্গ-বায়ন॥

ঘন হরি হরি বোল গগনে উঠিছে রোল
প্রেমায় সকল লোক ভাসে।

সঙরি পরমানন্দ ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ
গুণ গায় বৃন্দাবন দাসে॥

১। বাসুদেব, মাধব ও গোবিন্দ ঘোষ তিন ভ্রাতা ছিলেন।

গোবিন্দ মাধব বাসুদেব তিন ভাই।
যা সভার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য নিতাই॥

—চৈতন্যচরিতামৃত—আদি।

ভাটিয়ারী—ধামালী।

জয়রে জয়রে জয় নিত্যানন্দ রায়।
পণ্ডিত রাঘব[১] ঘরে বিহরে সদায়॥
পারিষদ সকলে দেখিয়া পরতেক[২]।
ঠাকুর পণ্ডিত সে করেন অভিষেক॥
নিত্যানন্দ রূপ যেন মদন সমান।
দীঘল নয়ান ভাঙ প্রসন্ন বয়ান॥
নানা আভরণ অঙ্গে ঝলমল করে।
আজানু লম্বিত মালা অতি শোভা ধরে।
অরুণ বরণ জিনি দুখানি চরণ।
হৃদয়ে ধরিয়া কহে দাস বৃন্দাবন॥

১। পানিহাটী গ্রামে ইঁহার বাস ছিল। প্রভু নিত্যানন্দ ইঁহার গৃহে তিন মাস অবস্থিতি করিয়াছিলেন। রাঘব পণ্ডিত নীলাচলে গিয়া চৈতন্যদেবকে দর্শন করিয়া আসিতেন এবং ঝুলিতে করিয়া নিজ ভগ্নীর প্রস্তুত মিষ্টান্ন দিতেন।

২। প্রত্যক্ষ।

তত্র পূর্ব্বাভিষেকঃ

ললিত—দশকুশী।

সুরধুনি বারি ঝারি ভরি ঢারই
পুনহু ভরি ভরি ঢারি।
কো জানে কাহে লাগি অভিসিঞ্চই
লীলা বুঝই না পারি।
হেরইতে মঝু মনে লাগি রহু
সীতা-পতি অদ্বৈত পঁহু॥
নব নব তুলসী মঞ্জুল মঞ্জরী
তাহি দেই হাসি হাসি।
কবহু গৌর সিত শ্যামর লোহিত
কতহুঁ মুরতি পরকাশি॥
ডাহিনে রহু পুরু- ষোত্তম পণ্ডিত[১]
কামদেব রহু বাম।
অপরূপ চরিত হেরি সব চকিত
গোবিন্দ দাস গুণ গান॥

১। নবদ্বীপের পুরুষোত্তম পণ্ডিত মহাশয়।
নিত্যানন্দ নামে যার মহোন্মাদ হয়॥—চৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীরাগ—দুঠুকী।

পুণ্য সুখময়ধাম অম্বিকা নগর নাম
যথা গৌর নিতাইর বিলাস।
ব্রজের প্রিয় নর্ম্ম সখা সুবল বলিয়া লেখা
গৌরী দাস রূপে পরকাশ॥
একদিন রাত্রিশেষে দেখিলেন স্বপ্নাবেশে
মহাপ্রভু নিত্যানন্দ সনে।
কহে ওহে গৌরীদাস পুরিবে তোমার আশ
আমরা আসিব দুই জনে॥
নিশ্চয় করিয়া কহি তোরে।
তোমারে ছাড়িয়া খেনে সোয়াস্থ না হয় মনে
দোঁহে রব তোমার মন্দিরে।
স্বপ্ন ভঙ্গে অনুরাগী উঠিয়া বসিলেন জাগি
মনে হৈল আনন্দ রসময়॥
অভিষেক যত কাজ ত্বরিতে করহ সাজ
স্বরূপ চরণ ধরি কয়॥

মায়ূর—দশকুশী।

আনন্দে ঠাকুর গৌরী দাস।

ডাকিয়া আপন গণে কহিলেন জনে জনে

যে হয় চিত্তের পরকাশ ॥

আনহ মঙ্গল দ্রব্য গন্ধপুষ্প পঞ্চগব্য

ধূপ দীপ যত উপহার।

আম্র শাখা ঘটে বারি কলা রোপণ সারি সারি

আর যত বস্ত্র অলঙ্কার ॥

শত ঘট পূর্ণ জল জোড়া গুয়া নারিকল

মধ্যে পাতি দিব্য সিংহাসন।

ভক্তবৃন্দ যত জন আর কীর্ত্তনীয়াগণ

আনহ করিয়া নিমন্ত্রণ ॥

হেন কালে আচম্বিতে নিত্যানন্দ করি সাথে

কর ধরাধরি দুই ভাই।

সেই স্থানে উপনীত পণ্ডিত আনন্দচিত

স্বরূপ কহয়ে বলি যাই ॥

সুহিনী—তুঠুকী।

দেখ দুই ভাই, গৌর নিতাই,
বসিলা বেদীর পরে।
গগন তেজিয়া, নামিলা আসিয়া,
যেন শশী দিবাকরে॥
হেরি হরষিত, ঠাকুর পণ্ডিত,
নিজগণ লইয়া সাথে।
জল সুবাসিত, ঘট ভরি কত,
ঢালয়ে দোঁহার মাথে॥
শঙ্খ ঘণ্টা কাঁশী, বেণু বীণা বাঁশী,
খোল করতাল বায়।
জয় জয় রোল, হরি হরি বোল,
চৌদিকে ভকত গায়॥
সিনান করাইয়া, বসন পরাইয়া,
বসাইলা সিংহাসনে।
ধূপ দীপ জ্বালি, লইয়া অর্ঘ্য থালি,
পূজা কৈল দুইজনে॥

উপহারগণ, করাইয়া ভোজন,
তাম্বুল চন্দন শেষে।
ফুল হার দিয়া, আরতি করিয়া,
প্রণমিল কৃষ্ণদাসে॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অভিষেক

কৌবিভাস—জপতাল।

আজু শচী-নন্দন নব অভিষেক।
আনন্দ-কন্দ নয়ন ভরি দেখ॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈত মিলি দুঁহু রঙ্গে।
গাওত উনমত ভকতহি সঙ্গে॥
হেরইতে নিরুপম কাঞ্চন দেহা।
বরিখয়ে সবহুঁ নয়নে ঘন মেহা॥
পুন পুন নিরখিতে গোরা-মুখ-ইন্দু।
উছলল প্রেম-সুধারস সিন্ধু॥
জগভরি পূরল প্রেম-তরঙ্গে।
বঞ্চিত গোবিন্দ দাস পরসঙ্গে[১]॥

১। ইঁহাদের প্রসঙ্গ হইতে গোবিন্দ দাস বঞ্চিত রহিয়াছেন।

ধানশী—জপতাল।

আনন্দে ভকতগণ দেই জয় রব।
শ্রীবাস পণ্ডিতের ঘরে মহা মহোৎসব॥
পঞ্চগব্য পঞ্চামৃত শত ঘট জলে।
গৌরাঙ্গের অভিষেক করে কুতূহলে॥
রতন বেদীর পর বসি গোরাচাঁদ।
অপরূপ সে রমণী-মন ফান্দ॥
শান্তিপুর নাথ আর নিত্যানন্দ রায়।
হেরিয়া গৌরাঙ্গ-মুখ প্রেমে ভাসি যায়॥
মুকুন্দ মুরারি আদি সুমধুর গায়।
হরি বলি হরিদাস নাচিয়া বেড়ায়॥
কহে কৃষ্ণদাস গোরাচাঁদের অভিষেক।
নদীয়ার নর নারী দেখে পরতেক॥

ভাটিয়ারী—ধামালী।

শঙ্খ দুন্দুভি নাদ বাজয়ে সুস্বরে।
গোরাচান্দের অভিষেক করে সহচরে॥
গন্ধ চন্দন দিলা ধূপ দীপ জ্বালি।
নগরের নারীগণ করে অর্ঘ্য থালি॥

নদীয়ার লোক সব দেখি আনন্দিত।
ঘন জয় জয় দিয়া সবে গায় গীত ॥
গোরাচাঁদের মুখ সবে করে নিরীখণে।
গোরা-অভিষেক-রস বাসু ঘোষ গানে ॥

ধানশী—একতালা।

আনন্দ কন্দ, নিত্যানন্দ, গৌরচন্দ্র সঙ্গে।
প্রেমে ভাসি, হাসি হাসি, রোমহর্ষ অঙ্গে ॥
সীতানাথ, লই সাথ, পণ্ডিত শ্রীবাস।
গদাধর, দামোদর, হরিদাস পাশ ॥
হরিবোল, উতরোল, কীর্ত্তনের সাথ।
গোরা-শিরে, ঢালে নীরে, শান্তিপুর নাথ ॥
অভিষেকে, সবে দেখে, পরতেকে পহুঁ।
নৃত্য গীত, আনন্দিত, প্রেম হাস্য লহু ॥
ঘট ভরি, ঢালে বারি, গৌরচন্দ্র মাথ।
শুদ্ধ স্বর্ণ, গৌর বর্ণ, ভাব পূর্ণ গাত ॥
সুবিস্তার, কেশভার, চামরের ছান্দ।
মুখচন্দ্র, ভয়ে অন্ধ-কার যৈছে কান্দ ॥

অঙ্গ মোছি, বস্ত্র কোচি, পরাইল রামাই[১]।
সিংহাসনে, দিব্যাসনে, বসিলেন যাই ॥
অদ্বৈতচন্দ্র, প্রেম কন্দ, পূজা কৈল যত।
করি নিতান্ত, রামকান্ত, তাহা কৈবে কত ॥

মালসী—তেওরা।

গৌর সুন্দর, পরম মনোহর,
শ্রীবাস পণ্ডিত গেহ।
শোন চম্পক, কনক দরপণ,
নিন্দি সুন্দর দেহ ॥
বসিয়া গোরা পঁহু, হাসিয়া লহু লহু,
কহয়ে পণ্ডিত ঠাম।
তোহারি প্রেম রসে, এ মোর পরকাশে,
দেখহ সো পঁহু হাম ॥
শুনিয়া পণ্ডিত, অতি হরষিত,
চরণ তলে গড়ি যায়।
করয়ে স্তুতি নতি, প্রেম জলে ভাসি,
পুলকে পুরল গায় ॥

১। শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতা

ভাগবতগণে, আসিয়া তৈখনে,
পহুঁক করে অভিষেক।
বারি ঘট ভরি, রাখিল সারি সারি,
গন্ধ আদি পরতেক ॥
মুকুন্দ গদাধর, পণ্ডিত দামোদর,
মুরারি হরিদাস গায়।
উঠিল জয়ধ্বনি, মঙ্গল রব শুনি,
নদীয়ার নর নারী ধায় ॥
পণ্ডিত শ্রীবাস, পরম উল্লাস,
পহুঁক শিরে ঢালে বারি।
চৌদিকে হরিবোল, বড়ই উতরোল,
মঙ্গল রব সব নারী ॥
নিতাই অদ্বৈত, অতিহুঁ হরষিত,
হেরই ডাহিনে বাম।
সিনান সমাপল, বসন পরায়ল,
পূরল সব মনকাম ॥
কতহু উপচারি, পূজল গৌরহরি,
ভোজন আসন বাস।
দণ্ডবত নতি, করল বহু স্তুতি,
কহয়ে গোবর্দ্ধন দাস ॥

শ্রীগদাধর পণ্ডিতের জন্মোৎসব *

ধানশ্রী—যোতসমতাল।

ধন্য ধন্য বলি মেন, চারিযুগ মধ্যে হেন,
কলির ভাগ্যের সীমা নাই।
সুন্দর নদীয়া পুরে, মাধব মিশ্রের ঘরে,
কি অদ্ভুত আনন্দ বাধাই॥
বৈশাখের কুহুদিনে, জনমিলা শুভক্ষণে,
গৌরাঙ্গের প্রিয় গদাধর।
শ্রীমাধব রত্নাবতী, পুত্র মুখ দেখি অতি,
উল্লাসে অধৈর্য্য নিরন্তর॥

---

* শ্রীধাম নবদ্বীপে চাঁপাহাটী গ্রামে ১৪০৯ শকাব্দে (১৪৮৭ খৃষ্টাব্দে) বৈশাখী অমাবস্যা তিথিতে রত্নাবতী দেবীর গর্ভে মাধব মিশ্রের ঔরসে শ্রীগদাধর জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সহিত গদাধরের অত্যন্ত প্রণয় ছিল। গদাধর পণ্ডিত নীলাচলে যমেশ্বর টোটায় বাস করিয়া গোপীনাথের সেবা করিতেন এবং শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া মহাপ্রভুর আনন্দ বিধান করিতেন।

কিবা গদাধর শোভা, সভার নয়ন লোভা,
যেন কত আনন্দের ধাম।
ঝলমল করে বর্ণ, জিনিয়া সে শুদ্ধ স্বর্ণ,
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অনুপাম ॥
যত নদীয়ার লোক, পাশরিয়া দুঃখ শোক,
পরস্পর কহে কুতূহলে।
মাধবের কিবা ভাগ্য, হৈল যেন রত্ন লভ্য,
না জানি কতেক পুণ্যফলে ॥
বিপ্র পত্নীগণ আসি, আনন্দ সাগরে ভাসি,
রত্নাবতী মায়ে প্রশংসিয়া।
দেখিয়া সোণার সুতে, ধান্য দুর্ব্বা দিয়া মাথে,
আশীর্ব্বাদ করে হর্ষ হৈয়া ॥
গদাধর প্রভাবেতে, বিবিধ মঙ্গল যাতে,
বন্দীগণ করে ধাওয়া ধাই।
নরহরি কহে যেন, জনমে জনমে হেন,
গদাইচাঁদের গুণ গাই ॥

সুহই—কাটা দশকুশী।

জয় জয় পণ্ডিত গোসাঞি।
যার কৃপাবলে সে চৈতন্য গুণ গাই ॥

হেন সে গৌরাঙ্গ চান্দে যাহার পিরীতি।
গদাধর প্রাণনাথে যাহে লাগে খ্যাতি॥
গৌরগত-প্রাণ প্রেম কে বুঝিতে পারে।
ক্ষেত্রবাসে কৃষ্ণ-সেবা যার লাগি ছাড়ে॥
গদাইর গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গের গদাধর।
শ্রীরাম জানকী যেন এক কলেবর॥
যেন এক প্রাণ রাধা বৃন্দাবন-চন্দ্র।
তেন গৌর গদাধর প্রেমের তরঙ্গ॥
কহে শিবানন্দ পহুঁ যার অনুরাগে।
শ্যাম তনু গৌরাঙ্গ হইয়া প্রেম মাগে॥

শ্রীরাগ—মধ্যম একতালা।

দয়ার সাগর মোর পণ্ডিত গোসাঁই।
তোমার চরণ বিনে মোর গতি নাই॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গে রঙ্গে অবতার করি।
নিজ নাম প্রকাশিল জগত বিস্তারি॥
কলি যুগের জীব যত মলিন দেখিয়া।
নিজ রাধা নাম দিল জগত ভরিয়া॥
যেই রাধা গদাধর গৌরাঙ্গের কোলে।
সেই কৃষ্ণচৈতন্য সর্ব্বশাস্ত্রে বোলে॥

রাধা রাধা বলি গৌরাঙ্গ পণ্ডিতেরে ডাকে।
সেই এই বৃন্দাবনে সখি লাখে লাখে॥
পণ্ডিত গোসাঁইর প্রেমে ভাসিল সংসার।
দীন হীন অকিঞ্চন না রহিল আর॥
ঈষত হাসিয়া গৌরাঙ্গ কহে পণ্ডিতেরে।
বৃন্দাবনে তিন ঠাকুর সমর্পিলোঁ তোরে॥
তিন সেবক দিয়া পণ্ডিত তিন ঠাকুর সেবে।
পণ্ডিত গোসাঞির কৃপা মোরে কবে হবে॥
পণ্ডিত গোসাঁই আমার জগতের প্রাণ।
নয়নানন্দের মনে নাহি জানে আন॥

ঝুমর—ধামালী।

মাধব মিশ্রের ঘরে আনন্দ বাধাই।
পুত্র-মুখ হেরিয়া আনন্দের সীমা নাই॥
দধি ঘৃত নবনীত গোরস হলদি।
অঙ্গনে ঢালিল যত নাহিক অবধি॥
কি আনন্দ হইল আজু কি আনন্দ হইল।
নরহরি দাসের মনে জাগিয়া রহিল॥

শ্রীগৌরগদাধরের গুণগান।

কামোদ—ছোটদশকুশী।

আমারে করুণাবাণ অনাথ জনার প্রাণ
গদাধর পণ্ডিত গোসাঁই।
জগতের চিত চোরা গোকুলনাগর গোরা
যার রসে উল্লাস সদাই॥
যার মুখ নিরখিয়া ভূমে পড়ে মুরছিয়া
তিলেক ধৈরয নাহি মানে।
জলকেলি পাশা সারি ফাগু খেলা আদি করি
কীর্ত্তন নর্ত্তন যার সনে॥
গদাধর প্রভুগুণে দিবানিশি নাহি জানে
সুখের সায়রে সদা ভাসে।
প্রভুর মনেতে যাহা সময় বুঝিয়া তাহা
যোগায়েন রহি প্রভু পাশে॥

একদিন শচী মাতা তাম্বুল অর্পণে তথা
দেখি গদাধরের প্রতাপ।
ধরিয়া গদাই হাতে কহয়ে নিমাইর সাথে
সতত রহিবে মোর বাপ॥
গৌরাঙ্গ যায় যথা গদাধর যায় তথা
তিলেক ছাড়িতে নারে সঙ্গ।
শ্রীবাস অদ্বৈত মনে কত সুখ ক্ষণে ক্ষণে
দেখি গোরা-গদাধর-রঙ্গ॥
গদাই গৌরাঙ্গ অঙ্গে চন্দন লেপিয়া রঙ্গে
মালতির মালা দিল গলে।
না জানি কি করে হিয়া প্রাণনাথে নিরখিয়া
ভাসে দুটী নয়নের জলে॥
প্রভুর শয়ন ঘরে শয্যার রচনা করে
শয়ন করিলে গোরা রায়।
গদাই সমীপে শুইয়া পূর্ব্ব কথা সুধাইয়া
কত ভাব উথলে হিয়ায়॥
গৌরাঙ্গ গোকুল শশী এহেন আনন্দে ভাসি
নবদ্বীপে করিলা বিহার।
জানাইয়া গদাধরে পূরব প্রেমের ভরে
করিলা সন্ন্যাস অঙ্গীকার॥

শ্রীকেশের অদর্শনে যে হৈল গদাইর মনে
তাহা কে কহিবে এক মুখে।
নীলাচলে প্রভু সহ গিয়া গোপীনাথ গৃহ
বাস নিয়মিত সেবা সুখে॥
তথা প্রভু মহাসুখে পণ্ডিত গোঁসাইর মুখে
শুনেন শ্রীভাগবত কথা।
সে কথা-অমৃত পানে ধারা বহে দুনয়নে
কিবা সে অদ্ভুত প্রেমগাথা॥
প্রভু নীলাচল হৈতে শ্রীগৌড় মণ্ডল পথে
গমন করিতে বৃন্দাবনে।
গদাইর নির্ব্বন্ধ যাহা সেই ক্ষণে ছাড়ি তাহা
চলে নিজ প্রাণনাথ সনে॥
গৌর গদাধর দোঁহে সে সময় যাহা কহে
তাহা শুনি কেবা ধৈর্য্য ধরে।
কত না শপথ দিয়া গদাধরে ফিরাইয়া
চলে প্রভু কাতর অন্তরে॥
গদাই গৌরাঙ্গ বলি কান্দে দুই বাহু তুলি
ভূমে পড়ে মুর্চ্ছিত হইয়া।
সার্ব্বভৌম আদি যত গদাধরে কহি কত
যত্নে চলে নীলাচলে লইয়া॥

গদাইর ব্যাকুল প্রাণ   নাহি ভায় ভোজন পান
বহে বারি নয়ন যুগলে।
কে বুঝে এ প্রেম ধারা   কতেক দিবসে গোরা
আসিয়া মিলিলা নীলাচলে॥

পরাণনাথেরে পাইয়া   গদাই আনন্দ হইয়া
বিচ্ছেদ বেদন গেল দূরে।
আহা মরি মরি যাই   ভুবনে উপমা নাই
গদাইর গুণে কে না ঝুরে॥
প্রভু নিত্যানন্দ ভালে   যার লাগি নীলাচলে
আনিলা তণ্ডুল গৌড় হৈতে।
গদাধর পাক কৈল   ভোজনে যে সুখ হৈল
তাহার তুলনা নাহি দিতে॥
নিত্যানন্দ বিমুখেরে   গদাই দেখিতে নারে
সে না দেখে গদাই বিমুখে।
কহে দাস নরহরি   গাও গাও মুখভরি
হেন গদাইর গুণ সুখে॥

শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা।

শ্রীগৌরচন্দ্র। *

বেহাগমিশ্র কেদার—মধ্যম দশকুশী।

হের দেখসিয়ে, নয়ন ভরিয়ে,
কি আর পুছ'স আনে।
নদিয়া নগরে, শচীর মন্দিরে,
চাঁদের উদয় দিনে॥ †
সোণা শত বান, জিনিয়া বরণ,
অরুণ দীঘল আঁখি।
হেন লয় মনে, ওহেন রূপক,
সদাই দেখিতে থাকি॥
কিবা সে ভুরুর, ভাঙুর ভঙ্গিম,
নাসা তিলফুল জিনি।
রাতা উতপল, চরণ যুগল,
প্রভাতের দিনমণি॥

---

* রাত্রিকালে গেয়।

† লোচন দাসের একটি পদের আরম্ভে এই দুইটি কলি আছে। (১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) অন্য কলিগুলি স্বতন্ত্র।

বুঝি শচী দেবী, কোন দেবে সেবি,
অনেক তপের ফলে।
মোহন মূরতি, অখিলের পতি,
করিল আপন কোলে ॥
ভব বিধি যারে, সদা ধ্যান করে,
সে শিশু-মূরতি হইয়ে।
চন্দ্রশেখরে, কহয়ে কান্দিয়া,
শচীর চরণে শুয়ে ॥

বেহাগ—তেওট।

নিদ্রা অচেতন রাণী কিছুই না জানে।
চেতন পাইয়া পুত্র দেখিল নয়নে ॥
রোহিণীকে বোলাও তুলা তুঙ্গ করবি।
হের দেখসিয়া আসি বালকের ছবি ॥
এ কথা শুনিয়া নন্দ আনন্দিত মন।
একে একে চলিলেন সূতিকা ভবন ॥
কত কোটী চন্দ্রের হইল উদয়ে।
হেরিয়ে বালকের রূপ আনন্দ হৃদয়ে ॥
হেরিয়ে অপরূপ আনন্দ উল্লাস।
কৃষ্ণচন্দ্র-জন্ম কহে গোবিন্দ দাস ॥

বেহাগ—জপতাল।

শঙ্খ দুন্দুভি বাজে নাচে দেবগণ।
জয় জয় হরি ধ্বনি ভরিল ভুবন॥
ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী তিথি নক্ষত্র রোহিণী।
দশদিক সুমঙ্গল শুভক্ষণ জানি॥
জনমিলা ব্রজপুরে ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
অন্তরীক্ষে দেব করে পুষ্প বরিষণ॥
পঞ্চগব্য পঞ্চামৃত গন্ধাদি সাজায়া।
অভিষেক করে দেবি জয় জয় দিয়া॥
অপ্সরা নাচয়ে গান করয়ে গন্ধর্ব্ব।
মঙ্গল জয়কার দেই দেবপত্নীসর্ব্ব॥
কত কোটী চান্দ জিনিয়া উদয়।
এ দ্বিজ মাধব কহে আনন্দ হৃদয়॥

নন্দোৎসব।

বিভাস—মধ্যম দশকুশী।

পুরব জনম দিবস দেখিয়া
আবেশে গৌররায়।
নিজগণ লৈয়া হরষিত হইয়া
নন্দমহোৎসব গায়॥

খোল করতাল বাজয়ে রসাল
কীর্ত্তন জনম-লীলা।
আবেশে আমার গৌরাঙ্গ সুন্দর
গোপবেশ নিরমিলা॥
ঘৃত ঘোল দধি গোরস হলদি
অবনী মাঝারে ঢালি।
কান্ধে ভার করি তাহার উপরি
নাচে গোরা-বনমালী॥
করেতে লগুড় নিতাই সুন্দর
আনন্দ আবেশে নাচে।
রামাই মহেশ রাম গৌরী দাস
নাচে তার পাছে পাছে॥
হেরিয়া যতেক নীলাচল লোক
প্রেমের পাথারে ভাসে।
দেখিয়া বিভোর আনন্দ সাগর
এ জগমোহন দাসে॥

কৌবিভাস—বৃহৎ জপতাল।

নিশি অবশেষে, জাগি বরজেশ্বরী,
হেরই বালক-মুখচান্দে।

কতহুঁ উল্লাস, কহই না পারিয়ে,
উথলই হিয়া নাহি বান্ধে ॥
আনন্দ কো করু ওর।
শুনি ধ্বনি নন্দ, গোপেশ্বর আওল,
শিশু-মুখ হেরিয়া বিভোর ॥ ধ্রু ॥
চলতহি খলত, উঠত খেণে গিরত,
কহি যত গোকুল লোকে।
আওল বন্দিগণ, ব্রাহ্মণ সজ্জন,
করতহি জাত বৈদিকে।
দধি ঘৃত নবনী, হরিদ্রা হৈয়ঙ্গব[১]
ঢালত অঙ্গন মাঝে।
কহ শিবরাম, দাস অব আনন্দে,
নাচত গাওত ব্রজবর রাজে ॥

ধানসী মিশ্র বিভাস—মধ্যম একতালা।

নন্দ সুনন্দ যশোমতী রোহিণী
আনন্দ করত বাধাই।
গোকুল নগর লোক সব হরষিত
নন্দ মহল চলু ধাই ॥

১। সদ্য দোহন করা হইয়াছে যে দুগ্ধ।

গোরোচনা জিনি গৌরী সুনাগরী
নবনব রঙ্গিনী সাথ।
নন্দ সুত সবে হেরইতে আনন্দে
লোক চলত পথ মাঝ॥
আনন্দ কো করু ওর।
পন্থহি গান তান কত করতহি
মনসুখে সবজন ভোর॥
আওল নন্দ- মহল মহা আনন্দে,
অঙ্গনে ভেল উপনীত।
যশোমতী রোহিণী, লেই সব গোপিনী,
করতহি সবজনে প্রীত॥
যশোমতী বয়ান, হেরি সবে পুছত,
কৈছন বালক দেখি।
জনম সফল তুয়া, আনন্দ ধন জন,
পুণ্য ভুবনে কত লেখি॥
গোপ গোপীগণ, দধি ঘৃত মাখন,
ঢালত ভারহি ভার।
কহ শিবরাম, সকল দুখ মিটল,
আনন্দে কো করু পার॥

ভৈরবী—জপতাল।

পুত্রমুদারমসূত যশোদা।
সমজনি বল্লবততিরতিমোদা[১] ॥ধ্রু॥
কোঽপ্যুপনয়তি বিবিধমুপহারম্।
নৃত্যতি কোঽপি জনো বহুবারম্[২] ॥
কোঽপি মধুরমুপগায়তি গীতম্।
বিকিরতি কোঽপি সদধিনবনীতম্[৩] ॥
কোঽপি তনোতি মনোরথ-পূর্ত্তিম্।
পশ্যতি কোঽপি সনাতন-মূর্ত্তিম্[৪] ॥

১। যশোদা মহান্ অর্থাৎ সর্ব্ব শুভলক্ষণ যুক্ত পুত্র প্রসব করিলেন। গোপসমাজ তাহাতে অত্যন্ত হর্ষযুক্ত হইল।

২। কেহ কেহ বিচিত্র উপহার লইয়া আসিল; কেহ আনন্দে পুনঃ পুনঃ নৃত্য করিতে লাগিল।

৩। কেহ বা মধুর গীতালাপ করিতে লাগিল, কেহ কেহ দধির সহিত নবনীত ভূমিতে ঢালিয়া দিল।

৪। কেহ কেহ যাচকের মনোবাঞ্ছা পূরণ করিতে লাগিল; আবার কেহ শ্রীকৃষ্ণের রূপ (পক্ষান্তরে সনাতন গোস্বামীর আরাধ্য-দেবতা) দেখিতে লাগিল।

আশাবরী—মধ্যমতুঠুকী।

বিপ্রবৃন্দমভূদলঙ্কৃতি গোধনৈরপি পূর্ণম্।
গায়নানপি মদ্বিধাং ব্রজনাথ তোষয় তূর্ণম্[১]।
সূনুরদ্ভুত সুন্দরোঽজনি নন্দরাজ তবায়ম্।
দেহি গোষ্ঠজনায় বাঞ্ছিতমুৎসবোচিত দায়ম্[২] ॥ধ্রু॥
তাবকাত্মজবীক্ষণ ক্ষণনন্দিমদ্বিধ চিত্তম্।
যন্ন কৈরপি লব্ধমর্থিভিরেতদিচ্ছতি বিত্তং[৩] ॥
শ্রীসনাতন-চিত্তমানস কেলিনীলমরালে।
মাদৃশাং রতিরত্র তিষ্ঠতু সর্ব্বদা তব বালে[৪] ॥

১। হে ব্রজরাজ নন্দ! ব্রাহ্মণগণ অলঙ্কার ও গোবৎসাদি দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। এক্ষণে মাদৃশ গায়কগণকেও সত্বর সন্তুষ্ট করুন।

২। হে নন্দরাজ! আপনার এই অপূর্ব্ব সুন্দর পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং সমস্ত গোপগণকে উৎসবোচিত বস্তু অর্পণ করিয়া অভীষ্ট পূর্ণ করুন।

৩। আপনার পুত্র দর্শনে আনন্দোৎফুল্ল আমার চিত্ত আর কোনও বিত্ত প্রার্থনা করে না, কিন্তু কোন যাচকেও যাহা প্রার্থনা করে নাই, সেই ধন কামনা করিতেছে।

৪। কৃষ্ণগতচিত্তব্যক্তির পক্ষান্তরে শ্রীসনাতনের মানস সরোবরে ক্রীড়াসক্ত নীলহংস স্বরূপ আপনার এই বালকে সর্ব্বদা আমাদিগের রতি থাকুক॥

তুড়ীমিশ্র ভাটিয়ারী—ধামালী।

জয় জয় ধ্বনি ব্রজ ভরিয়া রে।

উপনন্দ অভিনন্দ, সুনন্দনন্দন নন্দ,
সবে মিলি নাচে বাহু তুলিয়া রে ॥ধ্রু॥

যশোধর যশোদেব, সুদেবাদি গোপসব,
নাচে রে নাচে আনন্দে ভুলিয়া রে।

নাচেরে নাচেরে নন্দ, সঙ্গে লৈয়া গোপবৃন্দ,
হাতে লাঠি কান্ধে ভার করিয়া রে ॥

খেনে নাচে খেনে গায়, সুতিকা গৃহেতে ধায়,
ফিরয়ে বালক মুখ হেরিয়া রে।

দধি দুগ্ধ ভারে ভারে, ঢালে রে অবনী পরে,
কেহ শিরে ঢালে দধি ভুলিয়া রে ॥

লগুড় লইয়া করে, আওল ধীরে ধীরে,
নন্দের জননী নাচে বরীয়সী বুড়িয়া রে।

যত বৃদ্ধ গোপনারী, জয় কার ধ্বনি করি,
আশীষ করয়ে শিশু বেড়িয়া রে ॥

নর্ত্তক বাদক যত, নাচে গায় শত শত,
ধেনু ধায় উচ্চ পুচ্ছ করিয়া রে।

ভোর হৈল গোপসব[১] অপরূপ নন্দোৎসব,
এ দাস শিবাই নাচে ফিরিয়া রে ॥

১। গোপবৃন্দ আনন্দে বিভোর হইল।

ললিত—ছোট দশকুশী।

যশোদা নন্দন দেখি, আনন্দে পূর্ণিত আঁখি,
কৌতুকে নাচয়ে গোপরাণী।
তৈল হরিদ্রা পায়, সবে সবার অঙ্গে দেয়,
হুলাহুলি দিয়া জয়ধ্বনি॥
কেহ নাচে কেহ গায়, কেহ নানা বাদ্য বায়,
নন্দের আনন্দের নাহি সীমা।
উৎসব করয়ে রোলে, ঘন ঘন হরি বোলে,
কি কহিব যশোদার মহিমা॥
অখিল ভুবন-পতি, অনাথ জনার গতি,
সকল দেবের শিরোমণি।
আজু শুভদিন মোরে, হৈলা প্রভু নন্দ ঘরে,
বড় ভাগ্যবতী নন্দরাণী॥
তহি এক ধনি আসি, কহে যশোমতী প্রতি,
কৈছন বালক দেখি।
কি কহব ভাগ্য, যোগ্য নহে ত্রিভুবনে,
পুণ্য পুঞ্জ তব লেখি॥

শুনইতে ঐছন, বচন রসায়ন,
ভাসই আনন্দ হিল্লোলে।
আপন হৃদয় সঞে, করে ধরি বালক,
দেয়ল তাকর কোলে॥
গদগদ যশোমতী, কহই সকল প্রতি,
মঝু নহে তোহাঁ সবাকার।
কহে যদু নন্দন, একে একে সবজন,
পরশিয়া আনন্দ অপার।

আশাবরী—তেওট।

ব্রজরাজ-কোঙর।
গোকুল উদয় গিরি চাঁদ উজোর॥
কোটী ইন্দু জিনি মুখ তনু জলধর।
একত্রে উদয়ে আলো করিয়াছে ঘর॥
মুখ নীল সরোরুহ বিম্ব অধর।
অরুণ কমল শ্রুতি নয়ান ভ্রমর॥
করভ জিনিয়া কর রক্তপদ্মবর।
নীল ধরাধর উরু নাভি সরোবর॥

সিংহের শাবক কটী অতি মনোহর।
উলটী কদলী উরু দেখিতে সুন্দর॥
থল কমল জিনি চরণ রাতুল।
হেরিয়া উদ্ধব-পহুঁ চিত মন ভুল॥

দধিমঙ্গল।

ঝুমর।

ভাটিয়ারি—ধামালী।

স্বর্গে দুন্দুভি বাজে নাচে দেবগণ।
হরি হরি হরি ধ্বনি ভরিল ভুবন।
ব্রহ্মা নাচে শিব নাচে আর নাচে ইন্দ্র।
গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়া গোবিন্দ॥
নন্দের মন্দিরে রে গোয়ালা আইল ধাইয়া।
হাতেঁ লাঠি কান্ধে ভার নাচে থৈয়া থৈয়া॥
দধিদুগ্ধ ঘৃত ঘোল অঙ্গনে ঢালিয়া।
নাচেরে নাচেরে নন্দ গোবিন্দ পাইয়া॥
চন্দ্র নাচে সূর্য্য নাচে আর নাচে তারা।
পাতালে বাসুকী নাচে হইয়া বিভোরা॥
দধি ঘৃত নবনীত গোরস হলদি।
আনন্দ আবেশে ঢালি নাহিক অবধি॥

গোয়ালা গোয়ালা মেলি করে হুড়াহুড়ি।
হাতে লাঠি করি নাচে যত বুড়াবুড়ি॥
গোকুলের লোক সব বালবৃদ্ধ করি।
নয়নে বহয়ে ধারা শিশুমুখ হেরি॥
নন্দ বাবা নাচে কত অন্তর উল্লাসে।
আনন্দে বাধাই গীত গাহে চারি পাশে॥
আনন্দ হইল বড় আনন্দ হইল।
এ দাস শিবাইর মন ভুলিয়া রহিল॥

শ্রীরাধিকার জন্মোৎসব।

শ্রীগৌরচন্দ্র

শ্রীরাগ—মধ্যম একতালা।

প্রিয়ার জনম দিবস দেখিয়া
আনন্দে ভরল তনু।
নদীয়া নগরে, বৃষভানু-পুরে
উদয় করিল জনু॥

গদাধর-মুখ, হেরি পুন পুন
নাচে গোরা নটরায়।
ভাব অনুভব, করি সঙ্গী সব,
মহামহোৎসব গায়॥
দধির সহিত, হলদি মিলিত,
কলসে কলসে ঢালি।
প্রিয়গণ নাচে, নানা কাছ কাচে, [১]
ঘন দিয়া হুলাহুলি॥
গৌরাঙ্গ নাগর, রসের সাগর,
ভাবের তরঙ্গ তায়।
জগত ভাসিল, এ হেন আনন্দে,
দাস বল্লবী গায়॥

সারঙ্গ—তেওট।

ভাদ্র শুক্লাষ্টমী তিথি, বিশাখা নক্ষত্র তথি,
শ্রীমতী জনম সেই কালে।
মধ্য দিন গত রবি, দেখিয়া বালিকা ছবি,
জয় জয় দেই কুতূহলে॥

১। বেশ ধারণ করে।

বৃষভানু পুরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
জয় রাধে শ্রীরাধে বলে।
কন্যার চাঁদমুখ দেখি, রাজা হইল মহাসুখী
দান দেই ব্রাহ্মণ সকলে ॥
নানা দ্রব্য হস্তে করি, নগরের যত নারী,
সবে আইল কীর্ত্তিকা মন্দিরে।
অনেক পুণ্যের ফলে, দৈব হৈলা অনুকূলে,
এহেন বালিকা মিলে তোরে ॥
মোদের মনে হেন লয়, এহো ত মানুষ নয়,
কোন ছলে কেবা জনমিলা।
ঘনশ্যাম দাস কয়, না করিহ সংশয়,
কৃষ্ণপ্রিয়া সদয় হইলা ॥

শ্রীরাগ—তুঠুকী।

বৃষভানু পুরেতে আনন্দ কলরব।
ঊর্দ্ধমুখে ধেয়ে আইল ব্রজবাসী সব ॥
ধাইয়া আইল সব ব্রজের রূপসী।
দেখে বৃষভানুসুতা জিনি কত শশী।

দেখিয়া গোপিকা সব আনন্দে ভরিল।
নাহিক নয়ান দুটী কীর্ত্তিকা দেখিল ॥
পায়াছিলাম সাধ পুরাব রতনের নিধি।
গোবিন্দ দাস কহে নিদারুণ বিধি ॥

ধানশ্রী—যোত সমতাল।

কান্দয়ে কীর্ত্তিকা রাণী, দুনয়নে বহে পানি,
ধূলি পড়ি গড়াগড়ি যায়।
এমনি সুন্দর কন্যা, এ রূপ জগতে ধন্যা,
বিধি চক্ষু নাহি দিল তায় ॥
হায় বিধি কি দশা করিলা।
দিয়ে গো রতন নিধি, হাত নাহি দিল বিধি,
ধন আবরণ না হইলা ॥
কান্দি বৃষভানু নারী, ভূমে যায় গড়াগড়ি,
তেজিল অঙ্গের অলঙ্কার।
কেশ পাশ নাহি বান্ধে, ভূমে গড়াগড়ি কান্দে,
দুনয়নে বহে পানি-ধার ॥
আসি যত সহচরী, উঠাইল হাতে ধরি
বসাইল আপনার কোলে।
কহয়ে মধুর বাণী, আর না কান্দিহ রাণী,
ভালো মন্দ কপালের ফলে ॥

কন্যা কোলে কর দেবী, ঐ হোক্ চিরজীবি,
বাহু মেলি কন্যা লহ কোলে।
বাঁচিয়া থাকিলে এই, শতেক কোঙর সই,
আশীষ করহ কুতুহলে ॥
শোক দুঃখ পরিহরি, কন্যা নিল কোলে করি,
ছাড়ে রাণী দীরঘ নিশ্বাস।
দাসিগণ সারি সারি, সেচই বাসিত বারি,
মর্ম্ম জানে গোবিন্দ দাস ॥

বালা ধানশী—একতালা।

যত ব্রজবাসী আইলা দেখিবারে রাই।
কৃষ্ণ কোলে করি আইল যশোমতী মাই ॥
কোলে হইতে গোপালে রাখিয়া ভূমিতলে।
যশোদায় কীর্ত্তিকা দুঃখ কান্দি কান্দি বলে।
হামাগুড়ি ধীরে ধীরে যাইয়া মুরারি।
এলাম আমি নয়নকোণে হেরহে কিশোরী ॥
রাই হিয়ায় হাত দিয়া রহিলেন হরি।
রাধিকা চাহিয়া দেখে ওরূপ মাধুরী ॥
হেনকালে দেখিয়া যশোদা নন্দরাণী।
আই আই বলে কোলে নিল নীলমণি ॥

নিরমল আঁখি দেখি কীর্ত্তিকা বিহ্বলা।
গোপালে আদরে দিল কাঞ্চনের মালা॥
পুরাইল গোপাল তোমার আমার বাসনা।
এ শশীশেখর দিল নগরে ঘোষণা॥

শ্রীরাগ—ছুঠুকী।

এ তোর বালিকা, চান্দের কলিকা,
দেখিয়া জুড়ায় আঁখি।
হেন মনে লয়ে, সদাই হৃদয়ে,
পসরা করিয়া রাখি॥
শুন বৃষভানু-প্রিয়ে।
কি হেন করিয়া, কোলেতে রেখেছ,
এহেন সোণার ঝিয়ে॥ ধ্রু॥
তড়িত জিনিয়া, বদন সুন্দর,
মুখে হাসি আছে আধা।
গণকে যে নাম, সে নাম রাখুক,
আমরা রাখিলাম রাধা॥

স্বরূপ লক্ষণ, অতি বিলক্ষণ,
তুলনা দিব বা কিয়ে।
মহাপুরুষের, প্রেয়সী হইবে,
সোঙরিবা যদি জীয়ে॥
দুহিতা বলিয়া, দুখ না ভাবিহ,
ইঁহো উদ্ধারিব বংশ।
জ্ঞানদাস কহে, শুনেছি কমলা,
ইঁহার অংশের অংশ॥

ধানশী—জপতাল।

জয় জয় কলরব বৃষভানু পুরে।
আনন্দ-অবধি নাহি প্রতি ঘরে ঘরে॥
কীর্ত্তিকা কীর্ত্তিদা বটে গোপ গোপী বলে।
কোন কীর্ত্তি ফলে এই মূর্ত্তিমতী কোলে॥
কেহ বলে বৃষভানু ভানু মেনে বটে।
নহিলে বা কার ভাগ্যে হেন কন্যা ঘটে॥
কেহ বলে এ কি কথা চেয়ে দেখ মাই।
ত্রিভুবনে হেন রূপ কোন জনে নাই॥
রূপের ছটা চান্দের ঘটা না পারি লিখিতে।
দেখি আঁখি জুড়াইল পরাণ সহিতে॥

রূপ দেখিতে বুক ভাসিয়ে আনন্দ পাথারে।
আপনি নাচিছে পদ কি আর বিচারে॥
জনমে জনমে যেন হেন নিধি মিলে।
কেহ বলে মনের কথা তুমি সে কহিলে॥
যত সুমঙ্গল আছে করহ নিছনি।
ব্রাহ্মণ আনিয়া দান দেহ রত্ন মণি॥
মগ্ন মনে গোপগণে করে মহোৎসব।
কবে হবে কৃষ্ণকান্তে সে সব সম্ভব॥

তুড়ী মিশ্র ভাটিয়ারী—ধামালী।

আজু কি আনন্দ ব্রজ ভরিয়া।
নব বাস ভূষা পরি, ধায়ত গোপ নারী
রহিতে নারয়ে ধৃতি ধরিয়া॥ ধ্রু॥
কিবা অপরূপ সাজে, প্রবেশে ভবন মাঝে,
গোপগণ কান্ধে ভার করিয়া।
বৃষভানু নৃপমণি, আপনা মানয়ে ধনি,
বালিকা বদন বিধু হেরিয়া॥

সুভানু সুচন্দ্র ভানু, ধরিতে নারয়ে তনু,
নাচে সব গোপ তায় ঘেরিয়া।
বাজে বাদ্য নানা জাতি, গীত গায় প্রেমে মাতি
বসন উড়ায় ফিরি ফিরিয়া॥
ঘৃত দধি দুগ্ধ সহ, হরিদ্রা সলিল কেহ,
ঢালে কারু মাথে ছল করিয়া।
মুখরার সাধ কত, করয়ে মঙ্গল যত,
কৌতুকে দেখয়ে নরহরিয়া॥

আশোয়ারী—তেওট।

জয়রে জয়রে জয় বৃষভানু-তনি[১]।
অবনি উয়ল থির বিজুরী জিনি॥
অরুণ অধর মুখ চন্দ্র জিনি।
উগারে অমিয়া তাহে ঈষদ হাসনি॥
নয়ন যুগল শ্রুতি অতি মনোলোভা।
কর পদতল এই অষ্টপদ্মশোভা॥
মুখ ইন্দু গণ্ড যুগ ভালে অর্দ্ধ চান্দে।
কর পদ নখে কত বিধু পড়ি কান্দে॥
কনক মৃণাল ভুজ নাভি সরোবর।
এদাস উদ্ধব হেরি চিত মনোহর॥

১। বৃষভানু-তনয়া।

ঝুমর

ভাটিয়ারী—ধামালী।

বৃষভানু পুরে আজি আনন্দ বাধাই।
রত্ন ভানু সুভানু নাচয়ে তিন ভাই॥
দধিঘৃত নবনীত গোরস হলদি।
আনন্দে অঙ্গনে ঢালে নাহিক অবধি॥
গোপ গোপী নাচে গায় যায় গড়াগড়ি।
মুখরা নাচয়ে বুড়ি হাতে লৈয়া নড়ি॥
বৃষভানু রাজা নাচে অন্তর উল্লাসে।
আনন্দে বাধাই গীত গায় চারি পাশে॥
লক্ষ লক্ষ গাভীবৎস অলঙ্কৃত করি।
ব্রাহ্মণে করয়ে দান আপনা পাসরি॥
গায়ক নর্ত্তক ভাট করে উতরোল।
দেহ দেহ লেহ লেহ শুনি এহিবোল॥
কন্যার বদন দেখি কীর্ত্তিকা জননী॥
আনন্দে অবশ দেহ আপনা না জানি।
কত কত পূর্ণচন্দ্র জিনিয়া উদয়॥
এদাস উদ্ধব হেরি আনন্দ হৃদয়।

শ্রীরাধিকার অভিষেক

শ্রীগৌরচন্দ্র ।

সুহই—মধ্যম দশকুশী ।

গোরা রূপে কি দিব তুলনা ।
তুলনা নহিল যে কষিল বান সোণা ॥
মেঘের বিজুরী নহে রূপের উপাম ।
তুলনা নহিল রূপে চম্পকের দাম ॥
তুলনা নহিল স্বর্ণ কেতকীর দল ।
তুলনা নহিল গোরোচনা নিরমল ॥
কুঙ্কুম জিনিয়া অঙ্গ-গন্ধ মনোহরা ।
বাসু কহে কি দিয়া গঢ়িল বিধি গোরা ॥

বরাড়ি—মধ্যম একতালা ।

একদিন সুন্দরী রাই সুনাগরী
সব সহচরিগণ সঙ্গ ।
শ্রীবৃন্দাবনে কুঞ্জ নিকেতনে
বৈঠল কৌতুক রঙ্গ ॥

তহি পুন ভগবতী পূর্ণমাসি দেবী,
ব্রজ-বনদেবিক সাথ।
রাইক শুভ অভি- ষেক করণ লাগি,
আওল উলসিত গাত॥
কতশত ঘট ভরি, বারি সুবাসিত,
ততহি করল উপনীত।
দধি ঘৃত গোরস, কুঙ্কুম চন্দন,
কুসুমহার সুললিত॥
বাসভুষণ উপ হার রসায়ন,
আনল কত পরকার।
রতন বেদীপর, বৈঠল শশীমুখী,
সখিগণ দেই জয় কার॥
শ্রীবৃন্দাবন- ভূমি-ঈশ্বরী করি
ভগবতী করু অভিষেক।
চৌদিকে জয় জয় মঙ্গল কলরব
আনন্দে মোহন দেখ॥

বেলোয়ার—একতালা।

বীণা উপাঙ্গ ডম্ফ কত বাজত
মধুরে মৃদঙ্গ সঙ্গে করতাল।
চৌদিকে সহচরী জয় জয় রব করি
নাচত গাওত পরম রসাল॥

দেখ দেখ রাইক শুভ অভিষেক।

কনক মুকুর তনু বদন চাঁদ জনু

নিরমল নীরে ঝলকে পরতেক ॥

ভগবতী কতহুঁ যতন করি রাইক

শির পরি ঢালই বাসিত বারি।

সুমেরু শিখরে জনু শত মুখী সুরধুনি

বেগে গিরয়ে মহী ঐছে নেহারি ॥

কুঞ্চিত কুন্তল বাহি পড়য়ে জল

মোতিম চরকে জনু।

হেরইতে অখিল নয়ন মন ভুলয়ে

আনন্দে মোহন অবশ তনু ॥

যথারাগ।

সিনান সমাধান মোছল অঙ্গ।

পহিরণ নীলিম বসন সুরঙ্গ ॥

মণিময় আভরণ ভগবতী দেল।

যাহা যেই শোভল পহিরণ কেল ॥

মণিমন্দির মাহা আওল রাই।

রতন সিংহাসনে বৈঠল যাই ॥

বনফুল-মালা দেয়ল বনদেবী।

ঐছন চন্দনে বহুমত সেবি ॥

বৃন্দাবনেশ্বরী করি ভেল নাম।
ডাহিনে ললিতা বিশাখা বৈসে বাম॥
মধুমতী ছত্র ধরিল ধনি মাথ।
চিত্রবিচিত্র দণ্ড করু হাত॥
চম্পক লতিকা চামর করু গায়।
শশীবালা শশী সম বীজন বায়॥
ভগবতী পঞ্চদীপ করে নেল।
আরতি করি নিরমঞ্ছন কেল॥
আর সব সহচরী মঙ্গল গায়।
মোহন দুরহি নেহারই তায়॥

শ্রীকৃষ্ণের সিংহাসন-যাত্রা

দিবা অভিষেক।

শ্রীগৌরচন্দ্র।

আজু শচী নন্দন করু অভিষেক।
আনন্দ কন্দ নয়ন ভরি দেখ॥

ইত্যাদি। *

---

* ২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বিভাসমিশ্র ভৈরবী—জপতাল।

আকাশ ভরিয়া উঠে জয় জয় ধ্বনি।
নাচে শিব ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্র দিনমণি॥
জন্মতিথি পূজা কৃষ্ণচন্দ্র অভিষেক।
সুরনর মুনিগণ দেখে পরতেক॥
পঞ্চগব্য পঞ্চামৃত শত ঘট জলে।
জয়জয় দিয়া কৃষ্ণচন্দ্র শিরে ঢালে॥
নানা যন্ত্র বাদ্য গীত দুন্দুভির রোল।
এ তিন ভুবনের লোকে বলে হরি বোল॥
কলরব মহোৎসব জগৎ বেড়িয়া।
কান্দে হাসে প্রেমে ভাসে ভূমিতে পড়িয়া॥
অখিল ব্রহ্মাণ্ড-নাথ নন্দের নন্দন।
নরসিংহ দেব মাগে চরণে শরণ॥

মল্লারমিশ্র কানাড়া—ডাঁশপহিড়া।

আজু বনি নব অভিষেক গোবিন্দকি।
পরমানন্দ সুখ প্রেম-কন্দকি॥
ঝলকত নীল নলিনী মুখ শোহা।
হেরইতে অখিল ভুবন-মনমোহা॥

গোরস দধি ঘৃত হলদিক নীরে।
গাগরী ভরিয়া ঢালই শিরে ॥
বাজত ঘণ্টা তাল মৃদঙ্গ।
জয় জয় দেই পুর নারীগণ রঙ্গ ॥
বলি বলি যাতহি চরণারবিন্দ।
পরমানন্দকে পহুঁ শ্রীগোবিন্দ ॥

দেবগণ কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক।

শ্রীরাগ—দুঠুকী।

ভয় পাই অতি, দেব সুর-পতি,
আসিয়া গোকুল পুরি।
নিভৃতে পাইয়া, হরষিত হইয়া,
পড়ে কৃষ্ণের পদে ধরি ॥
স্তুতি নতি করি, পুন পুন পড়ি,
অপরাধ ক্ষমাইল।
দেবগণ লইয়া, একত্র হইয়া,
কৃষ্ণ অভিষেক কৈল ॥

আসিয়া সুরভি,[১] কৃষ্ণ-শিরোপরি,
ঢালয়ে স্তনের ক্ষীর।
দেবগণ মিলি, শিরোপর ঢালি,
আকাশ-গঙ্গার নীর ॥
দুন্দুভি বাজে, বিদ্যাধরী নাচে,
গন্ধর্ব্বে মধুর গায়।
পড়ে স্তুতি বাণী, জয় জয় ধ্বনি,
আকাশ ভেদিয়া যায় ॥
দেব কলরব, মহা মহোৎসব,
নানামতে পূজা কৈল।
হইয়া দণ্ডবতে, পড়িলা ভূমিতে,
চরণে শরণ লৈল ॥
তুষ্ট হইয়া হরি, শুভদৃষ্টি করি,
সব দেবগণ পানে।
অভয় পাইয়া, পদরজ লইয়া,
গেলা সব দেবগণে ॥
নন্দের নন্দন, আইলা ভবন,
লোকে কেহ না জানিল।
গাইল মাধব, কৃষ্ণ অভিষেক,
দেবগণে সেবা কৈল ॥

১। ইন্দ্রের কামধেনু।

বাল্যলীলা

শ্রীগৌরচন্দ্র।

কৌবিভাস—জপতাল।

একমুখে কি কহব গোরাচান্দের লীলা।
হামাগুড়ি যায় নানা রঙ্গে শচীর বালা॥
লালে মুখ ঝর ঝর দেখিতে সুন্দর।
পাকা বিম্বফল জিনি সুরঙ্গ অধর॥
অঙ্গদ বলয়া শোভে সুবাহু-যুগলে।
চরণে মগরা খাড়ু বাঘনখ গলে॥
সোনার শিকলী পিঠে পাটের থোপনা।
বাসুদেব ঘোষ কহে নিছনি আপনা॥

সুহই ধানশী—দশকুশী।

কি মোহন যাদুয়া কি রঙ্গ।
নব নলিনী-দল, জিনি মুখ সুন্দর,
পঙ্ক বিরাজিত অঙ্গ॥
কর জানু ভর গতি, চরণ চঞ্চল অতি,
ক্ষিতি চুম্বন মোতিমাল।
নিজ কটি কিঙ্কিণী, ঝুমুর ঝুমুর শুনি,
রহি রহি অঙ্গ নেহার॥

জননী ভরম হইয়া, আনের নিকট যাইয়া,
আঁচল ধরিয়া উঠে কোলে।
ঊর্দ্ধে নয়ন করি, বয়ান নেহারি হরি,
মা বলিয়া আনদিকে চলে॥
বুদ্ধি-রহিতে হেন, ফিরে জগজীবন,
যশোমতী দেখয়ে অলিন্দে।
কহে যদুনাথ দাস, জনমে জনমে আশ,
সো পহুঁ-চরণারবিন্দে॥

বিভাস—একতালা।

দেখ মাই যশোমতী কোরে কানাই।
তেজোময় বালক, ত্রিজগত-পালক,
কি কহিব তপের বড়াই॥ ধ্রু॥
পিন্ধন বসনে রাণী, মুখানি মুছায়ই,
বীজন করয়ে মুখইন্দু।
সরোরুহ-লোচন, কাজরে রঞ্জিত,
ভালে শোভে গোরোচনা বিন্দু॥

সেবহুঁ চতুর্ম্মুখ, শিব শুক নারদ,
যছু পদ অনুখন ভাবি।
সোপহুঁ গোঙারিক[১] চরণে লুঠই,
রোয়ত দুধকি লাগি॥
চরণাঘাত করি, ফিকি ফিকি গীরত,
মিনতি লাখ লাখ বেরি।
গোবিন্দ দাস কহ, কোই নাই সমুঝাই,
আপহি আপরসে ভোরি॥

রামকেলি মিশ্র ধানশী— ঠুঠুকী।

পাখানি নাচায়্যা, নূপুর বাজায়্যা,
বসিয়া মায়ের কোলে।
ইষদ হাসিয়া, মাখন তুলিয়া,
আধ আধ বাণী বোলে॥
কাচ মরকত, নবনী জড়িত,
মনোহর তনুখানি।
হাসিয়া হাসিয়া, অমিয়া সিঞ্চিয়া,
বোলে আধ আধ বাণী॥

১। গোঙারিক—গোঙারীর; গোঙার—গাঁওয়ার—গ্রাম্য।

যাহা লাগি শিব, ছাড়িয়া বৈভব,
বিরিঞ্চি ধ্যানে না পায়।
শ্যামদাস বলে, সে যে কুতুহলে,
নন্দগৃহে ধুলায় লুটায় ॥

মায়ূর—দশকুশী।

দধি মন্থ ধ্বনি, শুনইতে নীলমণি,
আওল সঙ্গে বলরাম।
যশোমতী হেরি মুখ, পাওল মরমে সুখ,
চুম্বয়ে চাঁদ বয়ান ॥
কহে শুন যদুমনি, তোরে দিব ক্ষীর ননী,
খাইয়া নাচহ মোর আগে।
নবনী লোভিত হরি, মায়ের বদন হেরি,
কর পাতি নবনীত মাগে ॥
আদি অনাদি, পরম পুরুষোত্তম,
কপট বালক বেশ ধরি।
চারি বেদ যার, অন্ত না পাওত,
সো হরি নবনী-ভিখারী ॥ ধ্রু ॥

নাচ লালন মেরি বচন,
হেরি অঙ্গন মাঝে।
কটী মাঝহি, ঘাঘর ঘুঙুর,
অতি সুমধুর বাজে॥
পদ পঙ্কজে, নুপুর বাজে,
ধরি পঞ্চম তান।
ভালে শোভে, অলকাবৃত,
হেরি জুড়াওত প্রাণ॥
সেবি শঙ্কর, দেব দিগম্বর,
দিয়া ঘৃত গঙ্গানীরে।
উড়ি তণ্ডুল[১], শ্রীফল দল,
দিয়াছিলাম শিবের শিরে॥
নয়ন কমল, ও মুখ মণ্ডল,
হেরি জুড়াওত আঁখি।
খাও মাখন, মেরি বচন,
শশীশেখর সাখী॥

১। ধান্য বিশেষের চাল

রাণী দিল পুরি কর, খাইতে রঙ্গিমাধর,
অতি সুশোভিত ভেল তায়।
খাইতে খাইতে নাচে, কটীতে কিঙ্কিণী বাজে,
হেরি হরষিত ভেল মায় ॥
নন্দদুলাল নাচে ভাল।
ছাড়িয়া মন্থন দণ্ড, উথলিল মহানন্দ,
সঘনে দেই করতালি ॥
দেখ দেখ রোহিণী, গদ গদ কহে রাণী,
যাদুয়া নাচিছে দেখ মোর।
ঘনরাম দাসে কয়, রোহিণী আনন্দময়
দুহুঁ প্রেমে ভেল বিভোর ॥

রামকেলি—তেওট।

দেখ মাই নাচত নন্দদুলাল।
মণিময় নূপুর, কটিপর ঘাঘর,
মোহন উরপর মাল ॥ ধ্রু ॥
গোপিনী শত শত, বালক যূথ যূথ,
গায়ত বোলত ভাল।
তিন্দা দ্রিমিকি ধনি, তাথৈ তাথৈ পুনি,
নিগধী ভৃগধি বাজে তাল ॥

লহু লহু হাস, ভাষ মৃদু বোলত,
নিকসত দশন রসাল।
শ্যামদাস ভণ, জগজনজীবন,
গোপাল পরম দয়াল ॥

কল্যাণ—জপতাল।

নন্দদুলাল, নাচত ভাল,
যশোদা তাহে, ধরত তাল,
সবহুঁ বোলত, ভাল ভাল,
হেরি মোহিত ব্রজ নারী।
জলদ নিন্দি, সুন্দর শ্যাম,
কণ্ঠেতে মণি, মোতিম দাম,
বিন্দু বিন্দু, চুয়ত ঘাম,
তাহে অধিক মাধুরী ॥
যশোদা রচিত, সুন্দর সাজ,
শোহন নাচত, আঙ্গিনা মাঝ,
সবহুঁ ভুলত, নিজহি কাজ,
হেরি নয়নভঙ্গি চাতুরী।

হিলত অঙ্গ, বিবিধ রঙ্গ,
হেরি সবহু পুলক অঙ্গ,
তাহে কতহি, মদন ভঙ্গ,
দেখিয়া ও রূপ মাধুরী ॥
বদন চান্দ, হসত মন্দ,
বচন কহত, অমিয়া ছন্দ
তাহে উদয়, আনন্দ কন্দ,
সবহুঁ নয়নে খলত বারি।
শুনিয়া রাই, চলত ধাই,
তুরিতে নন্দ, মহলে যাই,
নয়ন ভুলল, বদন চাই,
আনন্দে ভাসল কিশোরি গোরী ॥
উদয় ভানু, নাচত কানু,
ধুলি ধুসর, চিকণ তনু,
করেতে শোভিছে, মোহন বেণু,
জগজনমন বিহারি।
উভকরি বান্ধি, চাঁচর চুল,
বেড়িয়া মল্লিকা, মালতি ফুল,
কুলবতীগণ, ভাঙ্গল কুল,
হেরিয়া চাঁদ কি উজোরি ॥

কেশরী জিনিয়া, অধিক মাঝ,
ঘাঘর ঘুঙুর, কিঙ্কিণী বাজ,
শুনিয়া মোহিত, মদনরাজ,
কি আনন্দ আজ নন্দপুরী।
অরুণ চরণে, মঞ্জির বোলে,
নিমানন্দ দাস, পড়িল ভোলে,
কৃপাকরি রাখ, তাহারি তলে,
এই আশা আমি সদাই করি॥

রামকেলি—মধ্যম দুঠুকী।

নাচত মোহন নন্দদুলাল।
বঙ্কিম চরণে, মঞ্জির ঘন বাজত,
কিঙ্কিণী তাহিঁ রসাল॥ ধ্রু॥
থল পঙ্কজ দল, জিনিয়া চরণ তল,
অরুণ কিরণ কিয়ে আভা।
তাহার উপরে নখ-, চাঁদ সুশোভিত,
হেরইতে জগ মনলোভা॥

মণি অভরণ কত, অঙ্গহি ঝলকত,
নাসায় মুকুতা কিবা দোলে।
মা মা মা বলি, চাঁদ বদন তুলি,
নবীন কোকিলা যেন বোলে॥
শুনি যশোমতি মাই, আহা মরি মরি যাই,
বাহু পশারিয়া নিল কোলে।
মুখানি মুছিয়া রাণী, চুম্ব দেই মুখখানি,
বংশী ভাসে আনন্দ হিলোলে॥

শ্রীগোপালের নৃত্য

কৌবিভাস—বৃহৎ জপতাল।

শ্রীগৌরচন্দ্র

শচীর আঙ্গিনায় নাচে বিশ্বম্ভর রায়।
হাসি হাসি ফিরি ফিরি মায়েরে লুকায়॥
বয়ানে বসন দিয়া বলে লুকাইনু।
শচী বলে বিশ্বম্ভর আমি না দেখিনু॥
মায়ের অঞ্চল ধরি চঞ্চল চরণে।
নাচিয়া নাচিয়া যায় খঞ্জন গমনে॥
বাসুদেব ঘোষ কহে অপরূপ শোভা।
শিশুরূপ দেখি হয় জগ-মনলোভা॥

ধানশী মিশ্র পঠমঞ্জরী—নন্দনতাল।

বসিয়া মায়ের কোলে, আধ আধ বাণী বোলে,
শুন শুন ওগো নন্দরাণী।
ক্ষুধাতে হালিছে গা, নাচিতে না উঠে পা,
খাইতে দে মা খীর সর ননী ॥
শুনিয়া গোপালের কথা, মরমে পাইলা ব্যথা,
ভাসে রাণী নয়নের জলে।
হাতে লৈয়া খির ননী, চাঁদ মুখে দেয় রাণী,
চুম্ব দেয় বদন কমলে ॥
ব্রহ্মা পুরন্দর, দিনমণি শঙ্কর,
যদি তারে ধ্যানে নাহি পায়।
সে হরি নন্দের ঘরে, আনন্দে বিহার করে,
করে ধরি যশোদা নাচায় ॥
যে নাচিলা সেই ভাল, চাঁদ মুখ ঘামিল,
অরুণ কিরণ লাগে গায়।
বংশী বদনে বোলে, গোপালে করহ কোলে,
বেথা লাগিবে রাঙ্গা পায় ॥

বিভাস—জপতাল।

অঙ্গনে বসিয়া নীলমণি করে খেলা।
আসিয়া মিলিলা যত ব্রজাঙ্গনা বালা ॥

নবীন নাগরী সব একত্র হইয়া।
যশোদারে কহে সভে মিনতি করিয়া ॥
কভু নাহি দেখি তোমার কানুর নাচন।
নাচাও একবার দেখি ভরিয়া নয়ন ॥
যশোমতি বলে শুন ব্রজ গোপিগণ।
আপন ইচ্ছায় কৃষ্ণ নাচিলা এখন ॥
খীর ননী লইয়া গোপালের দেহ করে।
নাচিবে গোপাল দেখি তোমা সভাকারে ॥
গৃহ কর্ম্ম তেজি রাণী গোপালে নাচায়।
যদুনাথ দাস তছু পদ-যুগে গায় ॥

টোড়িবিভাস—একতালা।*

ওগো দেখসিয়া রামের মা গো,[১]
গোপাল নাচিছে তুড়ি দিয়া।
কোথা গেল নন্দরায়, আনন্দ বহিয়া যায়,
নয়ন ভরিয়া দেখসিয়া ॥

পদকল্পতরুতে এই রূপে পদটির আরম্ভ দেখা যায় :—
* কত ভঙ্গী জান গোপাল নাচিতে নাচিতে।
অরুণ কিরণ দেখি চরণ তুলিতে ॥
বাঘ নখ মণিহার হিয়ার মাঝে দোলে।
চরণে নূপুর কিবা রুনু ঝুনু বোলে ॥

১। বলরামের মাতা।

চিত্র বিচিত্র নাট, চরণে চাঁদের হাট,
চলে যেন খঞ্জনিয়া পাখী।
সাধ করিয়া মায় নূপুর দিয়াছে পায়,
নাচিয়া নাচিয়া আইস দেখি ॥
প্রতি পদ চিহ্ন তায়, পৃথক পড়িয়া যায়,
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ তাহে সাজে।
যাদবেন্দ্র দাস কয়, নাটুয়া গোবিন্দ রায়
প্রেমভরে অধিক বিরাজে ॥

ভৈরবমিশ্র বিভাস—মধ্যম জপতাল।

হেন কালে নন্দ রায় আইল বাথান হৈতে।
কেমনে নাচিল বাপ নাচ আমার সাক্ষাতে॥
গোঠে মাঠে যাইতে তোরে সঙ্গে করি নিব।
মিঠ ননি দুগ্ধ সর নিতি খাইতে দিব ॥
কেমনে নাচিলি বাছা নাচ আরবার।
তবে সে গঠিয়া দিব গজমোতি হার ॥
শুনি পিতা নন্দের কথা হরষিত হইলা।
অমনি উঠিয়া গোপাল নাচিতে লাগিলা ॥
তা তা থৈ থৈ তা তা থৈ থৈ বলে নন্দরাণী।
করতালি দিয়ে নাচে শ্যাম যাদুমণি ॥

কত ভঙ্গি জানে গোপাল নাচিতে নাচিতে।
অরুণ কিরণ দোলে চরণ তুলিতে॥
বাঘ নখ মণিহার হিয়ার মাঝে দোলে।
চরণে নূপুর কিবা রুনু ঝুনু বোলে॥ *
গোপালের নাচন হেরি নন্দের আনন্দ।
হেরিয়া মুগধ ভেল দাস যাদবেন্দ্র॥

ভৈরবীমিশ্র বারোঁয়া—তেওট।

নাচত মোহন নন্দ-দুলাল মেরো কান।
নাসা-বিরাজিত মোতিম ভূষণ
কটি মাঝে ঘুঙ্গুরু রসাল॥
সুন্দর উরপর বর রুরু-নখ-পদ[1]
সরোরুহ রতন-মঞ্জির।
নব নব বচ্ছ[2] পুচ্ছ ধরি ধায়ত
পতন অঙ্গুলি[3] ধূলি ধুসর শরীর॥

---

* পূর্ব্বের পদে পাদটীকা দেখুন।

১। রুরু নামক মৃগের নখ ও পদ; অমঙ্গল নিবারণ জন্য বোধ হয়।

২। বৎস, বাছুর

৩। অঙ্গনে?

মরকত চান্দ মুকুর[১] মুখ-মণ্ডল
পরিসর কুঞ্চিত অলক-হিলোল।
ব্রজ-রমণী পর- বোধ করায়ত[২]
নয়ন ফিরায়ত আধ আধ বোল॥
অভিনব নীল জলদ জিনি তনু-রুচি
কহিল নহিল রূপ কিয়ে নিরমাণ।
কত কত ভকত যতন করি ধ্যাওত
সভে চূড়ামণি দাসের এই নিবেদন॥

ধানশীমিশ্র ললিত—মধ্যম একতালা।

ভাল নাচেরে মোহন নন্দদুলাল।
রঞ্জিত চরণে মঞ্জীর বাজই
ঘাঘর ঘুঙুর উরুমাল॥
রাতা উৎপল যৈছে চরণ তল,
অরুণ জিনিয়া অতি শোভা।
তাহার উপরে নখ চাঁদের মালা,
হেরি হেরি জগমন-লোভা॥

১। মুখর—পাঠান্তর ; মুকুর পাঠে অর্থ এইরূপঃ মরকত নির্ম্মিত চন্দ্রের দর্পণ সদৃশ মুখমণ্ডল।

২। নয়নের ভঙ্গীতে ব্রজনারীগণকে প্রবোধ অর্থাৎ আনন্দ দান করিতেছেন।

নাসিকা আগে সোনায় জড়িত
এ গজমুকুতা দোলে।
মা মা মা বলি, চাঁদমুখ তুলি
নবীন কোকিলা যৈছে বোলে॥
যশোমতী বোলয় ভালি রে ভালি।
মাধব দাসের পূরত আশ
আনন্দে দেই করতালি॥

ভাটিয়ারী মিশ্র ভুপালি—আড়া দুঠুকী।

ভাল নাচেরে নাচেরে নন্দলাল।
ব্রজ রমণীগণ, চৌদিকে বেঢ়ল
যশোমতী দেই করতাল॥
রুনুর ঝুনুর ধ্বনি, ঘাঘর কিঙ্কিনী
গতি নট খঞ্জন ভাতি।
হেরইতে অখিল, নয়ন মন ভুলয়ে
ইহ নব নীরদ কাঁতি॥
করে করি মাখন, দেই রমণীগণ,
খাওয়াওই নাচাওই রঙ্গে।
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ, পঙ্কজ সুললিত,
চরণ চালই কত ভঙ্গে॥

কুঞ্চিত কেশ, বেশ দিগম্বর,
কটীতটে ঘুঙ্গুর সাজ।
বংশী কহয়ে কিয়ে, জগজন মঙ্গল,
শ্রবণে সুধাসম বাজ ॥

পঠমঞ্জরী—একতালা।

নাচেরে নাচেরে মোর রাম দামোদর।
যত নাচ তত দিব ক্ষীর ননী সর ॥
আমি নাহি দেখি বাছা নাচ আরবার।
গলায় গাঁথিয়া দিব মণিময় হার ॥
তাতা থৈয়া থৈ বোলয়ে নন্দরাণী।
করতালি দিয়া নাচে রাম যাদুমণি ॥
রামকানু রে মোর রামকানু।
মণিময় ঝুরি মাথে ঝলমল তনু ॥

ধানশী মিশ্র থাম্বাজ—জপতাল।

যে যে যন্ত্র বাজাইতে পার
সেই সে যন্ত্রে ধর তাল।
তবে আমার নাচিবে গোপাল ॥
তোমরা ধর তাল।

ব্রজগোপী কেহ নিল মৃদঙ্গ, কেহ নিল সারঙ্গ,
কোই জগঝম্প ডম্ফ সুরসাল।
ও স্বর মণ্ডল জঙ্গ চঙ্গ বীণা
কেহ করে করতাল ॥
গোবিন্দ গুণানুবাদ করত বীণা গীণে গীণে
উপজিল প্রেমের পাথার।
নীরব হইল যন্ত্র, নূপুর শুনিয়া রঙ্গ,
বঙ্করাজ ঝুনুর ঝুনুর ঝুনু।
তা ঝুনু তা ঝুনু ঝুনু, ঝুনু ঝুনু নাচেরে
নাচে নন্দের দুলাল ॥
নন্দালয়েতে, নন্দ নন্দন,
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন অমরগণে কয়।
যোগীগণে জানে ত্রিজগৎ পালক
ত্রিগুণাতীত তেজোময় ॥
যাহার যেমন মন সেই ভাবের মত
দরশন রাণীর দুধের দুলালিয়া।
ব্রজগোপীগণে মনে মনে জানে
প্রাণনাথ বিনোদিয়া ॥

সুহিনী

নব নীরদ নীল সুঠান তনু।
ঝলমল ওমুখ চান্দ জনু ॥

শিরে কুন্তল বন্ধ ঝুটা।
ভালে শোভিত গোময় চিত্র ফোঁটা॥
অধোরোজ্জ্বল রঙ্গিম বিম্বজিনি।
গলে শোভিত মোতিম হারমণি॥
ভুজ লম্বিত অঙ্গদ মণ্ডনয়া।
নখ চন্দ্রক গর্ব্ব বিখণ্ডনয়া॥
হিয়ে হার রুরু নখ রত্নে জড়া।
কটি কিঙ্কিণী ঘাঘর তাহে মোড়া॥
পদ নূপুর বঙ্করাজ সুশোভে।
থল পঙ্কজ বিভ্রমে ভৃঙ্গ লোভে॥
ব্রজবালক মাখন লেই করে।
সবে খাওত দেওত শ্যাম করে॥
বিহরে নন্দ নন্দন এভবনে।
পদ সেবক দেব নৃসিংহ ভণে॥

সুহই, ঝুমর—সমতাল।

গোপাল নাচিয়ে নাচিয়ে, অমনি আসিয়ে
বসিলা মায়ের কোলে।
কর পর নন্দরাণি, যোগাইছে ক্ষীর ননী,
খাইতে খাইতে দোলে॥

মৃত্তিকা-ভক্ষণ

শ্রীগৌরচন্দ্র

বিভাস—মধ্যম একতালা।

মায়ের অঞ্চল ধরি শিশু গৌরহরি।
হাঁটি হাঁটি পায় পায় যায় গুড়ি গুড়ি॥
টানি লৈঞা মার হাত চলে ক্ষণে জোরে।
পদ আধ যাইতে ঠেকার করি পড়ে॥
শচীমাতা কোলে লৈতে যায় ধুলি ঝাড়ি।
আখুটি করিয়া গোরা ভূমে দেয় গড়ি॥
আহা আহা বলি মাতা মুছায় অঞ্চলে।
কোলে করি চুম্ব দেয় বদন-কমলে॥
বাসু কহে এ ছাবাল ধুলায় লুটাইবে।
স্নেহভরে তুমি মাগো কত ঠেকাইবে॥

বিভাস—মধ্যম একতালা।

জননী কোরে বিলসিত নন্দদুলাল।
আধ হি আধ, বোলত দোলত,
মুখমে চোয়ায়ত লাল॥ ধ্রু॥

ক্ষণে ক্ষণে উঠত, ক্ষণে বৈঠত মোহন,
ক্ষণে ক্ষণে দেয়ত গারি।
যশোমতী সুন্দরী, কর অঙ্গুলি ধরি,
শিশুকে শিখায়ত ঠারি ॥
কবহি যশোমতি, মুখ হেরি রোয়ত,
পুন পুন মাগই কোর।
কোরহি বৈঠই, পয়োধর পিবই,
চরণ নাচায়ত থোর ॥
কটিতে ঘুঙ্গুরু কর- বলয়া বিরাজিত,
হৃদয়ে দোলয়ে মণিহার।
যদুনাথ দাস কহে, ও মুখ শশি সঞে,
দূরে করত আঁধিয়ার ॥

বিভাস—একতালা।

বাল গোপাল রঙ্গে, সমবয়-বেশ সঙ্গে,
হামাগুড়ি আঙ্গিনায় খেলায়।
ত্যজিয়া মাখন সরে, তুলিয়া কোমল করে
মৃত্তিকা মনের সুখে খায় ॥

বলরাম তা দেখিয়া, যশোদা নিকটে গিয়া,
কহিলা ভাইয়ের এহি কথা।
শুনি তবে যশোমতী, আইলা ত্বরিত গতি,
গোপাল খাইছে মাটী যথা॥
মায়ে দেখি মাটী ফেলে, না খাই না খাই বলে,
আধ আধ বদন ঢুলায়।
মুখ নিরখয়ে রাণী, ধরিয়া যুগল পাণি,
মনোদুখে করে হায় হায়॥
এ ক্ষীর নবনী সর, কিবা নাহি মোর ঘর,
মৃত্তিকা খাইছ কিবা সুখে।
পিতা যার ব্রজরাজ, কি তার এমন কাজ,
শুনিলে পাইবে মন দুখে॥
এতেক বলিয়া রাণী, কোলে করি নীলমণি,
ছল ছল ভেল দুনয়ান।
এ উদ্ধব দাস গীতে, যশোমতী হরষিতে,
অনিমিখে নেহারে বয়ান॥

তিরোথা ধানশী—মধ্যম একতালা।

বদন মেলিয়া গোপাল রাণী পানে চায়।
মুখমাঝে অপরূপ দেখিবারে পায়॥

এ ভূমি আকাশ আদি চৌদ্দ ভুবন।
সুরলোক নাগলোক নরলোকগণ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড গোলক আদি যত ধাম।
মুখের ভিতর সব দেখে নিরমাণ॥
শেষ মহেশ ব্রহ্মা আদি স্তুতি করে॥
নন্দ যশোমতী আর মুখের ভিতরে॥
দেখি নন্দ ব্রজেশ্বরী বচন না স্ফুরে।
স্বপ্ন প্রায় কি দেখিলুঁ হেন মনে করে॥
নিজ প্রেমে পরিপূর্ণ কিছুই না মানে।
আপন তনয় কৃষ্ণ প্রাণ মাত্র জানে॥
ডাকিয়া কহয়ে নন্দ আশ্চর্য্য বিধান।
পুত্রের মঙ্গল লাগি বিপ্রে করে দান॥
এ দাস উদ্ধব কহে ব্রজে শুদ্ধ প্রেম।
কিছু না মিশায় যেন জাম্বুনদ হেম॥

ধানশী মিশ্র মায়ূর—দশকুশী।

তোমরা নাকি জান প্রতিকার।
যাহার উদর মাঝে, এ তিন ভুবন আছে,
সে নাকি বাঁচিবে মোর আর॥ ধ্রু॥

কি দেখিলুঁ আকাশ, চন্দ্রসূর্য্য পরকাশ,
নক্ষত্র উদয় ঘনেঘন।
অনন্ত বাসুকি কাল, অষ্টাদশ লোকপাল,
ধিয়ানে বসিয়া মুনিগণ॥
মধ্যে বৈসে শূলপাণি, ব্রহ্মা করে বেদধ্বনি,
কৌস্তুভ মণি ফণির উপর।
গজ কচ্ছপ পবন, অদভুত বামন,
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর॥
স্বর্গে বৈসে স্বর্গবাসী, আর অষ্টলোক ঋষি,
ইন্দ্র সহিতে ঐরাবত।
গন্ধর্ব্বে গায় গীত, বিদ্যাধরি করে নৃত,
গঙ্গা যমুনা ভগীরথ॥
দেখিলুঁ সুমেরু গিরি, এ তিন ভুবন ভরি,
দেবগণ উদর ভিতর।
রাণী ভয় দেখাইয়া, ছাড়ি বিশ্বরূপ মায়া,
মা বলিয়া ডাকে গদাধর॥

বিভাস—একতালা।

কোলেতে করিয়া রাণী নিরখয়ে মুখ।
সুখের সাগরে ডুবে পাসরে সব দুখ॥

মায়ের কোলেতে গোপাল মুখ পসারিল।
এ ভব সংসার রাণী তাহাতে দেখিল॥
একি একি বলি রাণী হিয়ায় লইল।
স্বপন দেখিল কিবা বুঝিতে নারিল॥
থুতু থুতু দেয় রাণী বসনের দশি।
দেখিয়া মায়ের রীত ওনা মুখে হাসি॥
ঘনরাম দাস আশা করে এই মনে।
কবে বা সেবিব আমি যশোদা-চরণে॥

জয়জয়ন্তী মল্লার—মধ্যম ঠুংরী।

রাণী সচকিত হইয়া, গোপালেরে কোলে লইয়া,
ইষ্ট মন্ত্র জপে শিশু শিরে।
যশোদা বাৎসল্য ভরে, ধান্য দুর্ব্বা দিয়ে শিরে,
আশীষ করয়ে গোপালেরে॥
(আমার) অনেক ভাগের ফলে, বিধি হইল অনুকুলে,
পুরাইল মনের বাসনা।
ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি হর, (আমার) গোপালেরে রক্ষা কর,
যাদবেন্দ্রের এই ত প্রার্থনা॥

ঝুমর।

সুহই—সমতাল ॥

রাণী ভাসে আনন্দ সাগরে।
গোপালেরে কোলে লইয়া খাওয়ায় খির সরে

কৌমারলীলা

শ্রীগৌরচন্দ্র।

ভাটিয়ারী মিশ্র বিভাস—মধ্যম দশকুশী।

গোরানাচে শচীর দুলালিয়া।
চৌদিকে বালক মেলি, সভে দেই করতালি
হরিবোল হরিবোল বলিয়া ॥ ধ্রু ॥
সুরঙ্গ চতুনা[১] মাথে গলায় সোণার কাঠি।
সাধ করিয়া মায় পরাইছে ধড়াগাছি আঁটি ॥
সুন্দর চাচর কেশ সুবলিত তনু।
ভুবনমোহন বেশ ভুরু কাম ধনু ॥

১। রঙ্গীন পাগড়ী

রজত কাঞ্চন, নানা আভরণ,
অঙ্গে মনোহর সাজে।
রাঙা উতপল, চরণ যুগল,
তুলিতে নূপুর বাজে॥
শচীর অঙ্গনে, নাচয়ে সঘনে
বোলে আধ আধ বাণী।
বাসুদেব ঘোষ বোলে, ধর ধর কর কোলে,
গোরা মোর পরাণের পরাণী॥

মায়ূর—জপতাল।

পঞ্চ বরিখ বয়সাকৃত মোহন,[১]
ধাবমান পর-অঙ্গনা[২]।
পায়স প্যানে, উরথলে মাখন,[৩]
খাওত।মিটায়ত বয়না॥

১। পঞ্চম বর্ষ বয়সে যে সুন্দর মূর্ত্তি হয়।

২। অপর রমণী তাড়াইয়া আসিতেছে। (মাখন চুরির জন্য?)

৩। হস্তে পায়স মাখিয়াছেন এবং বক্ষস্থলে মাখন গড়াইয়া পড়িতেছে।

দোলে দোলে মোহন গোপাল।

প্রখর চরণ গতি, মুখর কিঙ্কিণী কটি,
লোটন লোটায় বনমালা ॥ ধ্রু ॥

সোণায় বান্ধিলা ভাল, রুরু নখ উরে মাল,
পিঠে দোলে পাটকি খোপা[১]।

খেনে আলগছি দেই, খেনে ভুমে গড়ি যাই
খেনে পরসন্ন খেনে কোপ ॥

নন্দ সুনন্দ, যশোমতী রোহিণী,
আনন্দে সুত মুখ চায়।

নয়ন দৃগঞ্চল, কাজরে রঞ্জিত,
হাসি হাসি বদন দেখায় ॥

কুন্তলে রতন মণি ঝলমল দেখি।
কুণ্ডলে উজ্জল গণ্ড কাজর আঁখি ॥

বলরাম দাস বলে শুন নন্দরাণী।
ত্রিজগত নাথ নাচাও করে দিয়ে ননী ॥

বিভাস—মধ্যম একতালা।

হের দেখ বাছার, রুচির করতল আঁখি,
বিধির করণ একঠাম।

আমার মনের সাধ, বুঝিয়া সে মুনিরাজ
গোপাল বলিয়া থুইল নাম ॥

১। লম্বিত কেশের প্রান্তে রেশমের থোপা পৃষ্ঠে দুলিতেছে।

অতিশয় শিশু-মতি, চলে মন্দ মন্দ গতি
কটিতটে কিঙ্কিণী বাজে।
কম্বু কণ্ঠ পরি, মোতিমালবর,
লম্বিত রুরু নখ সাজে॥
অনেক সাধ করি, করে নবনিত ভরি,
দেয়লুঁ ভোজন লাগি।
সে নাহি খাওত, খিতি তলে ডারত,
ইহ মোর করম অভাগি॥
বংশী কহয়ে শুন, মাত যশোমতি পুন,
তোহারি চরণে করোঁ সেবা।
এ তুয়া নন্দন, ভুবন-বিমোহন,
পুণফলে পাওই কেবা॥

কৌবিভাস—বৃহৎ জপতাল।

চপলহি নন্দনন্দন-মতি ভাওয়ে।
বহুবিধ বালক, সঙ্গহি রঙ্গহি,
অঙ্গ দোলাইয়া আওয়ে॥ ধ্রু॥

হেরি হরষিত অতি, রাণী যশোমতী,
বাহু পসারিয়া ধাওয়ে।
কটিতটে কিঙ্কিণী, ঘুঙ্গুর রণ রণি,
অরুণিত চরণ নাচাওয়ে॥
এক করে নবনী, আর করে পায়স,
খেলন সঙ্গিয়া যাচাওয়ে।
গীরত আধ, আধ কর বদনহিঁ,
রহি রহি আধ আধ খাওয়ে॥
মদনমোহন ঠাম, জিনি কত কোটি কাম,
ভুবন ভুলায় সেই রূপে।
যাদবেন্দ্র দাসে কয়, শুধুই সে সুধাময়,
হেরিয়া পড়য়ে রস-কূপে॥

ললিত মিশ্র ভৈরবী—জপতাল।

নাচত মোহন বাল গোপাল।
বরজ বধু মেলি, দেওই করতালি,.
বোলই ভালিরে ভাল॥ ধ্রু॥

ধাতু প্রবাল দল, নব গুঞ্জাফল,
ব্রজ বালক সঙ্গে সাজে।
কুটিল কুন্তল বেঢ়ি, মণি মুকুতা ঝুরি,
কটি তটে ঘুঙ্গুর বাজে॥
নন্দ সুনন্দন, যশোমতি রোহিণী,
আনন্দে সুত-মুখ চায়।
অরুণ দৃগঞ্চল, কাজরে রঞ্জিত,
হাসি হাসি দশন দেখায়॥
বংশী কহই সব, ব্রজ রমণীগণ,
আনন্দ সাগরে ভাস।
হেরইতে পরশিতে, লালন করইতে,
স্তন খিরে ভীগেল বাস॥

কৌবিভাস—বৃহৎ জপতাল।

বাথান হইতে নন্দ আসি আঙ্গিনায়।
রামকৃষ্ণ বলি নন্দ ডাকে উভরায়॥
ধাইয়া আইল রামকৃষ্ণ নন্দের বচনে।
দোহন করিব গাভী চলহ বাথানে॥

রাম নে রে দোহন ভাণ্ড কানাই নে রে বাধা।
কর পূরি দিব ননী যত আছে ক্ষুধা॥
পায়ের বাধা খুলি দিল কৃষ্ণের হাতে।
ভকত বৎসল হরি বাধা নিল মাথে॥
আগে যায় রামকৃষ্ণ পাছে নন্দরায়।
কণ্টক দেখিয়া নন্দ বাধা আন্ বোলায়॥
ধাই গিয়ে বাধা দিল নন্দের চরণে।
আনন্দে বিভোর নন্দ চলিল বাথানে॥
নন্দ দোহায় গাভী কানু বৎস ধরে।
শ্যাম-অঙ্গ চাটে গাভী আঁখে অশ্রু ঝরে॥
যত দুগ্ধ দোহে নন্দ তত দুগ্ধ হয়।
নন্দ বলে দুগ্ধ বাড়ে রাম কানাই পয়॥
দুগ্ধ ভাণ্ড লয়ে গৃহে এল নীলমণি।
যাদবেন্দ্র দাসে কয় ধন্য নন্দরাণী॥

ঝুমর।

সুহই—সমতাল।

অমনি ধেয়ে বসিল মায়ের কোলে।
নন্দরাণী ভাসে কত আনন্দ হিলোলে॥

ফলক্রয়

শ্রীগৌরচন্দ্র।

বিভাস—মধ্যম দশকুশী।

আজু কি আনন্দ, শ্রীশচী ভবনে,
রজনী প্রভাত কালে।
প্রিয় পরিকর, মাঝে বিশ্বম্ভর,
বিলসে ভঙ্গিমা ভালে॥
যার যেই ভাব, সে ভাবে ভাবিত,
সভারে করয়ে সুখী।
ভুবনমোহন, গুণমণি হেন,
সুঘড় কভু না দেখি॥
বৃদ্ধ বৃদ্ধ নারি, যত অতিশয়,
আতুর স্নেহের ভরে।
ওমুখ চন্দ্রমা, হেরি হেরি কেহ,
ধৈরয ধরিতে নারে॥
নয়নেতে বারি, বহে অনিবার,
পরম আনন্দ মনে।
নরহরি প্রাণ, গৌরাঙ্গ চরিত,
পুন পরস্পর ভণে॥

ভাটিয়ারী—ধামালী।

একদিন মথুরা হৈতে, ফল লৈয়া আচম্বিতে
আইলা সে ফল বেচিবারে।
ফল লেহ ফল লেহ, ডাকে পুন পুন সেহ,
নামাইলা নন্দের দুয়ারে॥
ব্রজ শিশু শুনি তায়, ফল কিনিবারে যায়
বেতন লইয়া পরতেকে[১]।
কিনি কিনি ফল খায়, আনন্দিত হিয়ায়,
পসারী বেড়িয়া একে একে।
শুনি কৃষ্ণ কুতুহলী, ধান্য-লইয়া একাঞ্জলি,
কর হৈতে পড়িতে পড়িতে।
পসারি নিকটে আসি, ফল দাও বলে হাসি,
ধান্য দিলা ফলাহারী হাতে॥
ধান্য লৈয়া ফলাহারী, পুন পুন মুখ হেরি,
নিমিষ তেজিল পসারিণী।
এ দাস উদ্ধব কয়, কহিলে কহিল নয়,
ভুবন মোহন-রূপ খানি॥

১। প্রত্যেকে

ধানশী—জপতাল।

ফল লেহ ফল লেহ ডাকে ফলাহারী।
চ্যুত ধান্য শুধা করে[১] আইলা শ্রীহরি॥
পসারে ফেলিয়া ধান্য ফল দেহ বোলে।
অনিমিখে পসারিণী সে মুখ নেহালে॥
নয়নে গলয়ে ধারা দেখি মুখখানি।
কার ঘরের শিশু তুমি যাইয়ে নিছনি॥
কোন্ পুণ্যবতী তোমা করিলেক কোলে।
কাহারে বলিয়া মা স্তন পান কৈলে॥
ঘনরাম দাস বোলে শুন পসারিণী।
ফলের সহিত কর জীবন নিছনি[২]॥

সুহই—দশকুশী।

ও মোর সোণারচাঁদ,   কি তোর মায়ের নাম,
কার ঘরে হৈলা উতপতি।
বহুকাল তপ করি,   কে পূজিল হর গৌরী,
কোন পুণ্য কৈল সেই সতী॥

১। হস্ত হইতে সব ধান্যগুলি পড়িয়া গিয়াছে সুতরাং খালি হাতে আসিলেন।

২। ফলের সহিত প্রাণ ডালি দেও।

তোমারে করিয়া কোলে, কত শত চুম্ব দিলে,
নয়ানের জলে গেল ভাসি।
পাইয়া মনের সুখে, স্তন দিল চাঁদ মুখে
মুঞি যাই হব তার দাসী॥
এত কহি ফলাহারী, ফল দেন কর ভরি,
প্রেম ভরে গর গর চিত।
কৃষ্ণচন্দ্র ফল হাতে, খাইতে খাইতে পথে
আসি নিজ গৃহে উপনীত॥
ফল দেখি যশোমতী, আনন্দ না জানে কতি,
খাওয়াইয়া প্রেমসুখে ভাসে।
ধন্য সেই ফলাহারী, ফলে পাইল নন্দ হরি,
কহে কিছু ঘনরাম দাসে॥

সুহিনি—সমতাল।

ডালা হৈল রতনে পূরিত।
ফলাহারী সবিস্ময় চিত॥
আপনা আপনি করে খেদ
মনে মনে ভাবে নিরবেদ॥

কৌমার পৌগণ্ড-কালোচিত

বাৎসল্য রস

শ্রীগৌরচন্দ্র ।

ধানশীমিশ্র বিভাস—জপতাল ।

কিয়ে হাম পেখলুঁ কনক পুতলিয়া ।
শচীর আঙ্গিনায় নাচে ধূলি ধূসরিয়া ॥
চৌদিকে দিগম্বর বালকে বেড়িয়া ।
তার মাঝে গোরা নাচে হরি হরি বলিয়া ॥
রাতুল কমল পদে ধায় দ্বিজমণিয়া ।
জননি শুনয়ে ভাল নূপুরের ধ্বনিয়া ॥
বাসুদেব ঘোষ কহে শিশু-রস জানিয়া ।
ধন্য নদিয়ার লোক নবদ্বীপ ধনিয়া[১] ॥

ভাটিয়ারি মিশ্র বিভাস—মধ্যম দুঠুকী ।

একদিন নিমাই, প্রবেশি গৃহ মাঝে গো
করিল দুরন্তপনা কত ।
মিশাইল একসঙ্গে, চাউল ডাল নুন তৈল,
দধি দুগ্ধ নবনীত ঘৃত ॥

---

১ । নদীয়ার লোক ধন্য ; নবদ্বীপও ধন্য ।

নিমাইর দৌরাত্ম্য, সহিতে না পারি মায়,
লগুড় লইয়া একহাতে।
নিমাইর পাছে পাছে, ধাইয়া চলিল মায়ে,
(শিশু) দৌড়াইল মায়ের অগ্রেতে ॥
উচ্ছিষ্ঠ হাঁড়ির রাশি, সেইখানে ছিল গো,
নিমাই বসিল তারো পরে।
শচী কহে ছি ছি বাপ, অশুচি তেজিয়া আয়,
স্নান করি নিব তোরে ঘরে ॥
শিশু কহে যে হাঁড়িতে, বিষ্ণুর রাঁধিলে ভোগ,
সে হাঁড়ি অশুচি কি প্রকারে।
অশুচি তোমার মনে, আমি দেখি শুচি সব,
বল মা অশুচি কি সংসারে ॥
শিশু মুখে তত্ত্ব কথা, শুনিয়া অবাক মাতা,
স্নান করাইয়া লয় কোলে।
এ শিশু ত শিশু নয়, বৈকুণ্ঠ-বিহারি হরি
পুত্র তব নরহরি বলে ॥

কৌবিভাস—বৃহৎ জপতাল।

যমুনার জলে গেলা যশোদা রোহিণী।
শূন্য ঘর পাইয়া লুটে এ খীর নবনী ॥

পিঁড়ির উপরে পিঁড়ি উতুখল দিয়া।
তথাপি নবনী-ভাণ্ড লাগি না পাইয়া॥
লড়িতে ছেদিয়া ভাণ্ড হেটে পাতে মুখ।
হেনই সময়ে দেখে জননী সম্মুখ॥
মায়ের শব্দ পাইয়া যাদুধন নাচে।
পীত ধড়ার অঞ্চল দিয়া চাঁদ মুখ মোছে॥
এখনে কেমনে গোপাল এড়াইবা আর।
তোমার বুক বাহিয়া পড়ে গোরসের ধার॥
ঘনরাম দাসে বলে শুন যশোমতী।
মায়ারূপে তোমার ঘরে অখিলের পতি॥

বিভাস - দশকুশী।

হেদেগো রামের মা, ননীচোরা গেল কোন পথে।
নন্দ মন্দ বলু মোরে লাগালি পাইলে তারে,
সাজাই করিব ভাল মতে॥
শূন্য ঘর খালি পাইয়া, সকল নবনী খাইয়া,
দ্বারে মুছিয়াছে হাতখানি।
অঙ্গুলির চিহ্নগুলি, বেকত হইবে বলি,
ঢালিয়া দিয়াছে তাহে পানী॥

ক্ষীর ননী ছানা চাঁছি, উভকরি শিকাগাছি,
যতনে তুলিয়া রাখি তাতে।
আনিয়া মাখন দণ্ড, ভাঙিয়া ননীর ভাণ্ড,
নামোতে আসিয়া মুখ পাতে॥
ক্ষীর রস যত হয়, কিছুই নাহিক রয়,
কি ঘর করনে বসি মোরা।
যে মোর দিলেক তাপ, সে মোর হইয়াছে বাপ,
পরাণে মারিব ননীচোরা॥
যশোদার মুখ হেরি, রোহিণী দেখায় ঠারি,
যে ঘরে আছয়ে যাদুমণি।
ঘর আন্ধিয়ারে বসি, বেকত লইল শশী,
ধাইল ধরিতে নন্দরাণী॥
মায়ের শবদ পাইয়া, উঠিয়া চলিল ধাইয়া,
কান্দিতে কান্দিতে নীলমণি।
যদুনাথ কয় দৃঢ়, এবার কানুরে এড়,
আর কভু না খাইব ননী॥

শ্রীরাগ মিশ্র রামকেলি—ঠুঠুকী।

দুবাহু পসারি আগে ধায় নন্দরাণী।
ধরিতে ধরিতে ধরা না দেয় নীলমণি॥

গৃহে পড়ি গড়ি যায় দধি নবনীত।
কোপ নয়নে রাণী চাহে চারিভিত ॥
হেদেরে নবনী-চোরা বলি পাছে ধায়।
এঘর ওঘর করি গোপাল লুকায় ॥
লড়িহাতে নন্দরাণী যায় খেদাড়িয়া।
অখিল ভুবন-পতি যায় পলাইয়া ॥
এতিন ভুবনে যারে ভয় দিতে নারে।
সে হরি পলাঞা যায় জননীর ডরে ॥
রাণীর কোল হৈতে গোপাল গেল পলাইয়া।
আকুল হইলা রাণী গোপাল না দেখিয়া ॥
ঘরে ঘরে উকটিলুঁ[১] সকল গোকুল।
তোমা না দেখিয়া প্রাণ হইল আকুল ॥
কার ঘরে আছ গোপাল কহ ডাক দিয়া।
তোমার মায়ের প্রাণ যায় বিদরিয়া ॥
এদাস শ্রীদাম কহে কানাই আমার ঘরে।
সবাকার প্রাণ গোপাল লুকাইল মায়ের ডরে ॥

১। খোঁজ করিলাম

সিন্ধুড়া ও সুহই—দশকুশী।

আমি কিছু নাহি জানি, ভাঙ্গিয়াছে ক্ষীর ননী,
তোমারে শুধাই তার কথা।
না দেখি গোকুল চাঁদ, কেমন করয়ে প্রাণ,
বল না গোপাল পাব কোথা॥
আমি কি এমন জানি, কোলে লইয়া যাতুমণি
বাছারে করাইছি স্তন পান।
মোরে বিধি বিড়ম্বিল, উথলি গোরস গেল,
তাদেখি ধরিতে নারি প্রাণ॥
ভুলিলাম রোহিণীর বোলে, গোপাল না লইলুঁ কোলে,
সে কোপে কুপিত যাতুমণি।
কুপিত নয়ন-কোণে, চাঞাছিল আমা পানে,
আমি কি এমন হবে জানি॥
তোমরা করিছ খেলা, গোপাল আমার কোথা গেলা,
দঢ় করি বোল এক বোল।
ঘনরাম দাসে কহে, আকুল হইয়া সবে
রাখালের মাঝে উতরোল॥

জয় জয়ন্তী মল্লার—তুঠুকী।

শ্রীদামের উক্তি।

কি বলিলা নন্দরাণী, হারাইয়াছি নীলমণি,
কাহ্নাই বিনে না রাখিব হিয়া।
ক্ষুদাবোলে ভাই গেলা, সেই হইতে রৈয়াছে খেলা,
আমরা রৈয়াছি মুখ চাইয়া॥

নন্দরাণীর উক্তি।

হেদেগো শ্রীদামের মা, শুন গো রোহিণী বা,
এপথে দেখেছ গোপাল মোর।
আর এক বিপরিত, যাইতে না দেখি পথ
আমার কাল হইল নয়নের লোর॥
নিরমিয়া শোক-নদী, তাহে ফেলাইলে বিধি,
বিধি তাহে না দিল সাঁতার।
এদুখ কহিব কারে, স্তন দুটি[1] ক্ষির ভরে,
চলিয়া যাইতে নারি আর॥

১। ফাটে—পাঠান্তর।

ঘরে ঘরে উকটিতে, পদচিহ্ন দেখি পথে,
সকরুণ নয়ানে নেহারে।
আহা মরি হায় হায়, মূরছিয়া পড়ে তায়,
কান্দে পদচিহ্ন লৈয়া কোরে ॥

সখার উক্তি

মায়েরে কর্য্যাছ রোষ, সঙ্গিয়ার কিবা দোষ,
কোথা আছ বোল ডাক দিয়া।
যদি থাকে মনে রোষ, ক্ষম ভাই সব দোষ,
যশোদা মায়ের মুখ চাঞা ॥
শুনিয়া শ্রীদামের কথা, মরমে পাইয়া বেথা,
তুরিতে আইলা নীলমণি।
মরণ শরীরে যেন, পরাণ পাইল দান,
শুনিয়া সে নূপুরের ধ্বনি ॥

ধানশী—দশকুশী।

দাড়াঁইয়া নন্দের আগে, গোপাল কান্দে অনুরাগে,
বুক বহি পড়ে নয়ন-ধারা।
না থাকিব তোমার ঘরে, অপযশ দেহ মোরে,
মা হইয়া বলে ননীচোরা ॥

ধরিয়া যুগল করে, আনিয়া ছান্দন ডোরে,
বাঁধে রাণী নবনী লাগিয়া।
আহীর রমণী হাসে, দাঁড়াইয়া চারিপাশে,
হয় নয় চাহ শুধাইয়া॥
আনের ছাওয়াল যত, তারা ননী খায় কত
মা হইয়া কেবা বান্ধে কারে।
যে বোল সে বোল মোরে, না থাকিব তেমার ঘরে
এনা দুখ কে সহিতে পারে॥
বলাই খাইছে ননী, মিছা চোর বলে রাণী,
ভাল মন্দ না করে বিচার।
পরের ছাওয়াল পাইয়া, মারিতে আসেন ধাইয়া,
শিশু বলি দয়া নাহি তার॥
অঙ্গদ বলয়া তাড়, আর যত অলঙ্কার,
আঁর মণি মুকুতার হার।
সকল খসাইয়া লহ, আমারে বিদায় দেহ,
এদুখে যমুনা হব পার॥
বলরাম দাসে কয়, এই কর্ম্ম ভালো নয়,
ধাইয়া গোপালে কর কোরে।
যশোদা আসিয়া কাছে, গোপালের মুখ মোছে,
অপরাধ ক্ষমা কর মোরে॥

মায়ূর—তেওট।

বসিয়া মায়ের কোলে, গদ গদ বাণী বোলে,
অনেক সাধের যাদুমণি।
সব ধন সম্পদ, সকল তোমার আগে,
চল যাই করিগা নিছনি॥
ধরিয়া বলাইর হাতে, দাঁড়াইয়া মায়ের আগে
নাচিতে লাগিলা দুই ভাই।
ঘনরাম দাসে কয়, হইলা আনন্দময়,
গোপালের বলিহারি যাই॥

ঝুমর

রাম কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম, কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম রাম।
সদাই বিহরে নন্দের ঘরে রাম কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম॥

শ্রীকৃষ্ণের চাঁদ ধরা।

তদ্ৰচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

বিভাস মিশ্র রামকেলি—তেওট।

হেদেলো মালিনী[১] সই হের দেখসিয়া।
নিমাই কান্দিছে মোর চাঁদের লাগিয়া॥
নিদ্রা হৈতে উঠি চাঁদ চাঁদ বলি কাঁদে।
কত না বুঝালুঁ তবু স্থির নাহি বান্ধে॥
চাঁদ চাঁদ বলি শিশু ভূমে গড়ি যায়।
আমি চাঁদ কোথা পাব একি হৈল দায়॥
মালিনী বোলে গো শিশু দেখেছে স্বপন
শিশুগণ সঙ্গী হইলে হবে আনমন॥
বাসুদেব ঘোষ বলে মনের আনন্দে।
নদীয়ার চাঁদ মোর চাঁন্দের লাগি কান্দে।

বিভাস—একতালা।

উঠ মেরা লালন নিশি অবশেষ।
চাঁদ ছাপাওল ভানু পরবেশ॥

১। শ্রীবাসের স্ত্রী

কাহে নাহি ভাঙত নয়ানক ঘুম।
আওত ব্রজ শিশু করতহি ধূম॥
ক্ষীর সর মাখন দধি বসি খাও।
শিশুগণ সঙ্গে রঙ্গে নাচিয়া বেড়াও॥
চাঁদ শবদ কবিশেখর ভাণ।
চাঁদ চাঁদ করি উঠল কান॥

ললিত মিশ্র বিভাস—ঠুংরী।

উঠি ঘুম ঘোরে, পালঙ্ক উপরে,
ফুকরি কান্দিছে বসি।
ছলে করি মায়া, কান্দিছে যাদুয়া,
মা মোরে আনি দেহ শশী॥
এ কথা শুনিয়া, যশোদা হাসিয়া,
বলে ওমা একি কথা।
রাণী কহে বাণী, শুন নীলমণি,
আমি চাঁদ পাব কোথা॥
কহে নীলমণি, শুন গো জননী,
খেলাইব চাঁদ লইয়া।
সে চাঁদ বিহনে না রহে পরাণে,
বিদরিয়া যায় হিয়া॥

এ বোল বলিয়া, ধূলাতে পড়িয়া,
লোটায় যাদব রায়।
একি হৈল দায়, না দেখি উপায়,
ভণয়ে শেখর রায়॥

ভৈরবী—ছোট ডাঁশপাহিড়া।

কেনগো কান্দিছে নীলমণি।
আমরা পরের নারী, ক্রন্দন সহিতে নারি,
কোন প্রাণে সহিছ গো তুমি॥
যাদুয়া মাগয়ে যাহা, আগে আনি দেহ তাহা,
তবে গোপাল স্থির বান্ধে।
যশোদা বলে গো মাই, শুন তার কথা কই,
গোপাল মোর চাঁদের লাগি কান্দে॥
অবোধ শিশুর মতি, দিনে চাঁদ পাব কতি,
এ বড় বিষম হইল দায়।
কি দিয়া তুষিব যাদু, কোথায় পাইব বিধু,
জান যদি কহনা উপায়॥

এ ক্ষীর মাখন ননী, কতনা দিয়াছি আনি,
আর তাহা কিছু নাহি খায়।
যদুনাথের শুন বাণী, আমার যে নীলমণি,
চাঁদ বলি ভূমে গড়ি যায়॥

সুহিনী—ছোট একতালা।

চাঁদ মোর চাঁদের লাগিয়া কাঁদে।
যাদুয়া ফেলিল বিষম ফাঁদে॥
না কাঁদ না কাঁদ শিশু আর।
তুমি মোর চাঁদের পসার॥
দশ চাঁদ তোর পায়ের উপরে।
আর দশ চাঁদ তোর মুরলীর পরে॥
তুমি কাঁদ চাঁদের লাগিয়া।
চাঁদ মলিন ওমুখ হেরিয়া॥
আর না কাঁদহ নীলমণি।
চাঁদ ধরি দিব যে এখনি॥
যত তত বুঝায় জননী।
শুনিয়া না শুনে নীলমণি॥
যদু কহে ও কথা না মানি।
চাঁদ ধরি দেহ যে এখনি॥

মায়ূর ধানশী—দশকুশী।

যশোদা কহয়ে বাণী, শুন ওলো রোহিণী,
যাদু মোর চাঁদের লাগি কাঁদে।
নিবারিতে নারি আমি, তরিতে আইস তুমি,
তবে ত গোপাল স্থির বাঁধে॥
শুনিয়া রোহিণী ধাঞা, গোপালেরে কোলে লৈঞা,
কত মত বুঝায়ে আপনি।
ক্ষির সর নবনী দেয়, তাহা কিছু নাহি লয়,
চাঁদ বলি কান্দে যাদুমণি॥
ব্রজের রমণী আসি, চতুর্দ্দিকে ঘেরি বসি,
তারা সবে গান আরম্ভিল।
বাদ্যযন্ত্র যত যঁত, গোপালের অভিমত,
তাহা শুনি আন নাহি ভেল॥
তবে স্থির হইয়া রাণী, কোলে করে নীলমণি,
সর্ব্বাঙ্গেতে বুলাইল হাত।
যাদুয়া সদাই কাঁদে, সুস্থির নাহিক বান্ধে,
চাঁদ চাঁদ করে যদুনাথ॥

সুহই—কাটা দশকুশী।

নীলমণি তুমি না কাঁদ আর।
চাঁদ ধরি দিব কহিনু সার॥
দিশি অবশেষে হইবে নিশি।
তখন উদয় করিবে শশী॥
আকাশের পথে পাতিয়া ফাঁদ।
ধরিব আমরা গগন চাঁদ॥
চাঁদ ধরি আনি দিব যে তোরে।
চাঁদরে লইয়া খেলিহ ওরে॥
এক্ষীর সর মাখন খাও।
সুস্থির হইয়া বসিয়া রও॥
শুনিয়া রাণীর বচন মিঠে।
কাঁদিতে কাঁদিতে হাসিয়া উঠে॥
বসিয়া মায়ের কোলের পরে।
ঘন ঘন হুঙ্কার করে॥
যদু কহে শুন বাপের গুরু।
তুমি না আমার চাঁদের তরু॥

ললিত—গড়খেম্‌টা।

তবেত যশোদা রাণী, কোলে লইয়া নীলমণি,
আঙ্গিনাতে বসিয়া কৌতুকে।
আন কথা নানা ছলে, গোপালে ভুলাইতে বলে,
ঘন চুম্ব দিয়া চাঁদ মুখে॥
চাঁদ মুখে চুম্ব দিতে, রাই এল আচম্বিতে,
সঙ্গে করি সঙ্গিনী বালিকা।
তপত কাঞ্চন আভা, প্রফুল্ল বদন শোভা,
যেন কত চাঁদের মালিকা॥
রাণী বলে মা আইস, মুখখানি ঝাঁপি বইস,
মুখ দেখি গোপাল কাঁদিবে।
তোমার মুখের শ্রেণী, শরতের চন্দ্র জিনি,
তাহা দেখি যাদুয়া মাগিবে॥
চাঁদ মোর চাঁদের লাগি কাঁদে।
চাতুরী করিয়া কত, বুঝাইলাম শতশত,
তবেত গোপাল স্থির বান্ধে॥
অবোধ শিশুর মন, যদি হয় উদ্দীপন,
তবে আর কিসে বা বুঝাব।
হাসি কহে যদুনাথ, পুরিল মনের সাধ,
চাঁদ বলি আর না কাঁদিব॥

বরাড়ী— মধ্যম একতালা।

হাসি রাধা বিনোদিনী, কহয়ে সরসবাণী,
শুন ওগো মাই নন্দরাণী।
তোমার কোলে নীলমণি, কত শত চন্দ্র জিনি,
রাধা মুখ কিসে তাহা গণি।
শরতের পূর্ণ শশী, গোপালের চরণে আসি,
দশচাঁদ করিছে উদয়।
দশচাঁদ দুইকরে, কতশত মুখবরে,
রাধা মুখ দেখি লাগে ভয়॥
রাধা হেন কুলবতী, কত শত যুবতী,
গোপাল-চরণ ধ্যান করে।
এতেক কহেন রাই, শুনিয়া যশোদা মাই
করে ধরি বসাইল তারে॥
সকল সঙ্গিনী লৈয়া, বসিল আনন্দ হৈয়া,
দেখি যাদু হাসিতে লাগিল।
যদু নাথ দাসে কয়, কিবা সে আনন্দময়,
গোপালের কান্দন চুপাইল।

শ্রীরাগ মিশ্র মায়ূর—দশকুশী।

রাধিকা রাণীর পাশে, প্রণাম করিয়া বসে,
তাহা দেখি হাসয়ে গোপাল।
জননীর কোলে হৈতে, রাই আসি পরশিতে
এইত সময় দেখি ভাল ॥
জগত ঈশ্বর হরি, জননীর ভয় করি,
ভাবনা করিছে মনে মনে।
বালক স্বভাব আছে, দোসর দেখিলে কাছে,
হামাগুড়ি যায় তার স্থানে ॥
রাণী কহে রাধিকায়, গোপাল তোমা পানে চায়,
ডাক দিয়া লহ নিজ কাছে।
পসারিয়া দুই পাণি, এস এস বলে ধনি,
আনি বসাইল সভা মাঝে ॥
রাণী নিজে কাছে গেলা, আনন্দে করিছে খেলা
বালক বালিকাগণ সনে।
যত ছিল মন কাজ, পুরাইল যদুরাজ,
যদুনাথ দাস রসগানে ॥

সুহই—একতালা।

খেলা সম্বরিয়া, সঙ্গিনী লইয়া,
আপন ভবনে যায়।
যশোদা ধরিয়া, যতন করিয়া,
শিঙ্গার বনায়ে দেয়॥
রাধিকা বয়ন, করি নিরীক্ষণ
গদ গদ যশোমতী।
মলিন বয়ানে, সজল নয়নে,
বলে কমলিনী প্রতি॥
নিতুই সকালে, আসিয়া সকলে,
খেলাইহ হেথা বসি।
গোপাল আমার, আর না কাঁদিবে,
হেরি তুয়া মুখশশী॥
এবোল শুনিয়া, মুচকি হাসিয়া,
সবে চলে ধীরে ধীরে।
যদুনাথ কয়, প্রবেশ করিল,
আপন আপন ঘরে॥

ঝুমর—কাটা দশকুশী।

রাণী ভাসে আনন্দ সায়রে।
কোলে লৈয়া নীলমণি বদন নেহারে।
খিরসর ননী দিল চাঁদ মুখে।
খায় গোপাল কত মনের সুখে॥
(রাণী) বদন মোছাইল নিজ বাসে।
যতুনাথ দাস দেখি আনন্দেতে ভাসে॥

গোষ্ঠাষ্টমী

শ্রীগৌরচন্দ্র।

বেলোয়ার—মধ্যম একতালা।

গৌরাঙ্গ চান্দের মনে কি ভাব উঠিল।
পুরুব চরিত্র বুঝি মনেতে পড়িল॥
গৌরীদাস মুখ হেরি উল্লাসিত হিয়া।
আনহ ছান্দন ডুরি বলে ডাক দিয়া॥
আজি শুভদিন চল গোষ্ঠেরে যাইব।
আজি হৈতে গোদোহন আরম্ভ করিব॥

ধবলী শাঙলী কোথা শ্রীদাম সুদাম।
দোহনের ভাণ্ড মোর হাতে দেহ রাম॥
ভাবাবেশে বেয়াকুল শচীর নন্দন।
নিত্যানন্দ আসি করে কোলে সেই ক্ষণ॥
চৈতন্য দাসেতে বলে ছান্দনের দড়ি।
হারাইলা গৌরীদাস গোপী কৈল চুরি॥

ধানশী—একতালা।

নন্দের মন্দিরে আজু বড়ই আনন্দ।
রাম কৃষ্ণ হাতে দিব গোদোহন ভাণ্ড॥
প্রভাতে উঠিয়া নন্দ লৈয়া গোপগণ।
পাত্র মিত্র সহিতে বসিলা সভাজন॥
যত্ন করি যতেক ব্রাহ্মণ মুনিগণে।
আনাইলা নন্দঘোষ করি নিমন্ত্রণে॥
পাত্ত অর্ঘ্য দিয়া নন্দ পূজে মুনিগণে।
রামকৃষ্ণ বন্দিলেন মুনির চরণে॥
মুনিগণে কহে শুন নন্দ মহামতি।
আজি শুভদিন হয় শুক্লাষ্টমী তিথি॥
পুত্র হস্তে দেহ গো-দোহন ভাণ্ড আজ।
গোষ্ঠ পূজা মহোৎসব কর মহারাজ॥

পাইয়া মুনির আজ্ঞা নন্দ মহাশয়।
মহামহোৎসব করে আনন্দ হৃদয় ॥
চৈতন্য দাসের মনে পরম উল্লাস।
দেখিব নয়নে গাভী-দোহন বিলাস ॥

জয়জয়ন্তী—ঢুঠুকী।

ডাকিয়া তখন, নিজ প্রজাগণ,
আজ্ঞা দিল ব্রজরাজ।
বস্ত্র অলঙ্কার, নানা উপহার
করহ গোষ্ঠের সাজ ॥
শুনি গোপী যত, আনন্দিত চিত,
যৌতুক থালিতে ভরি।
নন্দের ভবনে, দিলা দরশনে,
দিব্যবাস ভূষা পরি ॥
নন্দের গৃহিণী, যশোদা রোহিণী,
অম্বা কিলিম্বাদি সঙ্গে।
হরিদ্রা কুঙ্কুম, গন্ধ মনোরম,
দিলা রামকৃষ্ণ অঙ্গে ॥

সুবাসিত জলে, ধান্য দূর্ব্বাদলে,
স্নান সমাপন করি।
পরিয়া বসন, মণি আভরণ,
গোষ্ঠেতে চলিলা হরি॥
নন্দ মহামতি, মুনির সংহতি
সভাসদ গণে লৈয়া।
নানা বাদ্য বাজে, মঙ্গল সুসাজে,
গোষ্ঠে প্রবেশিলা যাঞা॥
যশোদা রোহিণী, গোপিনী সঙ্গিনী,
মঙ্গল দ্রব্য সহিতে।
নানা উপহারে, বস্ত্র অলঙ্কারে,
গোষ্ঠে হৈলা উপনীতে॥
দিব্য চন্দ্রাতপ, নিবারি আতপ,
উপরে বান্ধিল তার।
স্থাপিল কদলী, জল ঘট ভরি,
সহিত আম্রের দল।
রত্নপীঠোপরি, বৈসে রাম হরি,
হৈল মহাকোলাহল॥
স্বর্ণসূত্রে করি, ছান্দনের ডুরি,
রত্নের দোহন ভাণ্ড।
মুনি আজ্ঞামতে, রামকৃষ্ণ হাতে,
আনন্দে দিলেন নন্দ॥

বেদপাঠকরি, ব্রাহ্মণ সকলি,
করে আশীর্ব্বাদ ধ্বনি।
নর্ত্তক গায়ক, ভট্টাদি যাচক,
শব্দ চতুর্দ্দিকে শুনি ॥
স্বর্গে সুরগণ, পুষ্প বরিষণ,
করিয়া সুখেতে ভাসে।
ত্রিভুবন ভরি, আনন্দ সবারি,
কহয়ে চৈতন্য দাসে ॥

বিভাস—জপতাল।

তবে নন্দ শীঘ্র আনাইলা দুই গাই।
ধবলী শাঙলী বৎস সহিত তথাই ॥
সুরভি-সন্ততি সেই মহা দুগ্ধবতী।
স্বর্ণযুক্ত শৃঙ্গ খুর নবীন যুবতী ॥
দুই গাই দুই ভাই ছান্দনে ছান্দিয়া।
দোহন করিলা গাভী আনন্দিত হৈয়া ॥
দোঁহাকার দুই ভাণ্ড ক্ষণেকে পূরিল।
প্রথম দোহন দুগ্ধ ব্রাহ্মণেরে দিল ॥
চৈতন্য দাসেতে কহে গাভীর দোহন।
দেখি ব্রজ-বাসিগণের জুড়াইল মন ॥

শ্রীরাগ—জপতাল।

আইলা সকলে, নন্দের মহলে,
নন্দ আনন্দিত মন।
প্রথমে পূজিল, ব্রাহ্মণ সকল,
দিলেন অনেক ধন॥
সুবর্ণ রজত, গাভী বৎস কত,
লক্ষাধিক পরিমাণ।
অলঙ্কার যত, দক্ষিণা সহিত
ব্রাহ্মণে করয়ে দান॥
নর্ত্তক গায়ক, ভট্টাদি বাদক,
গোধনে তুষিল সবে।
নানা মিষ্ট অন্ন করাইয়া ভোজন,
বিদায় করিলা তবে॥
কৃষ্ণ বলরাম, সখাগণ বাম,
করিল ভোজন কেলি।
নন্দ যশোমতী, করিল আরতি,
গোপ গোপীগণ মেলি॥

ধন্য ব্রজজন, ধন্য সে ব্রাহ্মণ
ধন্য সে গোকুল পুর।
ধন্য গাভীগণ, যমুনা পুলিন,
এদাস চৈতন্য ফুর॥

ঝুমর

বড়ই আনন্দ আজু নন্দমহলে।
রাম কৃষ্ণের জয় জয় ঘন ঘন বোলে॥

বৎস-চারণাদি

শ্রীগৌরচন্দ্র।

ভাটিয়ারী—মধ্যম দশকুশী।

ভালিরে নাচেরে মোর শচীর দুলাল।
চঞ্চল বালক মেলি, সুরধুনি তীরে কেলি,
হরিবোল দিয়া করতাল॥
কুটীল কুন্তল শিরে, বদনে অমিয়া ঝরে,
রূপ জিনি সোণা শত বাণ।
যতন করিয়া মায়, ধড়া পরাঞাছে তায়
কাজরে উজর দুনয়ান।

করে শোভে তাড় বালা, গলে মুকুতার মালা
কর পদ কোকনদ জিনি।
সবে কহে মরি মরি, সাগরে কামনা করি,
হেন সুত পাইল শচীরাণী॥

মায়ূর মিশ্র ধানশী—তেওট।

ওগো মা আজি আমি চরাব বাছুর।
পরাইয়া দেহ ধড়া, মন্ত্র পড়ি বান্ধ চুড়া
চরণেতে পরাহ নূপুর॥
অলকা তিলকা ভালে, বনমালা দেহ গলে
শিঙ্গা বেত্র বেণু দেহ হাতে।
শ্রীদাম সুদাম দাম, সুবলাদি বলরাম,
সভাই দাঁড়াইয়া রাজপথে॥
বিশাল অর্জ্জুন জান, কিঙ্কিণী অংশুমান
সাজিয়া সভাই গোঠে যায়।
গোপালের কথা শুনি, সজল নয়নে রাণী
অচেতনে ধরণী লোটায়॥

চঞ্চল বাছুর সনে, কেমনে যাইবে বনে
কোমল দুখানি রাঙ্গা পায় ॥
বিপ্র দাস ঘোষে বলে, এ বয়সে গোঠে গেলে
প্রাণ কি ধরিতে পারে মায় ॥

সুহই—মধ্যম দশকুশী।

গোপাল নাকি যাবে দূর বনে।
তবে আমি না জীব পরাণে ॥
দধি মন্থন কালে, সম্মুখে বসিয়া খেলে
আঙ্গিনার বাহির নাহি করি।
আঙ্গিনার বাহির হৈয়া যদি গোপাল খেলে যাঞা
তবে প্রাণ ধরিতে না পারি ॥
গোপাল যাবে বাথানে, কি শুনিলাম শ্রবণে
যাদু মোর নয়নের তারা।
কোরে থাকিতে কত, চমকি চমকি উঠি,
নয়নে নিমিখে হই হারা ॥
গোপাল আমার পুরাণ পুতলী।
তোমারে সোঁপিয়া রাম, কিছুই সন্দেহ নাই
তবু প্রাণ করয়ে বিকুলি ॥

ভাটিয়ারী—গঞ্জল তাল।

বলরাম, তুমি নাকি আমার পরাণ লৈয়া বনে যাইছ।
যারে চিয়াইয়া, দুগ্ধ পিয়াইতে নারি
তারে তুমি গোঠেরে সাজাইছ॥
বসন ধরিয়া হাতে, ফিরে গোপাল সাথে সাথে
দণ্ডে দণ্ডে দশবার খায়।
এহেন দুধের ছাওয়াল, বনেরে বিদায় দিয়া
দৈবে মারিবে বুঝি মায়॥
কত জন্ম ভাগ্য করি, আরাধিয়া হর গৌরী
তাহে পাইলাম এ দুঃখ পসরা।
কেমনে ধৈরয ধরে, মায়ে কি বলিতে পারে
বনে যাউক এ দুধ কোঙরা॥
ছাওয়ালে ছাওয়ালে খেলে ঘরে যাইতে পথ ভুলে
দুটি হাত মুখে দিয়া কান্দে।
আউলাইয়া কটি ধড়া দুচরণে লাগে বেড়া
আপনা আপনি পড়ে ফান্দে॥
শ্রীদাম সুদাম দাম সুবল আদি বলরাম
শুন তোমার যতেক রাখাল।
বংশীবদনের বাণী কান্দি কহে নন্দরাণী
আজু রাখি যাওরে গোপাল॥

তিরোথা ধানশী—তেওট।

নন্দরাণি গো মনে কিছু না ভাবিহ ভয়।

বেলি অবসান কালে, গোপাল আনিয়া দিব,

তোর আগে কহিনু নিশ্চয়॥

সোঁপি দেহ মোর হাতে, আমি লৈয়া যাব সাথে,

যাচিয়া খাওয়াব ক্ষীর ননী।

আমার জীবন হৈতে, অধিক জানিয়ে গো,

জীবনের জীবন নীলমণি॥

সকালে আনিব ধেনু, বাজাইয়া শিঙ্গা বেণু,

গোচারণ শিখাব ভাইয়েরে।

গোপকুলে উতপতি, গোধন-চারণ বৃত্তি,

বসিয়া থাকিতে নারি ঘরে॥

শুনিয়া বলাইর কথা, মরমে পাইয়া ব্যথা,

ধারা বহে অরুণ নয়ানে।

এ দাস শিবাই বলে, রাণী ভাসে প্রেম-জলে,

হেরইতে কানাইর বয়ানে॥

শঙ্করাভরণ—বড় ডাঁশপাহিড়া।

কান্দিয়া সাজায় নন্দরাণী।

হেরি হলধর পানে, ধারা বহে দুনয়নে,
মুখে না নিঃসরে কিছু বাণী ॥ ধ্রু ॥

অলকা তিলকা দিতে, মুখ ঘামে আচম্বিতে,
দেখিয়া বিভোর যশোমতী।

নারিল পাঠাইতে বনে, দেখিয়া সে মুখপানে,
শিশুগণ করয়ে মিনতি ॥

স্তন ক্ষীরে আঁখি নীরে, বসন ভিজিয়া পড়ে,
বেশ বনাইতে কাঁপে কর।

কান্দি গদ গদ কহে, আজি রাখি যাহ সবে
শূন্য না করিহ মোর ঘর ॥

গান্ধার—মধ্যম একতালা।

অভরণ পরাইতে অভরণের শোভা।
প্রতি অঙ্গ চুম্বইতে মনে হয় লোভা ॥
বান্ধিতে বিনোদ চূড়া নিরখিতে কেশ
আঁখিযুগ ঝর ঝর না হইল বেশ ॥

পরাইতে নারে রাণী রঙ্গ পীতধড়া।
ক্ষীণ মাজা দেখি ভয়ে ভাঙি পড়ে পারা॥
পরাইতে নূপুর কোমল সে চরণ।
নারিনু বিদায় দিতে কহে ঘন ঘন॥
স্তন ক্ষীরে ভিজিল রাণীর সব বাস
নিছনি লইয়া মরু ঘনরাম দাস॥

পঠমঞ্জরী—বিষম পঞ্চম তাল।

গোপালে সাজাইতে নন্দরাণী না পারিল।
যতনে কাহ্নাই-চূড়া বলাই বান্ধিল॥
অঙ্গদ বলয়া হার শোভিয়াছে ভাল।
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে গলে গুঞ্জাহার॥
পীতধড়া আঁটিয়া পরায় কটি-তটে।
বেত্র মুরলী হাতে শিঙ্গা দোলে পিঠে॥
ললাটে তিলক দিল শ্রীদাম আসিয়া।
নূপুর পরায় রাঙ্গা চরণ হেরিয়া॥
ঘনরাম দাসে বোলে কান্দিতে কান্দিতে
অমনি রহিল রাণী বদন হেরিতে॥

রামকেলি মিশ্র মায়ূর—তেউটী।

অমনি বসিল গোপাল মায়ের কোলেতে।
মায়ে কাঁদাইয়া বনে নারিলাম যাইতে॥
আজি মোরে ক্ষমা কর তোমরা সকলে।
মায়ে প্রবোধিয়া কালি যাইব সকালে॥
ইহা শুনি নন্দরাণী গোপালে চুম্ব দিল।
সকল রাখালগণে রাণী প্রীতি কৈল॥
কোন রাখাল গোপালের বদন পানে চায়।
রাণীকে প্রণাম করি (সব) রাখালগণে যায়॥
(রাণী) গোপালের বেশভূষা রাখিল যথাস্থানে।
যদুনাথ দাস বলে হরষিত মনে॥

ঝুমর।

রামকৃষ্ণ কৃষ্ণরাম, কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম রাম॥
সদায় বিহরে নন্দের ঘরে রামকৃষ্ণ কৃষ্ণরাম॥

গোষ্ঠ লীলা।

শ্রীগৌরচন্দ্র

বিভাস—মধ্যম একতালা।

খেলাইতে যাবি গোরাচাঁদ।
নদিয়ার বালক ডাকে, আয়রে গঙ্গার ঘাটে,
নাচিব গাইব হরিনাম॥ (আয়রে ভাই)
(তোর) চাঁদমুখে হরি বলা, শুনে আমরা হোই ভোরা,
তাই আমরা আসি নিতে ভাই। (আয়রে ভাই)
স্বপনেতে তোর সঙ্গে, হরি হরি বলি রঙ্গে,
সুরধুনী তীরে চল ভাই॥
এতেক শুনিয়া গোরা, পুরব রসে ভেল ভোরা,
ঘন চায় বৃন্দাবন পানে।
আঁখিযুগ ছল ছল, পুলকে ভরল সব,
(অমনি) সাজিল বালকগণের সনে॥

গোষ্ঠ গমন

শ্রীগৌরচন্দ্র

বেলোয়ার—মধ্যম একতালা।

শচীর নন্দন গোরা ও চাঁদ বদনে।
ধবলি শাঙলি বলি ডাকে ঘনে ঘনে॥

বুঝিয়া ভাবের গতি নিত্যানন্দ রায়।
শিঙ্গার শবদ করি বদনে বাজায়॥
নিতাই চাঁদের মুখে শিঙ্গার নিশান।
শুনিয়া ভকতগণ প্রেমে অগেয়ান॥
ধাইল পণ্ডিত গৌরীদাস যার নাম।
ভেইয়ারে ভেইয়ারে বলি ডাকে অভিরাম॥
দেখিয়া গৌরাঙ্গ-রূপ প্রেমার আবেশ।
শিরে চূড়া শিখি-পাখা নটবর-বেশ॥
চরণে নূপুর বাজে সর্ব্বাঙ্গে চন্দন।
বংশীবদনে কহে চল গোবর্দ্ধন॥

আশাবরী মিশ্র ধানশী—ছঠুকী।

তুক্

পা খানি নাচয়ে, নূপুর বাজয়ে,
বসিয়া মায়ের কোলে রে।
করতলে দিল, খির সর ননী,
খাইতে খাইতে দোলে রে॥

শ্রীরাগ—তেওট।

ওগো রাণী দে দে নবনী দে দে মা মা মা।
আর দে আর দে আর দে ওগো মা মা মা॥

ভৈঁরো—ডাঁশপাহিড়া।

বসিয়া মায়ের কোলে, ননী খেতে খেতে দোলে,
হেনকালে শ্রীদাম এলো নিতে।

শ্রীরাগ—জপতাল।

আওত শ্রীদামচন্দ্র স্থরঙ্গ পাগড়ি মাথে।
স্তোক কৃষ্ণ অংশুমান
দাম বস্থদাম সাথে॥
করে পাঁচনি, রঙ্গিম ধটি,
বেণুবর বাম কাঁখে।
জিতি কুঞ্জর, গতি মন্থর,
ভাইয়া ভাইয়া বলি ডাকে॥
গোছান্দন ডোরি কান্ধহি শোভে,
কানে কুণ্ডল খেলা।
গলে লম্বিত, গুঞ্জাহার,
ভুজে অঙ্গদ বালা।

স্ফুট চম্পক- দল নিন্দিত,
উজ্জল তনু শোভা।
পদ পঙ্কজে, নূপুর বাজে,
শেখর মন-লোভা॥

বিভাস—জপতাল।

শ্রীদাম যাইয়া কহে নন্দের নন্দনা।
বুঝিতে নাপারি কানাই তোমার মন্ত্রণা॥
তুমি রইলা ঘরে বসি মাঠে গেল পাল।
উনমত্ত হইয়া বেড়ায় যতেক রাখাল॥
আগে যত যায় ধেনু পাছু পানে চায়।
নেহারই যদি মুখ না হেরে তোমায়॥
হেদেরে কানাই ভাই তোর সাথে যাই।
ক্ষুধা হইলে গহন কাননে খেতে পাই॥
মরিলে না মরি কত আপদ এড়াই।
জন্মে জন্মে পাই যেন তোমা হেন ভাই॥

ভৈরবী—জপতাল (তুক)

ওভাই কানাই হেরি রে তোর কালো বরণ।
জাগিতে ঘুমাইতে রে হেরিরে তোর কালো বরণ॥

(আমরা) মায়ের কোলে শুয়ে থাকি ।
(স্বপনেতে) কানাই কানাই বলে ডাকি ॥
(আর স্বপনেতে) তোর সনে করি খেলা ।
(তোর) গলে দি বনফুলের মালা ॥
(আমরা) স্বপনেতে তোর সনে কই কথা ।
(আমাদের মায়ে বলে) এখানে তোর কানাই
কোথা ॥
(মায়ের কথা শুনে) লাজ পাই মুদি আঁখি ।
(তখন হৃদয় মাঝে) তোর ঐ ললিত ত্রিভঙ্গ দেখি ॥

শ্রীরাগ—ছোট চলতি জপতাল ।

বাজত সব গোঠ বাজনা
সাজত বলবীরে ।
মদ-ঘুর্ণিত নয়ন যুগল
পাগ লটপটি শিরে ॥
বলাইর মুখ নয় যেন বিধুরে ।
বুক বহি পড়ে, অধরের লাল,
যেন শ্বেত কমলের মধুরে ॥ ধ্রু ॥

গলে বন মালা, বাহে তাড় বালা,
শ্রবণে কুণ্ডল সাজে।
ধব-ধব-ধব, ধবলি বলিয়া,
ঘন ঘন শিঙ্গা বাজে॥
নব নটবর, নীলাম্বর,
লম্ফে ঝম্পে আওয়ে।
মদে মাতল, কুঞ্জরগতি,
উলটি পালটি চাওয়ে॥
আপন তনু- ছায়রি হেরি,
রোখা-বেশ হোই।
হুঁ হুঁ পথ, ছোড়হ বলি,
অঙ্গুলি ঘন দেই॥
করে পাঁচনী, কক্ষে দাবি,
রাঙ্গা ধূলি গায় মাখে।
কা-কা কা-কা কা-কা, কানাইয়া বলিয়া,
ঘন ঘন ঘন ডাকে॥
পদাঘাত মারি, কহে তিন বেরি,
স্থিরাভব ধরণী।
শশি শেখর, কহে হলধর,
পদতলে যাঙ নিছনি॥

কল্যাণ মিশ্রিত ধানশী—ডাঁশপাহিড়া।

কানুতে শ্রীদামে কথা, বলরাম আসি তথা,
যুগল বিষাণে সান দিল।
শুনিয়া রাখাল সব, দিয়া আবা আবা রব,
রামকানুর দুই দিগে দাঁড়াইল॥
গেল সভে যশোদা নিকটে।
প্রণতি করিয়া মায়, কহিছে রাখাল রায়,
কানুরে লইয়া যাব গোঠে॥ধ্রু॥
শুনি বলরামের বাণী, মুরছিত নন্দরাণী,
লোটাইয়া পড়িল ভূমিতলে।
কি বোল বলিলে রাম, বনে যাবে ঘনশ্যাম,
ভাসে রাণী নয়নের জলে॥
রাণী কহে বলরাম, বুঝি যশোদার প্রাণ
বধিতে আইলি সবে তোরা।
যাউক প্রাণ বাহির হইয়া, তবে তোরা যাস লৈয়া,
এ যদুনাথের নয়ন-তারা॥

সুহই—কাটাদশকুশী।

যাদু আমার নবীন রাখাল।
নাহি জানে হিতাহিত, গোধন পালনে প্রীত,
জানে না যে কার কত পাল ॥
এলাইয়া কটির ধড়া দুচরণে লাগে বেড়া,
আপনা আপনি পড়ে ফান্দে।
ছাওয়ালে ছাওয়ালে খেলে, ঘরে যাইতে পথ ভুলে
দুটি হাত মুখে দিয়ে কান্দে ॥
পরিবার ধড়া গাছি যারে হয় ভার।
কেমনে ববে শিঙ্গা বেণু এই ভয় আমার ॥
ঘনরাম দাসে কহে শুন নন্দ রাণী।
আমাদের জীবন কানাই তোর নীলমণি ॥

সুরট সারঙ্গ—ডাঁশপাহিড়া।

শ্রীদাম কহিছে বাণী, শুন ওগো নন্দরাণী,
নিতি নিতি যাই মোরা বনে।
যতেক বালক মেলি, মাঝে রাখি বনমালি,
ধেনু বৎস চরাই কাননে ॥

মোহন মুরলি স্বরে, নানা ছন্দে গান করে,
ভুবন ভুলায় সেই রবে।
শুনিয়া মুরলী-রব, দিব্যমূর্ত্তি লোক সব,
আসি দরশন করে সবে॥
হংসের উপরে চড়ি, চতুর্ম্মুখে মন্ত্র পড়ি,
স্তব করে কানাইর চারি পাশে।
তারপর শূন্য পথে, ঐরাবতে বজ্রহাতে,
দেখি মোরা পলাই তরাসে॥
ক্ষিপ্ত প্রায় একজন, বৃষ পৃষ্ঠে আরোহণ,
দিয়া শিঙ্গা ডমরু নিশান।
শিরে জটা ত্রিলোচন, ভস্ম অঙ্গে বিভূষণ,
সদাই জপয়ে রাম নাম॥
তার বামে এক নারী, তুলনা দিবার নারী,
রূপে অন্ধকার নাশ করে।
স্বর্ণকান্তি শশিমুখি, ভালে শোভে তিন আঁখি,
কোলে করি রহে গিরিধরে॥
কোলে লইয়া গিরিধরে, ননী খাওয়ায় দশ করে,
কতই ননী খায় তার করে।
বলে ওরে বাছা কানু, আনন্দে চরাও ধেনু,
কাননে নাহিক ভয় তোরে॥

গজমুখে একজন, মূষিকেতে আরোহণ,
সিন্দূরে মণ্ডিত তনুখানি।
ষড়মুখ শিখিপরে, বামহস্তে ধনু ধরে,
কিবা তার কোঁচার বলনী॥
এ দাস শ্রীদামে কয়, মা তুমি না কর ভয়,
কানু গেলে যত সুখ পাই।
শীতল তরুর ছায়, মোহন মুরলী বায়,
মোরা সভে ধবলি চরাই॥

মুলতান মিশ্র ধানশী—মধ্যম দশকুশী।

গায়ে হাত দিয়ে মুখ মাজে নন্দরাণী।
স্তনক্ষীরে আঁখিনীরে সিঞ্চয়ে ধরণী॥
নন্দরায় আসি পুন করিলেন কোরে।
মুখে চুম্ব দিতে ভাসায়ল আঁখি লোরে॥
মাথায় লইতে ঘ্রাণ স্তকিত হইয়া।
চিত্রপুতলি যেন রহে কোলে লইয়া॥
তবে স্থির হৈয়া পুন হাতে মুখ মাজে।
কাঁপয়ে সর্ব্বাঙ্গ স্নেহ পরিপূর্ণ কাজে॥

ঈশ্বরের নামে মন্ত্র পড়ে হস্ত দিয়া।
নৃসিংহ বীজ বন্ধ মণি গলে বান্ধে লইয়া ॥
পৃথিবী আকাশ আর দশদিগ পথে।
নৃসিংহ তোমারে রক্ষা করু ভালমতে ॥
সর্ব্বত্র মঙ্গল হইয়া পুন আইস গৃহে।
নন্দের বিকুলি[১] কথা এ মাধবে কহে ॥

শ্রীরাগমিশ্র ভূপালী—একতালা।

নীলপীত ধড়া[২] নন্দ পরায় আপনি।
চন্দন তিলক দেই যশোদা রোহিণী ॥
মাথায় বান্ধিল চূড়া শিখি পুচ্ছ তায়[৩]।
তাহাতে কতেক শোভা কহনে না যায় ॥

১। ব্যাকুলভাব সম্বলিত।

২। শ্রীবলরামের অঙ্গে নীল ধড়া এবং শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে পীত ধড়া।

৩। মাথায়ে বান্ধিল···প্রভৃতি চারিটি কলির স্থলে পদকল্পতরুতে নিম্নলিখিত দুইটি কলি আছে—

চূড়ায়-ময়ূরপুচ্ছ গলে গুঞ্জাহার।
চরণে নূপুর রাণী দেই দোঁহাকার।

কটিতে কিঙ্কিনী দিলো মণিহার গলে।
ধড়ার অঞ্চল রাঙ্গা চরণেতে দোলে ॥
গোপালে সাজাইয়া রাণী দোলমাল[১] হিয়া।
একবার কোলে আয়রে মা মা বলিয়া ॥
রাঙ্গালাঠি দিলো হাতে সর্ব্বাঙ্গে চন্দন।
বংশী বদনে কহে চল গোবর্দ্ধন ॥

মঙ্গলমিশ্র শ্রীরাগ—ডাঁশপাহিড়া।

গোপালে সাজাইয়া রাণী বদনপানে চায়।
নয়ননীরে স্তনক্ষীরে বুক ভেসে যায় ॥
কত চুম্ব দেয় রাণী গোপাল করি কোলে।
সকালে আসিহ বেলি অবসান হোলে ॥
(গোপাল) তোমারে বিদায় দিতে নাহি মনে চায়।
কি বোলে বিদায় দিব মুখে না বাহিরায় ॥
গোবিন্দ দাস কহে শুন নন্দরাণী।
মো সভার প্রাণ কানাই তোমার নীলমণি ॥

১। সন্দেহে আশঙ্কায় দোলায়মান।

তিরোথা ধানশী—ছুটা।

শ্রীদাম কহয়ে কানাই বিলম্ব আর কেনে।
মায়ে প্রবোধিয়া ভাই চলহ কাননে॥
(কানাই বলে) কি করিব ওরে শ্রীদাম করিব আমি কি।
চূড়া বাঁধি ধড়াপরি বোসে রৈয়াছি॥
মায়ে না বিদায় দিলে (আমি) যদি যাই গোঠে।
মরিবে আমার মা পড়িব সঙ্কটে॥
একদিন নবনী খাইয়া, ছিলাম লুকাইয়া।
মরিতেছিলেন মা, আমায় না দেখিয়া॥

(শ্রীদাম বলে)

জানিরে তোর মায়ের প্রেম যত ভালবাসে।
অল্প নবনীর তরে বেন্ধেছিল গাছে॥
যমল অর্জ্জুন যখন চেপেছিল গায়।
তখন তোর মা নন্দরাণী আছিল কোথায়॥
ঘনরাম দাস বলে স্থির কর মন।
মায়ে প্রবোধিয়া ভাই যাব ভাণ্ডির বন॥

শ্রীদাম বলে ওগো রাণী, বিদায় দেরে তোর নীলমণি,
লয়ে যাব গোষ্ঠ বিহারে।
গোধন চারণ করি, আনি দিব তোর হরি,
নিবেদন করি যোড় করে॥

রাণী বলে কি বলিলি, না পাঠাইব বনমালী,
তোমরা সবাই যাও বনে।
বড় হইলে লালনে[১], লইয়ে যেও কাননে,
পাঠাইব তোমাসভা সনে॥
(কানাই বলে) শুনরে শ্রীদাম ভাই, আমার যাওয়া হল নাই,
মা বিদায় নাহি দিল মোরে।
জ্ঞান দাস কহে শুন, যশোদার জীবনধন,
জানি কি নাজানি বিদায় করে॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

ধানশী—জপতাল।

কি জাতি মায়ের স্নেহ নারি ছাড়াইতে।
তেঞি সে বিলম্ব হইল গোঠেরে যাইতে॥
আঁখির আড় না করে মায় গোঠে যাব কি।
সেজেকেঁছে চুড়া বেন্ধে বোসে রৈয়াছি[২]॥

১। আদরের পাত্র।

২। তুলনা করুন—
সাজিয়া কাঁছিয়া পাঠাইল আমি।
ধূলায় ধূসর হৈয়াছ তুমি॥ জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গল ১৭ পৃঃ

শুন শুন ওরে শ্রীদাম বলিরে তোমায়।
মিনতি করিয়া ধর যশোমতীর পায়॥
শ্রীদাম আসিয়া বলে শুন নন্দরাণী।
গোঠেরে বিদায় দেহ তোমার নীলমণি॥
কি বোল বলিলে শ্রীদাম কি বোল বলিলে।
কথা নয় দারুণ শেল মোর বুকে দিলে॥
আজিকার স্বপনে শ্রীদাম দেখেছি জঞ্জাল।
বনপোড়া দাবানলে বেড়েছে গোপাল॥
যদুনাথ দাসে কহে রাণীর চরণ ধরিয়া।
গোঠেরে বিদায় দেহ তোমার বিনোদিয়া॥

ঝুমর

রামকৃষ্ণ কৃষ্ণরাম কৃষ্ণকৃষ্ণ রামরাম।

বেলোয়ার—মধ্যম একতালা।

আজুরে গৌরাঙ্গের মনে কি ভাব উঠিল।
ধবলী শাঙলি বলি সঘনে ডাকিল॥
শিঙ্গা বেণু মুরলি করিয়া জয়ধ্বনি।
হৈ হৈ বলিয়া গোরা ফিরায়ে পাঁচনি॥

রামাই সুন্দরানন্দ সঙ্গে নিত্যানন্দ।
গৌরীদাস অভিরাম সভার আনন্দ ॥
বাসুদেব ঘোষ কহে মনের হরিষে।
গোষ্ঠ লীলা গোরাচান্দ করিলা প্রকাশে

শ্রীমঙ্গল রাগ—ধামালিতাল।

বলরাম কহে বাণি, শুন ওগো নন্দরাণী,
লইয়া যাব তোমার গোপালে।
আমরা চরাব ধেনু, শুনিব মোহন বেণু
বসাইয়া রাখিব তরুতলে ॥
(নন্দরাণী বলে) শুন বাপ হলধর, মোর প্রাণে আছে ডর,
রিপু মোর রাজা কংসাসুর।
কহিছে গোকুলের লোক, সেই হইতে মোর শোক,
গোপাল নিতে আসিবে অসুর ॥
শুন বাপু সুবিনয়, রাজা কংসের ভয়,
পথে ঘাটে দেই কত হানা।
এইখানে ভয় আছে, ধরি লইয়া যাবে পাছে,
তেঞিঃ গোপালে যেতে করি মানা ॥

গোসাইঁ রাঘবেন্দ্র কয়, কিছুই নাহিক ভয়,
তোমার গোপাল সভার শিরোমণি।
রাণী বলে রাম কানু, নিকটে রাখিহ ধেনু,
মুরলীর রব যেন শুনি ॥

সারঙ্গমিশ্র শ্রীরাগ—ডাঁশপাহিড়া।

আজু গোঠে সাজল দোনোভাই।
রাম কানাই গোঠে সাজে, যোড়ে শিঙ্গা বেণু বাজে,
বরজে পড়িল ধাওয়াধাই ॥ ধ্রু ॥
চৌদিকে ব্রজবধূ, মঙ্গল গায়ত,
মুরছিত কতহুঁ নয়ান।
আগে লাখে লাখে ধেনু, গগনে উঠিছে রেণু,
দ্বিজগণে করে বেদগান ॥
মুরহর[১] হলধর, ধরাধরি করে কর,
লীলায় দোলায় নিজ অঙ্গ।
ঘনাইয়া ঘনাইয়া কাছে, আনন্দে ময়ূরি নাচে,
চাঁদে মেঘে দেখি এক সঙ্গ ॥

১। মুরারি—শ্রীকৃষ্ণ

সুবল তুলিয়া বানা,[১] যেখানে বলাইর থানা,
রাখালের কাঁধে ভাল সাজে।
রাম কানাই কুতুহলে, সাজিলা যে আগুদলে,
বলাইর যুগল শিঙ্গা বাজে॥

শ্রীরাগ—মধ্যম দশকুশী।

আমার শপতি লাগে, না ধাইও ধেনুর আগে,
পরাণের পরাণ নীলমণি।
নিকটে রাখিহ ধেনু, পুরিহ মোহন বেণু
ঘরে বসে আমি যেন শুনি॥
বলাই ধাইবে আগে, আর শিশু বাম ভাগে,
শ্রীদাম সুদাম তার পাছে।
তুমি তার মাঝে ধাইও, সঙ্গ ছাড়া না হইও,
মাঠে বড় রিপু ভয় আছে॥
ক্ষুধা হইলে চেয়ে খাইও, পথপানে চাইয়া যাইও,
অতিশয় তৃণাঙ্কুর পথে।
কারু বোলে বড় ধেনু, ফিরাইতে না যাইও কানু,
হাত তুলি দেহ মোর মাথে॥

১। নিশান

থাকিহ তরুর ছায়, মিনতি করিছে মায়,
রবি যেন না লাগয়ে গায়।[১]
যাদবেন্দ্রে সঙ্গে লইও, বাধা পানই[২] হাতে দিও
বুঝিয়া যোগাবে রাঙ্গাপায় ॥

মঙ্গলমিশ্র ভাটিয়ারী—ধামালি।

শ্রীদাম সুদাম দাম, শুন ওরে বলরাম,
মিনতি করিয়ে তো সভারে।
বন কত অতিদূর, নব তৃণ কুশাঙ্কুর,
গোপাল লৈয়া না যাইহ দূরে ॥
সখাগণ আগে পাছে, গোপালে করিয়া মাঝে,
ধীরে ধীরে করহ গমন।
নব তৃণাঙ্কুর আগে, রাঙ্গা পায়ে জানি লাগে
প্রবোধ না মানে মোর মন ॥

১। পাঠান্তর
"তৃষ্ণা হলে চেয়ো বারি, বলাই ধরিবে ঝারি,
নামিও না যেন যমুনায়।"
২। বাধা—খড়ম; পানই—উপানহ—চর্ম্মপাদুকা।

নিকটে গোধন রেখ্য, মা বোলে শিঙ্গায় ডেক্য,
ঘরে থাকি শুনি যেন রব।
বিহি কৈলে গোপজাতি, গোধন পালন বৃত্তি,
তেঞিঃ বনে পাঠাই যাদব॥
বলরাম দাসের বাণী, শুন ওগো নন্দরাণী,
মনে কিছু না ভাবিহ ভয়।
চরণের বাধা লইয়া, দিব আমরা যোগাইয়া
তোমার আগে কহিনু নিশ্চয়॥

নন্দরাণীর উক্তি

কড়খাধ নশী — ছুটা।

দণ্ডে দশ বার খায়, যাহা দেখে তাহা চায়
ছেনা দধি এ ক্ষির নবনী।
রাখিও আপন কাছে, ভুখ জানি লাগে পাছে
আমার সোনার যাদুমণি॥
শুন বাপ হলধর, এক নিবেদন মোর,
এই গোপাল মায়ের পরাণ।
যাইতে তোমার সনে, সাধ করিয়াছে মনে,
আপনি হইও সাবধান॥

দামালিয়া যাদু মোর না জানে আপন পর
ভাল মন্দ নাহিক গেয়ান।
দারুণ কংসের চর, তারা ফিরে নিরন্তর
তুমি বড়ই হবে সাবধান॥
বাম করে হলধর, দক্ষিণ করে গিরিধর
সমর্পণ করি নন্দরাণী।
বাসুদেব দাস বলে, তিতিল নয়ন জলে
মুখ হেরি রহে নন্দরাণী॥

রামকেলি—তেওট।

রাম পানে চায় রাণী গোপাল পানে চায়।
কি বোলে বিদায় দিব মুখে না বাহিরায়[১]॥
সকালে আসিহ গোপাল ধেনুগণ লইয়া।
অভাগিনি রৈল তোর চাঁদ মুখ চাইয়া॥
থাকিয়া শ্রীদামের কাছে চরাইও বাছুরি।
জোরে শিঙ্গা রব দিও পরাণে না মরি॥

১। প্রথম দুইটি এবং শেষের আটটি পংক্তি পদকল্পতরুতে নাই।

এ ক্ষির নবনী তোরে খাইতে এই দিলুঁ।
তুমি যাবে দূর বনে আমি ভাবি মলুঁ॥
তুমি না ভাবিহ মা কাননে ভয় নাই।
বিদায় করহ রাণী গোষ্ঠে সভে যাই॥
বিদায় করিতে রাণী কাঁদয়ে অরুণে।
মুখ খানি ধরিয়া চুম্ব দেয় ঘনে ঘনে॥
রাণীর চরণ ধুলি সভে লইয়া শিরে।
নন্দের মহল হইতে হইল বাহিরে॥
শেখর কহয়ে হিয়া সম্বরিতে নারে।
(রাণী) পাছু পাছু গমন করিলা কত দূরে॥

শ্রীদামের উক্তি।

খাম্বাজ মিশ্রমঙ্গল—তেওট।

নন্দরাণী যাও গো ভবনে।
তোমার গোপাল এনে দিব বেলি অবসানে॥
লৈয়া যাইছি তোমার গোপাল রাখিব বসাইয়া।
আমরা ফিরাব ধেনু চাঁদমুখ চাইয়া॥
লৈয়া যাইতে তোমার গোপাল পাই বড় সুখ।
বেণুতে ফিরায় ধেনু এ বড় কৌতুক॥

যে দিন যেবা মনে করি কানাই সব জানে।
খুদা হইলে অন্ন জল কোথা হইতে আনে॥
এক দিন দাবানলে মরিতাম পুড়িয়া।
তাহাতে রাখিল গোপাল কেমন করিয়া॥
নন্দরাণী তেঞি তোমার গোপাল লৈয়া যাই।
সঙ্গেতে সাজিল পাছে এ দাস বলাই॥

মঙ্গলমিশ্র সারঙ্গ—ডাঁসপাহিড়া।

বিপিন গমন দেখি, হৈয়া সকরুণ আঁখি
কান্দিতে কান্দিতে নন্দরাণী।
গোপালেরে কোলে নিয়া, প্রতি অঙ্গে হাত দিয়া
রক্ষা মন্ত্র পড়য়ে আপনি॥
এ দুখানি রাঙ্গা পায়, ব্রহ্মা রাখিবেন তায়,
জানু রক্ষা করু দেবগণ।
কটিতট সুজঠর, রক্ষা করু যজ্ঞেশ্বর
হৃদয় রাখুন নারায়ণ॥

ভুজযুগ নখাঙ্গুলি, রক্ষা করু বনমালী
কণ্ঠ মুখ রাখু দিনমণি।
মস্তক রাখুন শিব পৃষ্ঠদেশ হয়গ্রীব
অধ ঊর্দ্ধ রাখুন চক্রপাণি ॥
জলে স্থলে গিরি বনে রাখিবেন জনার্দ্দনে
দশ দিকে দশ দিকপাল।
যত শত্রু হউ মিত্র রক্ষা করু সর্ব্বত্র
নহে তুমি হও তার কাল ॥
এই সব মন্ত্র পড়ি প্রতি অঙ্গে হস্ত ধরি
গোময়ের ফোঁটা ভালে দিল।
এ দাস মাধব কয় নন্দরাণী প্রেমময়
বলরামের হাতে সমর্পিল ॥

ধানশী—জপতাল।

শৃণু বল মম বাক্যং বালকানাং বলী ত্বং
গিরি-বন-জলমধ্যে রক্ষ কৃষ্ণং মদীয়ং।
ইতি বল-কর-যুগ্মে কৃষ্ণপাণিং নিধায়
নয়নগলিতধারা নন্দজায়া পপাত ॥

মায়ে অচেতন দেখি রাম কানাই।
ত্বরিতে উঠায়ল প্রবোধয়ে তাই॥
কেন্দনা মা নন্দরাণী বনে যাওয়া বেলে।
ত্বরিতে আসিব (মা) বেলি অবসান হোলে॥
বলরামের কথা শুনি বলে নন্দরাণী।
সাবধানে রেখ রাম মোর নীলমণি॥

শ্রীরাগ—বড় একতালা।

হের আয়রে বলরাম হাত দে মোর মাথে।
ধড় রাখিয়া প্রাণ দিলাম তোমার হাতে॥
আর এক কথা কহি শুন হলধর।
যশোদার বালক বলি না ভাবিহ পর॥
আপন অনুজ তোর এমতি রাখিহ।
আমার সমান স্নেহ বনেতে করিহ॥
দণ্ডে দশবার খায় তার নাহি লেখা।
নবনী-লোভিত গোপাল পাছে আইসে একা[১]॥

১। 'আপন অনুজ তোর' প্রভৃতি ৪টি চরণ পদকল্পতরুতে নাই।

যাচিয়া নবনী দিয়ো নিকটে রাখিহ।
বেলি অবসান হইলে সকালে আসিহ ॥
বলরাম দাস বলে শুন নন্দরাণী।
মনে কিছু ভেব না (মা) আনি দিব যদুমণি[১] ॥

সারঙ্গমিশ্র শ্রীরাগ—ডাঁশপাহিড়া।

আজু বন বিজই[২] রাম কানু।
আগে পাছে শিশু ধায় লাখে লাখে ধেনু ॥
সমান বয়েস বেশ সমান রাখাল।
সমান হৈ হৈ রবে চালাইছে পাল ॥
কারু নীল কারু পীত কারু রাঙ্গা ধটি।
সুরঙ্গ চতুনা[৩] মাথে বিনোদ পাগড়ি ॥
কারু গলে গুঞ্জা-গাভ[৪] কারু বনমালা।
রাখালের মাঝে নাচিছে চিকণ কালা ॥

১। ভণিতার এই কলিটি পদকল্পতরুতে নাই।

২। গমন করিতেছেন

৩। রঙ্গীন কাপড়ের পাগড়ি

৪। গুঞ্জ বা কুঁচের (লালবর্ণ ক্ষুদ্র ফল বিশেষ ; উহার উপরি-

নূপুরের ধ্বনি শুনি মুনিমন ভুলে।
ঝাঁপিল রবির রথ গো-খুরের ধূলে ॥

মঙ্গলমিশ্র মায়ূর—মধ্যম দশকুশী।

দেখ দেখ ব্রজেশ্বরী-লেহ।
গোধন সঙ্গে, বিজই[১] করু নিজসুত,
কি করব না পায়ই থেহ[২] ॥ ধ্রু ॥
মুখ ধরি চুম্বন, করতহিঁ পুন পুন,
নয়নে গলয়ে জলধার।
স্তনগত বসন, ভীগি পড়য়ে ঘন,[৩]
খিরধারা বহে অনিবার ॥

ভাগ কালো বলিয়া দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর) গুচ্ছ বা থুপি।

তুলনা করুন—শিরে 'লটপট পাগ চম্পকের গাভা'—চৈতন্য মঙ্গল। ১৬৮ পৃষ্ঠার শেষ পংক্তি দেখুন।

১। গমন।

২। স্থৈর্য্য বা ধৈর্য্য

৩। পুনঃ পুনঃ ভিজিয়া উঠিতেছে

বিনিহিত নয়ন, বয়ন-কমল পরি,
যৈছন চাঁদ চকোর।
দিন অবসান, পুনহি কিয়ে হেরব,
অনুমানি হোয়ত বিভোর ॥
কো বিহি অদভুত, প্রেম ঘটায়ল,
তাহে পুন ইহ পরমাদ।
কহ রাধামোহন, অনুদিন ঐছন
হোয়ত রস-মরিযাদ[১] ॥

সুহিনি—ঠুংরী।

রামের চিবুক পরশি কহে মায়।
গোপাল যেন গহনে একা নাহি যায় ॥
গিরিতে ফিরিতে পীরিতে কইও।
খুদায় সুধাইয়া নবনী দিও ॥

১। প্রতিদিন এইরূপ রসের অর্থাৎ বিশুদ্ধ বাৎসল্য রসের মর্যাদা অর্থাৎ সীমা প্রকাশিত হয়।

সহজে নবীন প্রবীণ নয়।
এ মোর অন্তরে সদাই ভয়॥
ভরোসা করিয়া দিলাম তোরে।
অলস পাইলে ঘুমাইবে কোরে॥
সবে মেলি রইও একহিঁ ঠাঁই।
যতনে রাখবি অনুজ ভাই॥
সদাই রাখবি তরুর ছাই[১]।
রাখালগণেতে চরাবে গাই॥

ঝুমর

রামকৃষ্ণ কৃষ্ণরাম কৃষ্ণকৃষ্ণ রামরাম।
আজ সাজল রাখাল সঙ্গে রামকৃষ্ণ কৃষ্ণরাম॥

সখ্যরসের শ্রীগৌরচন্দ্র।

সারঙ্গ—তেওট।

গৌর কিশোর, পুরুব রসে গরগর,
মনে ভেল গোঠবিহার।
দাম শ্রীদাম, সুবল বলি ডাকই,
নয়নে গলয়ে জলধার॥

১। ছায়ায়

বেত্র বিষাণ, সাজ লেই সাজহ,
যাওব ভাণ্ডির সমীপ।
গৌরীদাস, সাজ করি তৈখনে,
গৌর নিকটে উপনীত॥
ভাই অভিরাম, বদনে ঘন বাওই,
নূপুর চরণহি দেল।
নিত্যানন্দ চন্দ্র, পহুঁ আগুসারি,
ধবলি ধবলি ধ্বনি কেল॥
নদিয়া নগর, লোক সব ধায়ত,
হেরই গৌররস রঙ্গ।
দাস জগন্নাথ, ছান্দ দোহন লেই,
যায়ব সব অনুসঙ্গ॥

ধানশী মিশ্র সারঙ্গ—মধ্যম ডাঁসপাহিড়া।

সাজ সাজ বলিয়া পড়িয়া গেল সাড়া।
বলরামের শিঙ্গাতে সাজিল গোয়াল পাড়া॥
হাম্বা হাম্বা রব যে উঠিল ঘরে ঘরে।
সাজিয়া কাছিয়া সবে হইল বাহিরে॥

আজি বড় গোকুলের রঙ্গ রাজপথে।
গোধন চালাঞা সভে চলিলা একসাথে॥
চারি দিকে সব শিশু মধ্যে রাম কানু।
কাঁচনি পাঁচনি কারু হাতে শিঙ্গাবেণু॥
সভার সমান বেশ বয়েস একছান্দ।
তারাগণ বেড়িয়া চলিলা শ্যামচান্দ॥
ধাইয়া যাইয়া কেহ ধেনু বাহুড়ায়।
জ্ঞানদাস এক ভিতে দাঁড়াইয়া চায়॥

সারঙ্গ মিশ্র জয়জয়ন্তী—মধ্যম দুঠুকী।

আজ গোঠে সাজল গোপাল।
ধবলি শাঙলি পিয়লি বলিয়ে হাকারে রাখাল॥
কারু কান্ধে-চেলি, বিনোদ পাগড়ি, কারু গলে
গুঞ্জা-গাভারে।
শ্বেত লোহিত, কারু নীল পীত, কটিতটে অতি শোভারে॥
ভেইয়া বলরাম, পূরিছে বিষাণ, কানাই পূরিছে বেণু।
উচ্চ পুচ্ছ করি, শ্রবণ তুলিছে, আগে চলে সব ধেনু॥
নাচত গাওত, বেণু বাজাওত, ধেনু চালাওত রঙ্গে।
ভোজন সম্ভার, লৈয়া আগুসার, যাদবেন্দ্র চলু সঙ্গে॥

মঙ্গল মিশ্র ভাটিয়ারী—ধামালি।

দণ্ডবৎ করি মায়, চলিলা যাদব রায়,
আগে পাছে ধায় শিশুগণ।[১]
ঘন বাজে শিঙ্গাবেণু, গগনে গোখুর-রেণু
সুর নর হরষিত মন ॥

১। পদকল্পতরুতে নিম্নলিখিত গানটি আছে—

দণ্ডবৎ হৈয়া মায় সাজিল যাদব রায়
সঙ্গহি রঙ্গিয়া রাখাল
বরজে পড়িল ধ্বনি শিঙ্গা বেণু রব শুনি
আগে ধায় গোধনের পাল।
গোঠেরে সাজিল ভাইয়া যে শুনে সে যায় ধাইয়া
র'হতে না পারে কেহ ঘরে।
শুনিয়া মুখের বেণু মন্দ মন্দ চলে ধেনু
পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে ॥
নাচিতে নাচিতে যায়, নূপুর পঞ্চম গায়
পাঁচনি ফিরায় শিশুগণে।
হৈ হৈ রাখালে বলে, শুনি সুখ সুর-কুলে,
গোপী বলে নাথ যায় বনে ॥

আগে আগে বৎস পাল, পাছে ধায় ব্রজবাল,
হৈ হৈ শবদ ঘনরোল।
মধ্যে নাচি যায় শ্যাম, দক্ষিণে শ্রীবলরাম
ব্রজবাসী হেরিয়া বিভোর ॥
বিয়াকুল মনে, সহিতে স্বগণে,
ব্রজরাজ চলি গেল ঘর।
তাহার পিরিতে, অগেয়ান চিতে,
ফিরিয়া চলিল হলধর ॥
রহিয়ে রহিয়ে যায়, ফিরিয়া ফিরিয়া চায়,
জননী প্রবোধে বারে বারে।
শেখর শুনই বোল, কি লাগিয়ে কর রোল,
মায়েরে লইয়া যাও ঘরে ॥

১। বিয়াকুল মনে······ইত্যাদি স্থলে নিম্নলিখিত পাঠও আছে—

নবীন রাখালগণ, আবা আবা ঘনে ঘন,
শিরে চূড়া নটবর বেশ।
জাবট নিকট দিয়া, ঊর্দ্ধ মুখেতে চাঞা,
হেরইতে আনন্দ বিশেষ ॥

জাবট মিলন।

ললিত—বৃহৎ জপতাল।

সুবলের উক্তি।

তুঙ্গ মণিমন্দিরে, ঘন বিজুরি সঞ্চরে,
মেঘরুচি বসন পরিধানা।
যত যুবতি মণ্ডলী, পন্থ ইহ পেখলি,
কোই নাহি রাইক সমানা॥
অতএ বিহি তোহারি সুখ লাগি।
রূপে গুণে সায়রী, সৃজিল ইহ নায়রী,
ধনিরে ধনি ধন্য তুয়া ভাগি॥ ধ্রু॥
দিবস অরু যামিনি, রাই অনুরাগিনী,
তোহারি হৃদি মাঝে রহু জাগি।
নিমিষে নব নৌতুনা, রাই মৃগলোচনা,
অতয়ে তুহুঁ উহারি অনুরাগা॥
রতন অট্টালিকা, উপরে বসি রাধিকা,
হেরি হরি অচল পদ পাণি।
রসিক জন মানসে, হরি-গুণ-সুধা রসে,
জাগি রহু শশিশেখর-বাণী॥

সুরট সারঙ্গ—বৃহৎ জপতাল।

আজু বিপিনে আওত কান,
মুরতি মুরত কুসুম-বাণ[১],
জনু জলধর রুচির অঙ্গ,
ভঙ্গি নটবর শোহনি।
ইষত হসিত বদনচন্দ,
তরুণী-নয়ন নয়ন-ফন্দ,[২]
বিম্বু অধরে[৩] মুরলী-খুরলী[৪],
ত্রিভুবন মন মোহনী॥
কুসুমে খচিত চিকুর পুঞ্জ,
চৌদিগে ভ্রমরা ভ্রমরী গুঞ্জ,
পিঞ্ছ-নিচয়[৫] রচিত মুকুট,
মকর কুণ্ডল দোলনী।

১। মূর্ত্তি (যেন) মূর্ত্ত (মূর্ত্তিমান) মদন।

২। নয়ন-ফাঁদ; অর্থাৎ সেই চাঁদ মুখ এত সুন্দর যে তরুণী কুলবতীগণের চক্ষুর ফাঁদ স্বরূপ। তরুণীগণ-নয়ন ফন্দ—পাঠান্তর।

৩। বিম্বাধর

৪। বংশীবাদনের অভ্যাস

৫। ময়ূরপুচ্ছ সমূহ

চঞ্চল নয়নে খঞ্জন যোর,
সঘনে ধায়ত শ্রবণ-ওর[১] ,
গীমে[২] শোভিত রতনরাজ,
মোতিম হার লোলনী ॥
কটি পিত-পট কিঙ্কিনী বাজ,
মদগতি অতি[৩] কুঞ্জর রাজ,
উরে বিলম্বিত[৪] কদম্ব মাল,
মত্ত মধুকর ভোরনী ।
অরুণ বরণ চরণ-কঞ্জ[৫] ,
তরুণ তরণি-কিরণ[৬] গঞ্জ,
গোবিন্দ দাস হৃদয় রঞ্জ,
মঞ্জু মঞ্জীর[৭] বোলনী ॥

১। চক্ষু দুইটি পাখীর ন্যায় নৃত্যশীল, তাহারা যেন অনবরত কর্ণ যুগলের দিকে ধাবিত হইতেছে। ইহার দ্বারা বলা হইল যে, শ্যামচন্দ্রের চক্ষু দুইটি আকর্ণবিশ্রান্ত ও চঞ্চল দৃষ্টিপূর্ণ।

২। গ্রীবাদেশ

৩। 'ময় মত্তগতি'—পাঠান্তর।

৪। অজানুলম্বিত—পাঠান্তর।

৫। চরণ কমল

৬। প্রভাত সূর্যের কিরণ

৭। সুন্দর নূপুর (মধুর বাজিতেছে বলিয়া)

সুহিনীমিশ্র বেলাবলি—ছোট দুঠুকী।

ব্রজনন্দকি নন্দন নীলমণী[১]।
হরি-চন্দন[২] তীলক ভালে বনী॥
শিখি পুচ্ছক বন্ধনি বামে টলী।
ফুলদাম নেহারিতে কাম ঢলী[৩]॥
অতি কুঞ্চিত কুন্তল লম্বি চলী।
মুখ নীল সরোরুহ বেঢ়ি অলী॥
ভুজদণ্ডে বিখণ্ডিত হেমমণী[৪]।
নব বারিদে বিদ্যুত থীর জনী॥

১। কবিতাটি তোটকচ্ছন্দে রচিত বলিয়া অনেক শব্দ দীর্ঘ ভাবে উচ্চারিত হইবে। সেইজন্যই অনেকস্থলে হ্রস্বইকার ও উকারের স্থলে বানানে দীর্ঘ ঈকার ও ঊকার ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা নীলমণী, তীলক, বনী, জনী, অলী, সুরাসূর ইত্যাদি।

২। সুগন্ধি চন্দন বিশেষ।

৩। নন্দনন্দনের গলার ফুলের মালা দেখিয়া মদন মূর্চ্ছিত হয়।

৪। বাহুতে স্থানে স্থানে স্বর্ণালঙ্কার দেখিয়া মনে হইতেছে যেন সরল সুঠাম বাহুযুগল স্বর্ণকে খণ্ড খণ্ড করিয়াছে।

অতি চঞ্চল লম্বিত পীত ধঠী।
কল কিঙ্কিনী সংযুত খীন কটী[১] ॥
পদ-নূপুর বাজত পঞ্চ শরং[২]।
কর বাদন নর্ত্তক গীত বরং ॥
পদে নূপুর বাজত পঞ্চ রসে।
বেণু বেয়াপিত দীগ দশে ॥
যোগি যোগ ভুলে মুনি-ধ্যান টলে।
ধায় কামিনি কাননে তেজি কুলে।
গজ সর্প সঙ্গে গিরিরাজ চলে।
সুখ রূপ ভূবীরুধ পুষ্প ফলে[৩] ॥
সুরাসুর বিলজ্জিত শান্ত মনে।
পদ সেবক দেব নৃসিংহ ভণে ॥

১। সরু মাঝাখানিতে কিঙ্কিনী মধুর বাজিতেছে।

২। পদের মঞ্জীর এমন মধুর বাজিতেছে যে, ব্রজ ললনাকুল মদনাকুল হইতেছেন। 'পঞ্চস্বরং' পাঠ হইলে অর্থ সুগম হয়।

৩। ভূবীরুধ অর্থাৎ পৃথিবীর লতাসকল আনন্দ ভরে সুখরূপ ফল পুষ্প ধারণ করিতেছে।

শ্রীরাগমিশ্র মঙ্গল—মধ্যম একতালা।

গোষ্ঠের মুরলীধ্বনি শ্রবণে শুনিল।
নীবিবন্ধ খসি বস্ত্র নিতম্বে রহিল॥
এলালো মাথার বেণী তাহা নাহি বান্ধে।
উপেক্ষা না করে গোপী কৃষ্ণ বলি কান্দে॥
নীলপদ্ম স্বর্ণপদ্ম ভাসে অশ্রু জলে।
তা দেখি নাগরের পদ আধ আধ চলে॥
ব্রজাঙ্গনার নেত্র যেন ভ্রমরার পাঁতি।
কৃষ্ণ-মুখপদ্ম-গন্ধে পড়ে মাতি মাতি॥
আশ্চর্য্য প্রেমের কথা কহনে না যায়।
বাণে বণে ঠেকে তবু বেদনা না পায়॥
কৃষ্ণ-অঙ্গ-সুধা-সিন্ধু অমিয়া পাথারে।
শ্রীরাধিকার হংসচিত্ত তাহাতে বিহরে॥

কল্যাণ—জপতাল।

নটবর নব কিশোর রায়,
রহিয়া রহিয়া যায় গো।

ঠমকি ঠমকি চলত রঙ্গে,
ধুলি ধূসর শ্যাম অঙ্গে,
হৈ হৈ হৈ সঘনে বোলত,
মধুর মুরলী বায় গো ॥
নীলকমল বদন চাঁদ,
ভাঙুর ভঙ্গি মদন ফাঁদ,
কুটিল অলকা তিলক ভাল,
কলিত ললিত তায় গো ।
চূড়া বরিহা গোকুলচন্দ্র,
দোলত কিয়ে মন্দ মন্দ,
মন মধুকর নয়ন চকোর,
হেরি নিকটে ধায় গো[১] ॥

১। চূড়া বরিহা গোকুল চন্দ
পবন বায় মন্দ মন্দ
মধুকর মন হোয়ে বিভোর
নিরখি নিরখি ধায় গো ।—পাঠান্তর

পীত বসন ও মণিমাল,
ঝলকে তরুণ তিমির-কাল,[১]
মলয়া জড়িত তড়িত-পুঞ্জ,
জলধরে কে মিশায় গো ॥
নয়ান সঘনে উলটি উলটি,
হেরি হেরি পালটি পালটি,
গৌরি গৌরি থোরি থোরি,
আন নাহিক ভায় গো ॥
অরুণ অধরে ইষত হাস,
মধুর মধুর অমিয়া ভাষ,
খঞ্জনবর গঞ্জন গতি,
বঙ্ক নয়নে চায় গো।
রসের আবেশে অবশ দেহ,
মন্থর গতি চলহি সেহ,
দাস লোচন দেখয়ে অমনি,
হাসিয়া হাসিয়া চায় গো[২] ॥

১। অন্ধকারের শত্রু অর্থাৎ নব সূর্য্য

২। বলরাম দাস করত আশ,
রাখাল সঙ্গে সতত বাস,
বেত্র মুরলী লইয়া খুরলী,
সঙ্গে সঙ্গে যায় গো ॥ —পাঠান্তর

বেলোয়ার মিশ্র শ্রীরাগ—ধড়া।

নীল কমল দল, শ্রীমুখ মণ্ডল,
মধুর মধুর মৃদু হাসরে নন্দ নন্দনা।
নাচিতে নাচিতে যায়, গো-ধূলি লেগেছে গায়,
আহির বালক চারি পাশরে নন্দনন্দনা॥
মণিময় ঝুরি মাথে, কনয়া পাচনি হাতে,
রতন নুপুররে রাঙ্গা পায় গো নন্দনন্দনা।
আগে আগে ধেনু যায়, পাছে যায় শ্যাম রায়,
বরিহা উড়িছে মন্দ বায় গো নন্দনন্দনা॥
সভার সমান ঝুটা, কপালে চন্দনের ফোঁটা,
বিনোদ রাখাল কোন জনা গো[১] নন্দনন্দনা।
শ্রীদামের কান্ধে হাত, ঐ যায় মোর প্রাণনাথ
রাই দিছেন চিনাইয়া চিনাইয়া চিনাইয়া গো॥

স্থরট সারঙ্গ—ধামালি।

নন্দের নন্দন যায় বেণু বাজাইয়া।
চৌদিকে চাহিয়া যায় নয়ন নাচাইয়া॥

১। রাখাল কোন জনা বিনোদিয়া—পাঠান্তর।

মরুক মেনে গৃহ-কাজ রূপ দেখসিয়া।
হিরণ কিরণ পীত বাস শোভিয়াছে ভাল॥
স্থির বিজুরি মেঘে যেন করিয়াছে আলো।
কোন কুন্দে কুন্দায়ল ইন্দ্র নীলমণি।
রূপ চুয়াইয়া পড়ে যেন মেঘ বরিষে পানি॥
রতন খেচনি[১] মোহন বাঁশী শোভে বাম হাতে।
চলিতে না চলে অঙ্গ দোলায় রাজপথে॥

ব্রজ-গোপীদের উক্তি।

সুরটমিশ্র কল্যাণ—ঠুঠুকী।

যায় পদ রহিয়ে রহিয়ে রহিয়ে গো।
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ পায়, রহি রহি চলি যায়,
সুবলের অঙ্গে অঙ্গ হেলিয়া হেলিয়া হেলিয়া গো॥
বুঝি উহার কেহ আছে, আসিতেছে পিছে পিছে
তেঞি চায় ফিরিয়ে ফিরিয়ে ফিরিয়ে গো।
হায় আমরা কি করিলাম, নবনী ভুলিয়া আইলাম,
খানিক রাখিতাম ননী দেখাইয়ে দেখাইয়ে দেখাইয়ে গো।

১। রত্ন-খচিত।

আমরা যদি রাখাল হইতাম, তবে উহার সঙ্গে যেতাম
শ্রীদাম সুদামের মত নাচিয়ে নাচিয়ে নাচিয়ে গো।
রবি বড় তাপ দিছে চাঁদ মুখ ঘামিয়াছে
অলকা তিলক যাইছে ভাসিয়ে ভাসিয়ে ভাসিয়ে গো॥
হেন মনে হয় দয়া মেঘ হৈয়া করি ছায়া
রসের বদন যাইত জুড়াইয়ে জুড়াইয়ে জুড়াইয়ে গো।
মা টানে ঘর পানে, শ্রীদাম টানে বন পানে,
ব্রজগোপী টানে নয়ানে নয়ানে নয়ানে গো॥
বনে যত মুনিগণ, ভাগবত রসিক জন
সদা টানে ধেয়ানে ধেয়ানে ধেয়ানে গো।
ভণে যদুনাথ দাস, পূরিবে মনের আশ,
রাই কানু তনু তনু মিলনে মিলনে মিলনে গো[১]॥

১। শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠ গমন উপলক্ষে রাজপথে ব্রজগোপীরা দাঁড়াইয়া তাহা নানাভাবে আস্বাদন করিতেছেন। কেহ বাৎসল্য ভাবে মনে করিতেছেন, আর খানিক যদি রাখিতে পারিতাম! কেহ মধুর ভাবে ভাবিতেছেন যে মেঘ হইয়া যদি ছায়া দান করিতে পারিতাম; কেহ কেহ আবার সখাগণের সৌভাগ্য কামনা করিতেছেন। কেহ শ্রীকৃষ্ণকে অলোকসামান্য রূপবিশিষ্ট বলিয়া মুনিজনের ও ধ্যানের বস্তু বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন। আর পদকর্ত্তা সখীভাবে রাই কানুর মিলন দেখিবার অভিলাষ করিতেছেন।

ধানশ্রী—যোত সমতাল।

গোঠে চলে যদুমণি, উঠিল মঙ্গল ধ্বনি
শিঙ্গা বেণু মুরলী বিশাল।
আগে আগে ধেনু চলে, হৈ হৈ রাখাল বলে,
আগে পাছে চালাইল পাল॥
গোধন যুথে যুথে, চলিল ভাণ্ডির পথে,
যাবট নিকট দিয়ে যায়।
বৃষভানু সুকুমারী, অট্টালিকা উপরি,
অনিমিখে চাঁদ মুখ চায়॥
দেখিয়া গোকুল ইন্দু, উছলিল প্রেম সিন্ধু,
অবশ হইল প্রেমভরে।
অনিমিখে চাইয়া রয়, লাজে কিছু নাহি কয়,
কাঁপে ধনি মদনের জ্বরে॥
কিহোল্য কিহোল্য বলে, বিশাখা করিল কোলে,
জটিলা আইল তথা ধেয়ে।
এ কি হইল অকস্মাত, মোর শিরে বজ্রাঘাত,
দেখগো দেখগো যত মেয়ে॥

বধূ মোর রাজার ঝি, উপায় করিব কি,
কেহ কিছু জান বল মোরে।
বিশাখা কহেন মাই, হলধরের ছোট ভাই,
সে মন্ত্র জানে আন গিয়ে তারে ॥
শুনিয়া জটিলা ধায়, ধরিল কানাইর পায়,
এস কানাই বধূ দেহ দান।
বিলম্ব করহ পাছে, আমার শপতি লাগে,
দেখা দিয়ে রাখহ পরাণ ॥
জটিলারে পুছে শ্যাম, তোমার বধূর কিবা নাম
তাহা মোরে কইয়া দেহ মাই।
(জটিলা বলে) চল চল ভবনে, বেলা উঠে গগনে,
শ্রীদাম সুদাম ডাকিবে সবাই ॥
তোমার পায়ে লাল বাধা, আমার বধূর নাম রাধা
এই নাম বলে সর্ব্বলোকে।
চাতুরি করি কানাই বলে, কভু দেখি নাই ভুলে
কোন মন্দিরে সেই থাকে ॥
শুনিঞা জটিলা কহ, এই মন্দিরে থাকে সেহ,
এস এস তুরিত গমনে।
তুমি যদি নাহি যাবে, আমার বধূ না বাঁচিবে,
বিলম্ব না সহয়ে পরাণে ॥

শুনিঞা রাধার নাম, আসি উতরিল শ্যাম,
মন্ত্র পড়ে অঙ্গে দিয়া হাত।
পরশে রসের অঙ্গ, তাপ জ্বর হইল ভঙ্গ,
রায় শেখরে প্রণিপাত॥

বালা ধানশী—জপতাল।

রাই অঙ্গ পরশিতে নটবর রায়।
ঘুচিল বিরহ জ্বর হাসি মুখ চায়॥
দুহু দোঁহা দরশনে আনন্দ বাড়িল।
জটিলা আসিয়া কিছু কহিতে লাগিল॥
জটিলা বলেন শুন নন্দের নন্দন।
তুয়া আশীর্ব্বাদে বধূ পাইল জীবন॥
এত শুনি শ্রীগোবিন্দ কহে জটিলারে।
নন্দ-গৃহে থাকি আমি গোকুল নগরে॥
যখন তুমার বধু এমতি হইবো।
আমারে ডাকিয়ে এনো ভাল করি যাবো॥
এত কহি বনমালী পুন যায় গোঠে।
রায় শেখরের মনে হৈ হৈ উঠে॥

শ্রীললিত—মধ্যম দশকুশী।

জটিলা কহত পুন, যশোমতি নন্দন,
প্রাণ করলি তুহুঁ দান।
বিবিধ মিঠাই, বহুত করি ভুঞ্জহ
তবে গোঠে করহ পয়ান॥
শুনি ধ্বনি রাই, আই করি বোলত
কৈছে করবি পরবেশ [১]
ললিতা ফুকারি, জটিলা পায়ে বোলত,
শুনি সোই করল আদেশ॥
তব সখি মণ্ডলী, দুহুঁ জনে লেয়লি,
নিরজন মন্দির মাহ।
দুহুঁ জনে একাসনে, যব তঁহি বৈঠল,
টুটল হৃদয়ক দাহ॥
বিলম্ব হইবে যবে, সুবল মঙ্গল তবে,
কি জানি আইবে হেথায়।
করে কর যোড়ি, কহত যদুনন্দন,
ইঙ্গিতে সখি মুখ চাই [২]॥

১। পরিবেশন

২। এই পদ গান করিতে হইলে পূর্ব্ব পদের ভণিতা বাদ দিয়া, তাহার পরেই ধরিতে হইবে।

গ্রীষ্মকালোচিত মিলন।

তিরোথা ধানশী—একতালা।

রাধা মাধব যব দুহুঁ মেলি।
নিদাঘক দাহ সবহুঁ দূরে গেলি॥ ধ্রু॥
তহিঁ পুন সরোবর মন্দির[১] মাঝ।
কলজল শীকর নিকর বিরাজ[২]॥
সৌরভ মিলিত গন্ধবহ মন্দ।
কি করব দিনমণি কিরণক বন্ধ॥
তহি বরসুরত ঝাঁপি অবগাহ।
রাধামোহন-পহু[৩] রসিক সুনাহ॥

ধানশী—জপতাল।

রাই নিয়ড় সঞে চলু বর কাণ।
সখাগণ মাঝে করল পয়ান॥

১। সরোবরের মধ্যে গৃহ।

২। কল-জল=ফোয়ারার জল; কলঃ শিল্পবিশেষঃ ফুআরা ইতি যস্যাখ্যা।—রাধামোহন ঠাকুরের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩। রাধামোহনের প্রভু অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ। রসিক—'রসো বৈ সঃ' ইতি শ্রুতিঃ।

দুরহিঁ নেহারই ধেনুগণ ধায়।
সহচরগণ সব মীলল তায়॥
ধেনুগণ অঙ্গহি দেয়ল হাত।
উচ্চপুচ্ছ করি ধুনায়ত মাথ॥
সবহু সখাগণ পুছত তাই॥
কাহাপর গিয়েছিলা ভাই কানাই॥
কাহে মলিন ভেল তোহারি বয়ান।
যদুনন্দন হেরি আকুল পরাণ॥

সখার উক্তি।

জয়জয়ন্তী মল্লার—তুঠুকী।

হিয়ার কণ্টক দাগ, বয়ানে বন্দন-রাগ,
মলিন হইয়াছে মুখশশী।
আমা সভা তেয়াগিয়া, কোন বনে ছিলা গিয়া
তুমি বিনে সব শূন্য বাসি॥

নব ঘন শ্যাম তনু, ঝামর হইয়াছে জনু.
পাষাণ বাজিয়াছে রাঙ্গা পায়।
বনে আসিবার কালে, হাতে হাতে সোঁপি দিলে,
ঘরে গেলে কি বলিবে মায়॥
খেলাব বলিয়া বনে, আইলাম তুমার সনে.
বসিয়া থাকিব তরুছায়।
বনে বনে উটকিয়া, তোর লাগি না পাইয়া,
আমাসভার প্রাণ ফাটি যায়॥
শুনিয়া গোবিন্দ বলে, আমি ছিলাম পথ ভুলে,
অমনি রহিলাম দাঁড়াইয়া।
সেইখানে এক নারী, পথ চিনায় দেয় ঠারি,
ঘনরাম দাস রইল চাইয়া[১] ॥

পঠমঞ্জরীমিশ্রশ্রীরাগ—ছোট ডাঁশপাহিড়া।

শিঙ্গা বেণু বেত্র বাধা কটিতে আঁটিয়া।
সাজল রাখালরাজ সঙ্গে শিশু লইয়া॥

১। ভণিতার কলি দুইটি পদকল্পতরুতে নাই।

গোঠে বিজই ব্রজ-রাজ কিশোর[১]।
জননি বিরোচিত বেশ উজোর ॥
আগে অগণিত কত গোধন চলিয়া।
পাছে ব্রজবালক হৈ হৈ বলিয়া ॥
সমবয় বেশ সবহু করে ছান্দ।
রাম বামে চলু শ্যামরুচাঁদ ॥
ময়ূর শিখণ্ড চূড়ে অধর ঝলমলিয়া।
মণিময় কুণ্ডল গণ্ডে টলমলিয়া ॥
শিরপর চাঁদ অধর পর মুরলী।
চলইতে পন্থে করয়ে কত খুরলী ॥

১। পরবর্ত্তী চরণগুলির স্থলে নিম্নলিখিত কলিগুলি পদকল্পতরুতে দেখা যায়—

শ্রীদাম ডাকিয়া বলে ভাইরে কানাই।
এ সব রাখাল মাঝে বলাই দাদা নাই ॥
তুমি যদি বেণু পূরি ডাক একবার।
বড় মনে সাধ আছে ভাঙ্গি খাব তাল ॥
শ্রীদামের কথা শুনি হরষিত হৈয়া।
হাসি পূরে বেণু, দাদা বলাই বলিয়া ॥
ঘনরাম দাসের মন করে উচাটন।
দাদারে বলাই বলি ডাকে ঘনে ঘন ॥

কটিতটে পীত পটাম্বর বনিয়া[১]।
মন্থর গতি কুঞ্জরবর জিনিয়া॥
মণি মঞ্জির বাজত রুনু ঝুনিয়া।
গোবিন্দ দাস কহত ধনি ধনিয়া॥

কামোদ—ছোটদশকুশী।

ললিতা বলে গো ধনি, শুন রাধে বিনোদিনি
নিজগৃহে চলহ সুন্দরী।
বসি নিজ মন্দিরে, লেহ নাম কণ্ঠ ভরে
শুন শুন বচন হামারি॥
ধরিয়া ললিতার হাতে, চলিলেন গৃহপথে
আবার শুনিল বেণু-ধ্বনি।
চাহিয়া বিপিন পানে, প্রেম ধারা দু'নয়নে
ললিতা মুছায় মুখখানি॥

১। বনি—সুন্দর।

শ্যাম অনুরাগ ভরে, অঙ্গ টলমল করে,
পুলকে পুরিল সব অঙ্গ।
চলইতে করে মন, নাহি চলে চরণ,
সখিগণ দেখত রঙ্গ ॥
ঘরে চল রাজার নন্দিনী
ননদিনী তাপিনি, যদি আইসে এখনি,
গঞ্জন করবি তোরে ধনি ॥
মনেতে বিচ্ছেদ করি, চলিলেন বিনোদিনি,
সভে আইল আপন মন্দিরে।
গোবিন্দ গোধেনু লইয়া, বনে প্রবেশিল গিয়া
উপনীত যমুনার তীরে ॥

শ্রীসারঙ্গ রাগ—তেওট।

গোধন সঙ্গে, রঙ্গে যদু নন্দন,
বিহরই যমুনাক তীর।
দাম শ্রীদাম, সুদাম মহাবল,
গোপ গোপাল সঙ্গে মহাবীর ॥

বাজত ঘন ঘন বিষাণ বেণু।
হৈ হৈ রব ঘন, হাম্বা রব গরজন
আনন্দে মগন চরত সব ধেনু ॥
সমবয় বেশ, কেশ পরিমণ্ডিত
চূড়ে শিখণ্ডক কুসুম উজোর।
মণি হার, গুঞ্জা নব মঞ্জুল,
হেরইতে জগজন মন করু ভোর ॥
বলয় বিশাল, কনক কটিকিঙ্কিনী,
নূপুর রুণু ঝুণু বাজ।
গোবিন্দ দাস-পহুঁ, নিতি নিতি ঐছন,
বিহরই নবঘন বিপিন-সমাজ ॥

ঝুমর।

রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম রাম।

বিহার গোষ্ঠ তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র

সুরট সারঙ্গ—তেওট।

সুরধনি তীরে তীর মাহা বিলসই,
সমবয় বালক সঙ্গ।
করতল তাল বলিত হরি হরি ধ্বনি,
নাচত নটবর-ভঙ্গ[1] ॥

১। ‘ভাবিনি ভঙ্গ’—পাঠান্তর।

জয় শচী-নন্দন ত্রিভুবন-বন্দন,
পূর্ণ পূর্ণ অবতার।
জগ-অনুরঞ্জন, ভব-ভয়ভঞ্জন,
সংকীর্ত্তন পরচার॥
চম্পক গৌর, প্রেম ভরে কম্পই
ঝম্পই সহচর কোর।
অঙ্গহি অঙ্গ, পুলককুল আকুল,
কমল-নয়নে ঝরু লোর॥
ধনি ধনি ভাঙনি, সুচতুর-শিরোমণি,
বিদগধ-জীবন জীব[১]।
গোবিন্দ দাস, এ হেন রসে বঞ্চিত,
কবহু শ্রবণে নাহি পীব[২]॥

১। সুচতুর নাগর, রসিক ভক্ত জনের প্রাণবল্লভ গৌরচন্দ্র যাঁহার ভঙ্গী ধন্যাতি ধন্য, তিনি বিরাজ করিতেছেন।

২। (কিন্তু) পদকর্ত্তা এমন প্রেম-অমিয়া-ধারা হইতে বঞ্চিত, কখনও সে মধুর হরিনাম রস শ্রবণে পান করিতে পারিবেন না বলিয়া আক্ষেপ করিতেছেন।

সুরট মিশ্র বেলোয়ার—মধ্যম দশকুশী।

যমুনাক তীরে, ধীরে চলু মাধব,
মন্দ মধুর বেণু বাওইরে।
ইন্দুবর-নয়নী বরজ-বধূ কামিনী,
সদন তেজিয়া বনে ধাওইরে॥
অসিত অম্বুধর, অসিত সরসিরুহ,
অতসী কুসুম অহিমকর-সুতানীরে[১]।
ইন্দ্রনীলমণি, উদার মরকত,
শ্রীনিন্দিত বপু-আভারে[২]॥
শিরে শিখণ্ড-দল, নব গুঞ্জাফল,
নিরমল মুকুতালম্বিত নাসারে।
নব কিসলয়- অবতংস গোরচন,
অলক তিলক মুখ শোভারে॥

১। অসিত কুসুম অহি সুতানি রে—পাঠান্তর।

২। সুনীল নবমেঘ, নীল কমল এবং সূর্য্যসুতার (যমুনার) নীলজল, ইন্দ্রনীলকান্তমণি এবং উজ্জ্বল মরকত মণির শ্রী বা শোভা পরাজয় করিয়াছে এমন দেহকান্তি বিশিষ্ট।

শ্রোণি পিতাম্বর[১] বেত্র বাম কর,
কম্বু কণ্ঠে বনমাল মনোহর রে।
ধাতু রাগ, বৈচিত্র কলেবর,
চরণে চরণোপরি শোভারে॥
গোধুলিধূসর বিশাল বক্ষস্থল,
রঙ্গভূমি জিনি বিশাল নটবররে।
গোছান্দন রজ্জু বিনিহিত কন্ধর,
রূপে ভুবন-মন লোভারে॥
ব্রহ্মা পুরন্দর দিনমণি শঙ্কর,
যো চরণাম্বুজ সেবে নিরন্তর রে॥
সো হরি কৌতুকে ব্রজ বালক সাথে,
গোপ-নাগরি অভিলাসা রে।
অভিনব সংকবি দাস জগন্নাথ
জননি জঠর ভয় নাশা রে॥

কড়খা ধানশ্রী—মধ্যম ছুটা।

(আরে কিবা) যমুনাক তীর, তরুতল সুশীতল,
আসিয়া মিলল দোন ভাই।
সভে বলে ভাল ভাল, কি খেলা খেলিবে বল,
আজ খেলিব এই ঠাঁই॥

১। কটীদেশের নিম্ন ভাগে বেষ্টিত পীত বসন।

(তুক)

আড়াধামালি তাল।

আজ আমরা রাম কানাই সঙ্গে খেলাব রে।
খেলাব রে খেলাব রে, খেলাব রে ॥
গাই গাওয়াব, নাচি নাচায়ব, ধেনু রাখা বড় সুখ।
মুরলিরন্ধ্রেতে পঞ্চম শুনব, হেরব রাম কানাইমুখ ॥

কড়খা ধানশ্রী—মধ্যম ছুটা।

(কারু) কোচড়েতে ভেটা কড়ি, রাম চাকি ডাঁড়াগুলি,
কেহু কেহু পাঁচনি ফিরায়।
রাম কানাই কুতুহলে, দুইদিগে দুইদলে,
শিশুগণ করে ধাওয়াধাই ॥
কোকিলার স্বরে, কুহু কুহু শব্দ করে,
কেহ ডাকে ভ্রমরার স্বরে।
কেহ হয় শিখিপাখি, দুই কর ভূমেতে রাখি,
পদ তোলে মস্তক উপরে ॥
কেহ বৃক্ষ ডালে চড়ি, ঝাঁপ দিয়ে ভূমে পড়ি,
কেহ কারে খেদাড়িয়া যায়।
কেহ যায় দুরাদুরি, কেহ তরু লক্ষ করি,
কেহ ডাকে দাদারে বলাই ॥

কেহ পলায় উভ রড়ে, দেখ না মারিছে মোরে,
বলি আইসে বলরামের পাশে।
গেঁড়ুয়া লইয়া করে, উলটি তাহারে মারে,—
বলরাম মন্দ মন্দ হাসে ॥
কৌতুকে ঠেলা ঠেলি, নিজ অঙ্গ হেলাহেলি,
কেহ কেহ লাটুয়া ঘুরায়।
সব শিশু থরে থরে, গেঁড়ুয়া লইয়া করে,
লোফে গেঁড়ু মত্ত বলাই ॥
সাতলি ভাঙ্গিল বলি,[১] ডাকে মহা মত্ত বলী,
চৌদিগে পড়ে ধাওয়া ধাই।
এক শিশু কহে শুন সাতলি পাত্যাছি পুন
মার:যদি কানাইর দোহাই ॥
রাম কানু সখা মেলি, করয়ে বিনোদ কেলি,
কালিন্দি পুলিন তরুতলে।
এ জগমোহন ভণে, রাখালগণের সনে,
আনন্দে বিবিধ খেলা খেলে ॥

১। যে 'কোট বা গণ্ডী' দিয়া খেলা হয়, তাহা অতিক্রম করিলেই তাহাকে 'সাতলি ভাঙ্গা' বলে। সাতলি ভাঙ্গিলে খেলায় ... হইল।

ধানশ্রী—ছুটা তাল।

(তুক)

এক শিশু কহে শুন, সাতুলি পেতেছি পুন,
মার যদি (ভাই) কানাইর দোহাই[১] ॥

(তুক)

খাম্বাজ মিশ্র মূলতান—পোটতাল।

আজ ত মাঠে খেলা হোল্য নারে।
আজ মাঠে মাতিল বলাই খেলা হোল্য নারে ॥
সভাই থাকুক আগে সামালো কানাই
খেলা হোল্য নারে ॥ ধ্রু ॥
অরুণ কমল আঁখি করে ঢুলু ঢুলু।
রোহিণি-রচিত্ত বেশ হইল আলু থালু ॥
জিনিলু জিনিলু বলি মালসাট মারে।
ধরণি টলমল করে চরণের ভরে ॥
মধুপানে টলমল গরজে গভীর।
ভূমিতে পড়িয়া বলে বসুমতী স্থির ॥
আজ খেলা হোলো নারে ॥

১। এই ক লটি পূর্ব্বের পদেও আছে।

গৌড় সারঙ্গ—তেওট।

আরেও রাম কানাই কালিন্দির তীরে।
শ্বেতশ্যাম দোন ভাই, চান্দে মেঘে এক ঠাঁই,
শিশুগণ তারা যেন ফিরে॥
কেহ জল পানে ধায়, অঞ্জলী পূরিয়া খায়,
কেহ দেখে নিজ অঙ্গ-ছায়া।
যমুনা আনন্দ মন, তরঙ্গ উঠিছে ঘন,
দেখি ব্রজ বালকের মায়া॥
তুলিল কানাইয়ের বানা,[১] ঠাঁই ঠাঁই রাখালের থানা,
সুবলের থানা সভার আগে।
মাঝে রাজা শ্যাম-ধাম, দক্ষিণে শ্রীবলরাম,[২]
রাখাল বেড়িল লাখে লাখে॥
কেহ হাতি ঘোড়া হয়, রাখালে রাখালে বয়
কেহ নাচে কেহ গায় গীত।
কেহ বায় শিঙ্গা বেণু, বনে রাজা হইল কানু,
বলাই হইল তার মীত[৩]॥

১। নিশান

২। তার বামে বলরাম—পাঠান্তর।

৩। মিত্র (রাজার যেমন পাত্রমিত্র থাকে।)

কেহ বলে সাজ সাজ, রুষিল রাখাল রাজ,[১]
অসুরে উপরে দেহ হানা।
বংশি বদনে কয়, দধি দুগ্ধ কাড়ি খায়,
কংসের যোগান দিতে মানা॥

খাম্বাজ মিশ্র সারঙ্গ—ধামালি তাল।

খেলে রাম রাম রাম রাম কানাইরে।
যমুনার তীরে খেলে রাম রাম রাম রাম কানাইরে।
আরে মোর রাম কানাই।
যমুনা তরুর ছায় খেলে দোন ভাই॥ ধ্রু॥
সভাই:সমান খেলু বাটিয়া লইল।
হারিলে চড়িব কান্ধে এই পণ কৈল॥
যেজন হারিবে ভাই কান্ধে করি লবে।
বংশীবটের তলে রাখিয়া আসিবে॥
দুই দিগে দুই ভাই আসি দাঁড়াইলা।
যার যেই খেলু সবে বাঁটিয়া লইলা॥
শ্রীদাম সুদাম আদি কানাইদিগে হইল।
সুবল বলাইদিগে নাচিতে লাগিল॥

১। বসিল রাখালরাজ—পদকল্পতরুর পাঠ।

শ্রীদাম কহে আমরা কানাই দিগে হব।
কানাই হারিলে আমরা কান্ধে না চড়িব ॥
এমতে বাঁটিয়া খেলু খেলা আরম্ভিলা।
সঘনে গম্ভীর নাদে খেলিয়া চলিলা ॥
ঘনরাম দাসে কয় দেখিয়া বলাই।
আপনি সাতুলি ভাঙ্গি হারিল কানাই ॥

সারঙ্গ মিশ্র ভাটিয়ারী—আড়াধামালি।

(তুক)

সাতুলি ভাঙ্গিল বলি, ডাকে মহামত্ত বলী,
ভেইয়া কানাই ভয়েতে পলায় ॥ ধ্রু ॥
(শ্রীদাম বলে) মারিস নারে দাদারে বলাই।
কানড়া কুসুম জিনি, ননি ছেঁচা তনুখানি,
আসিবার কালে সোঁপিয়াছে মায় ॥

সারঙ্গ মিশ্র ভাটিয়ারী—ধামালি।

(বলরাম বলে) আজি খেলায় হারিল কানাই।
(কৃষ্ণচন্দ্র) সুবল করিয়া কান্ধে, বসন আঁটিয়া বান্ধে,
বংশী বটের তলে যায় ॥

(অমনি) শ্রীদাম বলাই লইয়া, চলিতে না পারে ধাইয়া,
শ্রমজলে ধারা পড়ে অঙ্গে।
(শ্রীদাম বলে) এবার খেলিব যবে, হইব বলাই দিগ,
আর না খেলিব কানাই সঙ্গে ॥
কানাই না জিতে কভু, জিনিলে হারয়ে তবু
হারিলে জিতয়ে বলরাম।
খেলিয়ে বলাই সঙ্গে, চড়িব কানাই কান্ধে
নহে কান্ধে নিব ঘনশ্যাম ॥
মত্ত বলাইচান্দে, কে করিতে পারে কান্ধে,
খেলিতে যাইতে লাগে ভয়।
গেঁড়ুয়া লইয়া করে, হারিলে সভারে মারে,
ঘনরাম দাসে দেখি কয় ॥

কড়খা ধানশ্রী—মধ্যম ছুটা তাল।

বলরামের পবিত্র কমল পত্র, রাতুল বিশাল নেত্র
ঢুলু ঢুলু মধু-মদালসে।
বদন শারদচন্দ্র, দশন কুমুদকুন্দ,
সদানন্দ মন্দ মন্দ হাসে ॥

বলাই বিহরে গোঠমাঝে।

আবেশেতে যায় চলি, কাহ্নাইয়া কাহ্নাইয়া বলি

যুগল বিশাল শিঙ্গা বাজে॥

গো-রজ চন্দন সঙ্গে, মণ্ডিত হইয়াছে অঙ্গে,

করে দুগ্ধ ভাণ্ড ছান্দন ডোরি।

দোহন করিয়া ধেনু, ডাকে ভাই আয় কানু,

মলিন হইয়াছে মুখ তোরি॥

কানাই পসারে মুখ, পিরিতে ভরল বুক,

ঢালি দিল বদন-কমলে।

কাহ্নাই গোরস পান, এ দাস বল্লভি গান,

বলাই চান্দের কৃপাবলে॥

সুহই – সমতাল।

ভাগ্যবতী শ্রী যমুনা মাই।

যার একুলে ওকুলে ধাওয়া ধাই॥

শ্বেত শ্যামল দুটি ভাইয়া।

জলে দেখে নিজ অঙ্গ ছায়া॥

দূরবনে গেল সব গাই।
ধেনু ডাকে বেণু বাজাই ॥
হোই হোই শবদে সবে ভাষ।
নিরখই গোবিন্দ দাস[১] ॥

সারঙ্গ—বৃহৎ জপতাল।

হোর দেখ ভাই রাম গুণধাম করু খেলা।
তপন-তনয়া-নীরে নিরখি নিজ ছায়ারে,
তাসঞে হাসি করত কত লীলা ॥ ধ্রু ॥
রজত গিরি গর্ব্ব, করি খর্ব্ব তহি বৈভব
শারদশশী দমনি মুখ শোভা।
চূড়ে অবতংস শিখি পুচ্ছ নবমল্লিকা
গন্ধে অলিবৃন্দ মন লোভা॥

১। পদকল্পতরুতে ভণিতার কলির পূর্ব্বের কলিটি নাই ভণিতার কলির স্থলে নিম্নলিখিত কলিটি আছে—
যমুনার জলে কিবা শোভা।
এ যদুনন্দন মন-লোভা ॥

দশনে দাপি অধরে খর নয়ন শরে তাড়ই
বাহুমূলে তাল ধরি গাজে।
দম্ফ করি লম্ফ দেই ঝম্প মহি মণ্ডলে
নীল ধটি আঁটি সমরে সাজে॥
আপন সমরূপ সম ঠাম সম ভঙ্গিয়া
নিরখি রূপ তাহারে পুন পুছে।
কে-কেরে কেরে তুতু-তুই তুই প-প-পরিচয় দে-দেনারে
আর কি বলদেবা ব্রজে আছে।
ওরে দাম শ্রীদাম বসু- দাম ভ-ভ-ভাইয়ারে,
দে দেখ আসি য য-যমুনাক নীরে।
দ্বিতীয় বল দেবা আসি মোহে পরবঞ্চই
শশি শেখর নিকটে নাহি দূরে॥

ভাটিয়ারি—মধ্যম ধামালিতাল।

আজ বনে আনন্দ বাধাই।
পাতিয়া বিনোদ খেলা, সবাই হইল ভোলা
দূরবনে গেল সব গাই॥

ধেনু না দেখিয়া বনে স্তকিত রাখালগণে,
শ্রীদাম সুদাম আদি সবে।
কানাই বলিছে ভাই খেলাভঙ্গ যাবে নাই
আসিব গোধন বেণু-রবে॥
সব ধেনু নাম কৈয়া অধরে মুরলি লৈয়া,
ডাকিতে লাগিলা উচ্চ স্বরে।
শুনিয়া বেণুর রব ধায় ধেনু বৎস সব
পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে॥
ধেনু সব সারি সারি হাম্বা হাম্বা রব করি
আইলা সবে কৃষ্ণের নিকটে।
দুগ্ধ স্রবি পড়ে বাঁটে, প্রেমের তরঙ্গ উঠে,
স্নেহে গাভী শ্যাম অঙ্গ চাটে।
দেখি সব সখাগণ, আবা আবা ঘনে ঘন,
কানুরে করিল আলিঙ্গন।
প্রেম দাস কহে বাণী, কানাইয়ের মুরলি শুনি,
পশু পাখী হইল চেতন॥

সারঙ্গ—জপতাল।

সবহু মিলিত যমুনা তীর,
অঞ্জলী পূরি পিয়ত নীর,
বৈঠল তহি তরুর ছায়,
বীচে নন্দনন্দনা।
নবীন নীরদ বরণ জ্যোতি,
নাসায়ে ললকে ঝলকে মোতি,
উরে বিলম্বিত কদম্ব মাল,
ভালে শোভিত চন্দনা॥
কুন্দ-কলিক-কলিত চূড়ে,
মন্দ পবনে বরিহা উড়ে,
কটিতটে কিয়ে পীত বসন,
বাহে শোভে কঙ্কনা।
ঈষত হযিত বদন ইন্দু,
অলপে উপজে ঘরম বিন্দু,
লোল নয়ন নলিন যুগল,
তাহে ললিত অঞ্জনা॥

নখর উজর যৈছন চন্দ,
চকোর নিকর লাগল দ্বন্দ্ব,
লুবধ হেরি চরণ ঘেরি,
সঘনে করত চুম্বনা।
অরুণ অধরে পুরত বেণু
ঘনাইয়া ঘেরত সবহুঁ ধেনু
সহজে সুন্দরী বিরহে ভোর
দূরে বরজ-অঙ্গনা॥
শুনি শুনি গোপি হরত বোল,
ভাবে অবশ চিত বিভোর,
রহি রহি রহি চমকি উঠত,
থরহি ধরই কম্পনা।
দাস পরসাদ করত আশ,
অমিয়া অধিক মধুর ভাষ,
শুনি তিরপিত শ্রবণ সুখ,
তাপ-নিকর-ভঞ্জনা॥

শ্রীরাগ – জপতাল।

নানা খেলা খেল্যা, শ্রমযুত হইয়া,
বসিলা তরুর মূলে।
মলয় পবন, বহয়ে সঘন,
শীতল যমুনাকূলে॥
ছরমে ঘরমে, আলসে বলাই,
শুইলা সুবলের কোরে।
কানাই দেখিয়া, আকুল হইয়া,
পাদ সম্বাহন করে॥
নবীন পল্লব, লইয়া শ্রীদাম,
সঘনে করয়ে বায়।
বসন ভিজাঞা যতনে আনিয়া,
মোছায় বলাইর গায়॥
শ্রম দূরে গেল, শীতল হইল,
বলরামের শ্রী-অঙ্গ।
সব সখাগণ, হরষিত মন,
শিবাই দেখয়ে রঙ্গ॥

ঝুমর

রাম কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম, কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম রাম।

গোপী-গোষ্ঠ।*

শ্রীগৌরচন্দ্র

ধানশী—সারঙ্গ তেওট।

সকল বালক মেলি, নানা রঙ্গে খেলা খেলি,
সভে মেলি যুগতি করিল।
সভে চৌদিগে হইয়ে, গৌরচাঁদকে মাঝে লইয়ে,
সুরধুনি-তীরেতে চলিল॥
কেহ আগে পাছে ধায়, কেহ নাচে কেহ গায়,
কেহ ধায় হরিবোল বলিয়া।
তা দেখি নদীয়া নারী, দাঁড়াইল সারি সারি,
অনিমিখে রহিল চাহিয়া॥

* গোপী-গোষ্ঠ নামে সাধারণতঃ যে পালা প্রচলিত আছে, তাহা অত্যন্ত আধুনিক বলিয়া মনে হয়। তাহা হইলেও, পাছে ভক্তগণের রসাস্বাদনের স্পৃহা অপূর্ণ থাকে, এই মনে করিয়া কয়েকটি পদ মাত্র এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

বিভাস—একতালা।

অট্টালিকা উপরি, বসিয়া কিশোরী,
ধেয়ায় শ্যামরূপ খানি।
শ্রীদাম সুদাম, ভাইয়া বলরাম,
করতহিঁ বেণু-ধ্বনি॥
শুনি বেণু রব, স্তব্ধমান সব,
আহিরিগণ-বালা।
শ্বাস নাহি বহে, প্রাণ নাহি দেহে,
বাড়ল বিরহ জ্বালা॥
হেনকালে তথা, আইল ললিতা,
বিশাখারে লইয়া সঙ্গে।
দেখি কমলিনী, পড়িয়া ধরণী,
ধূলি-ধূসর অঙ্গে॥
দেখিয়া ললিতা, হইয়া ব্যথিতা,
তুলিয়া করিল কোলে।
শুন বিনোদিনী নিবেদন বাণী
অবধান কর বোলে॥

শ্যাম গোঠে গেল, মোরা যাই চল,
ধরিয়া রাখাল বেশে।
শুনিয়া বচন, হরষিত মন,
কহে যদুনাথ দাসে॥

তুড়ি—জপতাল।

ললিতাগো কেমন উপায় করি।
শ্রীদাম সুদাম, আর বলরাম,
বনে গেল মোর হরি॥
প্রাণনাথ গেল, মোরা যাই চল
আন ধড়া গুঞ্জা-গাভা।
ললিতা বিশাখা, আর ইন্দুরেখা,
সাজিয়া করহ শোভা॥
ললিতা সুন্দরী, জানয়ে চাতুরী,
বলাই সাজিল ভাল।
বিশাখা সুন্দরী, রূপ মনোহারী,
সুবলের বেশ কইল॥

তুঙ্গবিদ্যা আসি, হাসি হাসি বসি,
কহে যোড় হস্ত করি।
শুন প্রাণেশ্বরী, বচন মাধুরী,
তোমারে বানাব হরি॥
এতেক বচন, শুনিয়া তখন,
কমলিনী ধনী রাই।
শেখর আসিয়া, কহেন হাসিয়া,
গুঞ্জা-গাভা কিছু নাই॥

ধানশী—জপতাল।

সখীর সহিতে, বেশের মন্দিরে,
বসিল আনন্দ চিতে।
তেজি নীল শাড়ী, পীতবাস পরি,
চুঁড়াটী বাঁধিল মাথে॥
মৃগমদে তনু তিলক রচিল,
জনু প্রভাতের ভানু।
প্রেমের আবেশে অঙ্গ ঢর ঢর
করেতে মোহন বেণু॥

মকর কুণ্ডল, শ্রুতিমূলে ভাল,
মদন মোহন মালে।
বামেতে হেলায়ে, চূড়াটী বাঁধিল,
শিখি-পিচ্ছ বনফুলে ॥
কটিতে ঘুঙ্গুর, চরণে নূপুর,
সখা সাজে জনে জনে।
করেতে পাঁচনি, দিয়া আবাধ্বনি,
সভাই যাইব বনে ॥
কেহ হব দাম, শ্রীদাম সুদাম,
সুবলাদি প্রিয় সখা।
যাব বৃন্দাবনে, নটবর সনে,
ধাইয়া করিতে দেখা ॥
কহে ইন্দুরেখি, শুন বিধুমুখি,
তোমারে সাজাব হরি।
যতুনাথ দাস, কহয়ে বচন,
এই না উপায় করি ॥

শ্রীরাগ—ডাঁশপাহিড়া।

মৃগমদ কস্তুরী দিয়া অঙ্গ কইল কালা।
গলায় গাঁথিয়া দিলা কদম্বের মালা ॥

কপালে তিলক দিল সিন্দূর মুছাইয়া।
কটিতটে পীতধড়া পরায় আঁটিয়া॥
মস্তকে বাঁধিল চূঁড়া শিখি-পুচ্ছ তায়।
তাহাতে কতেক শোভা কহনে না যায়॥
বিনোদিনী কহে যদি সাজাইলা বনমালী।
শোভা নাহি করে মোর বিনা গো মুরলী॥
ললিতা চতুরা ছিল বুদ্ধি সিরজিল।
নবীন পদ্মের নাল তুলিয়া আনিল॥
তাহার উপরে সপ্ত ছিদ্র বনাইয়া।
বাজাইল বিনোদিনী তাহে ফুঁক দিয়া॥
শ্রীদাম নামেতে সখী কহে প্রাণ কানু।
কি লইয়া বিপিনে যাবে কোথা পাবে ধেনু॥
বৃকভানু পুর হইতে ধেনু আনাইল।
হৈ হৈ রব দিয়া পাল চালাইল॥
বিনোদিনী হইল কৃষ্ণ ললিতা বলরাম॥
বিশাখা হইল সুবল চিত্রা হইল শ্রীদাম॥
রাধিকার যত সখি রাখাল হইল।
বলরামের শিঙ্গা নাহি ভাবিতে লাগিল॥
হেনকালে পূর্ণমাসি মনেতে জানিয়া।
আনিল হরের শিঙ্গা হরষিত হইয়া॥

শিঙ্গা দেখি বিনোদিনী হরষিত মন।

যদুনাথ দাস কহে করহ গমন ॥

ধানশ্রী—দশকুশী।

মুরলী ধরিয়া করে, বনমালা গলে,

তেজিল গজমতি হার।

রাখালের বেশ ধরে, তপন তনয়া তীরে,

সখী সঙ্গে করে অভিসার ॥

নীপমূলে যাইয়া বসি, বাজায় মোহন বাঁশী,

ত্রিভঙ্গ হইয়া বিধুমুখী।

শুনিয়া বাঁশীর গান, আনন্দে হরিল প্রাণ,

দাস পূর্ণানন্দ বড় সুখী॥

ধানশ্রী—একতালা।

হৈ হৈ রব দিয়া প্রবেশিল বনে।

আনন্দে বাজায় বাঁশী হরষিত মনে ॥

শুনিয়া বেণুর ধ্বনি নটবর শ্যাম।

চিত চমকিত হেরে সুবলের বয়ান ॥

একি অপরূপ ধ্বনি শুনিলাম শ্রবণে।
এমন বেণুর ধ্বনি হানিল পরাণে॥
পুলকিত তনু মোর সম্বরিতে নারি।
যে জন বাজাইল বাঁশী দাস হব তারি॥
সুবলেরে সঙ্গে করি দ্রুতগতি চলে।
দেখয়ে চাঁদের বাজার খেলে নীপমূলে॥
তটস্থ হইয়া শ্যাম দাঁড়াইয়া রয়।
জগত মোহিল রূপে পূর্ণানন্দ কয়॥

ধানশ্রী—ছোট দশকুশী।

কাতর হইয়া কহে নটবর শ্যাম।
আপনার নাম কহ, মোরে পরিচয় দেহ,
কোন জাতি কোথায় নিজ ধাম॥
আমরা থাকি এহি বনে, নিতুই চরাই ধেনুগণে,
কভু নাহি দেখি হেন রীতে।
বলাই দাদার সঙ্গে থাকি, কভু না তোমারে দেখি,
সন্দেহ লাগয়ে মোর চিতে॥

এত শুনি কহে গৌরী, শুন হে সুন্দর হরি,
আপনার দেহ পরিচয়।
প্রেম নাম ধরি আমি, বাস মোর মেদিনী,
মাতা মোর তব পূজ্য হয়॥
তব প্রিয় মাতা যে, তাঁহার গৌরব সে,
যে জন হয় মোর তাতে।
আমার যে বন্ধু জনে, তাহারে সবাই জানে,
দাস পূর্ণানন্দের সাক্ষাতে॥

বরাড়ী মধ্যম একতালা।

আর এক কহি কথা, সহোদর বন্ধু কথা,
দুই চারি জন মোর আছে।
কহি কিছু তারি কথা, পাছে হেট কর মাথা,
ননী চুরি কর যার কাছে॥
যত সব গোপ নারী, লইয়া দধির পসারি,
যমুনার দিকে যায় তারা।
পথ আগোরিয়া রও, দধি দুধ কাড়ি খাও,
একি তোমার অনুচিত ধারা॥

নারীগণে স্নান করে, বসন রাখিয়া তীরে,
চুরি করি রহ লুকাইয়া।
বাজাইয়া মোহন বাঁশী, কুলবধূ কর দাসী,
কথা কহ হাসিয়া হাসিয়া ॥
খাও খাও পরের খন্দ, এখনি করিব বন্ধ,
লইয়া যাব কংসের গোচরে।
দাস রঘুনাথে কয়, শুনিতে লাগয়ে ভয়
চমকিত হইল যদুবীরে ॥

সুহই - কাটা দশকুশী।

কহ তুমি কে বট বনের দেবতা।
রাধা-দরশন লাগি আসিয়াছি এথা ॥
শ্যাম কহে গোবর্দ্ধন ধরিলুঁ কুতূহলে !
রাই কহে সে যশোমতির পুণ্য ফলে ॥
শ্যাম কহে ব্রহ্মাদি দমন করি আমি।
রাই কহে নন্দের গোধন রাখ তুমি ॥
নিতি নিতি হরি তুমি চরাও বাছুরী।
বান্ধি লইয়া যাব তোমায় মথুরা নগরী ॥

চমকিত হইয়া শ্যাম চাহে চারি পানে।
কৃষ্ণেরে বাঁধিল রাই আপন বসনে ॥
দৃঢ়তর বন্ধনেতে কাতর হৈয়া শ্যাম।
চরণ পানে চাহি দেখে লিখা শ্যাম নাম ॥

শ্রীরাগ—জপতাল।

কাতর শ্রীহরি, দুই কর যোড়ি,
কহে শুন প্রাণেশ্বরী।
তোহার মহিমা, বেদে নাহি সীমা,
নাহি জানে হর গৌরী ॥
রাই কহে শ্যাম, মোর নিবেদন,
তোমা না দেখিলে মরি।
ঘর তেয়াগিয়া, আসিলাম দেখিয়া,
নটবর বেশ ধরি ॥
সঙ্গের সঙ্গিয়া, মিলল আসিয়া,
রাধিকা কানুর পাশে।
প্রেমের পাথারে, আনন্দে মগন,
কহে পূর্ণানন্দ দাসে ॥

মায়ূর—দশকুশী।

শিশু সব ফিরে অন্বেষিয়া।
কানাই কানাই বলি, ডাকে দুই বাহু তুলি,
কোথা গেলি কানু ওরে ভাইয়া ॥ ধ্রু ॥
কংসচর অবিরত, আইসে যায় কত শত,
না জানি পড়িবে কোন দায়।
কি বলিয়া ঘরে যাব, নন্দ আগে কি বলিব,
কি বলিব যশোমতি মায় ॥
কি কাজ করিলি বিধি, কোথা নিলি গুণনিধি,
বজর পড়িল মোর মাথে।
যমুনাতে দিব ঝাঁপ, ঘুচাব হৃদয়ের তাপ,
প্রাণত্যাগ করিব নিশ্চিতে ॥
রাখাল আকুল হইয়া, পড়ে অঙ্গ আছাড়িয়া,
সুবল আইল হেন কালে।
উঠ ভাই তেজ দুখ, কি লাগিয়া এত শোক,
দাস পূর্ণানন্দে ইহা বলে ॥

খাম্বাজ মিশ্র ধানশী—ডাঁশপাহিড়া।

সুবলের কথা শুনি পুছে বলরাম।
কহরে সুবল কোথা নবঘন শ্যাম॥
না দেখিয়া মুখশশী ফাটে মোর হিয়া।
রাখহ আমার প্রাণ কানু দেখাইয়া॥
এতেক শুনিয়া সুবল কহে বলরামে।
ধেনু ফিরাইতে গেলাম কানাইর সনে॥
হেন কালে আইল কংসের একচর।
সঙ্গে সখাগণ তার রূপ মনোহর॥
আসিয়া বাঁধিল ভাই কানাইর করে।
দেখিয়া আকুল চিত পলাইলাম ডরে॥
এত শুনি ক্রোধাবেশে ধায় বলরাম।
দূরেতে পাইল দেখা নবঘন শ্যাম॥
ধাইল সকল সখা পাইল মুরারী।
দাস পূর্ণানন্দে কহে চরিত্র মুরারী॥

ঝুমর।

রামকৃষ্ণ কৃষ্ণরাম কৃষ্ণকৃষ্ণ রামরাম॥

বন ভোজন।

(যজ্ঞ-পত্নী-অন্নভোজন)

শ্রীগৌরচন্দ্র।

তুড়ি—মধ্যম একতালা।

নীলাচলে শ্রীগৌরাঙ্গ উদ্যান ভিতরে।
সখ্যরসে বিভোর গোরা সঙ্গী সহচরে॥
হরি বলি নাচে সবে সেভাবে বিভোর।
মধ্যে নিত্যানন্দ নাচে গৌরকিশোর॥
কীর্ত্তন পরিশ্রমে গোরা শ্রমযুক্ত হয়ে।
বৈঠল তরুতলে সঙ্গী সভে লয়ে॥
বন ভোজন লীলা গোরার পড়ি গেল মনে
সজল নয়ানে চাহে অভিরাম পানে॥
বুঝিয়া প্রভুর ভাব অভিরাম ধায়।
নানা উপহার আনি সমুখে যোগায়॥
নিতাই গৌর মাঝে করি সহচরগণ।
পূর্ব্ব রসে সবে করে বন্য ভোজন॥
খাইতে খাইতে যাহা বড় ভাল লাগে।
নিতাই গৌর মুখে দেয় সেই অনুরাগে॥
ভোজন সমাধি সবে কৈল আচমন।
দেখিয়া রাধামোহনের জুড়াইল নয়ন॥

শ্রীরাগ—বৃহৎ জপতাল।

শ্রীনন্দের নন্দন করি গোচারণ,
মলিন ও মুখ-শশী।
সঙ্গে জলধর, সব সহচর,
বংশীবট তলে বসি ॥
সকল রাখাল, ক্ষুধায় আকুল,
কহয়ে তেজিয়া লাজ।
হৃদয় বুঝিয়া, কি খাবে বলিয়া,
পুছয়ে রাখাল-রাজ ॥
বটু কহে ভাই, অন্ন খেতে চাই,
যদি খাওয়াইতে পার।
তবে সুখ পাই, গোধন চরাই,
কিছু না চাহিয়ে আর ॥
বটুর বচন, শুনিয়া তখন,
হাসি নবঘন শ্যাম।
এ উদ্ধব দাস, চিরদিন আশ,
পূরাহ মনের কাম ॥

সারঙ্গ মিশ্র শ্রীরাগ—একতালা।

শ্রীদাম সুদামে ডাকি কহয়ে কানাই।
যাজ্ঞিক নিকটে চাহি অন্ন আন খাই॥
কহ গিয়া যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ আগে।
রামকৃষ্ণ ক্ষুধায় তোহারে অন্ন মাগে॥
শুনিয়া শ্রীদাম গিয়া মুনি বরাবর।
রামকৃষ্ণ অন্ন চাহে কি কহ উত্তর॥
মুনি কহে কোন রামকৃষ্ণ কহ শুনি।
বলে ব্রজ-রাজ-সুত পরিচয় জানি॥
অরুণ নয়ান মুনি সক্রোধ বচন।
যজ্ঞ অগ্রভাগ চাহে গোপের নন্দন॥
দেবতারে অন্ন নাহি করি সমর্পণ।
গোপজাতি আগে মাগে ভয় নাহি মন॥
নিন্দা শুনি শ্রীদামাদি ফিরিয়া আইলা।
মুনির ভর্ৎসনা রামকৃষ্ণেরে কহিলা॥
অন্ন নাহি দেয় আর কহে কটুবাণী।
শুনিয়া উদ্ধব দাসের আকুল পরাণী॥

কড়খা ধানশ্রী—দশকুশী।

শুনিয়া শ্রীদামের কথা, অন্তরে পাইয়া ব্যথা,
কহে তুমি যাও পুনর্ব্বার।
যাঁহা যজ্ঞপত্নী রহে, কহ কৃষ্ণ অন্ন চাহে,
শুনিলে নৈরাশ নহে আর॥
শুনি আরবার ধাই, যজ্ঞপত্নী-স্থানে যাই,
কৃষ্ণ আজ্ঞা কাহলা সত্বর।
কহি তোমাদের আগে, রামকৃষ্ণ অন্ন মাগে,
ইথে মোরে কি কহ উত্তর॥
শুনি কৃষ্ণ-পরসঙ্গ, প্রেমে পরিপূর্ণ অঙ্গ,
থরে থরে থালি সাজাইয়া।
দিব্য অন্ন ভরি ভুরি, চলিলা যে সারি সারি,
কুলভয় লজ্জা তেয়াগিয়া॥
আর এক মুনির নারী, তার পতি করে ধরি,
রাখিল নির্জ্জন গৃহে তারে।
যাইবারে না পাইয়া, নিজ তনু তেয়াগিয়া,
শ্রীকৃষ্ণ ভেটিল দেহান্তরে॥

নানা অন্ন ব্যঞ্জন, লৈয়া মুনি পত্নীগণ,
যেখানে বসিয়া রামকানু।
নবঘন শ্যাম দেখি, প্রেমে ছল ছল আঁখি,
সমর্পিল অন্ন সহ তনু ॥
নিরখিয়া শ্যাম রূপ, কি কোটি কন্দর্প ভূপ,
পদতলে করয়ে নিছনি।
এ উদ্ধব দাস কয়, লখিলে লখিল নয়,
অখিল অমিয়া-রস-খনি ॥

ধানশী—দশকুশী।

কি দুর্ভাগ্য বলবন্ত, গণিয়া না পাইনু অন্ত,
জ্ঞানকর্ম্মে মুগ্ধ মুনিগণ।
যার নামে নিবেদন, অন্ন মাগে সেই জন,
তারে অন্ন না হৈল অর্পণ ॥
অন্ন ভিক্ষা নাই মনে, শিক্ষা দিতে জগজনে,
গোবিন্দ পাঠাইল শ্রীদামেরে।
জ্ঞানকাণ্ডে কর্ম্মকাণ্ডে, যে কিছু আছে ব্রহ্মাণ্ডে,
ইথে কেহ না পাবে আমারে ॥

ইহা ভাবি ভক্তগণে, বিচার করিয়া মনে,
জ্ঞানকর্ম্ম কাণ্ড পরিহরি।
মদমত্ত সম জানে, বিষভাণ্ড করি মানে,
পরিহরি বোলে হরি হরি ॥
লোচন দাস বলে তাই, জ্ঞানকর্ম্মে প্রেম নাই,
প্রেম বিনে না মিলে গোবিন্দ।
শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম-দর্পণ, জ্ঞানিকে নহে অর্পণ,
কি দেখিবে যেথা জ্ঞান অন্ধ ॥

মঙ্গল—গড়খেমটা।

নবঘন জিনি তনু, দক্ষিণ করেতে বেণু,
সুবলের কান্ধে বাম ভুজ।
চূড়া বান্ধা শিখিপুচ্ছ, বরিহা মালতী গুচ্ছ,
ভাঙু ভঙ্গি নয়ান অম্বুজ ॥
অলকা তিলক ভালে, কাণে মকর কুণ্ডলে,
পক্ক বিম্ব জিনিয়া অধর।
দশন মুকুতা পাঁতি, কম্বু কণ্ঠ শোভা অতি,
মণিরাজ হিয়া পরিসর ॥

বনমালা তহিঁ লম্বে, সারি সারি অলি চুম্বে,
ক্ষীণ কটি সুপীত বসন।
নাভি সরোবর পাশে, ত্রিবলি লতিকা ভাসে,
নিমগন রমণীর মন ॥
রামরম্ভা উরু ছাঁদে, কত বিধু নখ-চাঁদে,
অরুণ কমল পদতলে।
দাড়াঞা কদম্ব তলে, বঙ্কিম লগুড় হেলে,
রঙ্গ ভঙ্গী নয়ান চঞ্চলে ॥
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম রঙ্গে, বেশ নটবর অঙ্গে,
হাসিয়া মধুর মৃদু বোলে।
এ দাস উদ্ধব ভণে, ভুলিল রমণীগণে,
রূপ দেখি নিমিখ না চলে ॥

জয় জয়ন্তী মল্লার—মধ্যম ঠুঠুকী।

যজ্ঞপত্নী অন্ন দিয়া, নয়ন ইঙ্গিত পাঞা,
নিজ গৃহে করিলা গমনে।
অন্ন পাইয়া বনমাঝে, আনন্দে রাখাল-রাজে,
সখা সহ বসিলা ভোজনে ॥

অগ্রজ শ্রীবলরাম, কৃষ্ণ করি নিজ বাম,
চৌদিকে বেড়িয়া সব সখা।
আনিয়া পলাশ পাত, বাঢ়িলা ব্যঞ্জন ভাত,
কি আনন্দ নাহি তার লেখা॥
খাইতে খাইতে সুখে, কেহ দেই কারু মুখে,
বন্যভোজন রস কেলি।
খাইতে খাইতে আগে, ব্যঞ্জন যে ভাল লাগে,
প্রশংসি প্রশংসি ভাল বলি॥
কক্ষতালি দিয়া দিয়া, ভুঞ্জয়ে আনন্দ হিয়া,
সুখের সাগর মাঝে ভাসে।
ভোজন হইল সায়, আচমন কৈল তায়,
গুণ গায় এ উদ্ধব দাসে॥

তথা রাগ।

ভোজন সমাপি, সবহুঁ ব্রজ বালক,
বৈঠল নীপক ছায়।
কালিন্দি নীর সমীর বহই মৃদু,
শীতল করু সব গায়॥

সুন্দর শ্যাম শরীর।
শ্রীদামক কোরে, অলসে তহিঁ শূতল
সুবল কোরে বলরাম ॥ ধ্রু ॥
নব নব পল্লব, লেই সখাগণ,
বীজই দুহুঁজন অঙ্গে।
কোকিল ভ্রমর, কানু মুখ হেরি হেরি,
গায়ই শবদ তরঙ্গে ॥
অলস তেজি, বৈঠল নন্দ নন্দন,
দুরহিঁ গেও সব ধেনু।
হেরইতে যতনে, একযোগ কারণে,[১]
বাওই মোহন বেণু ॥

ঝুমর।

রাম কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম রাম ॥

১। একত্র করিবার জন্য।

পুনশ্চ গোষ্ঠ-বিহার।

শ্রীগৌরচন্দ্র।

সারঙ্গ—তেওট

লাখ বাণ হেম, বরণ গৌর জুতি,[১]
মুখবর শারদ চান্দ।
অখিল ভুবন-মন- মোহন মনমথ-
মনমথ-রাজকি ছান্দ[২] ॥
দেখ দেখ গৌরচন্দ্র নব কাম।
আনন্দসার, মিলিত নবদ্বীপে,
প্রকট ভাব অবিরাম ॥ ধ্রু ॥
সঙ্গব সুসময়,[৩] হেরি ক্ষেণে বোলত,
হোয়ব গোঠ বিহার।
পুন তব বোলে, সফল জীবন তছু,
যো ইহ রূপ নেহার ॥

১। জ্যোতিঃ, বা দ্যুতি।

২। সাক্ষাৎ মন্মথেরও মন্মথের যিনি রাজা তাঁহার ন্যায় অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের ন্যায়।

৩। গোষ্ঠ-গমনের উপযুক্ত সময়

ব্রজপতি-নন্দন, চাঁদ চলত বন,
সৌধ উপরে চল যাই।
রাধা মোহন, ইহ রস মাগয়ে,
সোই চরণ জানু পাই॥

সুরট সারঙ্গ—তেওট।

সখাগণ সঙ্গে, রঙ্গে ব্রজ নন্দন,
ধেনু চরায়ত কালিন্দী তীরে।
সমবয় বেশ, কেশ পরি চন্দ্রক,
গজবর গমনে চলই ধীরে ধীরে॥
দাম সুদাম, মহাবল কোকিল,
সবহুঁ সখাসঞে বহুবিধ খেল।
করচরণে মহি, ধরই ধবলি সম,
কোই বৎস কোই বৃষ সম ভেল॥
কোই কোকিল সম, গরজই কুহু কুহু
কোই ময়ূর সম নৃত্য রসাল।
ঐছন ক্রীড়নে, নিমগন সবজন,
দূর কানন মহা চলু সব পাল॥

যমুনা তরঙ্গ- রঙ্গ হেরি কোই কোই,
জলমাহা পৈঠি করয়ে জল-খেলা।
ঐছে আনন্দে, বিহরে ব্রজ বালক,
দাস অনন্ত চীত হরি নেলা॥

খাম্বাজ মিশ্র সারঙ্গ নন্দন তাল।

ভালি রে গোপাল চূড়ামণি।
বংশিবটের মাঠে গোঠের সাজনি॥
বাঁধিয়া মোহন চূড়া গুঞ্জার আঁটনি।
বরিহাবকুল মালে ঈষত টালনি॥
গলায় ফুলের দাম গো-ধূলি সব গায়।
নাচিয়া যাইতে সে মঞ্জীর বাজে পায়॥
মণিময় আভরণ শ্যাম কলেবর।
তড়িতে জড়িত যেন নব জলধর॥
সভার সমান বেশ নাটুয়া-কাঁচনি[১]।
সঘনে পবন বেগে ফিরায় পাঁচনি॥
ব্রজ-বালকের সঙ্গে রঙ্গে চলি যায়।
নব চন্দ্র দাস পায়ে পড়িয়া লোটায়॥

১। নর্ত্তকের সাজ

জয়জয়ন্তী মিশ্র বেলোয়ার—মধ্যম একতালা।

গোঠে গোচর[১] গূঢ়[২] গোপাল।
গায়ত গমকে, গণ্ডকিরি গুর্জ্জরি,
গৌরী গোল[৩] গান্ধার ॥ ধ্রু ॥
গোপী গোপ, গবিগণ গোপক,[৪]
গোকুল গাম বিহারি।
গুঞ্জাগৈরিক, গোরস গরভিত,
গোরচনা-রুচিধারি ॥
গহন গুহাগত, গোচারণ রত,
গোদোহন-গতিকারি।
গো-গিরিধারি,[৫] গূঢ় গরবাইত,
গুরু গৌরব পরচারি ॥
গজগতি গামি, গানগুণ গুম্ফিত,
গগনে চরয়ে সুরবৃন্দ।
গোরস গাহি,[৬] গিরীশ্বর নন্দন,
গায়ত দাস গোবিন্দ ॥

১। প্রকাশিত, প্রত্যক্ষ ; ২। দুর্জ্ঞেয় ; ৩। গোল বা গোড় রাগিনী ৪। রক্ষক ; ৫। পৃথিবী এবং পর্ব্বত-ধারণ-কারী ; ৬। বাক্যামৃতে অবগাহন করিয়া ?

খাম্বাজ মিশ্র শ্রীরাগ – ডাঁসপাহিড়া।

পীত ধটী হেম কাঁঠি ছান্দন ডুরি মাথে।
গাবি-দোহন-ভাণ্ড শোভে বাম হাতে ॥
শিঙ্গাবেণু মুরলি দক্ষিণ কক্ষ মূলে।
ধবলি বলিয়া ধায় কালিন্দীর কূলে ॥
লম্বিত গুঞ্জার মালা গোরোচনা ভালে।
গোধূলি ধুসর অঙ্গ কানে ফুল-ডালে ॥
ছান্দনের ডুরি আর রাঙ্গা লড়ি হাতে।
নবচন্দ্র দাস রহে চাহি এক ভিতে ॥

খাম্বাজ মিশ্র শ্রীললিত—নন্দন তাল।

শ্রুতি-পাশবিলাস, মণি মকরাকৃত,
(কিবা) কুণ্ডল-মণ্ডিত গণ্ড দোলে।
নট বেশ সুকেশ, চূড়াশিখি সাজনি,
মালতীমাল প্রসন্ন দোলে ॥

ধেনু চরায়ত, বেণু বাজায়ত,
কালিন্দী-তীর-পুলীন বনে।
প্রিয় দাম শ্রীদাম, সুদাম মহাবল,
সব গোপ গোয়াল স্বগণে॥
অতি মন্দ সুগন্ধ, বহে মলয়ানিল,
উড়ত চূড়ে ময়ুর শিখণ্ড।
ডাকে ধবলি শ্যামলি, পিয়লি বলিয়ে,
মণিমণ্ডিত করে পাঁচনি দণ্ড॥
(আরে) ঘনশ্যাম শরীর, কলা-রস-ধীর
যমুনাক তীর বিহার বনী।
(কানাই) লুফিছে পাঁচনি, বাজিছে কিঙ্কিনী,
নূপুর রুণু ঝুণু মধুর ধ্বনী॥
(ঐ) বেণুপূরে, মৃগ পক্ষি ঝুরে
পুলকে তরুগণ পঞ্চফুলে।
শিখিপুচ্ছ শিরে নব মেঘরুচিং।
মণি কাঞ্চনে ভূষিত বেণু করং॥
সিতচন্দনে চর্চ্চিত নীল তনুং।
বনমাল্য গলে বরপীতপটং॥

শ্রীকানড়া—চন্দ্রশেখর তাল।

শ্রুতি অবতংস, অংস পরিলম্বিত,[1]
মুরলী অধর সুরঙ্গ।
চরণে লম্বিত, পিতধড়া অঞ্চল[2]
গোধুলি ধুসর শ্যাম অঙ্গ॥
ধেনু চরাওত, বেণু বাজাওত,
কাহ্নাই কালিন্দি তীরে।
ধবলি সাঙলি বলি, দীগ নেহারই[3]
গরজই মন্দ গভীরে॥
করধৃত লগুড়, ভূমে আরোপিত,
কটী অবলম্বনকারী।
বাম চরণ পর, দক্ষিণ চরণ খানি,
অঙ্গ ভঙ্গি কত জগমনহারী॥

১। কর্ণের আভরণ স্কন্ধ পর্য্যন্ত নামিয়াছে। অর্থাৎ কানের মণিকুণ্ডল স্কন্ধদেশ স্পর্শ করিয়া দুলিতেছে।

২। 'চরণে লম্বিত পিত ধটিকর অঞ্চল' এবং
'চরণে লম্বিত পিত ধরি কর অঞ্চল'—পাঠান্তর।

৩। বাঁশীতে ধবলী শ্যামলী বলিয়া মন্দ মন্দ গম্ভীর ধ্বনিতে ডাকিতেছেন এবং দূরগত গাভীগণের উদ্দেশে চতুর্দ্দিক চাহিয়া দেখিতেছেন।

ব্রজ বালক সঙ্গে, রঙ্গে কত ধাওত,
মত্ত সিংহ গতি গমনে।
চাঁদ মুখের ঘাম, বাম করে বারই,
রহই লগুড় হিলানে॥
উচ্চ পুচ্ছ করি, ধেনুগণ ধাওত,
চাহত ঝর ঝর দীঠে।
অনন্ত দাস কহ, কানুমুখ হেরি হেরি,
পুচ্ছ নাচাওত পীঠে॥

জয়জয়ন্তী মল্লার—দুঠুকী।

সব সহচরসনে বেণু বাজাওয়ে।
প্রেমহি কোই কানুগুণ গাওয়ে॥
কোই কোই নিরখয়ে কানুক মুখ।
খেলই কোই ততহুঁ মন সুখ॥
কোই চক্রাবত লগুড় ফিরায়।
কাহুক কান্ধে কোই চড়ি যায়॥
ঐছে সখাসঞে খেলয়ে কান।
মোহন রাম কানু গুণ গান॥

স্থরট জয়জয়ন্তী—ডাঁসপাহিড়া।

সকল রাখাল মেলি খেলা আরম্ভিল।
রাম কানাই দুই ভাই দুই দিগে দাঁড়াইল॥
শ্রীদামে কানাইয়ে খেলা বলাইয়ে স্থবলে।
এই মত আর সব শিশুগণে খেলে॥
কানাই হারিয়া কান্ধে করয়ে শ্রীদাম।
স্থবল হারিয়া কান্ধে করে বলরাম॥
বংশি-বটের তলে রাখিবারে যায়।
হেরি সব শিশুগণে শিঙ্গা বেণু বায়॥
শ্রীদাম কানাইর কান্ধে হইতে নামিল।
আবা আবা রব দিয়ে নাচিতে লাগিল॥
এ দাস মাধবে কহে অপরূপ নহে।
প্রেমের অধীন কানাই সাধু লোকে কহে[১]॥

১। পদকর্ত্তা বলিতেছেন যে, ইহা আর অপূর্ব্ব বা আশ্চর্য্যের বিষয় কি? সাধু ভক্তগণ কহিয়াছেন যে কৃষ্ণ প্রেমের বশ। স্থতরাং তিনি যে প্রেমের খেলায় সখাকে কাঁধে করিবেন, ইহা আর বিচিত্র কি?

রাখাল রাজা।

সারঙ্গ—দুঠুকী।

রাখালে রাখালে মেলা, খেলিতে বিনোদ খেলা,
অতিশয় শ্রম সভাকার।
ননীর পুতলি শ্যাম, রবির কিরণে ঘাম,
স্রবে যেন মুকুতার হার॥
শ্রীদাম আসিয়া বোলে, বৈসহ তরুর তলে,
কানাই হইবে মাঠে রাজা।
যমুনা পুলিনে ভাই, কংসের দোহাই নাই,
কেহ পাত্র মিত্র কেহ প্রজা॥
বনফুল আন যত, সপত্র কদম্ব শত,
অশোক পল্লব আম্র শাখা।
শুনি শ্রীদামের কথা, সকল আনিল তথা
নবগুঞ্জা শিখীপুচ্ছ-পাখা॥
গাঁথিয়া ফুলের মালে, কদম্ব তরুর তলে,
রাজপাট করি নিরমাণ।
এ উদ্ধব দাসে ভনে, কক্ষ তালি ঘনে ঘনে,
আবা আবা বাজায় বয়ান॥

ধানশী—লোফা।

বিবিধ কুসুম দিয়া, সিংহাসন নিরমিয়া,
কানাই বসিলা রাজাসনে।
রচিয়া ফুলের দাম, ছত্র ধরে বলরাম,
গদ গদ নেহারে বদনে॥
অশোক পল্লব করে, সুবল চামর করে,
সুদামের করে শিখীপুচ্ছ।
ভদ্রসেন গাঁথি মালে, পরায় কানাইর গলে,
শিরে দেয় গুঞ্জাফল-গুচ্ছ॥
স্তোক কৃষ্ণ পুতি বানা, ঠাঞি ঠাঞি বসাইল থানা,[১]
আজ্ঞা বিনে আসিতে না পায়।
শ্রীদাম আদি দূত হইয়া, কানাইর দোহাই দিয়া,
চারি পাশে ঘুরিয়া বেড়ায়॥
কর যুগ যুড়ি তথি, অংশুমান করে স্তুতি,
রাজ-আজ্ঞা বচন চালায়।
বটু করে বেদ-ধ্বনি, পড়ে আশীর্ব্বাদ-বাণী,
দাম বসুদাম নাচে গায়॥

১। নিশান পুঁতিয়া স্থানে স্থানে আড্ডা পাতিল।

অতি মনোহর ঠাট, নিরখিয়া রাজপাট,
কতেক হইল রস-কেলি।
এ উদ্ধব দাসে কয়, সখ্য দাস্য রসময়,
সেবয়ে সকল সখা মেলি ॥

পঠমঞ্জরী—ছোট ডাঁসপাহিড়া

মোহন যমুনা-মাঠে অশোকের বন।
নবীন পল্লব সব অতি সুশোভন ॥
তার মধ্যে দুই ভাই কৃষ্ণ বলরাম।
সখাসঙ্গে বিহরয়ে অতি অনুপাম ॥
নবীন জলদ শ্যাম তনু মনোহর।
ধাতু-রাগ-নব গুঞ্জা[১] শৃঙ্গ বেণু ধর ॥
কদম্ব মঞ্জরী কানে শিখিচন্দ্র চূড়ে।
পীতবাস পরিধান বনমালা উরে ॥
শ্রীদামের অংসে বাম হস্ত-পদ্ম দিয়া
দক্ষিণ হস্তেত এক পদ্ম ঘুরাইয়া ॥

১। হিঙ্গুলের রাগ অর্থাৎ বর্ণ বিশিষ্ট গুঞ্জা ফলের মালা।

দাঁড়াইয়া তরু তলে সঙ্গে বলরাম।
নব মেঘে চান্দে কিয়ে ভেল এক ঠাম॥
আহীর বালক সব বেড়ি চারি পাশ।
মনের হরিষে দেখে নবচন্দ্র দাস॥

সুহিনী—ছোট একতালা।

মরকত রজত মিশাল।
শ্যাম রাম রূপ ভাল॥
অংসহি ভুজ অবলম্বি।
দুহুঁ দুহুঁ ললিত ত্রিভঙ্গি॥
হেলন কেলি কদম্ব।
বনি বনমাল বিলম্ব॥
দুহুঁ মুখ চাঁদ উজোর।
শ্যামদাস চিত ভোর॥

ভাটিয়ারী—ধামালি।

চলিলা রাখালগণ, যথা গিরি গোবর্দ্ধন,
ধেনুগণ ধায় আগে আগে।
ঘন বায় শিঙ্গাবেণু, গগনে গোখুর রেণু,
চরণে শরণ মহী মাগে॥

যমুনার তীরে তীরে, গো-গণ আনন্দ করে,
পাছে পাছে ধায় রাম কানু।
শ্রীদাম সুদাম দাম, ধাইছে ডাহিন বাম,
উভকরি মুখে দিয়ে বেণু॥

কড়খা ধানশী—ছুটাতাল।

(বলরামের)

গলিত রজত গিরি, জিনি তনু সুন্দর,
জানু লম্বিত বনমাল।
নীল বসন বনি,[১] অপরুপ শোভনি,
মরকতে হীর[২] মিশাল॥
ধাওত ধবলি পাছে বলরাম।
চঞ্চল নয়ন, ঢুলয়ে জনু পঙ্কজ,
হেরি মুগধ ভেল কাম॥ ধ্রু॥

১। সুন্দর।

২। বলরামের রজত-শুভ্র দেহে নীলাম্বর যেন মরকত ও হীরকের মিলনের ন্যায় দেখাইতেছে।

উভ করে ধবলি, শাঙলি বলি ডাকই,
কোমল বৎস লেই কান্ধে।
সঘনে খসয়ে শিখি- পিঞ্ছ মনোহর.
ছান্দন ডুরি দেই বান্ধে ॥
বয়ান চান্দ, অধরজনু বান্ধুলি
তাহে মধুর মৃদু হাস।
বরিষয়ে অমিয়া, শ্রবণে ভরি পীবই,
সহচর সুন্দর দাস ॥

শ্রীরাগ—জপতাল।

খেলা সমাধিয়া, শ্রমযুত হৈয়া,
সখাগণ লইয়া সঙ্গে।
ভোজন সম্ভার, ছিল ভারে ভার,
ভোজনে বসিলা রঙ্গে ॥
যমুনা পুলিনে, বেঢ়ি সখাগণে,
মাঝে করি বৈঠে কানু।
পাড়ি বনপাত, তাহে নিল ভাত,
জল ভরি শিঙ্গা বেণু ॥

সব সখা মেলি, করিয়া মণ্ডলী,
ভোজন করয়ে সুখে।
ভাল ভাল কৈয়া, মুখে হৈতে লইয়া,
সবে দেয় কানাই-মুখে ॥
সবে কহে ভাই, আমার কানাই,
মোরে বড় ভালবাসে।
আমার সম্মুখে, বসি খায় সুখে,
সদা রহে মোর পাশে ॥
এই করি মনে, করয়ে ভোজনে,
আনন্দ সাগরে ভাসে।
বিশ্বম্ভর দাস, মনে করি আশ,
রহে সুবলের পাশে ॥

শঙ্করাভরণ— ছোট ডাঁসপাহিড়া।

তোর এঁঠো বড় মিঠো লাগে কানাইরে।
খাইতে বড় সুখ পাই, তেঞি তোর এঁঠো খাই,
খেতে খেতে বেঁতে[১] হৈতে দিতে হোলো ভাইরে ॥

১। মুখ।

ও রাঙ্গা অধর মাঝে, না জানি কি স্থধা আছে,
আমরা তোর মুখের বালাই যাইরে।
এই উপহার লেহ, খাইয়া আমারে দেহ,
গিয়া আমি গোধন চরাইরে[১] ॥
কক্ষ তালি দিয়ে দিয়ে, ভুঞ্জয়ে আনন্দ হিয়ে,
স্থখের সাগর মাঝে ভাসে।
ভোজন হইল সায়, আচমন কৈল তায়,
গুণ গায় এ উদ্ধব দাসে ॥

১। এ দাস উদ্ধবে কিছু দিতে চাই রে—পাঠান্তর।

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড মিলন।

শ্রীগৌরচন্দ্র।

ধানশী—যোত সমতাল।

হেম সঞে অতি গোরা,[১] সুমধুর হাস থোরা,
জগজন নয়ন আনন্দ।
পীরিতি মুরতি কিয়ে, রূপ স্বরূপ ধর,[২]
ঐছন প্রতি অঙ্গ-বন্ধ[৩]॥
আজু কিয়ে নবদ্বীপ চন্দ।
কামিনী কাম- কলিত[৪] তছু মানস,
গতি অছু [৫]গজ জিনি মন্দ॥

১। সুবর্ণ অপেক্ষাও গৌর কান্তি বিশিষ্ট

২। স্বরূপ অর্থাৎ শ্রীরাধার ভাব ও রূপ যিনি আজ ধারণ করিয়াছেন।

৩। প্রত্যেক অঙ্গের বাঁধুনি এইরূপ অর্থাৎ প্রতি অঙ্গের দ্বারা তিনি যে রাধা-ভাব-কান্তি-সুবলিত তাহা প্রকাশ করিতেছেন।

৪। রমণীসুলভ অভিলাষে মন ভরপুর রহিয়াছে।

৫। ঐ প্রকার গতি অর্থাৎ রমণীর ন্যায় বাম চরণ আগে করিয়া চলিতেছেন।

মাঝ দিনহি পুন, বসনে আবৃত তনু,
কহতহি পূজব সূর[১]।
কম্প পুলক ঘাম, স্বর ভঙ্গ অনুপাম,
নয়নহি জল পরিপূর ॥
বাম ভুজহি, বসনে মুখ ঝাঁপই,
বাম নয়নে ঘন চায়।
রাধা মোহন দাস, চিতে অভিলাষই,
সোই চরণ জনু পায়॥

সারঙ্গ—ঠুঠ্কী।

সব ধেনুগণ লইয়া, গোপগণে নিযোজিয়া,[২]
সবারে করিয়া সাবধান।
দাদার নিকটে যাইয়া, বিনয় বিদায় হইয়া,
বন-শোভা দেখিবারে কান ॥
কানু কহে ওরে ভাই, খেল সবে এই ঠাঁই,
আমি আসি কানন দেখিয়া।
থাকিহ দাদার কাছে, কেহু কোথা যাও পাছে,
গিলিবেক অসুরে ধরিয়া ॥

১। সূর্য্য পূজা করিব।

২। আপন আপন কর্ম্মে বা ক্রীড়ায় রত থাকিতে বলিয়া

শিশু পশু নিযোজিয়া, সুবল মঙ্গলে লইয়া,
বাহির হইলা নটরায়।
রাইয়ের সরসীকূলে[১] আইলা কদম্বমূলে,
সময়ে[২] শেখর রস গায় ॥

সারঙ্গ—তেওট।

আনহি ছল করি, সুবল করে ধরি,
গমন করল বনমাহি[৩]।
তরু তরু হেরি, কুসুম তহিঁ তোড়ই,
যতনহি হার বনাই[৪] ॥
মাধব বৈঠল কুণ্ডক তীর।
সুন্দরী মনে করি, ভাবহি পথ হেরি,
আকুল মন নহে স্থির ॥

১। রাধাকুণ্ড তীরে

২। রাধাকুণ্ড মিলনের সময় (অর্থাৎ মধ্যাহ্ন কাল) বুঝিয়া তদুপযুক্ত ভাবে

৩। কুঞ্জবনের মধ্যে

৪। পূর্ব্বের পদটি গান করিলে এই দুইটি কলি বাদ দিয়া গান করিতে হয়।

নব নব পল্লবে, শেজ বিছায়ল,
নব কিশলয় তঁহি রাখি।
কুঙ্কুম ঘোরি,[১] চিত ভেল আকুল,
হেরইতে চির থির আঁখি ॥
তৈখনে মদনে, দ্বিগুণ তনু দগধল,
জয় জয় শ্যামরু অঙ্গ।
গোবিন্দ দাস পহুঁ, সুবল কোলে রহুঁ,
ঢর ঢর নয়ন তরঙ্গ ॥

শ্রীরাগ—মধ্যম একতালা।

রাধিকা রূপসি, লইয়া তুলসি,
কহয়ে মধুর কথা।
কাননে গমন, করহ এখন,
নাগর শেখর যথা ॥
সময় বুঝিয়া, সরস হইয়া,
মিলিবে নাগর কান।
চতুর নিকটে, কহিবা কপটে,
রাখিয়া আপন মান ॥

১। হিন্দী শব্দ 'ঘোলি'—গুলিয়া

তুলসি উলসী, মনেতে হরষি,
চলিল রাইয়ের বোলে।
কর্পূর তাম্বুল, লৈয়া ফুল হার,
লইয়া সরসী-কূলে ॥
দেখিয়া তুলসী, নাগর উলসি,
যতনে বসায় কাছে।
আপন আকুলি, কহিয়া সকলি,
রাইয়ের গমন পুছে ॥
এ ধনি চতুরি, না কর চাতুরী,
আমার শপথি তোরে।
রাধার কুশল, কহিয়া সকল,
শীতল করহ মোরে ॥
সে যে বিনোদিনী, দিবস রজনী,
অন্তরে খেলয়ে মোর।
শুতিলে স্বপনে, দেখিয়ে সে জনে,
শপথি করিয়ে তোর ॥
নয়ন মেলিয়ে, যে দিগে চাহিয়ে,
তাহার মূরতি দেখি।
আকুল হৃদয়, স্থির নাহি হয়
তোমারে কহিয়ে সখি ॥

হাসিয়ে শেখর, কহয়ে মধুর,
শুনহ নাগর-রাজ।
স্থির কর মন, আসিবে এখন,
কিছুকাল কর ব্যাজ[১] ॥

শ্রীরাগ—তেওট।

নিজ গৃহে সখী সঙ্গে রসবতী রাই।
কানু অনুরাগ বাঢ়য়ে অধিকাই[২] ॥
সখী-পথ নিরখিতে আকুল ভেল।
বিরহক তাপে তাপিত ভৈগেল ॥
অতি উৎকন্ঠিত গদ গদ বোল।
বিশাখারে আবেশে করয়ে নিজ কোর ॥
সকল ইন্দ্রিয় ক্ষোভিত[৩] কহে বিশাখারে।
এ যদু নন্দন কহে অনুরাগ ভরে ॥

১। 'নয়ন মেলিয়ে' হইতে শেষ পর্য্যন্ত পদকল্পতরুতে নাই।

২। কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

৩। কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার জন্য দারুণ উৎকণ্ঠাভরে সকল ইন্দ্রিয় মথিত করিয়া অর্থাৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের আকুলতা লইয়া বলিতে লাগিলেন।

গান্ধার—মধ্যম দশকুশী।

সৌন্দর্য্য অমৃত সিন্ধু, তাহার তরঙ্গ-বিন্দু,
ললনার চিত্তাদ্রি ডুবায়[১]।
কৃষ্ণের যে নর্ম্ম-কথা,[২] শুধু সুধাময় গাথা,
তরুণীর কর্ণানন্দী[৩] হয়॥
কহ সখি কি করি উপায়।
কৃষ্ণের মাধুরী ছান্দে, সর্ব্বেন্দ্রিয়গণে বান্ধে,
বলে পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষয়॥
নবাম্বুদ জিনি দ্যুতি, যেন বিজুরি ভাতি,
ত্রিভঙ্গিম রম্য বেশ তার।
মুখ জিনি পদ্ম চাঁদ নয়ান কমল ফাঁদ,
মোর দিঠি-আরতি[৪] বাঢ়ায়॥
মেঘ জিনি কণ্ঠধ্বনি, তাহে নূপুর কিঙ্কিনী,
মুরলী মধুর ধ্বনি তায়।
নর্ম্ম-বচন ভাতি, রমাদির মোহে মতি,
কৃষ্ণ-স্পৃহা[৫] তাহাতে বাঢ়ায়॥

১। রমণীর চিত্তরূপ পর্ব্বত নিমগ্ন করিতে সক্ষম।
২। প্রিয় বা মিষ্ট কথা ৩। কর্ণের আনন্দদায়ক
৪। চক্ষুর ব্যাকুলতা ৫। কৃষ্ণসম্বন্ধীয় লালসা

কৃষ্ণের যে অঙ্গ-গন্ধ, মৃগমদ করে অন্ধ,[১]
কুঙ্কুম চন্দন দিল তায়।
অগুরু কর্পূর তাহে, যাহাতে যুবতী মাতে,
তাহে মোর নাসা আকর্ষয়॥

বক্ষস্থল পরিসর, ইন্দ্রনীলমণিবর,
কপাট জিনিয়া তার শোভা।
সুবাহু অর্গল-ছন্দ,[২] কোটীন্দু-শীতল অঙ্গ,
সেই হয় মোর বক্ষ লোভা॥

কৃষ্ণাধর অমৃতময়, যার হয় ভাগ্যোদয়,
তার লব সেই জন পায়।
কৃষ্ণচর্ব্ব্যপান-শেষ, জিনিয়া অমৃত দেশ,
তাহে মোর জিহ্বা আকর্ষয়॥
রাধার উৎকণ্ঠা বাণী, বিশাখা যে তাহা শুনি,
কৃষ্ণসঙ্গ উপায় চিন্তিতে।
হেন কালে শুভ কথা, তুলসী আইল তথা,
পুষ্প গুঞ্জা-মালার সহিতে॥

---

১ মৃগমদের গন্ধকে কাণা বা ব্যর্থ করিয়া দেয়

২। সুগঠিত বাহুযুগল অর্গলের ন্যায়

তুলসী উলসী[১] হৈয়া, কৃষ্ণমাল্য পূজা লৈয়া,
আইলা অতি ত্বরিত গমনে।
তারে প্রফুল্লিতা দেখি, রাই হৈলা মহাসুখী,
কহে দাস এ-যদুনন্দনে॥

বালাধানশী—জপতাল।

তুলসী আসিয়া সব সমাচার কহে।
শুনি সুবদনী অতি হরষিত হয়ে॥
রাই-কণ্ঠে গুঞ্জামালা দিলেন ললিতা।
চম্পক যুগল দুই কর্ণাবতংসিতা॥
কৃষ্ণ-অঙ্গ গন্ধ সব লাগিয়াছে তাথে।
সে গন্ধ পাইয়া রাই হইলা মোহিতে॥

মায়ূর—দশকুশী।

ত্বরিতহি করহ পয়ান।
সবহুঁ তিরিথ ফল, স্বামি সুমঙ্গল
ভানুক কুণ্ড সিনান॥

১। উল্লসিত

ঐছন বচন, কহল যব সো সখি
গুরুজনে অনুমতি মাগি ॥
বহু উপহার সুকর্পূর চন্দন
লেয়ল ভানুক লাগি ॥

ধানশী—জপতাল।

তুলসী বচনে, সব সখিগণে,
দেব পূজিবার তরে।
বিধি অগোচর, নানা উপহার,
পূজন ভাজন ভরে ॥
চিনি ফেনি কলা, মাখম রসালা,
রেঁউড়ি কদম্ব তিলা।
পুরি পুয়া খাজা, পেড়া সর ভাজা,
রাধিকা করিয়াছিলা ॥
অমৃত কেলিকা, আদি সে লড্ডুকা
সঘৃত মুদগ ঝুরি।
দেবতা পূজনে, করিয়া যতনে,
শর্করা মিঠিরি খিরি ॥

অগুরু চন্দন, ভরিল ভাজন,
সুগন্ধি ফুলের মালা ॥
অতুল অমূল্য, কর্পূর তাম্বুল,
সাজল সকল ডালা ॥
সঙ্গিনী রঙ্গিনী, রূপ-তরঙ্গিনী,
বসিয়া মন্দির মাঝে।
মদন মোহন, মোহিতে যতন,
করিলা রাইক সাজে ॥
সবারে সত্বর, করিলা শেখর,
দেখিয়া উছর বেলা[১]।
জটিলা চরণ, করিয়া বন্দন,
চলিলা সকল বালা ॥

পাহাড়ী শ্রীরাগ—মণ্ঠক তাল।

সখী সাথে চলে পথে রাই বিনোদিনী
বিষাদে বিকল হিয়া[২] কহয়ে কাহিনী ॥

১। অধিক বেলা—বিলম্ব।
২। হৈয়া—পাঠান্তর।

কৃষ্ণ নাম যশ গুণ প্রেম আলাপনে।*
রহিয়ে রহিয়ে যায় চিন্তে মনে মনে॥
কৃষ্ণময় দশদিশ হেরই নয়নে।
স্বভাব-কুটিল প্রেমা হইল উদ্দীপনে॥
কি বলিতে কিবা বলে কি করিতে কি।
দ্বিজ মাধবে কহে নিছনি দি॥

---

* পদকল্পতরুতে এই কলিগুলির স্থলে নিম্নলিখিত পাঠ দৃষ্ট হয়ঃ—

এ নারী জনমে হাম কৈলুঁ কত পাপ।
সেই ফলে সদাই পাইয়ে মনতাপ॥
ননদিনী কুবাদিনী প্রতি বোলে ভাজে।
শাশুড়ী সঘনে মোরে আঁখি ঠারে তাজে॥
স্বামী সোহাগে কভু না ডাকিল মোরে।
নিশ্বাস ছাড়িতে নারি দেবরের ডরে॥
পোড়া সে পাড়ার লোক দেখিয়া ডরাই।
আপনা বলিয়া বলে হেন কেহ নাই।
পরাধীন হৈয়া কৈলুঁ প্রেম পর সনে।
জানিয়া শুনিয়া ঝাঁপ দিয়াছি আগুনে॥
এ কবি শেখর কয় না করিহ ডর।
গোপনে ভুঞ্জিবে সুখ না জানিবে পর॥

বলা বাহুল্য ইহা আক্ষেপানুরাগের পদ; উপরিউক্ত গীতটী অভিসারের।

ধানশী মিশ্র পাহাড়ি—ছুটাতাল।

হেম জ্যোতি বেড়ি ততি[১] তমালের গায়।
তাহা দেখি তরল আঁখি বক্র করি চায়॥
চন্দ্রমুখী ডাকি সখী বলে দেখ কি।
কানু কোলে করি খেলে কোন রাজার ঝি॥
মোরে দেখি পাটা-বুকি না করিল ডর।
পর পুরুষে রস বরিষে ছাড়িতে নারে ভর॥
পরের বোলে যে জন ভুলে কি বলিব তারে।
চড়ি গাছে ভ্রুকুটি নাচে জিউ হারাবার তরে[২]॥
শেখর রুষি কহে হাসি ধনি অগেয়ান।
তমাল কোলে লতা দোলে আনে কহে আন[৩]॥

১। বরততি—পাঠান্তর। রায়শেখরের পদাবলীতে এই পাঠ দৃষ্ট হয়। বরততি (ব্রততী) পাঠে অর্থ অধিকতর সঙ্গত হয়।

২। গাছে চড়িয়া অসতর্ক ভাবে ভুরু নাচাইয়া খেলা করিতে গেলে যেমন পরিশেষে প্রাণ হারাইতে হয়, সেই রমণীর পরিণামও তাহাই হইবে।

৩। পদকর্ত্তা এই কথা শুনিয়া (কৃত্রিম) রোষভরে হাসিয়া বলিতেছেন যে, হে ধনি তুমি অতি অজ্ঞান। তমালের কোলে স্বর্ণলতা দুলিতেছে; তুমি অন্যরূপ ভাবিতেছ অর্থাৎ কৃষ্ণের সঙ্গে অন্য রমণীর লীলা ভাবিয়া অকারণ মান করিতেছ।

কড়খা ধানশী--বড় ছুটাতাল।

সখীর বচন শুনি, লাজে কমলমুখী,
আঁচরে মুখ-শশী গোই[১]।
কানুক প্রেম অন্তর মহা[২] চিন্তই
ঐছনে উপনীত হোই॥
কুণ্ডক তীরে মিলল বর সুন্দরী
বৈঠল বকুলক মূলে।
তনু তনু জ্যোতি[৩] মোতি সম নিকসই
ছবি জনু তরু মূলে বুলে॥
রাই অঙ্গের কান্তি মালা দশদিক করিল আলা
গৌর বরণ ভেল তীর।
আপন ঈশ্বরী হেরি কুণ্ড ভেল পুলকিত
আনন্দে উছলই নীর॥
ঐছন হেরি শ্যাম-হিয়া উছলই
ঝর ঝর ঝরই নয়ান।
বৃন্দা দেবী তহি ভেল উপনীত
কবি শেখর রস গান॥

১। গোপন করিয়া ২। মনের মধ্যে
৩। কৃশ অঙ্গের শোভা

শ্রীরাগ—ঠুঠকী।

বৃন্দা কহে কান, কর অবধান,
নাগরী সরসীকূলে।
দেবতা পূজনে, আনিনু যতনে,
দেখহ বকুলমূলে॥
হোর দেখ আর, কুরঙ্গ তোমার,
মিলল কুরঙ্গী-সঙ্গ।
তাণ্ডবী[১] দেখিয়ে, তাণ্ডব ছুটল,
বাঢ়ল মদন রঙ্গ॥
চকোর আসিয়ে, চকোরী মিলল,
সারিকা মিলল শুক।
নাগর যাইয়া, নাগরী মিলহ,
ঘুচাহ মনের দুখ॥
বৃন্দার বচনে, নাগর তখনে,
আসিয়া বকুল পাশে।
রাইমুখ হেরি, চিনিতে না পারি,
শেখর দাঁড়াইয়ে হাসে॥

১। নৃত্যশীলা ময়ূরী?

বরাড়ী—লোফা।

কৃষ্ণ কহে রাই দেখি, হইয়া বিস্ময় আঁখি,
কি কান্তি-কুলের বধূ আইলা।
তারুণ্য-লক্ষ্মী কিবা, মাধুরি-মূরতি কিবা,
লাবণ্যের বন্যা কিবা আইলা॥
আনন্দে ভরল মোর আঁখি।
হেন বুঝি এই ধনি, রসময় স্বরূপিনী,
মোর মনে করাইতে সুখী॥ ধ্রু ॥
আনন্দাব্ধি নদী কিবা, অমৃতবাহিনী কিবা,
কিবা আইলা রাধা চন্দ্রমুখী।
আমার ইন্দ্রিয়গণ, করাইতে আহ্লাদন,
সঙ্গে লইয়া আইলা সব সখী॥
চকোর আমার আঁখি, যার সুধা-পানে সুখী,
আইলা সে সুচন্দ্রবদনী।
মোর নাসা ভৃঙ্গরাজ, মধু পিয়ে যে সমাজ,
সে পদ্মিনী আইলা প্রাণ-ধনি॥
মোর জিহ্বা সু-কোকিলা, রসাল পল্লবাধরা,
কর্ণ হরে যার ভূষা-ধ্বনি।
অনঙ্গ-দাহন তনু, দেখি করুণায় জনু,
সুধানদী আইলা আপনি॥

ভাগ্য কল্পবৃক্ষ মোর, সফল নয়ন জোর,
আইলা নিকটে আমার।
এ বেশে সফল হইল, মনে যত বিচারিল,
এ যদুনন্দন কহে সার॥

সারঙ্গ—ঠুঠুকী।

রাই কহে শুন সখী, সাক্ষাতে কিরূপ দেখি,
সত্য করি কহ সব মোরে।
নবীন তমাল কিবা, নবীন জলদ কিবা,
কিবা ইন্দ্র নীলমণি বরে॥
সখিহে দরশনে জুড়ায় নয়ান।
রূপ নহে রসসিন্ধু, তাহার তরঙ্গ-বিন্দু,
ডুবায়ে ভুবন-নারীপ্রাণ॥ ধ্রু॥
অঞ্জন শিখরি কিবা, মত্ত ভৃঙ্গ পুঞ্জ কিবা,
যমুনা আইলা মূর্ত্তিমতী।
ইন্দীবর-পুঞ্জ কিবা, ব্রজস্ত্রী-অপাঙ্গ কিবা
কিবা দেখি মোর প্রাণপতি॥

কিবা রস সুধানিধি, সরবস সুখ বিধি,
তার হয় বিথার অপারে।
কিবা সে প্রেমার তরু, প্রতি অঙ্গে প্রেম ঝরু,
সেহ থির চলিবারে নারে॥
কিবা মনমথরাজ, তাহার অতনু সাজ,
কিবা ইহ রসরাজ রাজে।
সেহ হয় তনুহীন, ইহ রস পরবীণ,[১]
বুঝিতে না পারি কোন কাজে॥
মোর নেত্র ভৃঙ্গ পদ্ম কি কান্তি আনন্দ সদ্ম[২],
কিবা স্ফুর্ত্তি কহত নিশ্চয়।
কহিতে গদ গদ বাণী, পুলকিত-অঙ্গ ধনি,
এ যদুনন্দন দাসে গায়॥

ধানশী—জপতাল।

দুহুঁ মুখ হেরইতে দুহু ভেল ধন্দ।
রাই কহে তমাল মাধব কহে চন্দ॥

১। মন্মথের অঙ্গ নাই, কিন্তু এ যে দেখিতেছি প্রবীণ অর্থাৎ ঘনীভূত রস!

২। আলয়, অর্থাৎ আনন্দ যেথানে চির অবস্থিতি করে।

চিত পুতলি জনু রহু দুহুঁ দেহ।
না জানিয়ে প্রেম কেমন অছু লেহ॥
এ সখি দেখ দেখি দুহুঁক বিচার।
ঠামহি কোই লখই নাহি পার॥
ধনি কহে কাননময় দেখি শ্যাম।
সো কিয়ে গুণব মঝু পরিণাম॥
চমকি চমকি দেখি নাগর কান।
প্রতি তরুতলে দেখি রাই সমান॥
দুহুঁ দোঁহা যবহুঁ নিচয় করি জান।
দুহুঁক হৃদয়ে পৈঠল পাঁচবাণ॥

ভূপালী—মধ্যম একতালা।

দরশনে নয়নে নয়নে বহে লোর।
আপাদমস্তক দুহুঁ পুলকে আগোর[১]॥
সজনি হের দেখ প্রেম-তরঙ্গ।
কত কত ভাবে থকিত ভেল অঙ্গ॥

১। পরিপূর্ণ

দোঁহাকার দেহে কত ঘাম বহি যাত।
গদ গদ কাহুঁক না নিকসয়ে বাত ॥
দুহুঁ জন কম্পন হেরি লাগে ধন্দ।
রাধামোহন হেরি পরম আনন্দ ॥

তুড়ি ধানশী—জপতাল।

দুহুঁ-প্রেম গুরু ভেল শিষ্য তনু মন[১]।
শিখায়ে দোঁহারে নৃত্য অতি মনোরম ॥
চাপল্য ঔৎসুক্য হর্ষভাব অলঙ্কার।
দুহুঁ মন শিষ্য পরে ভূষণের ভার[২] ॥
সুজৃম্ভাদি উদ্‌ভাস্বর সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক।
এই সব ভাব-ভূষা রাধার অধিক ॥

১। শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরস্পরের প্রতি যে প্রেম, সে-ই গুরু হইল এবং তাঁহাদের তনু ও মন শিষ্য হইল। অর্থাৎ প্রেম যাহা শিখাইল, তনু মন সেই রূপ ভাব সকল প্রকটিত করিল।

২। দোঁহার মন প্রেমের শিক্ষায় নানা অলঙ্কারে ভূষিত হইল। অর্থাৎ (অলঙ্কার-শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট) নানাবিধ ভাব ধারণ করিয়া সুন্দর দেখাইল।—(উজ্জ্বলনীলমণি ও চৈতন্য চরিতামৃতে এই সকল অলঙ্কারের বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।)

অযত্নজ শোভা আদি সপ্ত অলঙ্কার[১]।
স্বভাব বিলাস আদি দশ পরকার[২] ॥
ভাবাদি অঙ্গজা তিন মৌগ্ধ্য চকিত।
দ্বাবিংশতি অলঙ্কারে রাধাঙ্গ ভূষিত ॥
নানাভাবে বিভূষিত কহনে না যায়।
এ যদুনন্দন দাস বিস্তারিয়া গায় ॥

১। উজ্জ্বলনীলমণি অনুসারে স্ত্রীলোকের অযত্নসঞ্জাত সাত প্রকার ভাব আছে :—

শোভা, কান্তি, দীপ্তি, মাধুর্য্য, প্রগল্‌ভতা, ঔদার্য্য, ও ধৈর্য্য।—উজ্জ্বলনীলমণি ৪৯৭ পৃষ্ঠা।

২। নায়িকাদের স্বভাবজাত অলঙ্কার দশপ্রকার :

লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিভ্রম, কিলকিঞ্চিত, মোট্টায়িত, কুট্টমিত, বিব্বোক, ললিত ও বিকৃত।

বিচ্ছিত্তি—অল্পবেশাদি ধারণেও শোভার বৃদ্ধি হয়।

বিভ্রম—প্রিয়দর্শন-লালসার ব্যস্ততাক্রমে অলঙ্কারের স্থান বিপর্য্যয়।

কিলকিঞ্চিত—গর্ব্ব, অভিলাষ, রোদন, হাস্য, অসূয়া, ভয়, ক্রোধ,—অকস্মাৎ অঙ্গস্পর্শাদিজনিত হর্ষ উপস্থিত হইলে যুগপৎ যে সাতটি ভাবের উদয় হয়, ইহাকে কিলকিঞ্চিত বলে।

মোট্টায়িত—প্রিয়ের স্মরণে ও বার্ত্তা-শ্রবণে স্থায়ীপ্রেম-ভাবনা নিবন্ধন হৃদয়ে যে অভিলাষের উদয় হয়, তাহাকে মোট্টায়িত বলে।

কুট্টমিত—প্রিয়ের আচরণে হৃদয়ের একান্ত প্রীতি হইলেও বাহিরে যে ক্রোধভাব প্রকটিত হয়, তাহাকে কুট্টমিত বলে।

বিব্বোক—গর্ব্ব মান হেতু প্রিয়ের প্রতি যে অনাদর, তাহার নাম বিব্বোক।

তথা রাগ—লোফা।

দোহেঁ দোহা দরশনে, নানা ভাব-ভূষণে,
ভূষিত হইল শ্যাম গোরী।
সকৌতুক কুন্দলতা, যজ্ঞ বিধানের কথা,
পুষ্পোদ্যানে বাঁশী গেল চুরি॥
হিন্দোলা আরণ্য লীলা, তবে মধু পান কৈলা,
রতি-যুদ্ধ করি জল খেলা।
ভোজন শয়ন করি, পাশা ক্রীড়া শুক সারি,
পাঠ শুনি আনন্দে মজিলা॥

সারঙ্গ—তেওট।

কিবা সে কুণ্ডের শোভা, রাই কানু মনোলোভা.
চারি দিকে শোভে চারি ঘাট।
নানা মণি রত্ন ছটা, অপূর্ব্ব সোপান ঘটা
স্ফটিক মণিতে বান্ধা বাট॥
প্রতি ঘাটে দুই পাশে মণির কুট্টিম আছে
রতন মণ্ডপ তার মাঝে॥
বৃক্ষ চারা ঘাটে ঘাটে শোভে জল সন্নিকটে
দুই দুই রত্ন বেদী মাঝে॥

কুণ্ডের দক্ষিণ ভাগে, চম্পকের তরু আগে,
রতন হিন্দোলা মণিময়।
পূর্ব্বেতে কদম্ব দোলা, নানা মণি রত্ন-শালা
বৃক্ষ শ্রেণী পুষ্প বরিষয়॥
পশ্চিমে রসাল তরু, তাহাতে হিন্দোলা চারু,
উত্তরে বকুল রত্ন দোলা।
অষ্টদিকে অষ্ট কুঞ্জ, সখি নামে রসপুঞ্জ,
যাহে রাধা কানু মনভোলা॥
চারি বর্ণ পদ্ম জলে, তাহে মধুকর বুলে,
কুমুদ কহ্লার শোভা:করে।
হংস সারস ডাকে, ডাহুকিনী চক্রবাকে,
ধ্বনি করে কানু মন হরে॥ *

---

* সুবলের সনে কৃষ্ণ কুঞ্জ শোভা দেখি তৃষ্ণ
রাধা লাগি করয়ে বিষাদ।
মোহন প্রবাধে তাই এখনি আসিবে রাই
যাইবে সকল পরমাদ॥

এই ভণিতাটি—পালার সহিত মিশ খায় না বলিয়া—নিম্নে দেওয়া হইল। গোড়ার দিকে গান করিলে গাওয়া যায়।

স্নহিনী—ছোট একতালা।

রাই কানু নিকুঞ্জ মন্দিরে।
বসিলেন বেদীর উপরে॥
হেমমণি খচিত তাহাতে।
বিবিধ কুসুম চারি ভিতে॥
সখীগণ চৌদিগে বেড়িয়া।
বসি আছে দুহুঁ মুখ চাঞা॥
কুণ্ডের পূরবে সেই কুঞ্জ।
যাহা বেড়ি মধুকর গুঞ্জ॥
মলয় পবন বহে তায়।
তরুপর সারি শুক গায়॥
রাই কানু সে শোভা দেখয়ে।
হেরি মধুসূদন ভণয়ে॥

ঝুমর।

ভাসিল শ্রীরাধাকুণ্ড দুহুঁ প্রেম বন্যা।
ধনি কুণ্ডতীর ধনি বৃষভানু কন্যা॥

বন ভ্রমণ

শ্রীগৌরচন্দ্র।

সুহই—ধড়া।

ভ্রমই গহন বনে গৌর কিশোর।
গদাধর সঙ্গে আজি আনন্দে বিভোর॥
হেরত তরু তরু মৃদু মৃদু ভাষ।
বন-শোভা কহইতে মনহি উল্লাস॥
কত কত কৌতুক করয়ে দুহুঁ মেলি।
গৌর গদাধর কহত রসকেলি॥
কত কত উপজল ভাব-তরঙ্গ।
গোবিন্দ দাস তহিঁ দেখত রঙ্গ॥

মল্লার জয়জয়ন্তী—দুঠুকী।

ভ্রমই গহন বনে যুগল কিশোর।
সঙ্গহি সখীগণ আনন্দে ভোর॥
সখী এক কহে পুন হোর দেখ সখি
দুহুঁ দোহা দরশনে অনিমিখ আঁখি॥

তরু সব পুলকিত ভ্রমরের গণ।
সৌরভে ধায়ল ছাড়ি ফুল বন॥
শ্রম ভরে বৈঠলি মাধবী কুঞ্জে।
রাই মুখ কমলে পড়ল অলিপুঞ্জে॥
লীলা কমলহি কানু তাহা বারি।
মধুসূদন[১] গেও কহত উচারি॥
এত শুনি রাই বিরহে ভেল ভোর।
কহ রাধামোহন অনুরাগ-ওর॥

১। ভ্রমর; মধু ভক্ষণ (বা নাশ) করে বলিয়া ভ্রমরকে মধুসূদন বলা যায়। মধুসূদন অর্থাৎ অলিপুঞ্জ গেল, এই কথা শুনিয়া শ্রীমতী ভাবিতেছেন, বুঝি শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া গেলেন।

তুলনা করুন শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতে :—

তস্মিন্ গতে পদ্মবনীমলোচলে
তামাহুরাল্যঃ সখি! মা ভয়ং কুরু।
নিবারিতোঽস্মাভিরসৌ রুবন্ শঠঃ
পদ্মালিমুৎকো মধুসূদনো গতঃ॥

অর্থ—অনন্তর ঐ চঞ্চল ভ্রমর পদ্মবনে গমন করিলে সখীসকল শ্রীরাধাকে বলিতেছেন, সখি! তুমি আর ভয় করিও না। আমাদিগের দ্বারা নিবারিত হইয়া ঐ শঠ মধুসূদন (ভ্রমর) পদ্মবনে গমন করিয়াছে। (শ্রীকৃষ্ণ পদ্মালি অর্থাৎ চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গমন করিয়াছেন—এই শ্লেষ।)

করুণ কামোদ—একতালা।

রাইক ঐছে দশা, হেরি কাতর,
নাগর ভৈ করু কোর।
বহুত যতনে পুন, চেতন করাইয়া,
মধুর বচন কহে থোর॥
সুন্দরী কহ ইহ কোন অনুবন্ধ।
নিরুপম প্রেম, অমিয়া-রস-মাধুরী,
অনুভবি লাগল ধন্দ॥ ধ্রু॥
হাম নিজ নয়ান, সমুখহি নিরন্তর,
হেরইতে মানসি দূর[১]।
কত পরলাপ, করসি তহিঁ দারুণ,
বিরহ-জলধি মহা বূর[২]॥
ঐছন শুনইতে, রাই সুনাগরী
বিহসি লাজে ভেল ভোর॥
রাধামোহন পঁহু, আনন্দে নিমগন,
তবহি তাহে করু কোর॥

১। আমি তোমার চোখের সম্মুখে রহিয়াছি, তথাপি তুমি আমাকে দূরে মনে করিয়া বিরহে কাতর হইতেছ কেন?

২। বিরহ-সাগরের মধ্যে নিমজ্জিত হইতেছ।

মায়ূর—তেওট।

অপরূপ রাধামাধব সঙ্গে।
বৃন্দা রচিত, বিপিনে দুহুঁ বিলসয়ে,
করে কর ধরি কত রঙ্গে॥
ললিতা নন্দদ, কুঞ্জে যাই দুহুঁ,
বৈঠল সহচরী মেলি।
ক্ষেণে এক রহি পুন, মদন সুখদা নামে,
কুঞ্জহি সখী সহ মেলি॥
চিত্রা সুখদা কুঞ্জে, পুন পুন ভ্রমি ভ্রমি,
চলু চম্পকলতা-কুঞ্জে।
সুদেবী রঙ্গ দেবী, কুঞ্জে যাই দুহুঁ,
করু কত আনন্দ পুঞ্জে॥
পূর্ণ ইন্দু সুখদা, নাম কুঞ্জহি,
তঁহি কত কৌতুক কেল।
তুঙ্গবিদ্যা সখি, কুঞ্জক হেরইতে,
সহচরিগণ লেই গেল॥

ভ্রমইতে সকল, কুঞ্জে তুহুঁ হেরল,
ষড় ঋতু শোভন রীতে।
ঐছন কুসুম, সুষমাবর দ্বিজগণে[১],
উদ্ধব দাস রস-গীতে॥

মধুপান লীলা

শ্রীগৌরচন্দ্র।

তুড়ি—রূপক তাল।

সহচর সঙ্গহি গৌর কিশোর।
আজু মধুপান রভস রসে ভোর॥
কি কহিতে কি কহে কিছু নাহি থেহ।
আন আন মত দেখি গৌর সুদেহ॥
ঢুলু ঢুলু আলসে অরুণ নয়ান।
গদ গদ আধহুঁ কহই বয়ান॥
ক্ষেণে চমকিত ক্ষেণে রহই বিভোর।
হেরি গদাধর করু নিজ কোর॥
কহ মাধব ইহ অপরূপ ভাষ।
নদীয়া নগরে নিতি ঐছে বিলাস॥

১। পক্ষিগণে; ফুলকুল এবং বিহঙ্গগীতে কুঞ্জের অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল।

বরাড়ি—মধ্যম একতালা।

রতন মন্দিরে দুহুঁ, নাগর নাগরী,
বৈঠল সখীক সমাজ।
নাগর ইঙ্গিত, করল বৃন্দা প্রতি,
তুরিতহি বুঝল কাজ ॥ *
বৃন্দাদেবী নিজ, পরিজন সঙ্গহি,
গাগরী ভরি মধু লেই।
সখী সঞে রাই, কানু যাহা বৈঠই,
তাহা লাই সব দেই ॥

---

* পদকল্পতরুতে ইহার পরে নিম্ন লিখিত কলিগুলি আছে :—

যোই নিন্দয়ে সীধু সুবাসিত বর মধু
তবহি আনি আগে দেল।
আপে ভোজন করি সকলে ভুঞ্জায়ল
যতনহি কৌতুক কেল ॥
কো কহু প্রেম-তরঙ্গ।
সহজেই প্রেম মধুর মধুরাধিক
তাহে পুন মধুপান-রঙ্গ ॥ ধ্রু ॥
ঢুলি ঢুলি পড়ত খলত অবলাগণ
ঘু-ঘুমে ব-বঠি না পারি :
এত কহি নিজ নিজ কুঞ্জক মন্দিরে
শয়ন করত সব নারি ॥

অপরূপ ইহ মধু-পান কি রীত।
রাধাশ্যাম, সবহুঁ সখীগণ সঙ্গে,
পিবইতে মাতল চিত॥
কাহুক গলিত, চিকুর কোই চীরই,
কোই পড়ল মতি মাতি।
কানুক মোর, মকুট[১] মুরলী খসি,
মুখ সঙ্গে ক্ষিতি গড়ি যাতি॥
রাইক বেণী, গলিত কুচ অম্বর,
শ্যাম উপরে পড়, ঢরি।
উদ্ধব দাস, পাশ রহি হেরইতে,
তনু মন ভৈগেল ভোরি॥

মিশ্র বরাড়ি—কাওয়ালী।

নবীন কিশোরী সখি নব মধু পানে।
মদোদ্রেকে ভ্রান্ত নেত্র প্রলাপে তখনে॥
ল-ল-ল-ললিতে সখি প-প-পশ্য রাধাচ্যুতে।
স-স-স-স সকল মণ্ডল সামাইতে॥

১। ময়ূরপুচ্ছ শোভিত চূড়া।

বি-বি-বি-বিপিন ম-ম-মহির সহিতে।
গ-গ-গ-গগন কেনে ল-ল-ল-লম্বিতে ॥ *
বিকচ অম্ভোজ জিনি মুখপদ্মগণ।
তারপর মত্ত ভৃঙ্গ করে আকর্ষণ ॥
মধু পানে মত্ত হইলা রাধা নিতম্বিনী।
মদন স্পৃহাতে করে শয়ন বাঞ্ছনি ॥
সেবাপরা সখী তারা নানা সেবা করে।
দোঁহাকে লইয়া গেল শয়নের ঘরে ॥

---

* তুলনা করুন শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতে—

নবেন মধুপানেন কাচিন্নব কিশোরিকা।
মদোদ্রেকভ্রান্তনেত্রা প্রলপাপাত্তিবিহ্বলা ॥
ললল ললিতে! পপপ পশ্য রাধাচ্যুতৌ
সসস সহবো মমম মণ্ডলৈর্ভ্রাম্যতঃ।
বিবিবি বিপিনং মমম মহীচ তাভ্যাং সমং
গগগ গগনং ললল লম্বতে হা কথং ॥

অর্থ :—অপর কোন একটি নবীনা কিশোরী, নূতন মধুপান করায় অত্যন্ত উন্মত্ততা হেতু উদভ্রান্ত লোচনা ও অত্যন্ত বিহ্বলা হইয়া প্রলাপ করিতে লাগিলেন : হে ললিতে! দেখ শ্রীরাধাকৃষ্ণ তোমাদিগের মণ্ডলের সহিত পরিভ্রমণ করিতেছেন এবং কানন এবং পৃথিবীও শ্রীরাধাকৃষ্ণের সহিত আকাশে গমন করিতেছে।

কুসুম শয্যাতে দুহুঁ করিলা শয়ন।
নিজ নিজ কুঞ্জে শুইলা সখীগণ ॥

যথা রাগ।

বড়ই রহস্য কথা কহিতে না জানি।
লজ্জা খাইয়া লোভে তবু করি টানাটানি।
গোবিন্দ চরিতামৃতে পরামৃত সার।
সদাই করয়ে পান অতি ভাগ্য যার ॥
চতুর্দ্দশ সর্গে মধুপান দোল লীলা।
এ যদুনন্দনদাস সংক্ষেপে কহিলা ॥

রতি-ক্রীড়া

শ্রীগৌরচন্দ্র।

সুহই—মধ্যম দশকুশী।

মদন মোহন তনু গৌরাঙ্গ সুন্দর।
ললাটে তিলক শোভে ঊর্দ্ধ মনোহর ॥
ত্রিকচ্ছ বসন শোভে কুটিল কুণ্ডল।
প্রাকৃত নয়ন দুই পরম চঞ্চল ॥
শুভ্র যজ্ঞসূত্র রঙ্গে বেড়িয়া শরীরে।
সূক্ষ্ম রূপে অনন্ত যে হেন কলেবরে ॥

অধরে মৃদু হাস শ্রীভুজ তুলিয়া[১]।
পুরুবের নিকুঞ্জ লীলা মনেতে পড়িলা ॥
গদাধরের সঙ্গে গৌর আনন্দে বিভোর।
হেরিয়া ভকতগণ সুখের নাহি ওর ॥
গৌর গদাধরের কেলি বিলাস।
দূরহি নেহারত গোবিন্দ দাস ॥

মায়ূর—ছোট তেওট।

মরম সখি দেখ কুঞ্জে কি পরম শোভা।
দুহুঁ তনু দুহুঁ হেরি, প্রেম সুচাতুরি,
মাধুরী যৌবন-লোভা ॥
অঙ্গে অঙ্গে কত, নূতন অনুভব,
কেলি রসক পরকাশ।
শুনি শুনি রসবতী, বঙ্কিম হাসিয়া তথি,
করে কত হাস পরিহাস ॥

১। অধরে তাম্বুল হাসে অধর চাপিয়া।
যাও বৃন্দাবন দাস সে রূপ নিছিয়া ॥—পাঠান্তর।

অপরূপ রসের, উদয়ে দুহুঁ বিলসয়ে,
বিবিধ মনোরথ পূর।
কি করিব ধনি কিছু, আনন্দে না জানয়ে,
রসের সায়রে মন বুর[১] ॥
অপার সুখের নিধি, পার হৈতে নারে বিধি,
ভাসিয়া চলিল দুহুঁ চাঁদ।
দাস বংশী তহি, হেরিয়া মিলায়ল,
বসিয়া আন আন ছাঁন্দ ॥

কড়খা ধানশী—ছুটা।

দেখ সখি কুঞ্জে অপরূপ প্রেম তরঙ্গ।
সকল সুগোপন, নিখিলে না লখি হেন,
সুখময় শ্যাম গোরী অঙ্গ ॥
দুঁহু অঙ্গে দুঁহু বশ, উথলে মদন রস,
সদাই নবীন অনুরাগ।
পুন পুন বাড়ে মান, বচন সুধা সম,
কেবা জানে কেমন সোহাগ ॥

১। রসের সাগরে মন ডুবিয়া গেল।

মরমে আরতি যত,　　হাস পরিহাস কত,
বরিখে পিরিতি-মকরন্দ ।
দুঁহু প্রাণ দুঁহু তাহে,　সোপয়ে দোঁহার দেহে,
রতি-রস-মদে হয় অন্ধ ॥
পহুঁ মনে যত খেদ,　　ধনি জানে তাব ভেদ,
রাই রস-সাগরে লুকাই ।
দেখে বংশী অবিরাম,　　খুঁজিয়া ব্যাকুল শ্যাম,
হাসে মৃদু রসনিধি রাই ॥

জল-ক্রীড়া

শ্রীগৌরচন্দ্র ।

তুড়ি—রূপক ।

জলকেলি গোয়াচাঁদের মনেতে পড়িল ।
সঙ্গে পারিষদগণ জলেতে নামিল ॥
কার অঙ্গে কেঁহ কেহ জল পেলি মারে ।
গৌরাঙ্গ পেলিয়া জল মারে গদাধরে ॥
জল ক্রীড়া করে গোরা হরষিত মনে ।
হুলাহুলি বুলাবুলি করে জনে জনে ॥
গৌরাঙ্গ চাঁদের লীলা কহনে না যায় ।
মনের হরিষে বাসুদেব ঘোষে গায়[১] ॥

---

১ । বাসুদেব ঘোষ তহিঁ গোরা-গুণ গায়—পাঠান্তর ।

বরাড়ী—মধ্যম একতালা।

সব সখীগণ মেলি করল পয়ান।
কৌতুকে কেলিকুণ্ড-অবগা'ন॥
জল মাহা পৈঠল সখীগণ মেলি।
দুহুঁ জন সমর করত জলকেলি॥
বিথারল কুন্তল[১] জর জর অঙ্গ।
গহন সমরে দেই নাগর ভঙ্গ॥
সখীগণ বেঢ়ল শ্যামরু চন্দ।
গোবিন্দ দাস হেরি রহু ধন্দ॥

মল্লারমিশ্র সুহিনী—জ্যোতি তাল।

জলকেলি সাধে। চলু ধনি রাধে॥
উতরল তীরে। পহিরল চীরে॥
যুবতী সমাজে। শোভে যুবরাজে॥
সরসি সলিলে। পৈঠলি শীলে॥
করিণীর সঙ্গে। করিবর রঙ্গে॥
দুঁহু দুঁহু মেলি। করু জল কেলি॥

১। কুন্তল আলুলয়িত হইল।

সখীগণ নিপুণা। বেঢ়ল হঠীনা॥
কেহ দেই নীরে। কেহ লেই চীরে॥
কেহ দেই তালি। কেহ বলে ভালি॥
কানু মুখ মোড়ি। জল দেই জোরি॥
কেহ কেহ হারি। কেহ দেই গারি॥
ভাগি ভাগি দূরে। চমকি নেহারে॥
কানু করে বেঢ়ি। ধরল কিশোরী॥
সলিল অগাধা। লেই চলু রাধা॥
কানুক অঙ্গে। ভাসত সঙ্গে॥
পাতল চীরে। বেকত শরীরে॥
নিরখিতে কান। হান পাচ বান॥
ধনি করি বুকে। চুম্ব দেই মুখে॥
ধনি কুচ জোড়া। হাস দেই মোড়া॥
হরি পুরি সাধা। আনলি রাধা॥
রাখলি তীরে। অলপহি নীরে॥
পদুমিনি ঠারে। চললি বিহারে॥
কমলিনী ঠামে। মিললি শ্যামে॥
সখিগণ মেলি। করু কত কেলি॥
নাগর সঙ্গে। কত রস রঙ্গে॥
কিয়ে ভেল শোভা। শেখর লোভা॥

পূরবী ধানশী—জপতাল।

রাধে নিজ-কুণ্ড-পয়সি তুঙ্গীকুরু রঙ্গং।
কিঞ্চ সিঞ্চ পিঞ্ছমুকুটমঙ্গীকৃত-ভঙ্গং॥
অস্য পশ্য ফুল্লকুসুমরচিতোন্নতচূড়া।
ভীতিভিরতি নীল নিবিড় কুন্তলমনুগূঢ়া।
ধাতুরচিত চিত্রবীথিরম্ভসিপরিলীনা।
মালাপ্যতিশিথিল বৃত্তিরজনি ভৃঙ্গহীনা॥
শ্রীসনাতন মণিরত্নমংশুভিরতিচণ্ডং।
ভেজে প্রতিবিম্বভাব দম্ভাত্তবগণ্ডং॥ *

---

* হে রাধে! তোমার নিজ কুণ্ডের (অর্থাৎ রাধাকুণ্ডের) জলে ক্রীড়া বর্দ্ধিত কর (অর্থাৎ আরও বেশী করিয়া জল খেলা কর।) শিখিপুচ্ছধারী শ্রীকৃষ্ণ তোমার নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন; (কিন্তু তাঁহাকে ছাড়িও না) আরও জল নিক্ষেপ কর। দেখ ইহাঁর কুসুম-রচিত উন্নত চূড়া নিবিড় নীল কুন্তলরাজির মধ্যে ভয়ে লুক্কায়িত হইয়াছে। (ভয়ে) ইহাঁর তিলক প্রভৃতি গৈরিক রচিত চিত্র সকল জলে লীন হইয়াছে, ধৌত হইয়া গিয়াছে। গলার মালতীর মালা খসিয়া পড়িতেছে এবং উহা ম্লান হওয়ায় ভৃঙ্গ সমূহ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের মণিশ্রেষ্ঠ কৌস্তভ, যাহার প্রভা অত্যন্ত উজ্জ্বল, তাহাও প্রতিবিম্বচ্ছলে তোমার গণ্ডদেশের শরণ গ্রহণ করিয়াছে।

বরাড়ী—মধ্যম একতালা।

জলকেলি সমাধিয়ে[1] সবহু সখীগণ
নাগরী নাগররায়।
বসন নিছোরি মোছই সবতনু
নব নব বেশ বনায়॥
বিনোদিনী-বেশ করত বরকান।
চিকুর সঙারি,[2] কবরী পুন বাঁধল,
অলকা তিলকা নিরমাণ॥
সীঁথি বনাইয়া, উরপর লেখই,
মৃগমদ চিত্র নিশান।
রতি-জয়-রেখ, চরণ-যুগে লেখই,
আর কত বেশ বনান॥
কতহু যতন করি, বসন পরায়ল,
নূপুর দেয়ল রঙ্গে॥
গোবিন্দ দাস কহ, ওরূপ হেরইতে,
মুরছায় কতহু অনঙ্গে॥

১। নাহি উঠল তীরে—পাঠান্তর।
২। সামালিয়া—ঠিক করিয়া।

কামোদ—লোফা।

রতন থারি ভরি, চিনি কদলী সর,
আনলি রসবতী রাই।
শীতল কুঞ্জ তল, গন্ধ সুপরিমল,
বৈঠল নাগর যাই॥
ভোজন করু ব্রজরায়।
বাসিত বারি, সুকর্পূর তাম্বূল,
সখীগণ দেয়ত বাঢ়াই॥ ধ্রু॥
অগুরু চন্দন, শ্যাম অঙ্গে লেপন,
বীজই কুসুমক বায়।
সখিগণ সঙ্গে, বিহার করত দুহুঁ,
গোবিন্দ দাস বলি যায়॥

শুক শারি বর্ণন

শ্রীগৌরচন্দ্র।

বালা ধানশী—বড় দশকুশী।

অতনু-সুন্দর[১] গৌর কিশোর।
হেরইতে নয়নে বহে লোর॥

১। কন্দর্পের ন্যায় মনোহর।

জানু-লম্বিত ভুজ তাহে ঝলমল।
তহিঁ অলি গুঞ্জই শবদ রসাল॥
লোল বিলোকনে নয়নহি লোর।
রসবতি হৃদয়ে বান্ধল প্রেম ডোর॥
পুলকপটল বলয়িত শ্রীঅঙ্গ।
প্রেমবতি আলিঙ্গিতে লহরি-তরঙ্গ॥
গোবিন্দ দাস আশ করু তায়।
গৌর-চরণ-নখ কিরণ-ঘটায়॥

বরাড়ী জয় জয়ন্তি—তুঠুকী।

রাধা মাধব, শয়নহি বৈঠল,
আলস্সে অবশ শরীর।
তবহি বনেশ্বরি, বহুত যতন করি,
আনল শারি সুকীর[১]॥
হেরি দোহেঁ ভেল আনন্দ।
রাইক ইঙ্গিতে, বৃন্দা পঢ়ায়ত,
বহু গীত-পদ্য সুছন্দ॥

১। শুক কীর—পাঠান্তর।

কানুক রূপ গুণ, শুক করু বর্ণন,
প্রেমে প্রফুল্লিত পাখ।
শারি পঢ়ত যত, রাই গুণামৃত,
কানুক বুঝিয়া কটাখ[১] ॥
ঐছন দুহুঁজন, ইঙ্গিতে দুহুঁ পুন,
পাঠ করত অনুপাম।
সো বচনামৃত, শ্রবণহি শুনব,
কব ইহ দাস বলরাম ॥

কল্যাণী—জপতাল।

পঢ়ত কীর, অমিয়া গীর,
ঐছন বচন পাঁতিয়া।
কোটী কাম, শ্যাম ধাম,
নবীন নীরদ কাঁতিয়া ॥
বিজুরী-জাল, বসন ভাল,
রতন ভূষণ শোভয়ে।
জানু-অন্তি, বৈজয়ন্তি-
মালে মধুপ লোভয়ে ॥

১। ইঙ্গিত পাইয়া।

চন্দ্র কোটী, করল ছোটী,
ঐছে বচন ইন্দুয়া।
মুকুতা পাঁতি, দশন কাঁতি,
বচন অমিয়া-সিন্ধুয়া॥
কাম চাপ, যুবতী কাঁপ,
করয়ে ভাঙ ভঙ্গিয়া।
গোরি-বদন, চুম্বন সদন,
ঐছে অধর রঙ্গিয়া॥
জানু লম্বিত, বাহু ললিত,
করভ-করক ভাঁতিয়া।
ও থল কমল, জিনি করতল,
অঙ্গুলে চাঁদের পাতিয়া॥
গোপী-পটল, কুচ মণ্ডল,
লম্পট কর কম্পনা।
বলয়া মণি, ভুষণ বনি,
কঙ্কন তাহে ঝঙ্কনা॥
হৃদয় পীন, মাঝ ক্ষীন,
তাহে ত্রিবলি বন্ধনা।
মরকত-মণি- স্তম্ভক জিনি,
সঘনে জানু-ছন্দনা॥

বল্লবি-পরি- রঞ্জন করি,
নটন রঙ্গে চঞ্চলে ।
নূপুর রাব, সতত গাব,
পরশিয়া পট অঞ্চলে ॥
নব রঙ্গিম, পদ ভঙ্গিম,
অঙ্গুলে নখ-চাঁদ ।
মাধব ভণ, রমণী মন,
চকোর-নিকর-ফাঁদ ॥

খাম্বাজ মিশ্র কল্যাণ—জপতাল।

শারি পঢ়ত অতি অনুপ,
যৈছন রস অমৃত কূপ,
রাধা-রূপ বর্ণনা ।
তপত কাঞ্চন চম্পক ফুল
তাহে কি করব বরণ তূল,
ভূষিত অগোর চন্দনা ॥

চাঁচর চিকুর বেণী সাজ,
হেরিতে কাল সাপিনী লাজ,
সীঁথে রতন কাঞ্চনে।
ততহি রচিত সিন্দুর রেখ,
অলকা বলিত চিত্র রেখ,
কাম যন্ত্র রঞ্জনে॥
কাম ধনুক ভাঙ ঠাম,
নয়ন পলকে মোহিত কাম,
চিবুকে কস্তুরী বিন্দুয়া।
বদন জিতল শরদ চাঁদ,
মদন মোহন মোহন ফাঁদ,
দশন কুন্দ নিন্দুয়া॥
কনক করভ করক ছন্দ,
নিন্দি ললিত ভুজক বন্ধ,
বলয়াবলি কঙ্কনা।
তাহে করতল অতি রাতুল,
জিতল অরুণ জবার ফুল,
ললিত রেখ বঙ্কনা॥

নখর-মুকুর কর-অঙ্গুলি,
জীতল কিয়ে চম্পক কলি,
মণি অঙ্গুরী শোভয়ে।
উচ কুচ যুগ ঐছন হেরু,
উঠত কিয়ে কনক মেরু,
গিরিধর মন মোহয়ে॥
লোমাবলি নাভি সরসি,
কামুক মন মীন বড়শি,
না খায় আহার ডুবায়ে।
মাঝ খীন ভাঙ্গি পড়ত,
কিঙ্কিনী জালে বান্ধি রাখত,
নাহি গিরত ভূবয়ে॥
কনক কদলী সম্পুট মাঝ,
কামুক চিত রতন রাজ,
ঢাকল উরু পর্ব্বয়া।
অরুণ চরণে মঞ্জীর বাজ,
গতি জিতি কিয়ে কুঞ্জর রাজ,
নখ মণি বিধু খর্ব্বয়া॥

মৃগ মদ অগুরু চন্দন চন্দ,
জীতল ধনি অঙ্গ গন্ধ,
শ্যামভ্রমর ধাবই।
মাধব ভণ তেজি ফুল বন,
ঘুরি বোলত ভোরল মন,
চরণ নিয়ড়ে গাবই

বালা ধানশী—জপতাল।

শুক শারী মুখে রাধা কৃষ্ণগুণমালা।
বর্ণনা শুনিয়া সবে আনন্দে বিভোলা॥
মহানন্দ সিন্ধু মাঝে সবাই ডুবিলা।
বিস্মিত হইয়া মনে ক্ষণেক রহিলা॥
বৃন্দার ইঙ্গিতে পড়ে শুক অগ্রগণ্য।
শুনি সখিগণ সবে করে ধন্য ধন্য॥
গোবিন্দ চরিতামৃত কথা মনোহর।
ভাগ্যবান গণ আস্বাদয়ে নিরন্তর॥
সপ্তদশ সর্গে কৃষ্ণ গুণের বর্ণন।
কহে দীন হীন দাস এ যদুনন্দন॥

পাশা ক্রীড়া।

শ্রীগৌরচন্দ্র।

শ্রীরাগ মিশ্র মায়ূর—মধ্যম দশকুশী।

দেখ দেখ গোর কিশোর।

মধুর ভকত সঙ্গে, খেলত পাশক,
তহিঁ কাহে ভাবে বিভোর॥ ধ্রু॥

নয়নে আনন্দ জল, হাসত খল খল,
পুলকে পুরল সব অঙ্গ।

হাতক পাশক, হাতহি স্তম্ভিত,
কোন বুঝই ইহ রঙ্গ॥

করুণা সাগর, সব গুণ অগোর,
পতিত পাবন অবতার।

যো ভাবে প্রকট, নবদ্বীপ মাঝহি,
সোই করত পরচার॥

যাকর ভাবনা, বুঝহি জগজন,
অনন্ত না পায়ল শেষ।

রাধামোহন পুন, বড়ই মূঢ়মতি,
তা কর করত উদ্দেশ॥

কামোদ—ছোট দশকুশী।

রাই কানু পাশা খেলে, নিজ চিত্ত কুতুহলে,
পণ কৈলে সুরঙ্গ রঙ্গিনী।
পহিলে গোবিন্দ জিনে, বটু আনন্দিত মনে,
বাঁধল সে রঙ্গিনী হরিণী॥
যুব-দ্বন্দ্ব খেলে পুন, মুরলী শারিকা পণ,
দ্বিতীয়ে জিতল সুবদনী।
আনন্দে ললিতা ধেয়ে, কৃষ্ণ কর হৈতে লয়ে,
লুকায়ে রাখয়ে বংশী আনি॥
কৃষ্ণ রাধা পুনর্ব্বার, খেলে পুন দুঁহু হার,
হেনকালে বটু মিথ্যা করি।
কৃষ্ণ উপদেশ দান, জিনিবার অনুষ্ঠান,
কহে কৃষ্ণ মার এই সারি॥
কলোক্তি সারিকা শুনি, ভয়ে কহে দৈন্য বাণী,
বৃক্ষ শাখা আগে উড়ি যায়।
রাই কানু তাহা দেখি, সকৌতুকে হৈয়া সুখী
হাসে দুঁহু আনন্দ হিয়ায়॥

চতুর্থে রাখিল পণ, নিজ সহচরগণ,
রাধিকার জয় অনুমানি।
বটু সশঙ্কিত হৈয়া, চালে পাশা জয় পাঞা,
গোবিন্দের হীন দান জানি॥
জিনিল জিনিল বলি, এক পাশা কৈল চুরি,
দেখি ক্রোধ করি সখিগণে।
বটুর বন্ধন কাজে, সব সখীগণ সাজে,
অত্যন্ত কলহ তার সনে॥

বরাড়ি—মধ্যম একতালা।

নাগর নাগরী, সঙ্গে সহচরী,
বিনোদ পাশার খেলা।
সহচর পণে, নাগর হারিলা,
দেখি বটু পলাইলা॥
ললিতা বিশাখা, ধাইয়া তাহারে,
বাঁধিয়া রাখিতে চায়।
শ্রীমধু মঙ্গল, হাসি খল খল,
সখা-জয় বলি ধায়॥

তোর সখা তোরে, খেলাতে হারিলে,
আর কি করিতে পারে।
রাধিকা নিজ, পরিজন করি,
নিকটে রাখিব তোরে ॥
এত কহি তার, করেতে ধরিয়া,
রাইয়ের নিয়ড়ে আনে।
হেরি সুবদনী, ঈষৎ হাসিয়া,
চাহে তার মুখ পানে ॥
সুদেবী কহয়ে, দ্বিজের কুমার
ইহারে ছাড়িয়া দেহ।
আর প্রিয় সখা, সুবল আছয়ে,
তাহারে বান্ধিয়া লেহ ॥
কহিতে এ বোল, দুজনে কোন্দল,
সবে কহে মোর জয়।
বৃন্দা কুন্দলতা, সমাধয়ে তথা,
এ দাস উদ্ধবে কয় ॥

শ্রীধানশী—লোফা।

কর যোড়ি মন্ত্র পড়ি রাই ফেলে পাটী।
পড়িল সরস দান চালাইল গুটি ॥

সাটোপ[১] করিয়া দান ফেলিল নাগর।
পড়িল নিরস দান হইল ফাঁপর॥
রাই উঠাইয়া পাটি ফেলে আর বার।
জিনিনু জিনিনু বলি বলে বার বার॥
রুষিয়া ফেলিল পাটী রসিক সুজান।
যে দান ফেলিতে চাহে না পড়ে সে দান॥
সুপাট না পড়ে পাটি না চলয়ে সারি।
বিশাখা হাসিয়া কহে নাগরের হারি॥
কল বল ছল করি পাটি লইয়া করে।
হটে শঠ ফেলে দান জিনিবার তরে॥
তবহুঁ পড়ল দান কুপট[২] তাহার।
ধনি কহে মুখে লাজ নাহিক তোমার॥
কুন্দলতা কহে ধনি কর অবধান।
ভৃঙ্গের অধর রস তুমি কর পান॥
ললিতা বিশাখা কহে শুন কুন্দলতা।
প্রিয়জনে হেন কহ অনুচিত কথা[৩]॥

১। গর্ব্বের সহিত, বহ্বাড়ম্বর করিয়া।

২। মন্দ দান, সুপাটের বিপরীত।

৩। 'প্রিয়জনে হেন কেনে করহ বিতথা'—পাঠান্তর
বিতথা = দুর্গতি।

খেলিল বিনোদ খেলা সঙ্গে সখীগণ।
শেখর লইয়া যায় বিনোদ ভবন॥

ধানশ্রী মিশ্র সুই—কাটা দশকুশী।

বৃন্দা কুন্দলতা দোঁহে মেলি।
বাঢ়ায়ত দুহুঁজন কৌতুক কেলি॥
সখিগণে থির করি কহে পুন বাণী।
ঐছন হারি জীত নাহি মানি॥
নিজ অঙ্গ পণ করি খেলে পুনর্ব্বার
হারি জীত তব করব বিচার॥
এত শুনি দোঁহে পুন বৈঠল তাই।
দশ বামঞ্চ দান দিল রাই॥
সাদা দুয়া চৌ-পঞ্চ দান নিল কান
তাক ততহু অঙ্গ যাক যত দান॥
ঐছে বিচারি খেলয়ে দুঁহু মেলি।
মাধব আনন্দে নিমগন ভেলি॥

বরাড়ী—একতালা।

মনোহর বেশ, রচল সব সখীগণ,
বৈঠল সবে একঠাম।
পাশক কেলি, রচল পুন তৈখনে,
পুন করু নিজ নিজ কাম॥
সজনী কানুক বড় বিপরীত।
যো ইথে হারয়ে, দখিণ গণ্ড নিজ,
দেয়ব দংশন নিত॥
পহিলহি কানু, জিতি করু ঐছন,
কামিনী তহিঁ ভেল ভোর।
খেলন পুন কর, বসি রাই বিরচল,
পাশক জোরহি জোর॥
বামগণ্ড দশ করি, সুন্দরী ডারল,
নিজ জিত নিয়ে সোই দান।
বলে ছলে বাম, গণ্ড পুন দংশই,
হোর দেখ বিদগধ কান॥
রাই জিতি পুন, মুরলী হরল বলে,
কানু কহে ইহ নহে রীত।
মঝু মুখ চুম্বন, কিয়ে ভুজ বন্ধন,
করহ যোই ইহ নীত॥

এত শুনি রাই, কহত শুন নাগর
যাহক যো মন মান।
রাধামোহন-পঁহু, হাসি কহত তুহুঁ,
জনি পিছে কর আন॥

মায়ূর—তেওট।

রাধা মাধব, খেলত পাশক,
করি কত বিবিধ বিধান।
দুঁহুক বচন-রীতি, কেবল পীরিতি,
তুহুঁ বর-রসক নিধান॥
সখি হে আজু নাহি আনন্দ ওর।
তুহুঁ দোহা রূপ, নয়ন ভরি পীবই,
দুঁহু কিয়ে চন্দ্র চকোর॥
হাতহি হাত, লাগাই যব খেলত,
ভাবেঁ অবশ তব দেহ।
আনন্দ সায়রে, নিমগন তুহুঁ মন,
ভূলল নিজ নিজ গেহ॥
ঐছন সময়ে, নিয়োজিত শুক কহে,
জটিলা গমন অকাজ।
রাধামোহন-পহুঁ চতুর শিরোমণি
সাজল দ্বিজবর রাজ॥

সূর্য্যপূজার ছলে মিলন।

শ্রীগৌরচন্দ্র।

মল্লার সারঙ্গ—ছুঠুকী।

গৌরাঙ্গ চরিত কিছু কহনে না যায়।
পুরুব সোঙরি গোরা মৃদু মৃদু ধায়॥
নিজ জনে কহে বন সুরধুনী তীরে।
পশুপতি পূজব বিপদ যাবে দূরে॥
ঐছন বচন রচন সভে করিয়া।
অগুরু চন্দন ফুল হস্তেতে লইয়া॥
নিজ জন সঙ্গে বনে গৌর দ্বিজমণি।
কহে বিশ্বম্ভর গোরার যাইয়ে নিছনি॥

ধানশ্রী—একতালা।

কুসুমিত কুঞ্জ, কলপতরু কানন,
মণিময় মণ্ডপ মাঝ।
আইলা কলাবতী, সব জন সংহতি,
করে লেই পূজন সাজ॥

কুঙ্কুম চন্দন, কেশর অনুপম,
চম্পক মালতী মাল।
বহুবিধ বনফুল, নীর সুশীতল,
বহু উপহার রসাল॥
ভানু-ভবনে ধরি, রাখল সারি সারি,
দধি ঘৃত রতন প্রদীপ।
সহচর মেলি, কেলি কলাবতী,
বৈঠল দেব সমীপ॥
নিজ রসে ভাসি, হাসি ধনি বোলই,
শুন শুন কানন দেবী।
দেব-পূজন-বিধি, যে জন জানয়ে,
তাহে সে আনহ সেবি॥
রাইক চীত, রীত জানি শেখর,
যাই মিলল বটু পাশ।
বচন বিশেষে, লেই মধুমঙ্গল,
আওলি দেব আশোয়াস॥

শ্রীরাগমিশ্রপটমঞ্জরী—ছোট ডাঁসপাহিড়া।

তারে দেখি মনে সুখী এলায় মাথার কেশ।
রসিক নাগর রসের সাগর ব্রাহ্মণের বেশ॥
গলে পাটা ভালে ফোঁটা কোশাকুশি করে।
ছোট কাছা মোটা কোচা কটী আঁটি পরে॥
লৈয়া পুথি হৈয়া যতি আইলা দেবের ঘরে।
পূজার সজ্জ দেখি দ্বিজের মন সন্ সন্ করে॥
ক্ষীরের লাড়ু দেখিয়া বড়ু কহে বার বার।
আইস সবে পূজহ দেবে রইতে নারি আর॥
হেরি বটু করি চাটু কহে সুধামুখী।
নাগর পানে চায় সঘনে বটু কটু দেখি।
করি যতন ধরি আসন বটু বসাইলা।
রাইয়ের সখী রসরঙ্গী মোদক দেখাইলা॥
অথির জানি বিনোদিনী মোদক দিলা করে।
আসন বসন ভূষণ দিয়া বটুর বরণ করে॥
ছন্দ ধরি বন্দ করি কহে কুন্দলতা।
ভানুর কোলে কানু খেলে এই সে ভাল কথা।
নষ্ট লোকে দুষ্ট কথা কহিল বুড়ির কানে।
রুষ্ট হইয়া তুষ্ট মাগি আইলা পূজার স্থানে॥

সবে মেলি করে কেলি বসি পূজার ঘরে।
দেখে বুড়ি শেখর সারি সবায় সতর করে॥

শ্রীরাগ—লোফা।

আয়ান চতুর বড় সদায় মাথা ঠাড়।
মায়ের সনে আইলা বনে করিতে কথা দঢ়॥
হরিষ বিষাদ ভাল মন্দ মনে গুণে।
রাইয়ের রীতি বুঝিতে তথি বসিলা মণ্ডপ-কোণে॥
শাশুড়ি আড়ে জানি ভয়ে ভীত ভেল ধনি।
গায়ের বসন খসে সঘন মুখে নাহি বাণী॥
বিপদ অতি বুঝি তথি কহে সকল নারী।
গোপত কথা বেকত হবে এবে কিবা করি॥
রাই কাতর ডরে বিকল মনে বিচার করে।
দুষ্ট মতি দেখি পতি না জানি কি করে॥
কহে বটু হইয়া কটু ব্রহ্মচারী শ্যামে।
আয়ান মায়ে লৈয়া যায়ে ঐছে কর কামে॥
কানু তখন ভানু হৈয়া ফুলের ভিতর যায়।
যখন যেমন তখন তেমন বুঝি কথা কয়॥
শুন রাধা পতিব্রতা কেনে কর স্তুতি।
বুড়ির পাপে জালিমু তাপে মরিবে তোমার পতি॥

কোলের কুমার তার গাই ভঁইসা যত।
ঝি জামাতা আনি হেথা করিব সব হত॥
বটু তখন স্তুতি করে বসি দেবের ঘরে।
কর জোড়ে বেদ পড়ে দেব মানাবরে তরে॥
দেব দিনমণি তোরে আমি ভাল জানি।
স্তুতি পাঠে গলা ফাটে রাখ মোর বাণী॥
এই রাধা তোরি সদা ভয়ে ভেল ভোর।
দয়া করি রাখ নারী এই মিনতি মোর॥
কুন্দলতা ধনি সদা বলে বিনয়-বাণী।
রাধার তরে হিয়া ঝুরে সেবে গুণমণি॥
ভয়ে ধনি হৈয়া খিনি গলে বসন দিয়া।
নিষ্কপটে দেব নিকটে রহে দণ্ডাইয়া॥
শেখর আগে বর মাগে শুন দিবাকর।
সে-না বুড়ি মরুক পুড়ি রাধার রাখ ঘর॥

কড়খা ধানশী—ছুটা।

করজোড়ে কহে ধনি, শুন দেব দিনমণি,
জনম সেবন কৈলুঁ তোর।
ধন জন পরিবার, সব হব ছার খার,
এই কি কপালে ছিল মোর॥

দিনমণি কর অবধান।
পতি যদি মরি যাবে, তবে মোর কি হবে,
কোন কাজে রাখিব পরাণ॥
দেবর ননদ মোরা দেখে যেন আঁখির তারা
শাশুড়ী সোহাগ করে সদা।
এসব মরিয়া যাবে, আমারে দেখিতে হবে,
এ তাপে কেমনে জীবে রাধা॥
বিপদে বিষণ্ণ মন ডাকে সত্যনারায়ণ
বটু চাটু করে তার পাশে।
রাধার বদন দেখি বিকল হইল আঁখি
বিকট কপট দেব হাসে॥
ধনির বিনয় শুনি কহে দেব দিনমণি
প্রসন্ন হইলুঁ তোর তরে।
ধনে জনে পুরা হইয়া থাক সতী পতি লইয়া
আপদ না হবে তোর ঘরে॥
দেব দয়াময় দেখি, আনন্দ হইল সখি,
ধনি বৈসে আসন ভিড়িয়া।
নাগর-মোহিনী ধনি পূজে দেব দিনমণি
বটু দেয় সুমন্ত্র পড়িয়া॥

ধূপ দীপ গন্ধ মালা, দিয়া দেব পূজে বালা,
আর কত শত উপহারে ॥
বটু মুখে মন্ত্র পড়ে সঘনে হুঙ্কার ছাড়ে
দেখি সবার হইল চমৎকার ॥
নানা উপহারে ধনি পূজা কৈল দিনমণি
অবশেষে মাগে এক বর।
যদি হৈলা অনুকূল পড়ুক মাথার ফুল
তবে সে ঘুচয়ে সব ডর ॥
হাসি দেব মাথা নাড়ে ঝর ঝরায়ে ফুল পড়ে
হুলাহুলি দেয় নারীগণে।
দেখিয়া দেবের মুখ বাড়িল সবার সুখ
আশীষ মাগয়ে জনে জনে ॥
সবার শিরে দিয়ে হাত, বটু করে আশীর্ব্বাদ,
জনম আয়ুতি হৈয়া থাক।
এই দেব নিরঞ্জন পুরাক সবার মন
নৈবেদ্য প্রসাদ কিছু রাখ ॥
বসনে বাঁধিয়া সব না রাখিল এক লব
ধাইয়া চলিল আন বনে।
হিয়ায় সামাইল ডর কাঁপে বুড়ি থর থর
আয়ান আসান পাইল মনে ॥

পুতেরে লইয়া বুড়ি পলাইল গুড়ি গুড়ি
পথ বিপথ নাহি মানে।
উলটিয়া নাহি চায় বসন না রহে গায়
আয়ান ভাবিত হৈল মনে ॥
দোঁহে ঘর আসি বৈসে রাইকে পরশংসে
মাথায় আঘাত সদা মারে।
নিষেধ করিল মায় এ কথা না কহ কায়
ঘরে আইলে মানাইও সবারে ॥
হাসিয়া শেখর কয় আর কিছু নাহি ভয়,
মোর বোলে কর পরতীত।
বিলাস নিকুঞ্জে চল কৌতুকে সবাই খেল
কেহ কিছু না ভাবিও ভীত ॥

বালা ধানশী—জপতাল।

ফুলের ভিতর হইতে বাহির হইয়া।
নাগর কহয়ে কথা হাসিয়া হাসিয়া ॥
সখীগণে সকৌতুকে করি পরিহাস।
নাগর আইলা পুন নাগরীর পাশ ॥

বিলাস-মন্দিরে সবে করিলা গমন।
কুন্দলতা কহে কত কৌতুক বচন ॥
বৃন্দাদেবী কহে ভেল দিন অবসান।
এখন আপন ঘরে করহ পয়ান ॥

কামোদ মিশ্র—শ্রীরাগ ছোট দশকুশী।

দিন অবসান, জানিয়া পরাণ,
কি জানি কেমন করে।
দোঁহার বদন, নিরখি দুজন,
বচন নাহিক সরে ॥
রসিক নাগরী বিচ্ছেদে বিভোরি,
ঘুচিল মুখের হাস।
লোর ঝর ঝর বোল ঘড় ঘড়
খসিয়া পড়িল বাস ॥
হিয়ার জলন, বাড়ব অনল,
দহই দোঁহার দেহা।
করিতে মেলানি কি হইল না জানি
জাগিল দারুণ লেহা ॥

বিষাদে বিষণ্ণ, হৈয়া দুহুঁ জন,

মেদিনী ভেদয়ে পায়।

সখীগণ তথি, করিয়া যুকতি

কহয়ে দুঁহার ঠায়॥

সুন্দরী সুন্দর বিলম্ব না কর

সত্বরে চলহ ঘর।

অবধি রহিলে কি জানি কি ফলে

সে আর হইল ডর॥

শুনিয়া বচন তরাসে তখন

মন্দির বাহির আসি।

দুঃখিত হিয়ায় হইল বিদায়

বাড়িল বেদনারাশি॥

চতুর নাগর চলিলা সত্বর

মিলিল সখার সঙ্গে।

সখীর মণ্ডলী লইয়া চললি

শেখর চলিল রঙ্গে॥

ধানশীমিশ্রশ্রীরাগ—ছোট জপতাল।

সতী কুলবতী, সকল যুবতী,
রাধারে আনিয়া ঘরে।
পরম যতনে মধুর বচনে
সঁপিল জটিলা করে॥
হরিষ বদনে জটিলা তখনে,
সবার করিয়া মান।
আদর বাদরে বিনয় ব্যাভারে
দেয়ল কর্পূর পান॥
দুবাহু তুলিয়া দেবতা ডাকিয়া
সঘনে আশিস করে।
দেব যার বশ মিছা অপযশ
না বুঝি দেয়ল তারে॥
পরের বচনে হয়ে অচেতনে
করিলুঁ দারুণ কাজ।
দেখিলুঁ নয়নে শুনিলুঁ শ্রবণে
মাথায় পড়িল বাজ॥

ভাল বটে বেটি করিয়া আখুটি
মানাইল নারায়ণ।
তেঞিসে আমার রহিল সংসার
পুত্র পরিবার ধন ॥
বধুর মরম ছরম জানিয়া
বুড়ি সে কাতরে বলে।
ও মোর দুলালি পরাণ পুতলি
সিনাহ শীতল জলে ॥
বালা করি ছলা বিরলে বসিলা
শেখর করিয়া সঙ্গে।
শাশুড়ী আদর দেখিয়া সবার
উপজিল মহা রঙ্গে ॥

বালা ধানশী—জপতাল।

হেথা মিত্র[১] পূজাইয়া নাগর-রাজ।
বটুরে লইয়া সব সাধি নিজ কাজ ॥
মুদ্রার সহিত বটু নৈবেদ্য বাঁধিয়া।
কৃষ্ণ সঙ্গে সখা মাঝে উত্তরিল গিয়া ॥

১। সূর্য্য।

বটুর অঞ্চলে বাঁধা নৈবেদ্য দেখিয়া।
খেলয়ে রাখাল সব চৌদিকে ঘেরিয়া॥
বলরামের ইঙ্গিতে সকল সখাগণ।
নৈবেদ্য সহিতে নিল তাহার বসন॥
ক্রোধে সাপ পাড়ে বটু কৃষ্ণ করে মানা।
তবে তার বস্ত্র দিল করি বিড়ম্বনা॥
কৃষ্ণ লৈয়া সখাগণ নানা ক্রীড়া করে।
অপরাহ্ণ হৈল বলি মাধব ফুকারে॥

ঝুমর

রাম কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম। কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম রাম।

দানঘাটির দানলীলা।

শ্রীগৌরচন্দ্র।

সুরট মল্লার—তেওট।

হের দেখ নব নব, গৌরাঙ্গ মাধুরী,
রূপে জিতল কোটী কাম।
অঙ্গহি অঙ্গ, ঘামকুল সঞ্চরু,
যৈছন মোতিম দাম[১]॥

১। প্রতি অঙ্গে স্বেদ বিন্দুচয় উদিত হইয়া মুক্তার মালার মত দেখাইতেছে।

নয়নহি নীর বহ, কম্পই থির নহ,
হাসি কহত মৃদু বাত।
কো জানে কি ক্ষণে, ঘরসঞে নিকসলুঁ,
ঠেকি গেলুঁ শ্যামের হাত॥
বেশক উচিত দান, কভু নাহি শুনিয়ে,
কাঁহা শিখলি অবিচার।
বুঝি দেখি নিরজন, গোবর্দ্ধন বন,
লুঠবি তুহুঁ বাটপাড়॥
কো ইহ ভাব ভরহি ভরমাইত[১]
কিঞ্চিত পাটল[২] আঁখি।
রাধামোহন কিয়ে, আনন্দে ডুবল,
ও-রস মাধুরী পেখি॥

জয় জয়ন্তী মালসি—তেউটী।

মুদির মরকত, মধুর মূরতি,
মুগধ মোহন ছান্দ।
মল্লি মালতী, মালে মধুমত,
মধুপ মনমথ ফান্দ॥

১। পৃথিবীতে ইনি কে যাঁহার ঈষৎ রক্তিম চক্ষু এরূপ ভাবভরে বিঘূর্ণিত হইতেছে?
২। শ্বেতের সহিত রক্তাভা মিশিলে যে রঙ হয়; গোলাপী।

শ্যাম সুন্দর, সুঘড় শেখর[১]
শরদ শশধর হাস।
সঙ্গে সমবয় সুবেশ সমরস
সতত সুখময় ভাষ॥
চিকণ চাঁচর চিকুরে চুম্বিত
চারু চন্দ্রক পাঁতি।
চপল চমকিত চকিত চাহনী
চীত চোরক ভাতি[২]॥
গিরিক গৈরিক, গোরজ গোরোচন,
গন্ধ গরভিত বাস[৩]।
গোপ গোপন গরিম গুণগণ[৪]
গাওত গোবিন্দ দাস॥

১। সুনিপুণদিগের শিরোমণি

২। তাঁহার চঞ্চল নয়নের চকিত চাহনি দেখিলে মনে হয় যেন তিনি অখিল রমণীগণের মনোচোর।

৩। পর্ব্বতের গেরুয়া রঙের ধূলি গোক্ষুরোদ্ধৃত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বসন গোরোচনার ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট এবং সুগন্ধযুক্ত করিয়াছে।

৪। গোপগণের রক্ষাকর্ত্তার অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ গুণসমূহ।

ধানশী—তেওট।

সুন্দরী শুনহ আজুক কথা।

তাপ দূরে গেল, সব ভাল হৈল,

ইহা উপজিল যথা ॥ ধ্রু ॥

অরুণ উদয়ে, ব্রাহ্মণ নিচয়ে,

আইল গোকুল মাঝ।

জরতির স্থানে করি নিবেদনে

আপন মনের কাজ ॥

গোবর্দ্ধন পাশে আমরা হরিষে

করিব যজ্ঞের কাম।

যে গোপ-যুবতী ঘৃত দিবে তথি

ইষ্টবর পাবে দান ॥

জটিলা শুনিয়া আমারে ডাকিয়া

যতন করিয়া কৈল।

বধূরে সাজাইয়া গব্য ঘৃত লইয়া

তুরিতে তাহাই চৈল ॥

এসব বচনে সব সখীগণে

রাইয়ের আনন্দ হোয়।

সো হেন নাগর গুণের সাগর

দরশ হইবে মোয় ॥

এত মনে করি অতি রসে ভরি
অঙ্গহি সুবেশ কৈল।
ঘৃতের পসার সাজাঞা সত্বর
সভে মেলি চলি গেল ॥
এ কথা জানিয়া সে যে বিনোদিয়া
বান্ধিয়া ও চূড়া-চান্দে।
সুবলাদি লৈয়া আধ পথে যাইয়া
রহল দানির ছান্দে ॥
বেণুর নিসান করয়ে সঘন
বাজায়ে ও জয়তুরী।
এ যদু নন্দন করে দরশন
নিবিড় আনন্দে ভোরী ॥

গোবর্দ্ধনের দান।

সুরট সারঙ্গ—ঠুঠুকী।

ধেনুগণ বনে বনে, ফিরয়ে আনন্দ মনে
কানাই আইলা গোবর্দ্ধনে।
দান সাধিবার ছলে, দাঁড়াইলা তরুতলে,
সুবল মধুমঙ্গলের সনে ॥

ললিত ত্রিভঙ্গ হইয়া, অধরে মুরলী লইয়া,
রাধা বলি লাগিলা ডাকিতে।
সে ধ্বনি শুনিয়া কাণে, চিতে ধৈরজ নাহি মানে,
গরগর সখীর সহিতে॥
গুরুগণে অনুমতি, যজ্ঞস্থলে ঘৃত দিতে,
আর তাহে মুরলীর ধ্বনি।
ঘৃতের পসরা মাথে, রঙ্গিয়া বড়াই সাথে,
বাহির হইলা বিনোদিনি॥
সহচরী সঙ্গে রঙ্গে, চলু বর কামিনী,
কত কত মনের উল্লাসে।
চারিদিগে নব রঙ্গিনী, মাঝে যায় ভানুনন্দিনী,
শোভা নিরখে যদুনাথ দাসে॥

বরাড়ি মিশ্র ভাটিয়ারী—মধ্যম একতালা।

চললি রাজপথে, রাই সুনাগরী,
লাস বেশ[১] করি অঙ্গে।
স্বর্ণ ঘটী করি, গব্য ঘৃত ভরি,
প্রাণ-সখিগণ সঙ্গে॥

১। লাস-বেশ, নাস বেশ—সাজ সজ্জা, বিলাসের উপযোগী সাজ।

বেলন পাটের জাদে[১] বাঁধিয়া কবরী ছাঁদে
বেড়িয়া মালতী মালে।
সিঁথায়ে সিন্দুর নয়নে কাজর
অলকা তিলক ভালে॥
মণিময় আভরণ শ্রবণে কুণ্ডল
গীমে সুরেশ্বরী হার।
রূপ নিরূপম বিচিত্র কাঁচলি
পীন পয়োধর ভার॥
চরণ-কমল-তলে রাতুল আলতা
মোহন নূপুর বাজে।
গোবিন্দদাস ভণে এ রূপ যৌবনে
জিতবি নিকুঞ্জ রাজে॥

কামোদ—মধ্যম দশকুশী।

ব্রজকুল নন্দন চান্দ হাম পেখলুঁ
অপরূপ কত কত বেরি।
প্রতি অঙ্গ রঙ্গ- তরঙ্গিম শোভন
পুরুবহি এতহুঁ না হেরি[২]॥

১। চিকণ জালি বিশিষ্ট রেশমের থোপা।

২। কতবার এই অপরূপ রূপ দেখিয়াছি, কিন্তু প্রতি অঙ্গে এমন আনন্দের হিল্লোল খেলিতেছে যে, পূর্ব্বে এমন কথনও দেখি নাই।

সজনি কো ইহ মাধুরী অপার[১]।
যো রসসিন্ধু বিন্দু নব পুন পুন
মঝু আঁখি পিবই না পার[২] ॥ ধ্রু ॥
তনু তনু অতনু, যূথ কিয়ে সেবই[৩]
কিয়ে রূপ আপহি সেব[৪]।
কিয়ে সুমনোহর কান্তি রূপ ধর[৫]
কিয়ে বর রস অধিদেব[৬] ॥
এত কহি গোরি ভোরি কিয়ে অনিমিখ
নয়ন চসকে[৭] করু পান।
সো বচনামৃত কিয়ে রাধামোহন
শ্লাঘহি পাতব কান ॥

১। এমন অনন্ত অফুরন্ত মাধুর্য্য—এ কে ?

২। যে সুধা-সমুদ্রের নব নব বিন্দু আমার চক্ষু পান করিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

৩। ইঁহার প্রতি অঙ্গ কি কোটী কন্দর্প কর্ত্তৃক পরিসেবিত ? নতুবা প্রত্যেকটি অঙ্গ এমন মাধুর্য্যের ভাণ্ডার কিরূপে হইল ?

৪। কিম্বা আপনার ভুবনমোহন রূপে এরূপ রূপরাশ ?

৫। সুন্দর মনোহর কান্তি কি এমন রূপ ধরিয়া আবির্ভূতা হইয়াছে !

৬। অথবা শৃঙ্গার রসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দেখিতেছি !

৭। চক্ষুরূপ পানপাত্র।

বরাড়ি—একতালা।

সহচরী সঙ্গে রঙ্গে চলু কামিনী
দামিনী যৈছে উজোর।
গোবর্দ্ধন তট নিকট বাট হি
লেই যজ্ঞ-ঘৃত থোর॥
দেখ সখি অপরূপ রঙ্গ।
নিরুপম বিলাস রসায়ন পিবইতে
দুহুঁজন পুলকিত অঙ্গ॥
দূরসঞে দরশন, অনিমিখ লোচন
বহত হি আনন্দ নীর।
আনন্দ-সাগরে ডুবল দুহুঁজন
বহুক্ষণে ভৈগেল থীর।
অতিশয় আদর বিদগধ নাগর
রাই নিয়ড়ে উপনীত।
ইহ যদুনন্দন নিরখই দুহুঁজন
অতিসুখে নিমগন চিত॥

ধানশী—বৃহৎ জপতাল।

সুন্দর বদনে, সিন্দূর বিন্দু,
সাঙর চিকুর ভার[১]।
জনু রবি শশী, সঙ্গহি উয়ল,
পিছে করি আন্ধিয়ার[২] ॥
রামাহে অধিক চন্দ্রিমা[৩] ভেল।
কত না যতনে কত অদভুত
বিহি বহি তোরে দেল[৪] ॥ ধ্রু ॥

১। শ্যামবর্ণ, ঘনকৃষ্ণ কেশপাশ।

২। সুন্দর বদন ও সিন্দূর বিন্দু দেখিয়া মনে হইতেছে যেন চন্দ্র ও সূর্য্য এক সঙ্গে উদিত হইয়াছে এবং তাহার পশ্চাতে যেন জমাটবাঁধা অন্ধকার লইয়া আসিয়াছে।

চন্দ্র ও সূর্য্য এক সঙ্গে উদিত হয় না এবং ইহাদের মধ্যে যে কোনওটির উদয় হইলে অন্ধকার থাকে না, সুতরাং এখানে 'অদ্ভুতোপমা' অলঙ্কার হইয়াছে।

৩। চঙ্গিম পাঠান্তর [নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'বিদ্যাপতি']

চন্দ্রিমা পাঠে অর্থ বোধ হয় এই যে, চন্দ্র সূর্য্যের উদয়ে এবং তৎসঙ্গে অন্ধকারের সন্নিবেশে রূপ অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছে।

৪। বিধাতা কতই যত্নে এই অদ্ভুত রূপরাশি তোমাকে দিয়াছেন। বহি—হিন্দী শব্দ—ঐ।

উরজ অঙ্কুর চীরে ঝাপায়সি
থোর থোর দরশায়।
কত না যতনে কত না গোপসি
হিমে গিরি না লুকায়[১] ॥
চঞ্চল লোচনে বঙ্ক নেহারনি
অঞ্জন শোভন তায়।
জনু ইন্দীবর পবনে পেলিল
অলি ভরে উলটায়[২] ॥
ভন বিদ্যাপতি শুনহ যুবতী
এ সব এরূপ জান[৩]।
রায় শিব সিংহ রূপ নারায়ণ
লছিমা দেবী পরমাণ ॥

১। বস্ত্রের দ্বারা স্তনযুগল লুকাইতে বৃথা চেষ্টা করিতেছ। তুষারপাতে কি গিরি কখনও গুপ্ত থাকে ?

২। তোমার চঞ্চল নয়নের বঙ্কিম চাহনি দেখিয়া মনে হইতেছে, পবন-হেলিত নীল কমল অলিভরে যেন উল্টাইয়া পড়িতেছে।

৩। আমার কথা বিশ্বাস কর, আমি যেরূপ বলিলাম সেইরূপই।

মায়ূর—মধ্যম দশকুশী।

কবরী ভয়ে চামরী গিরি কন্দরে[১]
মুখ ভয়ে চান্দ আকাশ[২]।
হরিণী নয়ন ভয়ে স্বর ভয়ে কোকিল
গতি ভয়ে গজ বনবাস ॥
সুন্দরি কাহে মুঝে সম্ভাষি না যাসি।
তুয়া ডরে ইহ সব দূরহি পলায়ল
তুহুঁ পুন কাহে ডরাসি[৩] ॥ ধ্রু ॥
কুচ ভয়ে কমল-কোরক জলে মুদি রহু
ঘট পরবেশ হুতাশে।
দাড়িম শ্রীফল গগনে বাস করু
শম্ভু গরল করু গ্রাসে[৪] ॥

১। তোমার শোভা দেখিয়া চামরী লজ্জায় গিরি-গহ্বরে লুকাইয়াছে।

২। তোমার মুখের সৌন্দর্য্যের নিকট পরাজিত হইয়া চাঁদ কোন সুদূর আকাশে চলিয়া গিয়াছে! কারণ তোমার মুখ-চন্দ্রিমা সর্ব্বদাই পূর্ণকল এবং অকলঙ্ক।

৩। তুমি আবার ভয় করিতেছ কাহাকে?

৪। তোমার কুচযুগলের শোভা দেখিয়া পদ্ম-কোরক জলে মুদিত হইয়া থাকে, ঘট অগ্নিদগ্ধ হয়, দাড়িম্ব ও শ্রীফল শূন্যে অবস্থান করে, এবং শিব গরল ভক্ষণ করিয়া ফেলিয়াছেন।

ভুজ ভয়ে মৃণাল পঙ্কে মুদি রহু
কর ভয়ে কিশলয় কাঁপে[৫]।
বিদ্যাপতি কহে কত কত ঐছন
করত মদন পরতাপে॥

কামোদ—দশকুশী।

কানুর মধুর বচন রচনগণ
শুনইতে নাগরী ভোর।
মধুরিম হাস মিলিত নয়নে থোর
চাহনি তাকর ওর[১]॥
সজনি কো কহু প্রেম বিলাস।
হেরইতে ঐছন নিজ নিজ জীবন
নীছন করু অভিলাষ॥

৫। বৃক্ষের নব কিসলয় তোমার করযুগলের কান্তি পরাজিত করিতে না পারিয়া সর্ব্বদা ভয়ে কম্পিত।

১। চোখে মধুর হাসি খেলিতেছে এবং ঈষৎ অপাঙ্গ দৃষ্টি শ্রীকৃষ্ণের দিকে বদ্ধ রহিয়াছে।

তুহুঁজন নয়নে নয়ন বাণ বরিষণে
হানল দুহুঁ কর চিত।
রস-আকুতে[১] ভরি আনছলে নাগরী
আনতহি ভেল উপনীত॥
নাহ রসিকবর পন্থ আগোরল
কহতহি চতুরিম বাত।
আনন্দে নিমগন দাস যতুনন্দন
শুনতহি পুলকিত গাত॥

বরাড়ি সিন্ধুড়া—ডাঁশপাহিড়া।

আহির রমণী যত, চালাঞা বাহির পথ,
আপনি যাইছ আন ছলে[২]।
বাহু নাড়া দিয়া যাও, দানী[৩] পানে নাহি চাও,
এত না গরব কার বলে॥

১। প্রেমের উৎকণ্ঠা।

২। সকল গোপরমণীকে লইয়া এই বাহির পথে যাইতেছ যাহাতে দান অর্থাৎ শুল্ক না দিতে হয়, এই ছলনা করিয়া চলিয়াছ, ব্যাপার কি?

৩। রাজার কর্ম্মচারী—যে শুল্ক আদায় করে।

হেদে গো কিশোরী গোরী শুনহ বচন মোরি
তোর দান না করিব আন।
এতেক শুনিয়া তবে হাসিয়া বোলয়ে সভে
কিবা দান কহ দেখি কান॥
পুন হাসি কহে বাণী শুন ওহে বিনোদিনী
অল্প নিব তোমার পিরিতে।
পীতবাস কামরায়, সে বা যত দান চায়,
তাহা তুমি না পারিবে দিতে॥
গলে গজমতি হার এক লক্ষ দাম তার
দুই লক্ষ সিঁথার সিন্দূর।
তিন লক্ষ কেশপাশ, দান মাগে পীতবাস,
চারি লক্ষ পায়ের নূপুর॥
কুসুম কবরি ঝুরি, পাঁচ লক্ষ দান তারি
নহে কহ যে হয় উচিত।
মোরা করোঁ রাজসেবা কাঁচলিতে লুকা কিবা
দেখাইয়া করাহ পরতীত॥
কে জানে কিসের দান কি বোল বলিলে কান
অন্য হইলে আমি ভালে জানি[১]।
যদি পুন হেন বোল তবে পাবে প্রতিফল
হাসি অনন্ত-পহুঁ শুনি॥

১। অন্য লোকে বলিলে কি উত্তর দিতে হয়, তাহা বুঝিতাম।

ধরাড়ী—দশকুশী।

চিকুরে চোরায়সি চামর কাঁতি।
দশনে চোরায়সি মোতিম পাঁতি॥
এ গজ-গামিনী তু বড়ি সিয়ান।
বলে ছলে বাঁচবি গিরিধর-দান[১]॥
অধরে চোরায়সি সুরঙ্গ পঙার[২]।
বরণে চোরায়সি কুঙ্কুম ভার॥
কনক কলসে দউ রস ভরি তাই।
হৃদয়ে চোরায়সি আঁচরে ঝাঁপাই॥
তে অতি মন্থর গমন সঞ্চার[৩]।
কোন তেজব তোহে বিনহি বিচার॥

১। দান দিবার ভয়ে তুমি শুল্কোপযোগী সমস্ত দ্রব্য লুকাইয়া লইয়া যাইতেছ। চামর, মুক্তা, প্রবাল কুঙ্কুম, রসপূর্ণ সুবর্ণ কলসী প্রভৃতি গোপন করিয়া লইয়া চলিয়াছ! ইহাদের জন্য পৃথক দান দিতে হইবে।

২। সুন্দর বর্ণযুক্ত প্রবাল।

৩। সেই জন্যই ধীরে ধীরে চলিতেছ—দানীকে ফাঁকি দিবে বলিয়া।

সুবল লেহ তুহুঁ গোরস দান।
রাই করহ অব কুঞ্জে পয়ান[১] ॥
যাহা বৈঠত মনমথ মহারাজ।
গোবিন্দদাস কহে পড়ল অকাজ

সুহিনী—বিষমপঞ্চম তাল।

হেমঘট পাইয়া পাথারে[২]।
চোরার মন সাত পাঁচ করে ॥
তুমি ইহায় পুছহ বড়াই।
কিবা ধন মাগয়ে কানাই ॥
তুমি কি না জান বনমালী।
রাখালে কি ভজে চন্দ্রাবলী[২] ॥

১। কুঞ্জে অর্থাৎ রাজার দরবারে চল।

১। (ক) বাথানে } পাঠান্তর।
(খ) পাঁতরে

২। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে শ্রীরাধার এক নাম চন্দ্রাবলী দেখা যায়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে আছে :—

তোর নাম চন্দ্রাবলী মোর নাম বনমালী
তোর মোর শোভএ মীলনে।

মাকড়ের হাতে নারিকল।
খেতে সাধ ভাঙ্গিতে নাহি বল[১] ॥
ফণির মাথাতে মণি জ্বলে।
নিতে সাধ ধরিতে নাহি বলে ॥
বড়ু কহে বাসুলির বরে।
বাঙন হইয়া কি চাঁদ ধরিতে পারে[২] ॥

সুহই—দশকুশী।

এই ত বৃন্দাবন পথে।
নিতি নিতি করি গতায়াতে ॥

১। এই কলিটি কেবল পদরত্নাকর পুথিতে পাওয়া যায়। তুলনা করুন :—
আহ্মাকে বল কৈলেঁ তোর নাহিঁ কিছু ফল।
মাকড়ের হাতে যেন ঝুনা-নারিকল ॥—
চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

২। এই কলিটীর স্থলে শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ত পুথিতে আছে :—
সাপের মাথায় মণি জ্বলে।
বড়ু কহে বাশুলির বলে ॥
অপর এক পুঁথিতে আছে :—
গোবিন্দদাসের ধন্দ।
নড়ির বিহিন যেন অন্ধ ॥

হাতে করি লইয়ে যাই সোণা।
তুমি কে না বলে কোন জনা॥
তুমি দেখি পুছহ বড়াই।
কিসের দান চাহেন কানাই॥
সঙ্গে যজ্ঞ[১] ঘৃতের পসার।
তাহে কেনে এতেক জঞ্জাল॥
তুমিত বরজ যুবরাজ।
তুমি কেনে করিবে অকাজ॥
দূর কর হাস পরিহাস।
কহতহি গোবিন্দ দাস॥

ধানশী—মধ্যম দশকুশী।

গরবহি সুন্দরী চলল আনপথ
নাগর পন্থ আগোর।
কহতহি বাত, দান দেহ মঝু হাত,
আন ছলে কাঁচলি তোড়॥

১। সবে—পাঠান্তর। 'যজ্ঞ' পাঠ অধিকতর সঙ্গত, এইজন্য যে আজ গোপ-যুবতীরা যজ্ঞের জন্য ঘৃত লইয়া যাইতেছে।

৩২১ পৃষ্ঠা দেখুন।

অপরূপ প্রেম তরঙ্গ।
দান-কেলি-রস, কলিত মহোৎসব,
বর কিলকিঞ্চিত রঙ্গ[১] ॥ ধ্রু ॥
অলপ পাটল ভেল অথির দৃগঞ্চল
তহি জলকণ পরকাশ।
ধুনাইত ভ্রুধনু পুলকে পূরল তনু
অলখিত আনন্দ হাস ॥
ঐছন হেরি চকিত পুন তৈখন
বাহুড়ল পদ দুই চারি
রাধামাধব দুহুঁকর পদতলে
রাধামোহন বলিহারি ॥

সখীর উক্তি।

বরাড়ী—মধ্যম একতালা।

ওহে কানাই
ভালাই[২] লইয়া যাও গোঠে হে।
তোমার যে রীত-নীত দেখিতে লাগয়ে ভীত
কতই কতই মনে উঠে হে ॥

১। 'কিলকিঞ্চিত' ভাবের ব্যাখ্যা পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে—২৭০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
২। হিন্দীশব্দ—মঙ্গল।

তুমি ত রাজার পো ধনে কেনে এত মো[1]
বিভা দিতে বলো তোমা তাতে হে।
বাঙন হইয়া কেন ঘনাইয়া ঘনাইয়া আইস
চাঁদ কি নাগাল পাবে হাতে হে॥
শুনেছি লোকের ঠাঁই ঘোষের[2] সোয়াস্ত নাই
ব্রজপুরে বধূ না মিলিল হে।
বসন চুরির কথা শুনি সবে পাইল ব্যথা
তেঁই কন্যা তোমারে না দিল হে॥
সে দুখে দুখিত হইয়া বেড়াও রমণী চাইয়া
গো-ধন চরাবার ছলা করি হে।
আমরা যেমন হই তোমার অবেছ[3] নাই
এখানে না লাগে ভারি ভুরি হে॥
(তোমার)
কুটিল নয়ান শরে জগত মোহিত করে
তারে কিছু মোরা না ডরাই হে।
রাধার চরণ বলে সব আছে করতলে
দ্বিজ মাধবে জান নাই হে॥

১। মোহ, লোভ

২। নন্দঘোষের

৩। অবিদিত

শ্রীরাগ - জপতাল ।

এই মনে বনে, দানী হইয়াছ,
ছুঁইতে রাধার অঙ্গ ।
রাখাল হইয়া, রাজকুমারী সনে,
কিসের রভস রঙ্গ ॥
এমন আচর, নাহি কর ডর,
ঘনাইয়া আসিছ কাছে ।
গুরুবর আগে করিব গোচর
তখন জানিবে পাছে ॥
আরে ও-দানি আরে ও-রাখাল
তুমি রাধার মহিমা নাহি জান ।
মদনমোহন যার, পদ-লোভে লোভি,
তুমি তারে কেমন হেন মান[১] ॥
ওহে কানাই ছুঁইও না হে ।
ওই খানে থাক ছুঁইয়োনা হে ॥
ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা নিলাজ কানাই
আমরা পরের নারী ।
পর পুরুষের পবন পরশে
সচেলে সিনান করি ॥

১। কলিটি পদকল্পতরুতে নাই, বোধ হয় তুকগান ।

গিরি গিয়া যদি গৌরী আরাধহ
পান কর কনক ধূমে[১]।
কামনা সাগরে কামনা করহ
বেণী বদরিকাশ্রমে॥
সূরয উপরাগে সহস্র সুন্দরী
ব্রাহ্মণে করাহ সাথ[২]।
তভু হয় নহে তোমার শকতি
রাই অঙ্গে দিতে হাত॥

১। পাহাড়ে গিয়া যদি যতি সন্ন্যাসীদের মত কঠোর তপস্যা কর।
রাধামোহন ঠাকুর পদামৃত-সমুদ্রের টীকায় 'কনক-ধূমপান' অর্থে লিখিয়াছেন—অতি কঠোর তপস্যাবিশেষ। এই তপস্যায় অধোমুখ হইয়া অগ্নিকুণ্ডের অতি সন্নিহিত সুবর্ণবর্ণ ধূমপান করিয়া অভীষ্ট কামনা করিতে হয়।

২। সূর্য্য-গ্রহণের সময় ব্রাহ্মণকে দান করিলে অশেষ পুণ্য-সঞ্চয় হয়। এই সময়ে যদি ব্রাহ্মণকে বিবাহার্থে কোন সুন্দরী কন্যা দান করা যায়, তাহা হইলে সহস্র গুণ ফল হয়। কিন্তু এরূপ সহস্র সুন্দরী দান করিলেও তুমি শ্রীরাধার অঙ্গে হস্তার্পণ করিবার যোগ্যতা লাভ করিবে না।

৩। পদরত্নাকরে নিম্নলিখিত অতিরিক্ত কলি দৃষ্ট হয়ঃ—
গাএর মলা যদি তুলিয়া ফেলাই
সে হয় কাঁচা সোণা।
মুখের ঘাম যদি মুছিয়া ফেলাই
সে হয় চান্দের কোণা॥

গোবিন্দদাসের বচন মানহ
না কর এমন ঢঙ্গ।
যোই নাগরী ও-রসে আগোরি
করহ তাকর সঙ্গ॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

করুণ বরাড়ী—মধ্যম একতালা।

তোহারি হৃদয় বেণী বদরিকাশ্রম
উন্নত কুচ গিরি যোড়[১]।
সুন্দর বদন-ছবি, কনক ধূম পিবি,
ততহি তপত জীউ মোর[২]॥

স্বাদু গন্ধ নাই তোমার কথায়
মুচকি মুচকি হাস।
এরূপ দেখিয়া আপনা চাহিতে
ছি ছি লাজ নাহি বাস॥

১। বেণী-বদরিকাশ্রমে দুইটী পর্ব্বত আছে, সুতরাং তোমার হৃদয়ই সেই তীর্থ।

২। অগ্নি কুণ্ডের ধূম সেবন করিয়া কঠোর তপস্যা করিতে বলিতেছ? কিন্তু তোমার কনক বর্ণ মুখচ্ছবি পান করায় সেই ফলই হইতেছে। কারণ তোমাকে দেখিয়া আমার জীবন দারুণ প্রেমানলে জ্বলিতেছে।

সুন্দরী তোহারি চরণ-যুগ ছোড়ি।
গৌরী আরাধনে, কাঁহা চলি যাওব,
তুহুঁ তিরিথময়ী গোরী[১] ॥ ধ্রু ॥
সিন্দুর সুন্দর মৃগমদে পরশল
এই সুরয-গ্রহ জানি[২]।
তুয়া পদ নখ দ্বিজ- রাজহি সোঁপল
সুন্দরী সহস্র পরাণী[৩] ॥
কাম-সাগরে হাম সহজই নিমগন
কাম পূরবি তুহুঁ রাই।
শ্যামর বোলি অব, চরণে না ঠেলবি,
গোবিন্দদাস মুখ চাই ॥

১। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, সুন্দরী! যে সকল তীর্থে যাইবার কথা বলিলে, সেই সকল তীর্থই তোমাতে বিদ্যমান; অতএব তোমার যুগল চরণ ছাড়িয়া আর কোথায় যাইব ?

২। তোমাতেই সূর্য্য-গ্রহণ দেখিতেছি, কেন না তোমার কপালের সিন্দুর বিন্দুতে মৃগমদবিন্দু স্পর্শনে মনে হইতেছে যেন গ্রহণ লাগিয়াছে।

৩। ব্রাহ্মণকে সুন্দরী দান করিবার কথা বলিতেছ ? তোমার পদনখরূপ দ্বিজরাজ (চন্দ্র, পক্ষান্তরে দ্বিজশ্রেষ্ঠ) আমার সহস্র পরাণী অর্থাৎ আমার সহস্র জন্মের স স্র প্রাণ উৎসর্গ করিলাম।

৪। তোমারি কামনা-সাগরে আমি সর্ব্বদাই নিমগ্ন রহিয়াছি, আর কোন কামনা-সাগরে যাইব ?

মায়ূর—তেওট।

সখিগণ সমুখহি, কাতর কানু যব,
সুবিনয় করলহি দিঠে।
তব তছু অভিমত করইতে কোই সখি
গোপতে বচন কহু মিঠে॥
সুন্দরী অলখিতে হও তিরোধান।
গিরিবর কুঞ্জ- কুটির অতি গুপতে
যাই রাখহ নিজ মান॥ ধ্রু॥
ইহ অতি চপল- চরিতবর গিরিধর
কিয়ে জানি করু বিপরীত।
শুনি ইহ সুবচন ভীতহি জনু জন[১]
রাই করল সোই নীত॥
বুঝি পুন নাগর সব গুণ আগর
অলখিতে তহি উপনীত।
রাধামোহন দেখি সুনাগরী
আনন্দে নিগমন চীত॥

১। ভীত জনের ন্যায়

বালাধানশী—জপতাল।

পরশহি গদগদ নহি নহি বোল।
তনু তনু পুলকিত আনন্দ হিলোল॥
কো করু অনুভব দুহুঁক বিলাস।
এক মুখে সিতকার[১] এক মুখে হাস॥
নিমিলিত নয়ন নয়ন করু থির।
মণি-তরলিত[২] মণি মঞ্জু-মঞ্জীর॥
নাগরী দেয়ল ঘন রস দান।
রাধামোহন পহুঁ অমিয়া সিনান॥

নিবেদন

শ্রীরাগ—ঢুঠুকী।

শুন সুন্দর শ্যাম ব্রজবিহারি।
হৃদি মন্দিরে রাখি তোমারে হেরি॥
গুরু গঞ্জন চন্দন অঙ্গ ভূষা।
রাধাকান্ত নিতান্ত তব ভরসা॥

১। অস্ফুট ধ্বনি।

২। মণিত বলিত } পাঠান্তর
মণিত রণিত }

সম শৈল কুল মান দূরে করি।
তব চরণে শরণাগত কিশোরি ॥
(আমি) কুরূপিনি গুণহিনি গোপ নারী।
(তুমি) জগরঞ্জন মোহন বংশীধারি ॥
(আমি) কুলটা কলঙ্কিনি সৌভাগ্যহিনী।
(তুমি) রস পণ্ডিত রসিক চূড়ামণি ॥
গোবিন্দ দাস কহে শুন শ্যামরায়।
তোমা বিনে মোর মনে আন নাহি ভায় ॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

শ্রীরাগ—জপতাল।

শুন কমলিনী বহুদিন হইতে।
হিয়াতে সাধায় মোর চরণ সেবিতে ॥
দাস করি লেহ মোরে ও রাঙ্গা চরণে।
সখির সমাজে মোর রহুক ঘোষণে ॥
একদিঠে চাহে ধনি বঁধু মুখ পানে।
কত শত ধারা বহে ও দুই নয়ানে ॥

চিত পুতলী ধনি ধূলায় লোটায়।
হেরি মুরছিত ভেল বিদগধ রায়॥
চৌদিকে সখিগণ করে হায় হায়।
কোন সখি কহে অব কি করি উপায়॥
কান্দিয়া ললিতা কহে উঠ প্রাণ রাই।
সহচরীগণ তবে শ্যামেরে জাগাই॥
সখিগণ যুগতি করিল অনুপাম।
ছুঁহাকার শ্রবণে কহয়ে দুহুঁ নাম॥
বহুক্ষণে শ্রবণে পৈঠল সোই বোল।
আঁখি মিলে দুহুঁজন উঠল তনু মোড়॥
অচেতন ছিলা দোঁহে সচেতন ভেল।
সহচরীগণ-মন দুখ দূরে গেল॥
বসিল নিকুঞ্জ বনে রাই বাম পাশ।
দুঁহু রূপ নিরখই গোবিন্দ দাস॥

শ্রীরাগ—জপতাল।

শুনলো সুন্দরী, প্রেমের অগোরি,
তুয়া অনুরাগে মরি।
তোমার লাগিয়া, সকল ছাড়িয়া,
আইলুঁ গোকুল পুরী॥

তোমার কারণে, ফিরি বনে বনে,
ধেনু রাখিবার ছলে।
ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া, লাগি না পাইয়া,
এসে বসি তরু তলে[১] ॥
রাই আমি সে তোমার দানী।
সকল ছাড়িয়া, বিদায় লইয়াছি,
তোমার মহিমা শুনি ॥ ধ্রু ॥
হেম বরণ, মণি অভরণ,
সদাই নয়নে দেখি।
পাসরিতে নারি, হিয়া মাঝে ভরি,
পাসটিতে নারি আঁখি ॥
তুমি সে পরাণ- সরবস ধন,
এ দুই নয়নের তারা।
এত কলাবর্তি, গোকুলে বসতি,
কারু নহে হেন ধারা ॥
কি জানি কি গুণে, হিয়ার মাঝারে,
পশিয়া করহ বাস।
অপরুপ নহে, এমত সহজে,
কহয়ে এ বংশী দাস ॥

১। ছলে বসি তরুতলে—পাঠান্তর।
* এই কলিগুলি পদকল্পতরুতে নাই।

শ্রীরাগ—জপতাল।

নাগরের বাণী, শুনি বিনোদিনি,
প্রেমে ছল ছল আঁখি।
তোমার দুখেতে, সদাই দুখিত,
তোমার সুখেতে সুখী॥
শুনহে নাগর, দয়ার সাগর
দয়া না ছাড়িহ তুমি।
সকল ছাড়িয়া, তোমার লাগিয়া
দধির পসারিনি আমি॥

শ্রীরাগ মিশ্র আশাবরী—ঠুংরী।

কিছু বলো না, কিছু কয়ো না,
কথা শুনি ফাটে মোর বুক।
তোমা না দেখিলে প্রাণ, সদা করে আনচান,
দেখিলে সে জিয়ে চাঁদ মুখ॥
তুমি জল আমি মীন, আমি দেহ তুমি প্রাণ,
তুমি চন্দ্র আমি যেন নিশি।
কি জানি কি হেন কেনে, আধ তিল তোমা বিনে,
আপনা ভসম সম বাসি॥

সরল সারিকা হাম, পঞ্জর তোমার প্রেম,
তাহে বন্দী হইয়ে আছি হরি।
তোমার বিয়োগে হাম, সদাই বিয়োগী হে
তেঞি আমি ঘৃতের পশারী॥
দাঁড়ায়ে পথের মাঝে, তিলাঞ্জলি দিনু লাজে,
তুয়া গুণে বাজায়্যা নিশান।
হোর দেখ ওহে শ্যাম, দুই বাহুতে তোমার নাম,
দাগিয়া রেখেছি নিজ প্রাণ॥
ধৈরজ ধরিতে নারি, এক নিবেদন করি,
না হইও মোর বধের বধি।
বংশী বদনে কয়, একথা অন্যথা নয়,
এক জীউ দুই কৈল বিধি॥

ভূপালী—ঝুজ ঝুটিতাল।

রাধা মাধব নীপ মূলে হো।
কেলি কলারস দান ছলে হো॥
দূরে গেও সখিগণ সহিতে বড়াই।
নিভৃত নীপ মূলে লুঠই রাই॥

দোহেঁ দোহাঁ হেরইতে দুহুঁ ভেল ভোর।
চাঁদ মিলল জনু ভুখিল চকোর॥*
দুহুঁজন হৃদয়ে মদন পরকাশ।
সখিগণ হেরি দুহে বাঢ়ল উল্লাস॥
ভুজে ভুজে বেড়ি দুহার নয়ানে নয়ান[১]।
কমলে মধুপ যেন হইল মিলন॥
দোঁহার অধর-মধু দুহুঁ করু পান।
নিজ অঙ্গে দিল রাই ঘন রস দান॥
মীলল দুহুঁজন পূরল আশ।
আনন্দে সেবই গোবিন্দ দাস॥

শ্রীযমুনার দানলীলা

শ্রীগৌরচন্দ্র।

তুড়ি—বড়রূপক।

আজুরে গৌরাঙ্গের মনে কি ভাব উঠিল।
নদীয়ার মাঝে গোরা দান সিরজিল॥

* পদকল্পতরুতে এই কলিটি নাই।

১। বয়ানে বয়ানে—পাঠান্তর। পরের কলিতে 'মিলনে' আছে।

কি রসের দান চাহে গোরা দ্বিজমণি।
বেত্র দিয়া আগুলিয়া রাখয়ে তরুণী॥
দান দেহ দান দেহ বলি গোরা ডাকে।
নগরের নাগরী সব পড়িল বিপাকে॥
কৃষ্ণ অবতারে আমি সাধিয়াছি দান।
সে ভাব পড়িল মনে বাসুঘোষে গান॥

কৌ-ললিতমিশ্র ধানশী—ছোট ঠুংকী।

কানুক গোঠ গমনে ধনি রাই।
বিরহে বেয়াকুল থীর না পাই॥
সখিগণ কহে ইহ বিরহে বিভোর।
কৈছে মিলব আজ নন্দকিশোর॥
হৃদয়ক তাপ তব মিটব হামার।
গোগণে কানন ভেল বিথার॥
গোপ সখাগণ তাহে অপার।
আজুকি করব হাম মিলন বিচার॥
কৈছনে যাওব ইহদিন মাঝ।
যদুনন্দন তুয়া সঙ্গহি সাজ॥

মিশ্র শ্রীসারঙ্গ—ডাঁশপাহিড়া।

খেলা রসে ছিল কানাই শ্রীদামের সনে।
হেন কালে রাধারে পড়িয়া গেল মনে॥
আপনার ধেনুগণ সঙ্গিগণে দিয়া।
রাধা বলি বাজায় বাঁশী ত্রিভঙ্গ হইয়া॥
রাধা বলি কানাই পূরিল মোহন বাঁশী।
শ্রীরাধিকার কানে তাহা প্রবেশিল আসি॥
শুনি ধ্বনি সুবদনী অথির হইয়া।
বন্ধুরে আপনা দিয়া মিলিব যাইয়া॥
রায় শেখরে কহে এই কথা বটে।
চল সভে যাই আমরা যমুনার তটে॥

মায়ূর—তেওট।

মোহন মুরলী রবে, আকুল হইয়া সভে,
আর চিত ধরণে না যায়।
চল চল বড়ি মাই, মথুরার বিকে যাই,
দান ছলে ভেটিব কানাই॥
চলু বৃষ ভানু-নন্দিনী।
আনন্দে আকুল চিত, অঙ্গ ভেলু পুলকিত,
শুনিয়া গোবিন্দ পথে দানী॥ ধ্রু॥

সুবর্ণের ভাণ্ড ভরি, ঘৃত দধি ছেনা পূরি,
সারি সারি পসরা উপর।
তাহাতে উড়নি ডালি, বিচিত্র নেতের ফালি,
দাসী শিরে করে ঝলমল॥
নিতম্ব গুরুয়াভরে, পাখানি টলমল করে,
যেন ময় মত্ত করিণী।
লোটন লোটায় পিঠে, কাঁচলি লুকায় মুঠে,
তাহে শোভে বিচিত্র কিঙ্কিনী॥
মুখে চুয়াইছে ঘাম, যেন মুকুতার দাম,
হেন বুঝি কুমুদের সখা।
শীতল তরুর ছায়. রহিয়া রহিয়া যায়,
যমুনা কিনারে দিল দেখা॥
নাগর আছিলা কতি, দেখিয়া সে কুলবতী,
দান ছলে আগোরল আসি।
দাস জগন্নাথে কয়, মুখ নিরখিয়া রয়,
যেমন চকোরে মিলে শশী॥

শ্রীরাগ—মধ্যম দশকুশী।

দানী দেখি কাঁপিছে শরীর।

মো যদি জানিতাম পাছে, এ পথে কণ্টক আছে,
তবে ঘরের না হইতাম বাহির ॥ ধ্রু ॥

ঘরে হইতে বাড়াইতে, ও চাল ঠেকিল মাথে,
হাঁছি দিঠি পড়ি গেল বাধা।

হরিণী পলাইয়া যাইতে, ঠেকিল ব্যাধের হাতে,
এমতি ঠেকিয়া গেল রাধা ॥

বিষম দানির দায়, এক লয় আর চায়,
না পাইলে করয়ে বিবাদ।

দান নিবার বেলে নেয়, বাদ দিবার বেলে দেয়,
একি কলঙ্কের পরিবাদ ॥

মনি অভরণ ছিল, ডরে ডরে সব দিল,
তবু দানি না দেয় ছাড়িয়া।

মো হইলাম সোণার গাছ, দানি ত না ছাড়ে পাছ,
ডালে মূলে নিবে উপাড়িয়া ॥

ঘরে বৈরি ননদিনী, পথে বৈরি মহাদানী,
দেহের বৈরি হইল যৌবন।

হেন মনে উঠে ভাব, যমুনায় দিয়ে ঝাঁপ,
না রাখিব এ ছার জীবন ॥

অবলা বলিয়া গায়, বলে হাত দিতে চায়,
পসারিয়া আইসে দুই বাহু।
জ্ঞানদাসেতে কয়, মোর মনে হেন লয়,
চাঁদে যেন গরাসয়ে রাহু ॥

জয়জয়ন্তিমিশ্র সারঙ্গ—নন্দন তাল।

(দানি বলে) কোথা যাও গোয়ালিনি কোথা তোমার ঘর
কিসের পসরা দাসীর মাথার উপর ॥
(ধনি বলে) দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোলে পসরা আমার।
কে তুমি তোমার বোলে ওলাব পসার ॥
(দানি বলে) ঘাটের ঘাটিয়াল আমি পথের মহাদানী।
আজি দান দিতে হবে শুন বিনোদিনী ॥
নিতি নিতি যাও রাই মথুরা নগরে।
ঘৃত দধি দুগ্ধ ঘোলে সাজাইয়া পসারে ॥
আমি পথে মহাদানি বিদিত সংসারে।
কার বোলে কোন ছলে যাও অবিচারে ॥
দেহ মহাদান রাই বসিয়া নিকটে।
একপণ অধিক কাহন প্রতি ঘটে ॥

চিরদিন আছে দান সমুখে আমারি।
(তোমার) অঙ্গে বহুমূল্য ধন আর নীল সাড়ী ॥
সিঁথার সিন্দূর দান কহনে না যায়।
নয়নে কাজর রেখে ধরণী বিকায় ॥
কি বলিবে বল রাই না সহে বিয়াজ।
তুমি ধনি আমি দানী ইথে কিবা লাজ ।
ইষত চাহনি হাসি আধ আধ কথা।
জ্ঞানদাস কহে দানি বিষম বিধাতা ॥

শ্রীবরাড়ি—মধ্যম একতালা।

হেদে হে নন্দের সুত কে তোমায় করিলে মহাদানী।
দণ্ডে কাচ নানা কাচ[১], না ছাড় রমণী পাছ,
বুঝাইলে না বুঝ হিত বাণী ॥ ধ্রু ॥
শুনিয়াছি শিশুকালে, পুতনা বধেছ হেলে,
তৃণাবর্ত্তর লয়েছ পরাণ।
এখনি নন্দের বাড়ি, দেখিয়াছি গড়াগড়ি,
এখনি সাধিতে আইলে দান ॥

১। দণ্ডে দণ্ডে নানা রূপ বেশ ধারণ কর চতুর অভিনেতার মতো।

কাড়ি নিব পীতধড়া, আওলাইয়া ফেলিব চূড়া,
বাঁশীটী ভাসাইয়া দিব জলে।
কুবোল বলিখা যদি, মাথায় ঢালিব দধি,
বসিতে না দিব তরু তলে॥
মোহন চাতুরী করি, বাঁশীতে সন্ধান পূরি,
বুকে হানি মনমথ বাণ।
রমণী মণ্ডলী করি, আভরণ লইব কাড়ি,
ভালমতে সাধাইব দান॥
রাখাল বর্ব্বর জাতি, ধেনু রাখে দিবারাতি,
মহিষ গোধন বৎস লইয়া।
কুলবধূ সনে হাস, ইথে নাহি লাজ বাস,
এখনি কংসেরে দিব কৈয়া॥

সুহই ছোট দশকুশী।

কি বলিলে সুধামুখি, আমি মাঠে ধেনু রাখি,
পুরুষে সকলি শোভা পায়।
রাজার নন্দিনী হইয়ে, দধির পসরা লয়ে,
মাঠে হাটে কে ধেয়ে বেড়ায়॥

পদ্ম গন্ধ উড়ে গায়, মধু লোভে অলি ধায়,
অপরূপ শোভা আহিরিণী ॥
দেখিতে চাঁদের সাধ, কোটী কাম উনমাদ,
নিরুপম অমিয়া নিছনি ॥
তোমার নিজ পতি যে, কেমনে ধরেছে দে,
তোমারে পাঠাইয়া দিয়া হাটে।
এমন রূপসী যদি, মোরে মিলাইত বিধি,
বসাইয়া রাখিতাম সোণার খাটে ॥
কানু কহে শুন রাই, যে পুরুষের ধন নাই,
ধন ধর্ম্ম সকলি কপালে।
যদুনাথ কহে এবে, দূরে বিকে কেনে যাবে,
বিকি কিনি কর তরুতলে ॥

শ্রীরাগ মিশ্র মায়ূর—তেওট।

না যাইও না যাইও রাই বৈস তরু মূলে।
আসিতে পাইয়াছ বেথা চরণ যুগলে ॥
মণি মুকুতার দাম অঙ্গ ঝলমলি।
ব্রজের বিষম চোর লইবে সকলি ॥

চাঁচর কেশের বেণী দুলিছে কোমরে।
ফণীর ভরমে বেণী গিলিবে ময়ুরে॥
নীল উড়নির মাঝে মুখ শোভা করে।
সোণার কমল বলি দংশিবে ভ্রমরে॥
করি কুম্ভ দন্ত জিনি কুম্ভ কুচ গিরি।
গজের ভরমে পাছে পরশে কেশরী॥
খঞ্জন গঞ্জন আঁখি অঞ্জন ভাল শোভে।
বিঁধিবেক ব্যাধ হেম হরিণির লোভে॥
সিন্দূরের বিন্দু ভালে ভানুর উদয়।
রবি শশি বলি মুখ রাহু গরাসয়॥
নলিনি দলন রাই তব মুখ করে।
ভ্রমর ছাড়িবে কেনে রস নাহি পিলে॥
তড়িত জড়িত বসন ঘন উড়ে।
পাইলে ইন্দ্রের বাণ পাছে জনি পড়ে॥
বংশী বদনে কহে কহিলে সে ভাল।
বিদগধ বট তুমি তাহা জানা গেল॥

ধানশী মিশ্র বরাড়ি—ছোট একতালা।

ওহে নাগর ঘনাইয়া ঘনাইয়া আইস কাছে।
সোণার বরণ মোর, দেখিয়া হইয়া ভোর,
ভরমে পরশ কর পাছে ॥ ধ্রু ॥
আমরা ত কুলবতী, তুমিত রাখাল জাতি,
কি কহিতে কিবা কহ বাণী।
বাওনেতে চাঁদ যেন, ধরিতে করয়ে মন,
সেই দেখি তোমার কাহিনী ॥
সঘনে ঢুলাও মাথা, শুনিয়া না শুন কথা,
পসারি আনিছ দুটি বাহু।
না বুঝিয়া কর বল, পাইবা তার প্রতিফল,
তখন কথা না শুনিবে কেহু ॥
(তখন) শুনিয়া কহয়ে দানী, শুন শুন বিনোদিনী,
না পারিবে আমারে বঞ্চিতে।
বিকি না ছাড়িবা তুমি, আমিত পথের দানি,
নিতুই ঠেকিবা মোর হাতে ॥

বরাড়ি শ্রীরাগ মিশ্র আশাবরী—শশিশেখর তাল।

ওহে নাগর কেমনে তোমার সনে পিরিতি করিব।
সোণার বরণ, তনুখানি মোর,
ছুঁইলে বদল পাছে হব ॥ ধ্রু ॥

তোমার গলায়, গুঞ্জা মালা গাছি,
আমার গলায় গজমোতি।
নিকড়িয়া বনের ফুলে, চূড়াটি বান্ধিয়াছ,
ময়ূরের পুচ্ছ তার সাথি॥
মণি মুকুতার, নাহি অভরণ,
সাজনি বনের ফুলে।
চূড়াটি বেঢ়িয়া, ভ্রমরা গুঞ্জরে,
তাহে কি রমণী ভুলে॥
কি জানি কি কোরে, রাখালে ভুলাইয়া,
আইলে কোন বনে থুঞা।
আমরা রাখাল নই, চতুরি সমাজে রই,
ভুলাইবা কি বোল বলিয়া॥
অরণ্য ভিতরে, পাইয়া অবলা
বিবাদ না কর কালা।
বংশী দাসে কয়, ভাল না হইবে,
আমরা কুলের বালা॥

বরাড়ি—মধ্যম একতালা।

ওহে কানাই এ বুদ্ধি শিখিলা কার ঠাঞি।

পরের রমণী দেখি, সঘনে ফিরাও আঁখি,
দড়জনার হাতে ঠেক নাই ॥ ধ্রু ॥

আন্ধার বরণ কাল গা, ভূমেতে না পড়ে পা,
কি গরবে ঘন ঘন হাস।

বনে বনে চরাও গাই, আপনাকে চিন নাই,
হায় ছি ছি লাজ নাহি বাস ॥

পেঁচ রাখি পর ধড়া, টেড়া করি বান্ধ চূড়া,
কানে গোঁজো বনফুল ডাল।

ডিগর[১] লইয়া সাথি, বনে ফির নানা ভাতি,
বেচাইবে ব্রজরাজের পাল ॥

বনে আছে ফুলগুলা, তাহা তুলি পর মালা,
গায়ে সদা রাঙ্গামাটি মাখি।

এত বেশ ভুষায় কিবা, পরনারী ভুলাইবা,
বংশী দাসের মনে দেয় সাখি ॥

১। শঠ, ডাঙ্গপিটে।

কৃষ্ণের উক্তি।

মাথুর—মধ্যম দশকুশী।

কি লাগিয়া আইলে দূরদেশে।

তোমার সহজ রূপ, কাম হেরি কান্দেহে,

ভুবন ভুলল ওনা বেশে ॥ ধ্রু ॥

আইস বৈস মোর কাছে, রৌদ্রে মিলাও পাছে,

বসনে করিয়ে মন্দ বায়।

এ দুখানি রাঙ্গা পায়, কেমনে হাটিছ তায়,

দেখিয়া হালিছে[১] মোর গায় ॥

কেমন তোমার গুরুজন, কি সাধে সাধিল ধন[২],

কেনে বিকে পাঠাইল তোমা।

তোর নিজ পতি যে, কেমনে বাঁচিবে সে,

পাঠাইয়া চিতে দিয়ে ক্ষেমা[৩] ॥

১। কাঁপিতেছে।

২। অর্থের জন্য এত সাধ কেন?

৩। চিতে ক্ষমা দিয়া অর্থাৎ ব্যাকুলতাকে দমন করিয়া।

হাসি হাসি মোড় মুখ, বসনে ঝাঁপিছ বুক,
দেখিয়া হইলুঁ বড় দুখি ।
জ্ঞানদাসেতে কয়, পসারি যে জন হয়,
রসাল বচনে করে বিকি ১ ॥

বরাড়ি—দশকুশী ।

হেদে লো বিনোদিনি এ পথে কেমতে যাবে তুমি ।
শীতল কদম্ব তলে, বৈসহ আমার বোলে,
সকলি কিনিয়া নিব আমি ॥ ধ্রু ॥
এ ভর দুফর বেলা, তাতিল পথের ধুলা,
কমল জিনিয়া পদ তোরি ।
রৌদ্রে ঘামিছে মুখ, দেখি লাগে বড় দুখ,
শ্রম ভরে আউলাইল কবরী ॥
অমূল্য রতন সাথে, গোণ্ডারের ভয় পথে,
লাগি পাইলে লইবে কাড়িয়া ।
তোমার লাগিয়া আমি, এই পথে মহা দানী,
তিল আধ না দেও ছাড়িয়া ॥

১। যে প্রকৃত বিক্রেতা হয়, সে মিষ্ট ভাষণের দ্বারা তাহার পণ্যদ্রব্য গছায়।

মথুরা অনেক পথ, তেজ অন্য মনোরথ,
মোর কাছে বৈস বিনোদিনী।
বংশী বদনে কয়, এই সে উচিত হয়,
শ্যাম সঙ্গে কর বিকি কিনি ॥

বরাড়ি—একতালা।

মোহন বিজন বনে, দুর গেল সখিগণে,
একলা রহিলা ধনি রাই।
দুটি আঁখি ছল ছল, চরণ কমল তল,
কানু আসি পড়িল লোটাই ॥
জনম সফল ভেল মোর।
তোমা হেন গুণনিধি, পথে আনি দিল বিধি,
আনন্দের কি কহব ওর ॥ ধ্রু ॥
রবির কিরণ পাছে, চাঁদ মুখ ঘামিয়াছে,
মুখর মঞ্জীর দুটি পায়।
হিয়ার উপরে রাখি, জুড়াও যে মোর আঁখি,
চন্দন চর্চ্চিত করি গায় ॥

এতেক মিনতি করি, রাইয়ের করেতে ধরি,
বসায়ল নিজ পীতবাসে।
নির্জ্জন নিকুঞ্জ বনে, মিলল দোঁহার সনে,
মনে মনে হাসে বংশী দাসে॥

ঝুমর—ঝুজ্ঝুটি তাল।

রাধা মাধব নীপ মূলে।
কেলি কলা-রস-দান ছলে॥
দুহুঁ দোহাঁ দরশই নয়ন বিভঙ্গ।
পুলকে পুরল তনু জর জর অঙ্গ॥
দুরে গেল সখিগণ সহিতে বড়াই।
নিভৃত নীপ মুলে লুঠই রাই॥
দুহুঁ দোহাঁ হেরইতে দুহুঁ ভেল ভোর
চাঁদ মিলল জনু লুবধ চকোর॥
দুহুঁজন হৃদয় মদন পরকাশ।
সখিগণে হেরি দূরে বাঢ়ল উল্লাস॥

পুনশ্চ দানলীলা।

তুড়ি—মধ্যম একতালা।

সোঙরি পুরুব লীলা ত্রিভঙ্গ হইয়া।
মোহন মুরলী গোরা অধরে লইয়া॥
মুরলীর রন্ধ্রে ফুক দিল গোরাচাঁদ।
অঙ্গুলী বানাইয়া করে সুললিত গান॥
নগরের লোক যত শুনিয়া মোহিত।
সুরধুনি তীরে তরু লতা পুলকিত॥
ভুবন মোহন গোরা মুরলীর স্বরে।
বাসুদেব ঘোষে ইথে কি বলিতে পারে॥

শ্রীরাগ মিশ্র মল্লার—নন্দন তাল।

কে যাবে কে যাবে বড়াই ডাকে উচ্চস্বরে।
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল মথুরায় বেচিবারে॥
সাজাইয়া পসরা রাই দিল দাসীর মাথে।
চলিলা মথুরায় বিকে[১] রঙ্গিয়া বড়াই সাথে॥

১। বিক্রয়ে।

পথে যাইতে কহে কথা কানু পরসঙ্গ।
প্রেমে গরগর চিত পুলকিত অঙ্গ ॥
নবীন প্রেমের ভরে চলিতে না পারে।
চঞ্চল হরিণী যেন দীগ নেহারে।
হোর কি দেখিয়ে বড়াই কদম্বের তলে।
তড়িতে জড়িত যেন নব জলধরে ॥
উহার উপরে শোভে নব ইন্দ্র ধনু।
বড়াই বলে চিন না নন্দের বেটা কানু।
মথুরায় বিকে যাইতে আর পথ নাই।
পাতিয়া মঙ্গল ঘট বস্যাছে কানাই।
বাসুদেব ঘোষ কহে দধির পসারিনি।
পাতিয়া মঙ্গল ঘট বসিয়াছে দানী ॥

শ্রীবরাড়ি-মধ্যম একতালা।

এমনে কেমনে যাব পথে শ্যাম দানী।
আপনা খাইয়া কেনে, আইলাম তোমার সনে,
জাতি জীবনে টানাটানি ॥

ঘর হইতে বারাইতে, কত না বিপদ পথে,

সাপিনি চলিয়া গেল বামে ।

[illegible] না নিলে তুমি,

[illegible] না জানি [illegible]॥

[illegible] করিয়াছে মানা,

[illegible] মানী ।

আমরা সে কুলবতী, তাহে সব যুবতী,

কি করিলে কিবা হয় জানি ॥

হাতে বাঁশী মুখে হাসি, পথের নিকটে বসি,

আঁখিঠারে ত্রিভুবন ভুলে ।

ডারি দিব ছেনা দধি, পসরা পরশে যদি,

ঝাঁপ দিব যমুনার জলে ॥

মনে না করিহ ভয়, গোরসের দানী নয়

শুন শুন রাই বিনোদিনী ॥

হরেকৃষ্ণ দাসে বলে, ঝাট আইস তরুতলে,

আনন্দে করহ বিকিকিনি ॥

শ্রীরাগমিশ্র পটমঞ্জরী—ছোট ডাঁশপাহিড়া ।

কপট দানের ছলে বসিয়া রৈয়াছে ।

এ পথে কেমনে যাব দানী ছোঁয় পাছে ॥

এমন হইবে বল্যা আমিত না জানি।
মথুরার বিকে যাইতে শ্যাম মহাদানী॥
বিকি শিখাইব বল্যা লইয়া আইলে সাথে।
আনিয়া সঁপিয়া দিছ রাখালের হাতে॥
বংশীবদনে কহে শুন ধনি রাই।
দান সাধে ফিরে পথে রসিক কানাই॥

মালসী—তেওট।

আইস বৈস তরুতলে শশীমুখী রাই।
তোমার বদন শোভার বলিহারি যাই॥
ঢর ঢর কষিল কাঞ্চন তনু গোরী।
ধরণী পড়িছে নব যৌবন-হিলোরি[১]॥
বদন শরদ সুধানিধি অকলঙ্ক।
মনমথ-মথন অলপ দিঠি বঙ্ক॥
আলো রাই কি বলিব আর।
ভুবনে দিবার নাই তুলনা তোমার॥ ধ্রু॥
কুটিল কুন্তল বেড়ি কুসুমের জাদ।
সুরঙ্গ সিন্দূর সিঁথে বড় পরমাদ॥

১। নব যৌবনের তরঙ্গ।

উন্নত উরজ কিবা কনক মহেশ।
মুঠে ধরয়ে কিবা খীন মাঝাদেশ ॥
উলটি কদলি উরু গুরুয়া নিতম্ব।
[illegible]নদাসের [illegible] এই অবলম্ব ॥

বরাড়ি—একতালা।

হেন রূপে কেন যাও মথুরার দিকে।
বিষম রাজার ভয়ে ঠেকিবা বিপাকে ॥
দিনকর-কিরণে মলিন মুখখানি।
হেরিয়া হেরিয়া মোর বিকল পরাণী ॥
বসিয়া তরুর ছায় করহ বিশ্রাম।
শ্রম জল বিন্দু যেন মুকুতার দাম ॥
বংশীবদনে কহে শুনহে নাগর।
বুঝিলাম বট তুমি রসের সাগর ॥

জয়জয়ন্তী—ঠুঠুকী।

সুন্দরী শুনিয়া না শুন মোর বাণী।
না জান কানাই পথে আছে মহা দানী ॥
সিঁথার সিন্দূর তোমার নয়নের কাজর।
দুই লক্ষ দান তার মাগে গিরিধর ॥

হৃদয়ে কাঁচলি গলে গজমোতিহার।
চারি লক্ষ দান মাগে করিয়া বিচার॥
করের কঙ্কন আর কটিতে কিঙ্কিণি।
ছয় লক্ষ দান তার মাগে মহাদানী॥
রঙ্গণ আলতা পায়ে রতন নূপুর।
আট লক্ষ দান মাগে দানীর ঠাকুর॥
এই সব দান বুঝি দেহ দানীরাজে।
আমি নিব দান তোমার সঙ্গিনী সমাজে॥
জ্ঞানদাস কহে তুমি ছাড় টীটপনা।
তুমি মহাদানী তোমার ঠাকুর কোন জনা॥

শ্রীরাগ—জপতাল।

শুন শুন শুন, সুজন কানাই
তুমি সে নূতন দানী।
বিকি কিনির দান গোরস মানিয়ে,
বেশের দান কভু নাহি শুনি॥
সিঁথার সিন্দূর, নয়ান কাজর
রঙ্গণ আলতা পায়।
(একি) বিকিকিনির ধন, নারীর যৌবন
ইথে কার কিবা দায়॥

মণি অভরণ, স্বরঙ্গ শাড়ি

জাদ কেবা নাহি পরে।

[illegible] এ গতি, তুমি [illegible] গোকুলপতি,

[illegible] সাধ ঘরে ঘরে

[illegible]তে না জানি, বলিতে না জানি,

তোমারে কেনে বা কাজে।

জ্ঞানদাস কহে, কেমনে জানিব,

পরের মনের কাজে ॥

বরাড়ি---মধ্যম একতালা।

হেদেহে নিলাজ কানাই না কর এতেক চাতুরালি।

যে না জানে মানুষতা তার আগে কহ কথা,

মোর আগে বেকত সকলি ॥ ধ্রু ॥

বেড়াইলা গোরু লইয়া, সে লাজ ফেলিলা ধুইয়া,

এবে হইলে দানী মহাশয়।

কদম্ব তলায় থানা, রাজপথ কর মানা,

দিনে দিনে বাড়িল বিষয় ॥

আঁধার বরণ কাল গা, ভুমেতে না পড়ে পা,
কুলবধূ সনে পরিহাস।
এরূপ নিরখি, আপনাকে যাও দেখি,
আই আই লাজ নাহি বাস॥
মা তোমার যশোদা, তার মুখ নাহি কথা
নন্দঘোষ অকলঙ্ক নিধি
জনমিয়া তাঁর বংশে, কাজ কর জিনি কংসে,
এ বুদ্ধি তোমারে দিল বিধি॥
একই নগরে ঘর, দেখাশুনা আটপর
তিল আধ নাহি আঁখি লাজ।
রায় শেখরে কয়, রাজারে না করে ভয়,
এ দেশে বসতি কিবা কাজ॥

শ্রীরাগ—জপতাল।

কহ লহু লহু, জটিলার বহু,
তোমারে সভাই জানে।
কহিতে কহিতে, অনেক কহিছ,
এত না গরব কেনে॥

পসরা লইয়া, যাইছ চলিয়া,
দানিরে না কর ভয়।
[illegible] কাজ করি, [illegible] দান সাধি ফিরি,
[illegible] কিবা পরিচয় ॥
[illegible] যৌবন, [illegible]া অভরণে,
যাইছ মথুরা দিকে।
বুঝি দান নিব, তবে যাইতে দিব,
আমি ডরাইব কাকে ॥
অমূল্য রতন, করিয়া গোপন,
রেখেছ হিয়ার মাঝে।
নিজ ভাল চাহ, খসাইয়া দেখাহ
ইথে কি আমার লাজে ॥
এত কহি হরি, দুবাহু পসারি,
রহে পথ আগুলিয়া।
জ্ঞানদাস কয়, কিবা কর ভয়,
যাহ হাত ঠেলা দিয়া ॥

ধানশী—জপতাল।

পথ ছাড় ওহে কানাই কিবা রঙ্গ কর।
যার বাতাস নিতে না পাও তার করে ধর ॥

এখনি মরণ হউক এ ছিল কপালে।
বৃষভানু-সুতা তনু ছুঁইল রাখালে॥
একে সে তোমারে ভালবাসে কংসাসুর।
এবোল শুনিলে হৈবে দেশ হইতে দূর॥
কে তোমারে বিষয় দিলে ফেল দেখি পাটা।
তুমিও নতুন দানি আমরা নহি টুটা॥
থাকিবা খাইবা যদি যমুনার পানি।
গোপীগণে না রাখিহ না হইও দানী [১]॥

তিরোথাধানশী—মধ্যম একতালা।

বিনোদিনি মো বড় উদার দানী।
সকল ছাড়িয়া, দানি হইয়াছি,
তোমার মহিমা শুনি॥ ধ্রু॥
খঞ্জন নয়ন, অঞ্জনে রঞ্জিত
তাহে কটাক্ষের বাণ।
নাসিকা উপরে, অমূল্য মুকুতা,
উহার অধিক দান॥

১। না ছুঁইও গোপিকার অঙ্গ না হইও দানী—পাঠান্তর।

অলকা উপরে, কুটিল কবরি,
তাহে চন্দনের রেখা।
[illegible] জিনি মুখ খানি,[1]
[illegible] দানের লেখা ॥
[illegible] সুমেরু শিখর,
তাহে মুকুতার হারে।
রতন অধিক, যতন করিয়া,
কি ধন লইছ কোরে ॥
চরণ উপরে, কনক নূপুর,
চলিতে করয়ে ধ্বনি।
রসের পসার, করি আগুসার,
প্রবোধ করহ দানী ॥
বংশী বদনে, কহল যতনে,
শুনহ রাজার ঝি।
উচিত কহিতে, মনে মন্দ ভাব,
আঁচলে ঝাঁপিলা কি ॥

১। স্পর্শমণি নির্ম্মিত দর্পণ অপেক্ষাও সুন্দর মুখখানি।

গৌরী—ডাঁসপাহিড়া।

ঘামিয়াছে চাঁদ মুখ খানি।

দে দে পসরা আনি, যার লাগি বিকি কিনি,

সেই খাক খীর স্বর ননী ॥

এত কহি কৃষ্ণ মুখে, ননী দিলা মহাসুখে,

সখি দিলা রাধার বদনে।

ভোজন হইল সায়, আচমন কইল তায়,

প্রসাদ লইল জনে জনে ॥

আর আমি ফিরিয়া ঘরে, যাবনাক একবারে,

অঙ্গের অভরণ নে গো খুলে।

(আমায়)

সাজায়ে দে শ্যামদাসী, যাহা আমি ভালবাসি,

রহি গেলাম এই তরুমূলে ॥

ঘরে গিয়ে ইহাই বোলো, দান ঘাটে রাই বিকাইল

যাহার রাধা হইল তাহার।

রাধা নাম ধরি যেন, তিলাঞ্জলি দেয় মেন,

সুশীতল জল যমুনার ॥

এত কহি মহাসুখে, দুহুঁ হেরে দুহুঁ মুখে,

সুখের সায়র মাঝে ভাসে।

দুহুঁ রূপ মাধুরি, হেরিয়া নয়ন ভরি,

গুণ গায় বৃন্দাবন দাসে॥

ঝুমর।

রাধা মাধব নীপ-মূলে।

কেলি-কলা-রস দান ছলে॥

মানস গঙ্গার নৌকাবিলাস

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

তুড়ি—বড় রূপক তাল।

না জানিয়ে গোরাচাঁদের কোন ভাব মনে।

সুরধুনি তীরে গেলা সহচর সনে॥

প্রিয় গদাধর আদি সঙ্গেতে করিয়া।

নৌকায় চড়িলা গৌর প্রেমাবেশ হৈয়া॥

আপনে কাণ্ডারি হইয়া বায় নৌকাখানি।

ডুবিল ডুবিল বলি সিঞ্চে সবে পানি॥

পারিষদগণ সভে হরি হরি বলে।
পুরুব সঙরি কেহো ভাসে প্রেম জলে॥
গদাধর মুখ হেরি মৃদু মৃদু হাসে।
বাসুদেব ঘোষ কহে মনের উল্লাসে॥

তুড়ি মিশ্র গৌরী—তেওট।

গুরুজন বচনহিঁ, গোপ-যুবতীগণ,
লেই যজ্ঞ ঘৃত থোর।
রাইক সঙ্গে, চলু নব নাগরী,
পন্থহি ভাবে বিভোর॥
কৈছনে হেরব, নাগর-শেখর,
কৈছে মনোরথ পূর।
ঐছন গোবর্দ্ধন, বনে আয়ল,
জানল নাগর শূর॥
মানস সুরধুনী, দুকুল পাথার হেরি,
কৈছে হোয়ব ইহ পার।
প্রাবিট সময়ে, গগনে ঘন গরজই,
খরতর পবন সঞ্চার॥

দূরহি নেহারত, শ্যাম সুধাকর,
তরণী লেই মিলু ঠাম।
হেরি উলসিত মতি, সবহু কলাবতী,
জ্ঞান কহে (গোপীর) পূরল কাম॥

সুরট মল্লার—মধ্যম দ্ঠুকী।

বড়াই হোর দেখ রূপ চেয়ে।
কোথা হোতে আসি, দিল দরশন,
বিনোদ বরণ নেয়ে॥
ঐ কি ঘাটের নেয়ে॥ ধ্রু॥
রজত কাঞ্চনে, না' খানি সাজান,
বাজত কিঙ্কিনী জাল।
চাপিয়াছে তাতে, শোভে রাঙ্গা হাতে,
মণি বাঁধা কেরোয়াল॥
রজতের ফালি, শিরে ঝলমলি,
কদম্ব-মঞ্জরী কানে।
জঠর পাটেতে, বাঁশীটি গুজেছে,
শোভে নানা অভরণে॥

হাসিয়া হাসিয়া, গীত আলাপিয়া,
ঘুরাইছে রাঙ্গা আঁখি।
চাপাইয়া নায়, নাজানি কি চায়,
চঞ্চল উহারে দেখি॥
আমরা কহিও, কংসের যোগানি,
বুকে না হেলিও কেহু।
জ্ঞানদাসে কয়, শশী ষোলকলা,
পেলে কি ছাড়িবে রাহু॥

মল্লার মিশ্র গৌরী—মধ্যম একতালা।

ওহে নবীন নেয়ে হে তরণী আনহ ঝাট ঘাটে।
আমরা হইব পার, বেতন দেয়ব সার,
ঘর যাওয়ার বেলা সব টুটে॥
গোপিনী পঞ্চম স্বরে, ডাক দেই ধীবরে,
বলে নৌকা আন ঝাট ঘাটে।
গগনে উঠিল মেঘ, পবনে করিছে বেগ,
নৌকাখানি আন ঝাট ঘাটে॥

কৃষ্ণের উক্তি

গৌরী—ডাঁশপাহিড়া।

ওহে তোমরা কে হে চন্দ্রবদনী ধনি-দে১।

সুন্দর বদনী ধনি, পঞ্চম ভাষণি,
নবীন যৌবনী তোমরা কেহে ॥
তোমরা ডাকিছ সুখে, তরণি পড়েছে পাকে,
আপনা সামালি তবে যাই হে।
ওহে চন্দ্রবদনী ধনি দে হে ॥
নাবিক রতন মণি, তরণী নিকটে আনি,
চড় সভে পার করি আমি হে।
শুনি সুবদনী ধনি, হরিষে ভরল তনি,
তরণিতে চড়ি সখি মেলি হে ॥
নৌতুন নাবিক কান, নাহি জানে সন্ধান,
বেগে বাহি লেয়ল তরণী।
টুটি তরণি হেরি, কাঁপে সব সুকুমারি,
জ্ঞানদাস সিঞ্চয়ে পানি ॥

১। ধন্য যাহার দেহ ?

ভাটিয়ারী—ধামালি তাল।

মানস গঙ্গার জল, ঘন করে কল কল,
দুকুলে বাহিয়া যায় ঢেউ।
গগনে উঠিল মেঘ, পবনে বাড়িল বেগ,
তরণী রাখিতে নাহি কেউ॥
দেখ সখি নবীন কাণ্ডারী শ্যামরায়।
কখন না জানে কান, বাহিবার সন্ধান,
জানিয়া চড়িলুঁ কেন নায়॥ ধ্রু॥
নায়্যার নাহিক ভয়, হাসিয়া কথাটি কয়,
কুটিল নয়নে চাহে মোরে।
ভয়েতে কাঁপিছে দে, এ জালা সহিবে কে,
কাণ্ডারি ধরিতে চায় কোরে॥
অকাজে দিবস গেল, নৌকা নাহি পার হইল,
পরাণ হইল পরমাদ।
জ্ঞানদাস কহে সখি, থির হইয়া থাক দেখি,
এখন না ভাবিহ বিষাদ॥

বরাড়ি—মধ্যম একতালা।

ভুবন মোহন শ্যামচন্দ্র।
ভানু-সুতা পানে চায়, হাসি হাসি কথা কয়,
শুন শুন যুবতীর বৃন্দ ॥ ধ্রু ॥
জলের ঘুরণি বড়, তরণী আমার দড়,
অশ্ব গজ কত নর নারী।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যত, পার করি শত শত,
যুবতী যৌবন ইথে ভারি ॥
উমড়িয়া শ্যাম মেঘে, ঘিরি নিল চারিদিগে,
পবনে কাঁপয়ে সব তনু।
ঘন উছলিছে জল, নৌকা করে টলমল,
তরুণী তরণী ভার তনু ॥
আমার বচন ধর হাতে কেরোয়াল কর,
বসন ভূষন ভার ছাড়।
নাবিকের বেতন দাও, সঘনে তরণী বাও,
নহে সবে গোবিন্দ সঙর ॥
শুনি সুবদনি কয়, আগে পার করি দাও,
পাছে দিব যে হয়ে উচিতে।
জ্ঞানদাস কহে বাণি, আগে দিলে ভালে জানি,
পাছে হয় হিতে বিপরীতে ॥

শ্রীরাগ মিশ্র মল্লার—ঠুংরী।

কানুর বচন শুনি, হাসি কহে বিনোদিনী
ও চন্দ্রবদনী ধনি রাই।
ঢুলাইয়া ঢুলাইয়া মাথা কহিতেছ নানা কথা
গরবে কি দেখ দেখ নাই॥
আই আই লাজে মরি দেখি তোমার ভাঙ্গা তরি
ভয়ে মরি মাঝে ডুবি পাছে।
চড়িয়ে তোমার নায় মনে কত ভয় হয়
না জানি কপালে কিবা আছে॥
শুন শুন নাবিক কানাই।
দিবানিশি বনে থাক কাষ্ঠের কিবা পাও দুখ
কত সুখে ভগ্ন তরী বাই॥ ধ্রু॥
বেড়াইতে গোরু লইয়া সে লাজ ফেলিলে ধুইয়া,
ঘাটে এসে হইলে কাণ্ডারী।
কুলবধূ পথে দেখি নায় ফিরাইতে আঁখি
যদুনাথ দেখি লাজে মরি॥

বালা ধানশী—জপতাল।

সুন্দরী সব শুন আমার বচন।
কহিবার যোগ্য নহে ইহা কদাচন॥
আমার নৌকার এক দোষ আছে ভারি।
এক হাত নাহি চলে না গাইলে সারি॥
অতএব কিছু গান কর যদি তোরা।
তবেই পারিয়ে তরি চালাইতে মোরা॥
শ্রীরাধা কহেন একি লাজ হায় হায়।
পরনারী পুরুষ আগে কি গীত গায়॥
বরঞ্চ নদীতে ডুবি পরাণ তেজিব।
পুরুষের আগে গীত গাইতে নারিব॥
শ্রীকৃষ্ণ কহেন শুন ওহে বিশাখা ললিতে।
বুঝাহ আপন প্রিয় সখিরে উচিতে॥
তুচ্ছ লাজ লাগি কেনে সবে ক্লেশ পাও।
একবার গান করি পারে চলি যাও॥
ললিতা কহেন রাধে প্রাণ বড় ধন।
প্রাণ লাগি করে সবে অকার্য্য করণ॥
অতএব গান কর মিলিয়া সকলে।
একবার গাও গীত যাহে তরি চলে॥

তবে তারা কৃষ্ণসুখ হইবে জানিয়া।
গান আরম্ভিল বস্ত্রে বদন ঝাঁপিয়া॥

ঢুঠুকী

মধুসূদন হে জয় দেবপতে।
বিপদে পরিপিড়ীত লোকগতে॥
তব নাম সুমঙ্গল গান করি।
অতি ঘোর ভবাম্বুধি-বারি তরি॥
সুগভীর নদী সলিলে পড়িয়ে।
তব নাম জপি ভকতি করিয়ে॥
করুণাময় চাহি কৃপার্দ্র মনে।
কর পার নদীজল ভক্তজনে॥
তব নামে কলঙ্ক কেন ঘটে।
রঘুনন্দন তোটক ছন্দ রটে॥

মল্লার—বিষম দশকুশী।

চিকণ শ্যামল রূপ নবঘন ঘটা।
তরণী বাহিয়া যায় কি না অঙ্গের ছটা॥
দুকূল করিল আলো নাবিকের রূপে।
জগজ্জন মন ভুলে দেখিয়া স্বরূপে॥

গলে গুঞ্জা বনমালা শিরে শিখিপাখা।
দেখি মেনে জাতি কুল নাহি গেল রাখা॥
ঠেকিলুঁ নেয়ের হাতে কি করি উপায়।
বজর পড়িল সখি কুলের মাথায়॥
মুচকি হাসিয়া নেইয়া যার পানে চায়।
যাচিয়া যৌবন দিতে সেইজন ধায়॥
বংশীবদনে কহে থির কর হিয়া।
তোমরা এমন হইলে না বাহিত নেইয়া॥

জয়-জয়ন্তী মিশ্র মল্লার—তেওট।

ও নায়্যা হে এখন লইয়া চল পার।
পূরিল তোমারি আশা কি আর বিচার॥
অকলঙ্ক কুলে মোর কলঙ্ক রাখিলে।
এখন কিবা মনে আছে না বোলহ ছলে॥
নায়্যা হইয়া চূড়া বান্ধ ময়ূরের পাখে।
ইথে কি গরব কর কুলবধূ সাথে॥
পারে নাও নতুন নায়্যা না কর বেয়াজ।
জ্ঞানদাস কহে নায়্যা বড় রসরাজ॥

স্বরট মল্লার—ডাঁশপাহিড়া।

সখি ঐ দেখ তরণী বাহিয়া যায় শ্যাম।

চূড়ায় ময়ূরের পুচ্ছ, মল্লিকা মালতি গুচ্ছ,
অলকা মিলিত তছু ঠাম॥

তিলক ঝলমল করে, মকর কুণ্ডল দোলে
মৃদুভাষ হাস অনুপাম।

আকর্ণ নয়ন বাণ, কামিনি মরমে হান
সুবলন বাহু সুঠাম॥

অধরে মুরলী ধরি, কক্ষে কেরোয়াল করি,
উরে মণি বনি বনমাল।

কটিতে কিঙ্কিনী বেড়া, শোভা করে পীতধড়া,
আঁচর ঢুলিছে পদ ঠাম॥

চরণে চরণ থুইয়া, ললিত ত্রিভঙ্গ হইয়া,
নেহারই রাই বয়ান।

নবীন গোপিনি-সারি, হাতে কেরোয়াল করি,
তরণী বাওই অবিরাম॥

ঝমকি ঝমকি, পড়িছে কেরোয়াল
রঙ্গিনিগণ চারু কঙ্কণ বাজ।

পদুমিনী সোই সোই পঞ্চম গায়ত
শেখর বড় কবিরাজ॥

তুক—তেওট।

ও নবীন নেয়ে হে তরণী লইয়া চল ঘাটে।
বিলম্ব না কর নেয়ে রবি গেল পাটে॥

বরাড়ি—মধ্যম একতালা।

শুন বিনোদিনি ধনি, আমার কাণ্ডারি তুমি
তোমার কাণ্ডারি কহ কারে।
তুয়া অনুরাগে প্রেম- সমুদ্রে ডুবেছি আমি
আমারে তুলিয়া কর পারে॥
যোগি ভোগি নাপিতানি, তোমার লাগিয়া দানি
ওঝা হইলাম তোমার কারণে।
তুয়া অনুরাগে মোরে, লৈয়া ফিরে ঘরে ঘরে
তুয়া লাগি করিলুঁ দোকানে॥
রাখাল হইয়া বনে সদা ফিরি ধেনু সনে
তুয়া লাগি বনে বনচারি।
তোমার পিরিতি পাইয়া এ ভাঙ্গা তরণী লইয়া
তুয়া লাগি হইলুঁ কাণ্ডারী॥
না বোল কুবোল ধনি রমণির শিরোমণি
তুয়া প্রেমে কি না করি আমি।
দাস জগন্নাথে কয় না ঠেলিহ রাঙ্গা পায়
জাতি জীবন ধন তুমি॥

ভাটিয়ারী —ধামালি তাল।

না বাও হে না বাও হে নবিন কাণ্ডারী।
ঝলকে উঠিছে জল ভয়ে কাঁপ্যা মরি ॥
ত্বরায় তরণি লইয়া তীরে আইলে শ্যাম।
সফল করিল বিধি পূরিল মনকাম ॥
নবনী মাখন ছেনা যে ছিল পসারে।
সকলি দিলেন শ্যাম নাগরের করে ॥
অঞ্জলি অঞ্জলি করি করিলা ভোজন।
সভে মেলি চলিলেন আপন ভবন ॥
আইলে মন্দিরে রাই সখিগণ সঙ্গে।
হরিষে বসিলা ধনি প্রেমের তরঙ্গে ॥
সেবা পরা সখি সভে করিলা সেবনে।
আনন্দে মগন ভেল এ উদ্ধব ভনে ॥

ঝুমর

নবরে নবরে নব দোহাকার প্রেম রে ॥

শ্রীযমুনার নৌকাবিলাস

ধানশ্রী—বড় দশকুশী।

আরে মোর গৌরাঙ্গ রায়।
সুরধুনি মাঝে যাইয়া, নবীন নাবিক হইয়া,
সহচর মেলিয়া খেলায়॥
প্রিয় গদাধর সঙ্গে, পুরুব রভস রঙ্গে,
নৌকায় বসিয়া করে কেলি।
ডুবু ডুবু করে না, বহয়ে বিষম বা,
দেখি হাসে গোরা বনমালি॥
কেহ করে উতরোল, ঘন ঘন হরিবোল,
দুকূলে নদিয়ার লোক দেখে।
ভুবন মোহন নায়্যা, দেখিয়া বিবশ হইয়া,
যুবতী ভুলিল লাখে লাখে॥
জগজন চিত চোর, গৌর সুন্দর মোর,
যে করে তাহাই পরতেক[১]।
কহে দীন রামানন্দে, এহেন আনন্দ-কন্দে[২],
বঞ্চিত রহিলুঁ মুঞি এক[৩]॥

১। প্রত্যক্ষ ২। সকল আনন্দের মূল বা আকর।
৩। আমি একাই এই আনন্দ-প্রস্রবণ হইতে বঞ্চিত রহিলাম।

শ্রীকৃষ্ণের অভিসার

সারঙ্গ রাগ—তেওট।

সখাগণ সঙ্গ, ছাড়ি নন্দ-নন্দন,
চললহি নাগর-রাজ।
ভাবিনি-মনোরথে, চলল বিপিন পথে,
সাধিতে মনোরথ কাজ॥
চতুর শিরোমণি কান।
হেরি যমুনা জল, মনমথ উথলল,
পূরল মুরলি নিশান॥ ধ্রু॥
স্বজিল তরণীখানি, প্রবাল মুকুতা আনি,
মাঝে মাঝে হিরার গাঁথনি।
শিখিপুচ্ছ গুঞ্জাছড়া, রজত কাঞ্চনে মোড়া,
কেরোয়ালে রজত কিঙ্কিনী॥
তপন-তনয়া-নীরে, তরণী লইয়া ফিরে,
বিদগধ নাগর-রাজ।
গোবিন্দ দাস ভনে, কি আনন্দ হইল মনে,
ঝুনু ঝুনু নূপুর বাজ॥

সুহই—কাটা দশকুশী।

মুরলী অতি সুমধুর তান।
দরপহি দারু, মুঞ্জরে নব পল্লব,
যমুনা বহত উজান ॥ ধ্রু ॥
ধ্বনি শুনি ধরণী, ধরণীধর পুলকিত,
শিলা গলি বহতহি নীর ॥
নীর তেজি মীনকুলে, উখাড়িয়া পড়ত,
কোই নাহি হোয়ত থীর ॥
বৎস তেজি দুগ্ধপানে, উর্দ্ধমুখে ধায়ত,
কানন তেজি মৃগী ধায়।
গোবিন্দ দাস ভনে, জগত ভুলল গানে,
মধুর মুরলীর বালাই যাই ॥

শ্রীরাধার অভিসার

শ্রীরাগ - জপতাল।

কিবা সারি সারি, নব নব নারী,
চলিয়া আইল পথে।
যৌবনের ভরে, গমন মন্থর,
পসরা দাসীর মাথে ॥

অঙ্গ ঝলমলি, কিরণ উছলি,
বসন ভেদিয়া ছটা।
জনু জলধর, রাকা সুধাকর,
সহিতে বিজুরী ঘটা॥
রসের আবেশে, গমন মন্থর,
হাসিতে বোলয়ে বোল।
শুনলো আজুলি [১], গ্রীবা মোড়াইতে,
শ্রুতি-উতপল দোল॥

তুক—ধড়াতাল

কিবা যায় রে শ্যাম সোহাগিনি।
ধনি ঠমকি ঠমকি চলনী, চরণে মণি মঞ্জীর বোলনি,
পিঠপর বেণী দোলনী॥
সাজায়ে পসরা, যাইতে মথুরা,
যতেক গোপের নারী।
চলিতে চলিতে, দেখে আচম্বিতে,
প্রবল যমুনা বারি॥

১। সরলা।

দেখিয়া লাগিল ডর ;
দুকুল বাহিয়া, বারি যায় বয়ে,
জল ঘোরে নিরন্তর ॥
কহে গোপ নারী, সে তরঙ্গ হেরি,
পথে বিড়ম্বিল বিধি ।
যাইব কেমনে, বাড়িছে এখনে,
প্রবল যমুনা নদী ॥
এক দিঠ করি, সব গোপ নারী,
দুকূলে নেহারি রয় ।
আইলা শ্রীহরি, হইয়া কাণ্ডারী,
বলরাম দাসে কয় ॥

সুরট মল্লার—মধ্যম দুঠুকী ।

বড়াই ঐ কি ঘাটের নেয়ে ।
কোথা হইতে আসি, দিল দরশন,
বিনোদ নাগর নেয়ে ॥*
রজত কাঞ্চনে, না'খানি জড়িত,
বাজিছে কিঙ্কিণী জাল ।
অপরূপ তাতে, শোভে রাঙ্গা হাতে,
মণি বাঁধা কেরোয়াল ॥

---

* বিনোদ তরণী বেয়ে ?

হাসিতে হাসিতে, গীত আলাপিছে,
ঢুলাইছে রাঙ্গা আঁখি।
চাপাইয়া নায়, কি জানে কি চায়,
চঞ্চল নয়ন দেখি॥
রতনের ডালি, শিরে ঝলমলি,
কদম্ব কুসুম কানে।
জঠর অঞ্চলে, বাঁশীটি গুঁজেছে,
শোভে নানা আভরণে॥
আমরা কহিব, কংসের যোগানি,
বুকে না হেলিও কেহু।
জগন্নাথে কহে, শশী ষোলকলা,
পেলে কি ছাড়য়ে রাহু॥

শ্রীরাগ—জপতাল।

আনন্দ হইল দেখি।
হেদে হে কাণ্ডারি, এসো ত্বরা করি,
ডাকিতেছেন চন্দ্রমুখি॥

কংসের যোগানি, হই যে হে আমি,
ত্বরায় করহ পার।
যে হয় বেতন, লেহ যে এখন,
নিবেদিয়ে বার বার॥
শুনি কহে হরি, ওহে গোপ নারী,
কংসের যোগানি যদি।
যমুনার তীরে, বলহ ফুকারে,
তরাসে শুকাবে নদী॥
এ তরঙ্গ হেরি না বাহিব তরী,
আজ না যাইব পারে।
ভরসা আমার, যদি কর সার,
আজি ফিরে যাও ঘরে॥
না গেলে না হয়, তোমার হৃদয়,
তবে কত দিবে বল।
যে হয় সে হবে, যাই বোল তবে,
হইয়া রমণী দল॥
মনের মতন, বেতন না পাই,
তরি না খুলিব আমি।
বলরাম দাস, করে অভিলাষ,
বাসনা পুরাবে তুমি॥

গৌরী— ডাঁসপাহিড়া।

(তোমরা কে হে) খঞ্জন নয়নী।

তোমরা ডাকিছ সুখে, তরণী পড়েছে পাকে,
আগে আমি সামালি আপনি ॥
এহেন সুন্দর বেশে, যাবে তোমরা কোন দেশে,
কহনা কহনা আগে শুনি।
যে হোই সে হোই মোরা, তরণী আনহ ত্বরা,
কাজে কাজে জানিবে এখনি ॥
আমার সুন্দর না, যেবা আসি দেয় পা,
হাসিয়া গণয়ে ষোল পণ।
তোমার নিতম্ব কুচ, . অতি গুরুতর উচ,
একলার ভার দশজন ॥
লাখের পসরা তোর, নায়ে পার হবে মোর,
ইহাতে পাইব আমি কি।
বোল ফুরাইয়া চঢ়, পিছে যেন না হয় কল (হ),
এই জীবিকায় আমি জী ॥
তুমি ত যুবতী মেয়ে, আমি ত যুবক নেয়ে,
হাস পরিহাসে যায় দিন।
ওকুলে মানুষ ডাকে, খেয়া যায় মিছা কাজে,
এতক্ষণে হইত খেয়া তিন ॥

যে হয় বেতন, দিব যে এখন,
আগে দেহ পার করি।
কিবা দিবে ধন, বলহ এখন,
শুনহে গোপের নারী ॥
রাজার নন্দিনি, রাই বিনোদিনি,
দিবে যে গলার হার।
একে একে ভূষণ, দেহ গোপিগণ,
তবে সে করিব পার ॥*

শ্রীরাগ—জপতাল

কহিছে চিকণ কালা।
বাস পরিহরি, বৈসহ কিশোরী,
পার করি এই বেলা ॥
নীল বসন, কটিতে পরহ,
দেখিয়ে কাঁপিছে গা।
নবীন নীরদ, ভরমে পবন,
গমনে ডুবিবে না ॥

* গানটিতে নাবিক ও সখীদের উক্তি প্রত্যুক্তি আছে সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

কান্নুর বচন, শুনিয়ে তখন,
কপটে কহিছে ধনি।
তোমার অঙ্গের, চিকণ বরণ,
কেমনে ছাপাবে তুমি ॥
শুনিয়া এ কথা, কহয়ে ললিতা,
কেহ না করিও গোল।
কালিয়া বরণ, ছাপাব এখন,
ঢালি দিয়া ঘন ঘোল ॥
শুনিয়া নাগর, হইয়া ফাঁপর,
মধুর মধুর হাসে।
কহে গুরুদাস, হৃদয়ে উল্লাস,
সুখের সায়রে ভাসে ॥

গৌরী—ডাঁশপাহিড়া।

বিনোদিনি শুন মোর বাণী।
এস এস চড় নায়ে যতেক রমণী ॥
শ্রীহরি বলিয়া রাধে চড়িলেন নায়ে।
আনন্দে আকুল চিত দেখে শ্যামরায় ॥
তবে সব গোপিগণ নৌকায় চড়িল।
কপট নাবিক-মনে বড় সুখ হইল ॥

কানাই বলিল আজ কাণ্ডারী হইয়ে।
তবে সব গোপিকারে বলেন হাসিয়ে॥
শুন শুন গোপিগণ মোর ভাঙ্গা না।
পসরা রাখিয়া তোরা কেরোয়াল বা॥
রাই বলিলেন মোরা অবলার জাতি।
কেরোয়াল বাহিতে নাহিক জানি ভাতি॥
কানু কহে তোমরা ত কিছুই না জান।
পরের পো খালি ভুলাইয়া আন॥
শুন শুন গোয়ালিনী এ বোল নয়।
অভ্যাস করিলে বিদ্যা সকলি হয়॥
দুই করেতে ধর কেরোয়ালখানি।
টানিয়া আনহ সভে যমুনার পানি॥
তবে সব গোপিগণ হইয়া একজুটি।
সোনার কেরোয়াল দণ্ড ধরে মুটি মুটি॥

জয়জয়ন্তী—ঠুংরী॥

ঝমকি ঝমকি, পড়িছে কেরোয়াল,
ব্রজবধূ বায়ত রঙ্গে।
শ্রীহরি কাণ্ডারী, ব্রজবধূ দাঁড়ি,
সারি গায় তারা রঙ্গে॥

সুন্দরী নাগরী, বদন নেহারি,
বারে বারে দেখে রঙ্গে।
যমুনা নেহারে, আনন্দে উথলে,
বহিছে উজান তরঙ্গে॥
দুকুলের লোকে, দেখে মন-সুখে,
আনন্দ-সায়রে ভাসে।
কহে বংশী দাস, মনের উল্লাস,
রহি সখিগণ পাশে॥

শ্রীরাগ—জপতাল।

রাই কানু যমুনার মাঝে।
ফিরয়ে তরণী, জলের ঘুরনী,
দূরে গেল কুল লাজে॥ ধ্রু॥
কুম্ভীর মকর, মীন উঠত,
সঘনে বদন তুলি।
হরিষে যমুনা, উথলে দ্বিগুণা,
রাই কানু রূপে ভুলি॥

কহয়ে ললিতা, হৈয়া সচকিতা,
শুনলো মুখরা বুড়ি।
তোহারি কথায়, চড়ি ভাঙ্গা নায়
পরাণ সহিতে মরি॥
মুখরা কহয়ে, যে মাগে কাণ্ডারী,
তাহাই করহ দান।
এ ভাঙ্গা তরণী, পার হবে'খনি,
কেন বা যাইবে প্রাণ॥
এ সব বচন, শুনিয়া কাণ্ডারী,
কহই ললিতা পাশে।
তোমার সখির, পরশ মাগিয়ে,
বংশী শুনিয়া হাসে॥

বরাড়ি—একতালা।

শুন গো বড়াই বুড়ি, তুমি ত নাটের গুরু
আনিয়া করিলে পরমাদ।
মোর মনে যত ছিল সকলি বিফল হৈল
দূরে গেল ঘর যাবার সাধ॥

দুকূলে বহিছে বায় কাঁপিছে রাধার গায়
নন্দ-সুত নবীন কাণ্ডারী।
তরণী নবীন নয়, ভর দিতে করি ভয়
ভাঙ্গা নায় বসিতে না পারি॥
হাসি কহে গোবিন্দাই, পার হবে ভয় নাই
অশ্ব গজ কত করি পার।
দেবতা গন্ধর্ব্ব কত পার হইছে শত শত
যুবতী যৌবন কত ভার॥
শুনি বিনোদিনী রাই নয়ন ইঙ্গিতে চাই
কানু মন করিলেন চুরি।
হাসি হাসি ধীরে ধীরে এ ভাঙ্গা তরণী পরে
আঁচলে ধরিলা যাই হরি॥
সখিগণ দেখি রঙ্গ, আন ছলে দেই ভঙ্গ
রাই রহল কানু পাশে।
কাম-কলহ-বাদ পূরল মনের সাধ
হরষিতে দেখে বংশী দাসে

মল্লার—দুঠুকী।

ও নব নাবিক শ্যামরু চন্দ।
কৈছনে তোহারি হৃদয় অনুবন্ধ॥

তুয়া বোলে গোরস যমুনাহি ঢার[১]।
ফারলুঁ কাঁচলি ডরলু হার॥
কর অবসর নাহি সিঞ্চইতে নীর[২]।
অতিখণে অবহু না পাওলুঁ তীর॥
হাম নিরস তুহুঁ হাসি উতরোল।
কেহু জীউ তেজই কেহু হরি বোল॥
এতদিনে কুলবতীর কুলে পড়ু বাজ॥
চড়ি ইহ নায়ে দূরে গেও লাজ॥
উঠহ কূলে পারে যো তুহুঁ মাগ[৩]।
কাহু সঞে মাগি ধরব তুয়া আগ[৪]॥
গোবিন্দ দাস কহে সময়ক কাজ।
নাবিক বেতন নাবক মাঝ[৫]॥

১। তোমার কথায় দধি-ঘৃত যমুনায় ঢালিয়া দিলাম (নৌকা হালকা করিবার উদ্দেশ্যে)।

২। (তোমার কথায়) দাঁড় বাহিতে বাহিতে আমাদের হস্তের বিরাম নাই।

৩। আগে যমুনার পরপারে কূলে লইয়া চল, তারপরে তুমি যাহা মাগিবে—

৪। কাহারও নিকট হইতে মাগিয়া তোমার সম্মুখে ধরিব।

৫। পদকর্ত্তা বলিতেছেন, যে সময়ের যে কাজ, তাহা সেই সময়ে করিতে হয়। নাবিকের প্রাপ্য নৌকায় থাকিতেই চুকাইয়া দিতে হয়।

ভাটিয়ারী ধানশী।

না যাও হে না যাও হে নবীন কাণ্ডারী।
ঝলকে উঠিছে জল ভয়ে কাঁপ্যা মরি॥
ত্বরায় তরণী লইয়া তীরে আইলে শ্যাম।
সফল করিল বিধি পুরল মন কাম॥*
খির স্বর মাখন সহচরী দেল।
নাবিক সো সব কিছু নাহি নেল॥
রাইক আঁচর ছোড়ি নাহি যায়।
সব সখিগণ তবে করল উপায়॥
নাবিক কহয়ে দেহ বেতন মোর।
তব হাম ছোড়ব আঁচর তোর॥
কহি কহি চুম্বই রাই বয়ান।
পূরয়ে মনোরথ নাগর কান॥
পূরল মনোরথ আনন্দ ওর।
বৃষভানু-কমারী নন্দ-কিশোর॥
নিজ নিজ মন্দিরে সভে চলি গেল।
বংশী বদন চিতে আনন্দ ভেল॥*

ঝুমর।

নিতুই নৌতুন নব প্রেমরে।

---

* ৩৯২ পৃষ্ঠার পদের সহিত এই কয়টি কলি ব্যতীত অন্য সাদৃশ্য নাই।

উত্তর গোষ্ঠ

শ্রীগৌরচন্দ্র।

গৌরী—বড় দশকুশী।

জয় শচীনন্দন ভুবন আনন্দ।
আনন্দ শকতি, মিলিত নবদ্বীপে উয়ল নবরস কন্দ॥ ধ্রু
গোখুর ধুলি, দিশই উহ অম্বর, শুনি বর বেণু নিসান।
অপরূপ শ্যাম, মধুর মধুরাধর, মৃদু মৃদু মুরলীক গান॥
এত কহি ভাবে, বিবশ গৌরতনু, পুন কহ গদগদ বাত।
শ্যাম সুনাগর, বন সঞে আয়ত, সমবয় সহচর সাথ॥
মঝু মন নয়ন, জুড়ায়ল কলেবর, সফল ভেল ইহ দেহ।
রাধামোহন কহ, ইহ অপরূপ নহ মুরতিমন্ত সোই নেহ॥

পুনশ্চ শ্রীগৌরচন্দ্র।

তুড়ি গৌরী—তেওট।

বেলি অবসান হেরি শচীনন্দন
ভাবই গদগদ বোল।
কানুক গমন সময় অব হোয়ল
শুনিয়ে মুরলীক রোল॥

সজনি না বুঝিয়ে গৌরাঙ্গ-বিলাস।
ভাবহি নিমগন কহতহি অনুক্ষণ
কতিহুঁ নাহিক অবকাশ ॥ ধ্রু ॥
ক্ষণে পুন কহতহি নিকটহি শুনিয়ে
ঘন হুম্বারব রাব।
হেরইতে শ্যাম- চন্দ্র অনুমানিয়ে
গোকুল জন যত ধাব ॥
ঐছন ভাতি করত কত অনুভব
যো রসে ইহ অবতার।
রাধামোহন পহুঁ সো বর শেখর
ঐছন সতত বিহার।

ধানশী—একতালা।

যমুনার তীরে কাহ্নাই শ্রীদামেরে লইয়া
মাতামাতি রণকরে শ্রমযুত হইয়া ॥
প্রখর রবির তাপে শুখাইল মুখ।
দেখি সব সখাগণের মনে হইল দুখ ॥
আর না খেলিব ভাই চল যাই ঘরে।
সকালে যাইতে মা কৈয়াছে সভারে ॥

মলিন হইল কাহ্নাই মুখানি তোমার।
দেখিয়া বিদরে বুক আমা সভাকার॥
বেলি অবসান হইল চল ঘরে যাই।
কহে বলরাম দূর বনে গেল গাই॥

তুড়ি—একতালা।

পাল জড়ো করহে শ্রীদাম সান দেও শিঙ্গায়
সঘনে বিষম খাই নাম করে মায়॥
আজ মাঠে আমাদের বিলম্ব দেখিয়া।
হেন বুঝি কাঁদে মাতা পথ পানে চাঞা॥
বেলি অবসান হইল চল যাই ঘরে।
মায়ে না দেখিয়া প্রাণ কেমন জানি করে॥
বলরাম দাস কহে শুনি কাহ্নইর বোল।
সকল রাখাল মাঝে পড়ে উতরোল॥

কল্যাণী সারঙ্গ-গৌরী—জপতাল।

চলত রাম সুন্দর শ্যাম
পাঁচনি কাঁচনী বেত্র বেণু
মুরলী খুরলী গান রি।

দাম শ্রীদাম সুদাম মেলি,
তরণি-তনয়া-তীরে১ কেলি
ধবলী শাঙলি আও রি আও রি
ফুকরি চলত কান রি ॥
বয়েস কিশোর মোহন ভাঁতি
বদন ইন্দু জলদ কাঁতি
চারু চন্দ্রি গুঞ্জাহার
বদনে মদন ভান রি।
আগম নিগম বেদসার
লীলায় করত গোঠ-বিহার
নসির মামুদ করত আশ
চরণে শরণ দান রি ॥*

১। সূর্য্যসুতা অর্থাৎ যমুনারকূলে।

* যমুনা কুলে কদম্ব মূলে
দাঁড়াইল কানু ত্রিভঙ্গ হইয়ে।
হেরত শিবরাম দাস
চরণে শরণ দান রি ॥ —পাঠান্তর।

মায়ূর—তেওট।

চান্দ মুখে বেণু দিয়া সব ধেনুর নাম লৈয়া
ডাকিতে লাগিল উচ্চস্বরে।
শুনিয়া কাহ্নাইর বেণু ঊর্দ্ধমুখে ধায় ধেনু
পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে॥
অবসান বেণুরব, বুঝিয়া রাখাল সব
আসিয়া মিলল নিজসুখে।
যে বনে যে ধেনু ছিল, ফিরিয়া একত্র কৈল
চালাইলা গোকুলের মুখে॥
শ্বেত-কান্তি অনুপাম আগে ধায় বলরাম
আর শিশু চলে ডাহিন বাম।
শ্রীদাম সুদাম পাছে ভাল শোভা করিয়াছে,
তার মাঝে নবঘন-শ্যাম॥
ঘন বাজে শিঙা বেণু, গগনে গোখুর-রেণু
পথে চলে করি কত ভঙ্গে।
যতেক রাখালগণ, আবা আবা ঘনে ঘন
বলরাম দাস চলু সঙ্গে॥

তুড়ি গৌরী—তেওট।

গোখুর ধুলি উছলি ভরু অম্বর
ঘন হাম্বা হৈ হৈ রাব।
বেণু বিষাণ- নিশান সমাকুল,
সঙ্গে রঙ্গে সব ব্রজবাসী[1] ধাব॥
বন সঞে গিরিবরধর ঘরে আওয়ে।
জলদ নেহারি যৈছে, তৃষিত চাতকী[2]
ব্রজ রমণীগণ মঙ্গল গাওয়ে॥
কুটীল অলকাকুল গোরজ মণ্ডিত
বরিহা মুকুট মনোহর ছান্দ।
বিপিন বিহারী, ছরমে ঘরমায়িত[3]
ঝামর ভেল নীল উতপল মুখচান্দ॥

১। 'সহচর'—পাঠান্তর।

২। জলদ হেরি জনু হরষিত চাতকী—পাঠান্তর।

৩। শ্রমে ঘর্ম্মযুক্ত

সরস কপোল, লোল মণিকুণ্ডল,
গণ্ড মুকুর উজিয়ারা[১]।
গোবিন্দদাস ভন, অপরূপ মোহন[২],
হেরইতে জগভরি মদনবিথারা[৩]॥

ভাটিয়ারি—মধ্যম একতালা।

রামকৃষ্ণ দুইজনে, সকল রাখালগণে,
আইসে সভে ধেনু হাঁকাইয়া।
নাচিতে নাচিতে আইসে সভে প্রেমানন্দে ভাসে
রাম কাহ্নাইর চান্দমুখ চাইয়া।
ধেনু সব ঘরমুখে, চলিলা মনের সুখে,
উভকর্ণ ঊর্দ্ধ পুচ্ছ করি।
আগে আগে যায় ধেনু, পাছে যায় রামকানু,
ধুলায় গগন গেল ভরি॥

১। কিশলয় বলিত ললিত মণিকুণ্ডল
গণ্ডমুকুরে উজিয়ার—পাঠান্তর।
২। গোবিন্দদাস পহু নটবর শেখর—পাঠান্তর।
৩। বিথার—পাঠান্তর।
সেই অপরূপ মোহন শ্যামসুন্দরকে দেখিলে মনে হয় যেন মদনে জগৎ ভরিয়া গিয়াছে—অর্থাৎ সমস্ত বিশ্ব রূপে মণ্ডিত হইয়া উঠে, সব সুন্দর লাগে।

শিঙ্গা দিয়া চান্দমুখে, বলাই ধবলী ডাকে,
মদভরে ভরম সঘন।
অথির চরণ-গতি, ঘুর্ণিত নয়ন ভাতি,
গদগদ না স্ফুরে বচন॥
শামলী বাছুরী কান্ধে, চলে মত্ত করী ছান্দে,
ঘন ডাকে কাহ্নাই বলিয়া।
বেণুসানে ধেনু হাঁক, সবাকার মাঝে থাক,
বনে পাছে রহিবে ভুলিয়া॥

ধানশ্রী—ডাঁশপাহিড়া।

শিঙ্গা বেণু একতান, করিয়া দেয়ল সান,
শুনিল ব্রজের সব লোকে।
মাতা পিতা হরষিত, কুলবতী পুলকিত,
ঘুচিল সবার দুঃখ শোকে॥
জাবট গ্রামের কাছে, সভে নিজ ধেনু বাছে,
বিদায় হইল জনে জনে।
শেখর সরস করি, কহে শুন সুন্দরী,
নাগরে মিলহ এইখানে॥

জয়জয়ন্তী—ঠুংঠুকী।

দূরেতে আওত নাগর রায়।
যুবতী উমতি উন্নত চায়॥
বিরস বদন সরস ভেল।
হিয়ার আগুনি তখনি গেল॥
হসিত বেকত বচন মিঠ।
সজল ছুটল তরল দিঠ॥
মুরলী খুরলী শুনিতে পাই।
অতুল আনন্দে আকুল রাই॥
দেখিবারে সব সঙ্গিনী আই।
উঠল অট্টালি মিললি রাই॥
রতন আসনে বসিলা সবে।
শেখর সবারে সেবয়ে তবে॥

গৌরী—ডাঁশপাহিড়া।

তরুণী-লোচন- তাপ-বিমোচন,
হাস-সুধাঙ্কুরধারী।
মন্দ মরুচ্চল- পিঞ্ছ-কৃতোজ্জ্বল,
মৌলিরুদার-বিহারী॥

সুন্দরি পশ্য মিলতি বনমালী।

দিবসে পরিণতি- মুপগচ্ছতি সতি,

নব নব বিভ্রমশালী ॥

ধেনু-খুরোদ্ধৃত- রেণু-পরিপ্লুত,

ফুল্লসরোরুহ-দামা।

অচির-বিকস্বর লসদিন্দীবর-

মণ্ডল-সুন্দর-ধামা ॥

কল-মুরলীরুতি- কৃততাবক-রতি-

রত্র দৃগন্ত-তরঙ্গী।

চারু সনাতন- তনুরনুরঞ্জন-

কারি-সুহৃদগণ-সঙ্গী ॥ *

---

* হে সুন্দরি! দেখ দিবা অবসান কালে নব নব ভাবময় শ্যামসুন্দর গৃহে আগমন করিতেছেন। তাঁহার অধরে মন্দ মন্দ হাসি—যে হাসি দেখিলে যুবতীদের চক্ষু জুড়ায়। দেখ, তাঁহার মাথায় উজ্জ্বল ময়ূরপুচ্ছ-চূড়া মন্দমলয়ানিলে সঞ্চালিত হইতেছে। তাঁহার গলার কমলমালা গো-খুরোত্থিত ধূলিরদ্বারা আবৃত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার সুন্দর তনু সদ্য প্রস্ফুটিত নীলকমল সমূহের ন্যায় শোভা পাইতেছে। তাঁহার মুরলীর মধুর রবে তোমার চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে। আর তোমার দিকে তাঁহার বঙ্কিমদৃষ্টি ধাবিত হইতেছে। তিনি সনাতন অর্থাৎ চিরসুন্দর দেহধারী (পক্ষান্তরে শ্রীসনাতন গোস্বামীর আনন্দবর্দ্ধন) এবং তাঁহার সঙ্গে আনন্দবিগ্রহ সখাগণ আসিতেছেন।

বরাড়ি—মধ্যম দশকুশী।

রাধিকা চাতকী হাসি, শ্যাম সঙ্গে মিলে আসি,
পিয়ে সুধা হরষিত মনে।
দূরে দোঁহে দোঁহা হেরি, পালটিতে নারে আঁখি
হানিল কুসুমশর বাণে॥
অবশ হইল গা, চলিতে না চলে পা,
পুলকে ভরল সব তনু।
সুবল সময় জানি হাতশানে বোধি ধ্বনি,
লইয়া চলিল তবে কানু॥
ধিরে ধিরে চলে কানু, পরিছে মোহন বেণ,
ব্রজবধূ শুনি সব ধায়।
মঙ্গল থালি, দীপ করে বধূগণ,
মন্দির দুয়ারে দাঁড়ায়॥
খড়িকে রাখিয়া গাই, রাম দামোদর যাই,
প্রণমিল যশোদা চরণে।
যশোদা চুম্বন করে, দেখিতে না পায় লোরে,
আশিস করয়ে দুইজনে॥

আশিস করিয়া রাণী, নিরখয়ে মুখখানি,
আনন্দ সায়রে রাণী ভাসে।
যশোদা রোহিণি দোঁহে, রামকৃষ্ণ দুইজনে,
আনন্দে হেরয়ে প্রেমদাসে॥

গৌরী—তেওট।

সাঁঝ সময়ে গৃহে আয়ল ব্রজসুত
যশোমতি আনন্দচিত।
প্রদীপ জ্বালি থারি পর রাখই
আরতি করতহি গায়ত গীত॥
ঝলকত ও মুখচন্দ্র।
ব্রজ রমণীগণ চৌদিকে বেঢ়ল
হেরইতে রতিপতি পড়ল হি ধন্দ॥ ধ্রু
ঘণ্টাতাল মৃদঙ্গ বাজায়ত
শঙ্খশবদ ঘন জয় জয় কার।
বরিখত কুসুম দেবগণ হরষিত
আনন্দ জগজন নগর বাজার॥

শ্যামের অঙ্গ মনোহর সুরচিত
বনি বনমাল আজানু বিরাজ।
গোবিন্দ দাস কহ ওরূপ হেরইতে
সংশয় যৌবন লাজ॥

গৌরী—ডাঁশ পাহিড়া।

নন্দ দুলাল বাছা যশোদা দুলাল।
এতক্ষণে মাঠে থাকে কাহার ছাওয়াল॥
কোরে লইয়া নিরখয়ে গোপালের মুখানি।
এক দিঠে দেখে রাঙ্গা চরণ দুখানি॥
নেতের অঞ্চলে রাণী মোছে হাত পা।
তোমার নিছনি লইয়া মরে যাউক মা॥
কহে বলরাম নন্দরাণী কুতুহলে।
কত চুম্ব দেই রাণী বদন কমলে॥

মায়ূর—তেওট।

বদন নিছই মোছি মুখমণ্ডল
বোলত সুমধুর বাণী।
বেলি অবসানে তুরিতে নাহি আয়সি
তুয়া লাগি বিফল পরাণী॥

নন্দন করে ধরি রাণী।
কতহুঁ যতন করি যশোমতি সুন্দরী
মন্দিরে বৈসায়ল আনি॥ ধ্রু॥
সুবাসিত তৈল সুশীতল জল দেই
মাজল যতনহি অঙ্গ।
কুন্তল মাজি সাজি পুন বাঁধল
চূড় শিখণ্ডক রঙ্গ॥
মৃগমদ চন্দন অঙ্গে বিলেপন
যতনে পিন্ধাইল বাস।
বাসিত কুঙ্কুম হার উরে লম্বিত
কি কহব গোবিন্দ দাস॥
পঞ্চদীপে নিরমঞ্ছন কেল।
কত শত চুম্ব বদনপর দেল॥
কোরে আগরি সুত মন্দিরে গেল।
বহু উপহার থারি পর দেল॥
রাম কানাই ব্রজবালক সঙ্গে।
ভোজন করল কতহুঁ মন রঙ্গে॥
কাতরে তবহি পুছয়ে নন্দরাণী।
গদ গদ কণ্ঠে না নিকসয়ে বাণী॥

স্তনখিরে ভিগেল পহিরণ চীর।
ঝরঝর নয়নে গলয়ে ঘন নীর॥
আকুল হোই পুছত বাত।
মোহন নিরখই রোহিণী সাথ॥

গৌরী মিশ্র ভূপালী—মধ্যম একতালা।

কোন বনে গিয়েছিলে ওরে রাম কানু।
আজ কেনে শুনি নাই চাঁদ মুখের বেণু॥
খিরস্বর ননি দিলাম আঁচলে বান্ধিয়া।
বুঝি কিছু খাও নাই শুকাইয়াছে হিয়া॥
মলিন হইয়াছে মুখ রবির কিরণে।
নাজানি ফিরিলা কোন গহন কাননে॥
নব তৃণাঙ্কুর কত ভুকিল চরণে।
এক দিঠি হইয়া রাণী চাহে চরণ-পানে॥
না বুঝি ধাইয়াছ কত ধেনুর পাছে পাছে।
এদাস বলাই কেনে এ দুঃখ দেখেছে॥

তিরোথা ধানশী গৌরী তেওট।

ও মা নন্দরাণী তোমার গোপাল
কিবা জানয়ে মোহিনী।
আমার সঙ্গের ভাই, তবুত না মন পাই,
তোমারে ভুলাবে কতখানি ॥ ধ্রু ॥
তৃণ খাইতে গাভীগণ, যদি যায় দূরবন,
কেহত না যায় ফিরাইতে।
তোমার দুলাল কানু, পূরয়ে মোহন বেণু,
ফিরে ধেনু মুরলীর গীতে ॥
আমরা ফিরাইতে ধেনু, তাহা নাহি দেয় কানু,
সদা ফিরে সুবলের পাছে।
সুবলে করিয়া কোলে, প্রেমে গদ গদ বলে,
না জানি মরমে কিবা আছে ॥
কিবা লীলা করে এহ, বুঝিতে না পারে কেহ,
অপরূপ চরিত বিহার।
বলরাম দাসে বলে, বলাইদাদা নাহি জানে,
আনে কিবা বুঝিবে অন্তর ॥

(তুক)

সুহই—বড় একতালা।

ব্রজ রাখালের কথা শুনি যত নন্দরাণী।
অন্তরে উলসিত দেখি মুখখানি ॥

গৌরী—একতালা।

আরতি করু নন্দরাণী বালক মুখ হেরি ॥
গায়ত নব নাগরিগণ রাখাল সব ঘেরি।
রম্ভা ফল ঘৃত প্রদীপ পুষ্প রচিত থালি।
সুন্দরীগণ উলত্ দেই সখিগণ করতালি ॥
রাখি শিঙ্গা বেণু যশোদা মাই কোলে নিল
দোনো ভাই।
মাখন দধি দেই খির ননি খাই রাম কাহ্নাই ॥
সকল শিশুর চাঁদ মুখ তুলি যশোমতি চুম্ব খাই।
নাচত ব্রজবাল সকল রামকৃষ্ণ মুখ চাই ॥
আনন্দে উথলে রোহিণী মাই,
মঙ্গল পুছে নন্দঘোষ জগদানন্দ গাই ॥

শঙ্করাভরণ—মধ্যম ডাঁসপাহিড়া।

রাণী ভাসে আনন্দ সায়রে।

বামে বসাইয়া শ্যাম, দক্ষিণে শ্রীবলরাম,
চুম্ব দেই মুখ-সুধাকরে॥
খির ননি ছেনা সরে, আনিয়া সে থরে থরে,
আগে দেই বলাইয়ের বদনে।
পাছে কাহ্নাইর মুখে, দেয় রাণী মহাসুখে,
নিরখয়ে চাঁদ মুখ পানে॥
ব্রজের রমণী যত, চৌদিকে শত শত,
মুখ হেরি লহু লহু বলে।
মাতা যশোমতি বলি, মঙ্গল হুলাহুলী,
আরতি করয়ে কুতুহলে॥
জ্বালিয়ে রতন বাতি, করে সবে আরতি,
হরষিত যশোমতি মাই।
কহে বলরাম দাসে, আনন্দ-সাগরে ভাসে,
দুহুঁ রূপের বলিহারি যাই॥

সুই—সমতাল।

আরে মোর রাম কানাই।
কলিতে হইল দোঁহে চৈতন্য নিতাই॥
পঞ্চরসে মাতাইল অখিল ভুবন।
সে কৃপা নহিল ইহা জানিবে কোন জন॥
যে জন ডুবয়ে এই প্রেমরসে।
তার পদধূলি মাগে নরোত্তম দাসে॥

মুরলী শিক্ষা

শ্রীগৌরচন্দ্র

তুড়ি—রূপক।

সোঙরি পূরব লীলা শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
মুরলী শবদ করি বদনে বাজায়॥
শুনিয়া মুরলী রব গদাধর আইল।
মুরলী শিখিব বলি বামে দাঁড়াইল॥
এ বোল শুনিয়া পহুঁ কহে হাসি হাসি।
আগে শিখ নাগরালি তবে শিখ বাঁশি॥
গদাধর বলে সেই কেমন প্রকার।
বংশী কহে নয়ন বাঁকা ত্রিভঙ্গ আকার॥

বালা ধানশী—মধ্যম দশকুশী।

ঘরে হইতে আইলাম (আমি) বাঁশি শিখিবার তরে।
নিজ দাসী রাধা বলি শিখাও আমারে॥
মুরলী শিখিব বন্ধু মুরলী শিখাও।
যেমন করিয়া তুমি আপনি বাজাও॥
কোন রন্ধ্রের গানেতে কদম্ব ফুল ফোটে।
কোন রন্ধ্রের গানেতে রাধা নাম উঠে॥
কোন রন্ধ্রের গানে নদী বহয়ে উজান।
কোন রন্ধ্রের গানে গোপীর হরল গেয়ান॥
কোন গানে গাভি বৎস তৃণ মুখে ধায়।
কোন রন্ধ্রের গানে শ্যাম পাষাণ মিলায়॥
আমি বৈসি ডাহিনে তুমি বৈস মোর বামে।
গোবিন্দ দাস কহে ধন্য ধন্য রাধা শ্যামে॥

শঙ্করাভরণ বা মল্লার—একতালা।

বন্ধু ঘরে হইতে শুনিয়াছি মুরলীর গান।
আহিরী রমণী-কুলে দিল সমাধান॥
হরিল সবার মন মুরলীর তানে।
সতী কুলবতী হেন বধিলে পরাণে॥

তোমার মুরলী রব শুনিয়া শ্রবণে।
যুবতী তেজিয়া পতি প্রবেশে কাননে॥
অপরূপ শুনিয়াছি মুরলীর নাদ।
শিখিব বিনোদ বাঁশি করিয়াছি সাধ॥
শিখাও পরাণ বন্ধু যতনে শিখিব।
জানাইয়া দেহ ফুক মুরলীতে দিব॥
অঙ্গুলী লোলায়ে বঁধু দেহ হাতে হাত।
বাজাইতে শিখাইয়া দেহ প্রাণনাথ॥
যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে নিশ্চয় করিয়া।
জ্ঞান দাসে কহে বাঁশি দেহ শিখাইয়া॥

শায়ূর—দশকুশী।

মুরলী করাহ উপদেশ।
যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে জানাহ বিশেষ॥
কোন রন্ধ্রে বাঁশি বাজে অতি অনুপাম।
কোন রন্ধ্রে রাধা বলি ডাকে আমার নাম॥
কোন রন্ধ্রে বাজে বাঁশী সুললিত ধ্বনি।
কোন রন্ধ্রে কেকা শব্দে নাচে ময়ূরিণী॥

কোন রন্ধ্রে রসালে ফুটয়ে পারিজাত।
কোন রন্ধ্রে কদম্ব ফুটয়ে প্রাণনাথ॥
কোন রন্ধ্রে ষড়ঋতু হয় এককালে।
কোন রন্ধ্রে নিধুবন হয় ফুল ফলে॥
কোন রন্ধ্রে কোকিল পঞ্চম স্বরে গায়।
একে একে শিখাইয়া দেহ শ্যামরায়॥
জ্ঞান দাসে শুনিয়া কহয়ে হাসি হাসি।
শুন রাধে মোর বোলে বাজিবেক বাঁশি

ধানশী—মধ্যম দশকুশী।

প্রথম রন্ধ্রের গানে, ব্রহ্মার ভাঙ্গিল ধ্যানে,
দ্বিতীয়েতে যমুনা উজায়।
তৃতীয় রন্ধ্রের কথা, শুন বৃষভানু-সুতা,
পবনের গতি হত হয়॥
চতুর্থ রন্ধ্রের গানে, ব্রজনারীর বাজে প্রাণে,
এলোথেলো পাগলিনী প্রায়।
পঞ্চম রন্ধ্রের স্বরে, আপনি যে ধেনু ফিরে,
তৃণমুখে উর্দ্ধ পুচ্ছ ধায়॥

ষষ্ঠ রন্ধ্রের গতি, কদম্ব বিকশিত,
ষড়ঋতু একত্রেতে বয়।
সপ্তম রন্ধ্রের গানে, পাষাণ দ্রবিল গুণে,
পাষাণ আপনি জলময়॥
অষ্টম রন্ধ্রের গান, গাই রাধে তোমার নাম,
মোর বংশী এত গুণ ধরে।
বংশী বদনে কয়, বংশীশিক্ষা উচিত হয়,
না জানিলে শিক্ষা বলি কারে॥

ধানশী—ঝপতাল।

মুরলী শিখিবে যদি বিনোদিনী রাই।
সোণার বরণ শশীমুখি কভু বাজে নাই॥
সোণার বরণ রাই তুমি হও দেখি কাল।
পীড়ধড়া পরহ কাঁচলী টেনে ফেল॥
সোণার বরণ আমি কাল হইতে পারি।
তোমার মত নিলাজ হইতে নাহি পারি॥
তুমি যেমন চূড়া তেমন বাঁশী তেমন কয়।
অবিরত রমণী-মণ্ডলে লাজ হয়॥
যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে নিশ্চয় করিয়া।
জ্ঞান দাসের মনে রহিল জাগিয়া॥

সুহিনী—ঠুংরী।

বহু দিনের সাধ আছে হরি।
বাজাইতে মোহন মুরলী॥
তুমি লেহ মোর নীল শাড়ী।
তব পীত ধড়া দেহ পরি॥
তুমি লেহ মোর গজমোতি।
মোরে দেহ তোমার মালতী॥
ঝাঁপা খোপা লেহ খসাইয়া।
মোরে দেহ চূড়াটী বাঁধিয়া॥
তুমি লেহ সিন্দূর কপালে।
তোমার চন্দন দেহ ভালে॥
তুমি লেহ কঙ্কণ কেয়ূরী।
তোমার তাড়বালা দেহ পরি॥
তুমি লেহ মোর আভরণ।
মোরে দেহ তোমার ভূষণ॥
শুন মোর এই নিবেদন।
শুনি হরষিত বৃন্দাবন॥

কড়খা ধানশী—ছুটা।

মুরলী শিখিবে রাধে, শিখাব মনের সাধে
যে বোল বলিয়ে শুন ধনি।
ছাড়হ নারীর বেশ, উভ করি বাঁধ কেশ
বামে চুড়া করহ টালনি॥
ঘুচাহ সিন্দূরের ঘটা, পরহ বিনোদ ফোঁটা
দূরে রাখ নাসার বেশরে।
কাঁচলি ঘুচাইয়া ফেল, মৃগমদে হও কাল
তবে বাঁশী বাজিবে অধরে॥
লেহ মোর পীত ধড়া, পর আঁটি কটী বেড়া
অঙ্গুলী লোলান শিখাইব।
তুয়া নাম গুণ রাই যে রন্ধ্রে সদাই গাই
একে একে জানাইয়া দিব॥
গৌর অঙ্গুলি তোর সোণা বান্ধা বাঁশী মোর
ধর দেখি রন্ধ্রের মাঝে মাঝে।
তিন ঠাঁই হও বাঁকা, পাঁচনিতে দেও ঠেকা
তবে সে বিনোদ বাঁশী বাজে॥

রাই কহে বনমালী, বান্ধ চূড়া উভ করি
আপনার বন্ধন সমান।
বাঁশি দেও মোর হাত, জানাইয়া দেহ নাথ
যে রঙ্গে আপনি কর গান॥
এলাইয়ে কবরী ছান্দ, চূড়া বান্ধে শ্যাম চান্দ
রাই অঙ্গ করে ঝলমল।
কহয়ে জ্ঞানদাসে, বাঁশী শিখিবে বন্ধু পাশে
মুরলী করিয়ে করতল॥

কল্যাণ—জপতাল।

শ্যাম বামে করি, দাঁড়াইল সুন্দরী
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম হইয়া।
বেণী পরিহরি যতন করি শিরে
চূড়াটী বান্ধিল আঁটিয়া॥
হাসিয়া হাসিয়া বোলয়ে বচন
বঙ্কিম লোচনে চাহিয়া।
তাহার উপরি ময়ূর পুচ্ছ ধরি
বাম পাশে দিল আঁটিয়া॥

ভুবন বিজয়ী বিনোদিনী রাই
সাজল নাগর রায়।
রূপের পাথার ভুলল নাগর
ডুবল শেখর রায়॥

ধানশী— তেওট।

নিকুঞ্জ মন্দিরে দেখ অদভুত রঙ্গ।
দুহুঁ শিরে শোভে চূড়া দোঁহেই ত্রিভঙ্গ॥
রাই শিখয়ে বাঁশী নাগর শিখায়।
এক বাঁশী আধ আধ ধরিল দোঁহায়॥
রাই ভেল বিনোদ মুরলী-শ্রুতিধর।
অঙ্গুলি লোলায়ে ভেদ জানাইছে নাগর॥
শ্যাম কহে বাজাও দেখি বিনোদিনী রাই।
যেই নামে উপাসনা সদাই ধেয়াই॥ ধ্রু॥
নিজ নাম রাই বাঁশী পূরিল অধরে।
শ্যাম নাম ডাকিছে আপন বামা স্বরে॥
রাই কহে নিজ নাম বাজাও দেখি শ্যাম।
তোমার মুখে তোমার বাঁশী কেমন অনুপাম॥

নিজ নাম শ্যাম তখন বাঁশী পূরে আধা।
নাহি বাজে শ্যাম নাম বাজে রাধা রাধা ॥
ফিরিয়া আপন নাম বাজাইতে চায়।
শ্যামের মুখে শ্যামের বাঁশী রাধাগুণ গায় ॥
রাই কহে এক রন্ধ্রে দোঁহে দিব ফুক।
না জানি কেমন বাজে দেখিব কৌতুক ॥
এক রন্ধ্রে ফুক তবে দেয় রাধা কানু।
রাধা শ্যাম দুটী নাম বাজে ভিনু ভিনু ॥
রসের হিলোল উঠে দোহাকার গানে।
মোহিল সভার মন মুরলীর তানে ॥
গান শুনি শারী শুক কোকিলা আনন্দ।
তরুলতা কুসুমে ঝরয়ে মকরন্দ ॥
জ্ঞানদাস কহয়ে বিরিঞ্চি অগোচরী।
লীলায়ে বিহরে দোঁহে কিশোরা কিশোরী।

সুহিনী—ছোট একতালা।

বৃষভানুসুতা বহু সুখে।
মুরলী ধরল চান্দ মুখে ॥
দেখ পহুঁ মুরলী বাজায়।
যে রন্ধ্রে রাধার গুণ গায় ॥

যে গান শিখিলা বিনোদিনী।
বাজে বাঁশী উঠে কৃষ্ণ ধ্বনি ॥
আনন্দে কহয়ে ধনি রাই।
হাসি হাসি শ্যাম মুখ চাই।
রাই কহে সকলি শিখাবে।
কিছু অবশেষ না রাখিবে ॥
শ্যাম কহে প্রাণ দিয়ে যারে।
কিবা অবশেষ আছে তারে ॥
এত কহি ধরি দুই কর।
অঙ্গুলি শিখায় ঘরে ঘর ॥
এ রন্ধ্রে কদম্ব ফুল ফোটে।
এ রন্ধ্রে মধুর ধ্বনি উঠে।
একে একে সকলি শিখিল।
আর কি শিখিবে তাহা বল ॥
এত শুনি বিনোদিনী হাসে।
কি কহব যদুনাথ দাসে ॥

বিহাগড়া—ছুটা।

মুরলী শিখিলা রাধে গাও দেখি শুনি।
নানা রাগ আলাপনে মিশায়ে রাগিনী ॥

হাসি হাসি বিনোদিনী বাঁশি নিল করে।
প্রণাম করিয়া শ্যামে বাজায় অধরে ॥
শ্যাম নটবর তাহে নাগরি মিশালে।
সুখময় শ্যামরায় বলে ভালে ভালে ॥
মায়ূর মঙ্গল আর গায়ত পাহিড়া।
সুহই ধানশী আর দীপক সিন্ধুড়া ॥
রাগরাগিনী শুনি মোহিত নাগর।
শুনিয়া দিলেন তারে হার মনোহর ॥
জ্ঞানদাসে কহে রাই এখনি শিখিলা।
ভুবন মোহিনী রাধে বাঁশি বাজাইলা ॥

সুহই—কাটা দশকুশী।

আজু কে গো মুরলী বাজায়।
এত কভু নহে শ্যামরায় ॥
ইহার বরণে কৈলে আলো।
চুড়াটী বান্ধিয়া কেবা দিল ॥
তাহার ইন্দ্রনীলকান্তি তনু।
এ ত নহে নন্দসুত কানু ॥

ইহার রূপ দেখি নবীন আকৃতি।
নটবর বেশ পাইল কথি।
বনমালা গলে দোলে ভাল।
এনা বেশ কোন দেশে ছিল॥
কে বনাইলে হেন রূপ খানি।
ইহার বামে দেখি চিকণ বরণী॥
হবে বুঝি ইহার সুন্দরী।
সখিগণ করে ঠারাঠারি॥
কুঞ্জে ছিল কানু কমলিনী।
কোথা গেল কিছুই না জানি।
আজু কেনে দেখি বিপরীত।
হবে বুঝি দোঁহার চরিত॥
চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে।
এরূপ হইবে কেন দেশে॥*

---

* গৌরাঙ্গ-অবতারের ইহা পূর্ব্বাভাস বলিয়া বিখ্যাত। কেহ কেহ ইহাকে পরবর্ত্তী কালের সংযোজন বলিতে চাহেন, কিন্তু তাহার প্রমাণাভাব।

জয়জয়ন্তী—তেওট।

রাই অঙ্গে পীতধড়া, শিরে শিখিপুচ্ছ চূড়া
করে তার বিনোদিনী বাঁশি।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম হৈয়া, বাম পদ আগে দিয়া
রাই দাঁড়াইল হাসি হাসি॥
শ্যাম দাঁড়াইল তছু বামে।
কিবা সে রাধার রূপ, হেরি কত বাড়ে সুখ,
মুরছিত কত কোটী কামে॥ ধ্রু॥
নবীন নাগরী রাই তেরছ নয়নে চাই
হাসি হাসি কহে রস-বাণী।
শুনিয়া সে সব নর্ম্ম, হরয়ে নাগর মর্ম্ম,
কেলি করে সে সুখ যামিনী॥
দোহে রহু হেলাহেলি, করু রস নর্ম্ম-কেলি,
সহচরী সুখামৃতে ভাসে।
সব সখী রহে ঘেরি, দোঁহার চরণ হেরি
কহে দীন বলরাম দাসে॥

ধানশী—জপতাল।

মুরলী শিখিলে যদি বিনোদিনী রাই।
খানিক নাচহ তুমি মুরলী বাজাই॥
রাই অঙ্গে অঙ্গ দিয়া নাগর কাহ্নাই।
নাচিতে নাচিতে যায় দোঁহে একঠাঁই॥
তা দেখি ময়ূরীগণ নাচে ফিরি ফিরি।
জয় রাধে জয় কৃষ্ণ বলে গায় শুকশারি॥
ফলফুলে তরুলতা লম্বিত হইয়া।
চরণ পরশ লাগি পড়ে লোটাইয়া॥
বৃন্দাবনে আনন্দ হিলোল বহি যায়।
গোবিন্দ দাস হেরি নয়ন জুড়ায়॥

সারঙ্গ—দুঠুকী।

নিধুবনে কিশোর-কিশোরী।
চৌদিকে সখিগণ দুহুঁ রূপ হেরি॥
দুহুঁ মুখ চান্দ, হেরিয়া উল্লাস,
কত না আনন্দ তায়।
শ্রীরূপ মঞ্জরী বীজন বীজই
আনন্দে ভাসিয়া যায়॥

ময়ুর ময়ূরী দুহুঁ মুখ হেরি
আনন্দে নাচিছে তায়।
শুক শারী মেলি তরু ডালে বসি
রাধাকৃষ্ণ গুণ গায়॥
নবীন রাধা নবীন শ্যাম
নবীন তরঙ্গ তায়।
নব প্রেম হেরি দাস গোবিন্দ
প্রেমানন্দে ভাসি যায়।

শ্রীনিধুবনে রাইরাজা।

শ্রীগৌরচন্দ্র

তুড়ি—রূপক তাল।

আরে মোর রসময় গৌর কিশোর।
এতিন ভুবনে নাহি এমন নাগর॥
কুলবতী সতী রূপ দেখিয়া মোহিত।
গুণ শুনি তরুলতা হয় পুলকিত॥

শিলা তরু গলি যায় খগ মৃগ কান্দে।
নগরের নাগরী-বুক স্থির নাহি বান্ধে॥
সুর সিদ্ধ মুনির মন করে উচাটন।
বাসু ঘোষ কহে গোরা পতিত-পাবন॥

সুহই—সমতাল।

কিবা শোভায়ে মধুর বৃন্দাবনে।
রাই কানু ব'সল রতন সিংহাসনে॥
রতনের নির্ম্মিত বেদী মাণিকের গাঁথনি।
তার মাঝে রাই কানু চৌদিকে গোপিনী॥
হেমবরণী রাই কালিয়া নাগর।
সোণার কমলে যেন মিলিছে ভ্রমর॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখিগণ।
আনন্দে দোঁহার রূপ করে নিরীক্ষণ॥
দুহুঁ কান্ধে দুহুঁ জন ভুজ আরোপিয়া।
রাই বামে করি নাগর ত্রিভঙ্গ হইয়া॥
ডালে বসি দুহুঁ রূপ দেখে শুক শারি।
আনন্দে ঘনাঞা নাচে ময়ূরা ময়ূরী॥

গোবিন্দদাস কহে রূপের মাধুরী।
নবীন জলদ-কোলে থীর বিজুরী॥

ধানশী—একতালা।

নিধুবন মাঝেরে যতেক সখিগণ।
তার মাঝে শোভা করে শ্রীনন্দের নন্দন॥
বিনোদিনী রাধিকা শোভিত শ্যামের বামে॥
রূপ হেরি মুরছিত কত কোটী কামে॥
শ্যাম অঙ্গ পরশে রাই হইলা বিভোরে।
আনন্দে অবশ প্রাণ বন্ধুয়ার কোরে॥
রাধা অচেতন দেখি সুনাগর হরি।
রাধিকার গলার হার নাগর কৈল চুরী॥
গজমোতির হার লইল নন্দের নন্দন।
বংশী কহে বিনোদিনী পাইল চেতন॥

তিরোথা ধানশী—একতালা।

চেতন পাইয়া রাই হিয়াপানে চায়।
কাঁচলি উপরে হার দেখিতে না পায়॥
কে মোর হরিয়া নিল গজমোতির হার।
কেবা রাজা কারে কব কে করে বিচার॥

চিত্রা সখি উঠি বলে রাজা যদি নাই।
নিধুবনে রাজা করি রসবতি রাই॥
সব সখিগণ মেলি হব মোরা প্রজা।
শ্যাম বলে কোটাল আমি রাই যদি রাজা॥
কোটাল হইয়া আমি এই সে করিব।
রাধিকা রাজার দোহাই সভার আগে দিব॥
সভে বলে ভাল ভাল এই সে উচিত।
বংশীদাস কহে শ্যাম নাগর উলসিত॥

ধানশী—জপতাল।

সিংহাসনে লইয়া রাধিকা বসাইয়া
সব বৃন্দাবন প্রজা।
অভিষেক করি তিলক সঞ্চারি
রাই বৃন্দাবনে রাজা॥
সিংহাসনোপরি রাধিকা সুন্দরী
সভাই আনন্দে দেখে।
অষ্টোত্তর শত ঘট তীর্থোদক
সারি সারি সব রাখে॥

দেখে একমনে গন্ধর্ব্বের গণে
গাইছে মঙ্গল গীত।
নানা ভঙ্গি করি স্বর্গে বিদ্যাধরী
নৃত্য করে মনোনীত ॥
শচী তিলোত্তমা, যত দেবাঙ্গনা
জয় জয় ধ্বনি করি।
দেব পুষ্প যত গন্ধে পারিজাত
ডারয়ে রাইয়ের উপরি ॥
শঙ্খ করতালি মহরি মুরলী
মুরুজ দুন্দুভি বাজে।
পাখোয়াজ মৃদঙ্গ বীণ উপাঙ্গ
মধুর সুন্দর গাজে ॥
আনন্দিত হৈয়া সখিগণ লৈয়া
বিশাখা তুরিত যাঞা।
সুপক্ক তৈলেতে নানা গন্ধ তাতে
সুন্দর হরিদ্রা দিঞা ॥
দশবাণ সোণা নহে যে তুলনা
রাই-কলেবর-শোভা।
গন্ধ দ্রব্য দিয়া মার্জ্জন করিয়া
অতি আনন্দিত লোভা ॥

হেমেতে খেচনি পদ্মরাগ মণি
তাহার পিঠের উপরি।
অভিষেক লাগি সভে অনুরাগী
বেঢ়ি রহে সারি সারি॥
কোকিলিনীগণ গায় মনোরম
ময়ূর নাচিছে রঙ্গে।
ভ্রমরা ঝঙ্কৃতি করে নানা ভাতি
ভ্রমরিণী গণ সঙ্গে॥
সুগন্ধি সহিত বহিছে মারুত
কুসুমিত লতাগণ।
রাই রাজা হবে ইহা কহি সভে
অতি আনন্দিত মন॥
তবে পৌর্ণমাসী, ঠাকুরাণী আসি
কর্নক কলস হাতে।
জয় জয় স্বরে অভিষেক করে
ঘন সহস্র ধারাতে॥
ললিতা তখন সুচেলি বসনে
আনন্দে শ্রীঅঙ্গ মোছে।
রক্তপাট সাড়ি সুবর্ণের পাড়ি
পরাইয়ে বিচিত্র কোচে॥

নীলিম বসনে অতি মনোরমে
করি উবটন বাস।
স্বর্ণ সিংহাসনে বসিলা আপনে
মুখে মৃদুমন্দ হাস॥
নানা আভরণে আনি দাসীগণে
বেশ লাগিল করিতে।
মাল্য গন্ধযুত নানা ভাঁতি কত
দেই আনন্দে হিয়াতে॥
একা নাসা ভাতা (?) শ্যামলা দেবতা
তার বক্ষের চন্দনে।
ভগবতী লইয়া রাজ টীকা দিয়া
রাই রাজা বৃন্দাবনে॥
এসব দেখিয়া আনন্দিত হইয়া
সব সখিগণ হাসে।
শ্রীজগদানন্দ ভাবি পদ-দ্বন্দ্ব
কহে নারায়ণ দাসে॥

তুড়ি—ডাঁশপাহিড়া।

নিধুবন মাঝে রাজা হইলা কিশোরী।
আনন্দ সাগরে ভাসে যত সহচরী॥
অপরূপ কিবা শোভা যত সখীগণ।
কেহ পাত্র কেহ মিত্র হইলা তখন॥
কেহ ছত্র ধরে কেহ চামর ঢুলায়।
রাই রাজার বদনে কেহ তাম্বুল যোগায়॥
কোটাল হইল শ্যাম মুরলীবদন।
রাধিকা রাজার জয় দেয় ঘনে ঘন॥
দেখি সব সখি ভাসে আনন্দ সাগরে।
তরু ডালে বসি শুক শারী গান করে॥
বৃন্দাবনে রাই রাজা শ্যাম কোতোয়াল।
পুষ্পবৃষ্টি করে সভে বলে ভালি ভাল॥
রাধা রাধা জয় দেই বৃন্দাবন ভরি।
বংশীদাস কহে মুঞি যাঙ বলিহারি॥

যথা রাগ।

কিবা সে রাধার রূপ কিরণ তার অপরূপ
ছটায়ে গৌর নিধুবন।
তাল তমাল বেল সব তরু গৌর ভেল,
গৌর ভেল নিকুঞ্জ কানন ॥
গৌর সব সখিগণ, গৌর নন্দ নন্দন,
জগত গৌর সম ভেল।
গৌর যমুনা-জল, গৌর বনের ফুল ফল,
রাই রূপে সব গৌর হইল ॥
কি আনন্দ বৃন্দাবনে, হেরি রাই চান্দ বদনে
বিনোদ নাগর হরষিত।
শুক শারি আদি যত গুণ গায় অবিরত
রব শুনি অঙ্গ পুলকিত ॥
জয় রাধে শ্রীরাধে রব চারি দিকে কলরব
আনন্দ সাগরে সবে ভাসে।
সখি সহ রাধা শ্যাম, কিবা অতি অনুপাম
হেরইতে গোবিন্দ দাসে ॥

ঝুলন লীলা

শ্রীগৌরচন্দ্র

জয়জয়ন্তী-মল্লার—মধ্যম দশকুশী।

দেখত ঝুলত গৌরচন্দ্র অপরূপ দ্বিজমণিয়া।
বিধির অবধি রূপ নিরুপম কসিত কাঞ্চন জিনিয়া॥
ঝুলায়ত কত ভকতবৃন্দ গৌরচন্দ্র বেড়িয়া।
আনন্দে সঘন জয় জয় রব, উথলে নগর নদীয়া॥
নয়ন কমল মুখ নিরমল শারদ চাঁদ জিনিয়া।
নগরের লোক ধায়ে একমুখ হরি হরি ধ্বনি শুনিয়া।
ধন্য কলিযুগ গোরা অবতার সুরধুনি ধনি ধনিয়া।
গোরা চাঁদ বিনে আন নাহি জানে বাসুঘোষ
কহে জানিয়া॥

মায়ূর—তেওট।

বৃষভানু নন্দিনী, নব অনুরাগিনী,
তুরিতে করত অভিসার।
সঙ্গিনী রঙ্গিনী, প্রেম তরঙ্গিনী
মন্দির হোই বাহার॥

চলইতে চরণে, নূপুর তহি বোলত,
সুমধুর মধুর রসাল।
হংস গমনে ধনি, আওল বিনোদিনী
সখীগণ করি লেই সাথ॥
রসিক নাগর বর বিদগধ শেখর
তুরিতে মিলল ধনিপাশ।
দুঁহু দোঁহা দরশনে উলসিত লোচনে,
নিরখই গোবিন্দদাস॥

মল্লার—দশকুশী।

নব ঘন কানন শোভন পুঞ্জ।
বিকশিত কুসুম মধুকর গুঞ্জ॥
নব নব পল্লবে শোভিত ভাল।
শারী শুক পিকু গাওয়ে রসাল॥
তহিঁ বনি অপরূপ রতন হিণ্ডোর।
তাপর বৈঠল কিশোরী কিশোর॥
ব্রজরমণীগণ দেয়ত ঝকোর।
গীরত জনি ধনি করতহি কোর॥

কত কত উপজল রস পরসঙ্গ।
গোবিন্দ দাস তহিঁ দেখত রঙ্গ॥

মল্লার শ্রীরাগ—দশকুশী।

ঝূলে বিনোদ বিনোদিনী।
ঝুলনা উপরে শোভে হেম নীলমণি॥ ধ্রু
ঝুঁকি ঝুঁকি ঝুলায়ত সকল সখিগণ
হেরি আনন্দে মাতিয়া।
দুঁহুক গুণ সভে গায়ত বায়ত
হেম পুতলি-পাঁতিয়া॥
কপোত কীর শুকশারি কোকিল
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
রতিরভস রসে হৃদয় গরগর
বিছুরল প্রেম সাঙ্গাতিয়া॥
বয়নে মৃদু মৃদু হাস উপজত
হিলন দুহুঁক গাতিয়া॥
দুহুঁক মনমাহা উয়ল মনসিজ
হেরত আনন্দে মাতিয়া[১]॥

১। হেরত আনহি ভাতিয়া।—পাঠান্তর।

সুরট মল্লার—তেওট।

দেখ সখী ঝুলত রাধাশ্যাম।

বিবিধ যন্ত্র সুমেলি সুস্বর
তাল মান সুঠাম ॥

আষাঢ় গত পুন, মাহ শাঙন
সুখদ যমুনাক তীর।

বৃন্দাবিপিনহি[১] সুসম সুখদয়[২]
মন্দ মলয় সমীর ॥

পরিপূর্ণ সরোবর, প্রফুল্ল তরুবর,
গগনে গরজে গভীর।

ঘোর ঘটা ঘন, দামিনী দমকত,
বিন্দু বরিখত নীর ॥

তহি কল্পদ্রুম-তল, ছাহ সুশীতল,
রচিত রতন হিণ্ডোর।

ঝুলয়ে তছুপর, গোরি শ্যামর,
ঝুলায়ে সখী দোউ ওর[৩] ॥

১। চান্দিনী রজনী—পাঠান্তর।

২। সুখোদয়—পাঠান্তর।

৩। ঝুলনার দুই পাশ ধরিয়া।

তড়িত ঘন জন্মু, দোলয়ে দুহুঁ তনু
অধরে মৃদু মৃদু হাস।
বদনে হেম নীল, কমল বিকসিত,
স্বেদ বিন্দু পরকাশ॥
ছরমে হেরি কোই, বীজন বীজই,
ঝর্পূর তাম্বুল যোগায়।
সুরট মেঘ মল্লার গায়ত
মোহন মৃদঙ্গ বাজায়॥
কুসুম-চয়-বর হার লটকত[১]
ভ্রমর গুণ গুণ বোল।
হংস সারস সুস্বর শবদিত
দাদুরী ঘন ঘন রোল॥
দুহুঁ ভালে চন্দন- চান্দ চমকিত
তিলক রচিত কপোল।
চঞ্চল মুকুট সুচারু চন্দ্রিকা
পীঠপর বেণী দোল॥

১। কুসুমনিচয় গ্রথিত সুন্দর মালা দুলিতেছে।

তুহুঁ শ্রবণে কুণ্ডল, চপল ঝলমল,
হৃদয়ে শশীমণিহার[১]।
ঝলকে অভরণ ঝঙ্কৃত ঝলমল
ঝুঁকিত ঝুলন বিহার।
কোই মসৃণ ঘুসৃণ[২] সুগন্ধি ছিরকত[৩]
শ্যামগোরি অঙ্গ হেরি।
সখি-ভাষ ইঙ্গিত দাস উদ্ধব
করত কুসুমক ঢেরি[৪] ॥

মল্লার—ধামালী।

আমাদের গো ঝুলত যুগল কিশোর।
নীলমণি জড়ায়ল কাঞ্চন জোর ॥
ললিতা বিশাখা আদি ঝুলায়ত সুখে।
আনন্দে মগন হেরি দুহুঁ দুহাঁ মুখে ॥

১। চন্দ্রকান্ত মণির হার।

২। কুঙ্কুম।

৩। ছিটায়।

৪। রাশি।

গরজত গগনে সঘনে ঘন ঘোর।
রঙ্গিনী সঙ্গিনী ঘেরত চৌ-ওর[১] ॥
বিবিধ কুসুমে সভে রচিয়ে হিন্দোলা।
ঝুলায়ত যুগল সখী আনন্দে বিভোলা ॥
ঝুলায়ত সখিগণ করতালি দিয়া।
সুবদনী কহে পাছে গিরয়ে বন্ধুয়া[২] ॥
বিগলিত দুকুল উদিত স্বেদ বিন্দু।
অমিয়া ঝরয়ে যেন দুহুঁ মুখ ইন্দু ॥
হেরি সব সখিগণ দোঁহাকার শ্রম।
চামর বীজন লেই করয়ে সেবন ॥
ভ্রমর কোকিল সব বসি তরু ডালে।
রতি জয় রতি জয় রাধাকৃষ্ণ বলে ॥
কহে জগন্নাথ কবে হবে শুভদিনে।
সখি সঙ্গে দোঁহাকারে হেরিব নয়নে ॥

১। চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়াছে।

২। শ্রীমতী সখিগণকে বলিতেছেন আমার বন্ধু পাছে পড়িয়া যায়—অতএব বেগে ঝুলাইও না, ধীরে ধীরে ঝুলাও।

জয়জয়ন্তী—ঠুংকী।

মাহ শাঙন, বরিখে ঘন ঘন,
দুহুঁ ঝুলে কুঞ্জক মাঝ।
বনি ফুলমালা, বিরচিত দোলা,
দুহুঁ বিচ নটবর রাজ॥
গগনে গরজনি, দমকে দামিনী,
দুহুঁ গাওয়ে বহুবিধ তান[১]॥
রবাব বীণা, কচ্ছ পীনা দুহুঁ,
করহিঁ কর ধরি মান[২]।
সঙ্গে সঙ্গিনী সবহুঁ রঙ্গিনী,
দুহুঁ গান-পণ্ডিত শূর॥
কৌ কানড়া কেদার কোড়া[৩]
দুহুঁ রঙ্গ-সায়রে বূর[৪]॥
জনু মেঘ দামিনী রূপলাবণি
দুহুঁ ঝুলে রাধাকান।
শুকশারি ময়ূর চকোর বোলত
শিবরাম দুহুঁ গুণ গান॥

১। তাল—পাঠান্তর।
২। মাল—পাঠান্তর।
৩। কোকিল ডাকে দাব কোড়া ডাহুক—পাঠান্তর।
৪। কৌতুকরূপ সাগরে নিমগ্ন।

বেহাগ—জপতাল।

নিকুঞ্জ-মাঝারে শ্রীনন্দকিশোর
ঝুলত রাধিকা সঙ্গে।
চৌদিকে সুন্দরী বেঢ়ি সারি সারি
মঙ্গল গায়ত রঙ্গে॥
ঝুলন মন্দিরে বিচিত্র সুন্দর
মরকত স্তম্ভ দুই পাশে।
লাখেলাখে হীরা মুকুতার ছড়া
প্রবালে মাণিক রাজে॥
রতন হিন্দোলে ঝুলত কিশোর
দেখি অতি পুলকিতে।
রাই করি বাম ঝুলতহি শ্যাম
অবলা গায়ই গীতে॥
ইন্দ্র নীলমণি চমকে দামিনী
রাইয়ের অঙ্গ মোহনে।

পিন্ধি নীলাম্বর রাই অঙ্গ সুন্দর
গলে গজমতি শোভনে ॥
সখিগণ মেলি ঝুলায়ই ধীরি
আনন্দ সাগরে ভাসে।
নয়নানন্দেতে চামরলেই হাতে
ঢুলায়ে মনের হরিষে ॥

ঝুমর।

ঝুলে বিনোদ বিনোদিনী।
ঝুলনা উপরে শোভে হেম নীলমণি ॥

পুনশ্চ ঝুলন লীলা।

শ্রীগৌরচন্দ্র।

মল্লার—তেওট।

দেখ দেখ ঝুলত গৌর কিশোর।
সুরধুনী তীর গদাধর সঙ্গহি
চান্দনী রজনী উজোর ॥

শাঙন মাস গগন ঘন গরজন
নলপিত দামিনী মাল ॥
বরিখত বারি পবন মৃদু মন্দহি
গঙ্গাতরঙ্গ বিশাল ॥
বিবিধ সুরঙ্গ রচিত হিন্দোলা
খচিত কুসুমচয় দাম।
বটতরু ডালে জোর করি বন্ধন
মালতী গুচ্ছ সুঠাম ॥
বৈঠল গৌর বামে প্রিয় গদাধর
ঝুলন রঙ্গ রসে ভাস।
সহচর মেলি ঝূলায়ত মৃদু মৃদু
দোলা ধরি দোউ পাশ ॥
বাজত মৃদঙ্গ পুরুব রস গায়ত
সংকীর্ত্তন সুখ রঙ্গ।
নিত্যানন্দ শান্তিপুর নায়ক
হরিদাস শ্রীনিবাস সঙ্গ ॥
পুরুষোত্তম সঞ্জয় আদি বরিখত
কুঙ্কুম চন্দন ফুল।
উদ্ধব দাস নয়নে কবে হেরব
গৌর হোয়ব অনুকূল ॥

মায়ূর—তেওট।

বিপিন বিহার, করত নন্দ-নন্দন,
সুবদনি ধনি করি সঙ্গ।
সকল কলাবতি, তুহুঁ প্রেম আরতি,
মন মহা উথলল রঙ্গ॥
গগনহি মগন, সঘন রজনীকর[১]
আনন্দে করত নেহারি॥
দেখ দেখ অপরূপ ছান্দে।
মদন মোহন হেরি মাতল মনসিজ
কানু নেহারে মুখ চান্দে॥ ধ্রু॥
বারিদ গরজি গরজি সব ঘেরল
বুন্দ বুন্দ করু পাত।
কহ শিবরাম মলয়াচল তুহুঁপর
মৃদু মৃদু করতহি বাত॥

মায়ূর—তেওট।

ঝুলে রাধারাণী শ্যাম রসরাজ।
বৃন্দাদেবী রচিত রাজ আসন,
রঙ্গ হিণ্ডোরক মাঝ॥

১। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে চাঁদ।

বাজত কিঙ্কিনী নূপুর সুমধুর
নটত হার মণি মাল।
মধুকর নিকর রাগ জনু গায়ত
গুণ গুণ শবদ রসাল॥
সামাজিক বর[১] হেরই পরস্পর
দুহুঁ জন হাসিত বয়ান।
দোলা লম্বিত কুসুম পত্রযুত
শাখা বীজনক ভান[২]॥
দুহুঁ মন রিঝি[৩] ভিজি রস বাদর
আনন্দ কো করু ওর।
উদ্ধব দাস, আশ করু হেরইতে,
সখি সঞে যুগল কিশোর॥

সুহই জয়জয়ন্তি—দ্রুঠুকী।

আজ ললিত হিণ্ডোর মাঝ।
রঙ্গে ঝূলত নাগর-রাজ॥

১। সামাঝিকরব—পাঠান্তর।

২। পত্র পুষ্প সমন্বিত বৃক্ষশাখা লম্বিত হইয়া যেন দুজনকে বীজন করিতেছে।

৩। আনন্দে মগ্ন হইয়া।

কিবা অদভুত দুহুঁক শোভা।
নাহিক উপমা ভুবন লোভা॥
দুহুঁ দুহুঁ মুখ দুহুঁ সে হেরি।
হাসি চুম্ব দেই বেরি বেরি॥
আঁখি ভঙ্গি করি কতেক ভাঁতি।
কহে গদগদ রভসে মাতি॥
ললিতাদি সখি সে সুখে ভাসি।
নেহারে দোঁহার বদন-শশী॥
রঙ্গে ঝুলায়ত মন্দ মন্দ।
মিলিয়া গায়ত গীত সুছন্দ॥
বাজত বেণু বীণা উপাঙ্গ।
মধুর মৃদঙ্গ মুরজ চঙ্গ॥
কেহু নাচে কত ভঙ্গি করি।
অতি মোহিত তা দোঁহে হেরি॥
সুর-নারী নিজগণ সঙ্গে।
পুষ্পবৃষ্টি করত রঙ্গে॥
জয় জয় শব্দ বৃন্দাবন ভরি।
শুনি রঙ্গে মাতি নরহরি॥

মায়ূর মল্লার—তেওট।

নওল নওলী[১] নব রঙ্গমে।
দোউ ঝুলত প্রেম তরঙ্গমে॥
সুখ শোহিনী সব সঙ্গমে।
রস মাধুরী ধরু অঙ্গমে॥
উহ সঙ্গে ভামিনী দমকে দামিনী
মধুর যামিনী অতি বনি।
সুভগ শাঙন বরিখে ভাঙন
বুন্দ সুন্দর নেনি নেনি॥
বদত মোর চকোর চাতক
কীর কোইল অলি গণি।
রটত দরদা- তোয়ে[২] দাদুরী
অম্বুদাম্বরে গরজনি॥
গাওয়ে সখিরী জোরি জোরি।
রস হেরি হাসত থোরি থোরি॥

১। কিশোর কিশোরী।
নওল নওল—পাঠান্তর।

২। নদীর কূলে কূলে—যেখানে অল্প জল।

থোরি থোরি চঙ্গ উপাঙ্গ আওয়াজ
বাজে পাখোয়াজ ঝি ঝি ঝিনা।
ঝনন ঝননন ঝাগরন ঝগরনন
তাগড় ধী নাগড় ধী দৃমি দিদি দিনা॥
উহ দৃষ্টি ঠৈরন পহির ভূখণ
ঝলকে ঝাইরি ঝলমলং।
উঘট ঘট ঘট, থো দিগ দিগ থো দিগ দিগ দিগ
থুঙ্গ থোঙ্গনী ধি ধি ধিনা।
বাজে ধু ধু ধু ধিনা।
সর মণ্ডলরে বাঁশরি বীণা॥
বর বীণ তাল- পরবীণ পূরল
প্রেম ভরে হিয়া হরখনি।
মাণিক বিন্দু শারদ ইন্দু
করত অমৃত বরখনি॥
হংস সারস বদত পারস
চারু চাতক রসঘনি।
বিহরে শিব রামকে প্রভু,
পরম সুঘড় শিরোমণি॥

সুই মল্লার—দুঠুকী।

আজু রাধাশ্যাম রঙ্গেতে ঝুলে।
মণিময় নব হিন্দোলা সাজাইয়া
বংশী বট তট কালিন্দী কূলে॥
ললিতাদি রঙ্গে ভঙ্গি করি বেগে
ঝুলায়ই দুহুঁ বদন চাইয়া।
রসবতী ভুজ পসারি নাগরে
ধরে ভয়ে অতি আকুল হইয়া॥
শ্যাম রঙ্গে চারু চিবুক পরশি
চুম্ব দেই ঘন মনেরি সুখে।
তাহা দেখি সখি হাসে রসে ভাসি
বসন অঞ্চল ঝাঁপিয়া মুখে॥
কৌতুক বচন কহি বৃন্দাদেবী
ঝুলায়ই পুন যতনে ধীরে।
কি আনন্দ বৃন্দা- বনে নরহরি,
জয় জয় দিয়া রঙ্গেতে ফিরে॥

বেলোয়ারমল্লার—ডাঁসপাহিড়া।

ঝুলত সুখময় শ্যামর গোরী।
বৃন্দা বিপিনে নিকুঞ্জ মাঝ মেলি
প্রিয় ললিতাদি ঝুলায়ত থোরি॥

সুললিত তরল হিণ্ডোর মাঝ অতি
ঝলকত যুগল রূপ-রুচি-ধাম[১]।
মৃগমদ অঞ্জন- পুঞ্জ জলদ-তনু,
কেশর বিদলিত দামিনী-দাম ॥
শোভা ভুবন- বিজয় নহ সমতুল
দুহুঁ মুখচন্দ্র বিমল পরকাশ।
হেরি দুহুঁক গুণ গায়ত চৌদিশে
শুক পিককুল হিয়া অধিক উল্লাস ॥
ঝঙ্করু ভ্রমর, যন্ত্র জনু বাজত,
নৃত্যতি শিখিকুল উমগ[২] অভঙ্গ ॥
নরহরি কহ কবি কো বরণব ইহ,
বৃন্দাবন মধি বিবিধ তরঙ্গ ॥

কল্যাণী মল্লার—জপতাল।

ঝুলত শ্যাম গোরি বাম
আনন্দে রঙ্গে মাতিয়া।
ঈষত হসিত রভস কেলি
ঝুলায়ত সব সখিনি মেলি
গায়ত কত ভাঁতিয়া ॥

১। রূপকান্তি বিশিষ্ট দেহ যাহাদের
২। আনন্দে উল্লসিত

হেমমণিযুত বড় হিণ্ডোর
রচিত কুসুমে গন্ধে ভোর
পড়ল ভ্রমর-পাঁতিয়া।

নবীন লতায়ে জড়িত ডাল
বৃন্দা বিপিনে শোভিত ভাল
চান্দ উজোর রাতিয়া।

নবঘন তনু দোলয়ে শ্যাম
রাই সঙ্গে ঝুলত বাম
তড়িত জড়িত কাঁতিয়া।

তারামণি চন্দ্রহার
ঝুলিতে দোলিত গলে দোহার
হিলন দুহুঁক গাতিয়া॥

ধি ধি কট্টা ধৈয়া তাথৈয়া বোল
বাজে মৃদঙ্গ মোহন রোল
তিনিনা তিনিনা তাতিয়া।

ভেদ পড়ল গ্রামপুর
ঘোর শবদ জীল সুর
বরণি নাহিক যাতিয়া[১]।

১। তুলনা করুন, তুলসীদাস—কএ এক বিধি বরণি না অঈ।

মণি-আভরণ-কিঙ্কিনী বঙ্ক
ঝুলনে বাজিছে ঝনর ঝঙ্ক
ঝন-নন ঝন ঝাতিয়া ॥
রাধামোহন চরণে আশ
কেবল ভরসা উদ্ধব দাস
রচিত পূরিত ছাতিয়া ॥

ঝুমর।

ঝূলে বিনোদ বিনোদিনী। ইত্যাদি

পুনশ্চ ঝুলন লীলা।

শ্রীগৌরচন্দ্র

স্থরট মল্লার—তেওট।

দেখ দেখ ঝূলত গৌর-কিশোর।
মণিময় আভরণ, অঙ্গহি পহিরণ,
দোলত রতন হিণ্ডোর ॥
ঢল ঢল কাঞ্চন, নিন্দি কলেবর,
লাবণি অবনী উজোর।

তাহে পুন পুরুবক, ভাবহি গর গর,
সততহি রহত বিভোর ॥
তাত্তা থৈ থৈ, মাদল বাজত,
চৌদিকে হরি হরি বোল।
শত শত মধুর, ভকতবর গায়ত,
নাচত আনন্দ-হিল্লোল ॥
ঝুলিতে ঝুলিতে, গদ গদ বোলত,
ধর ধর মোহে প্রাণ বন্ধু।
রাধামোহন-পঁহু, অন্তরে উছলল,
মহাভাব[১] নব রস-সিন্ধু ॥

মল্লার—মধ্যম-দশকুশী।

ঝুলাছলে ধনি, চলে বিনোদিনী,
ললিতাদি সখি সঙ্গে।
ঝুনুরু ঝুনুরু, বাজত নূপুর,
চলত প্রেম-তরঙ্গে ॥

১। প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
মহাভাব স্বরূপিনী রাধা ঠাকুরাণী।
—চৈতন্য চরিতামৃত
সেই রাধা-ভাব অঙ্গীকার করিয়া মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

প্রবেশি বৃন্দাবনে, ভেটল শ্যাম সনে,
কলপতরুর কুঞ্জে।
নানা তরুকুল, বিকসিত ফুল,
মধুকর তহি গুঞ্জে॥
কানন দেবতি, বৃন্দাসতি তথি,
সুখদ যমুনা কূলে।
বিচিত্র ঝুলনা, করিয়া রচনা,
নীপ কদম্বমূলে॥
ঝুলনা উপরি, নাগর নাগরী,
আসিয়া বসিল রঙ্গে।
ঝুলায়ে ঝুলনা, সকল ললনা,
মদগদ ভরে অঙ্গে॥
ঝুলনার ঝোঁকে, রাধিকা চমকে,
তা দেখি নাগর ডরে।
হাসিয়া হাসিয়া, বাহু পসারিয়া,
ধনিরে করিল কোরে॥
রসবতী লৈয়া, কোরে আগোরিয়া
ঝুলয়ে রসিক রায়।

সব সখীগণ, আনন্দে মগন,
সুস্বরে পঞ্চম গায়॥
নব জলধরে, থির বিজুরী কোরে,
অধরে মৃদু মৃদু হাস।
দোঁহাকার রূপ, হেরত আনন্দে,
শ্রীযদুনন্দন দাস॥

মল্লার বেলাবলি—ডাঁশপাহিড়া।

সুখময় পুলিন, মন্দ মলয়ানীল,
তরুকুল শোভিত কুসুম-বিথার।
উনমত ময়ূর, ময়ূরী সব নাচত,
অলিকুল বিপুল ঝঙ্কার॥
যত সব সখীগণ, বনি মনোমোহন,
বরিখা শাওন সময় রসাল।
সখীগণ মেলি, ঝুলায়ত ঝুলনা,
ঝুলত রাধা মদনগোপাল॥
মঞ্জীর রুনু ঝুনু বাজত মধুরহি
কত শত যন্ত্র বায়ত এক তাল।
ঝুলত হিলত, সরস সম্ভাষত,
রসবতী রসিক ব্রজ-বাল॥

চামর বীজন, কোই ঢুলায়ত,
কিঙ্কিণী কঙ্কণ শবদ-তরঙ্গ।
মণিময় দোলা, দোলায়ত সখীগণ,
ঝুলে বিনোদ-বিনোদিনী সঙ্গ॥
রাই-কানু রস- বাদর পূরল,
নিধুবনে কেলি বিলাস।
জয় জয় সখিগণ, করত হুলাহুলী,
আনন্দে মগন ঘনশ্যামরুদাস॥

মল্লার—একতালা।

উথলই কালিন্দী-নীর।
তাহে অতি সুখময় ধীর সমীর॥
শ্রীবৃন্দাবন মাঝ।
কলপতরু নবতরুগণ সাজ॥
তাহে বনি রতন হিণ্ডোর।
পরিমলে ভ্রমরা ভ্রমরীগণ ভোর॥
বিবিধ কুসুম শোহে তায়।
মৃদু মৃদু মলয় পবন করু বায়॥
দুহুঁজন বৈঠল রতন হিণ্ডোর।
হেরি সহচরীগণ আনন্দে বিভোর॥

ঝুলে বিনোদিনী বিনোদিয়া।
ঝুলায়ত সখী দোহার চান্দমুখ চাইয়া॥
চান্দ রজনী উজোর।
পিয়ল অমিয়া রস ভুখিল চকোর॥
কোই নাচই মন রঙ্গে।
বীণা রবাব বাজই মৃদঙ্গে॥
কতহু প্রবন্ধ সুতান।
কত কত রাগ মেলি করু গান॥
আনন্দ কো করু ওর।
হেরি শিবরাম দাস রহু ভোর॥

কল্যাণী সুরট মল্লার—আড়া তেওট।

ঝুলন বনি শ্রীযমুনাকে তীর অতি অনুপাম।
নিকট যমুনা পুলিন ঝুলত সুন্দর বর ঘনশ্যাম॥
সুন্দর ঘন শ্যাম ঝুলত
প্রেম রস ভরে অঙ্গ ফুলত
সঙ্গ মে নবনাগরী অতি

সুন্দরী সুকুমার।

সুন্দরী সুকুমার ঝূলত
ললিত কিঙ্কিনী মধুর বোলত

দৃমিকী দৃমিকী তাতা দৃমি দৃমি
ঝনন ঝন ঝঙ্কার ॥
সঙ্গিনী সব গায়ত তান
নয়নে নয়নে তোড়ই মান
আনন্দে মগন সব সখিগণ
দোঁহার বদন হেরিয়া।
নিকুঞ্জ মাঝারে হিন্দোলা উপরি
ঝুলত আনন্দে কিশোর কিশোরী
আনন্দে মগন উদ্ধবের পহু
হেরি ভরল ছাতিয়া ॥

স্থরট মল্লার—ঢুঠুকী।

হোর দেখনা ঝুলন রঙ্গ।
মন্দ বেগেতে ঝুলিতে ঝুলিতে
অলস ঢুহুঁক অঙ্গ ॥
ইষত মুদিত আধ উদিত
ঢুহুঁ ঢুলু ঢুলু আঁখি।
আধ বিকসিত কমলে যৈছন
মিলিল ভ্রমরা পাখী ॥

জ্স্তু উদগতি সৌরভে উমতি
অলিকুল তহি আসি।
হেরি মুখ ভ্রম ভেল নীল হেম
কমলে মিলল শশী ॥
হিন্দোলা উপরি শোভিত মাধুরী
উর্দ্ধ পথ আচ্ছাদিয়া।
ঝুলনার ঝোঁকে অলি ঝাঁকে ঝাঁকে
সুস্বরে ফিরে ঘুরিয়া ॥
রাই শ্যাম অঙ্গ পরিমল সঙ্গ
মত্ত ভ্রমরা ভুলি গেল।
এ উদ্ধবে ভনে দেখি দুইজনে
আনন্দ অন্তরে ভেল ॥

শ্রীরাধাকুণ্ডে ঝুলন

শ্রীগৌরচন্দ্র

জয়জয়ন্তী—দশকুশী।

দেখ নবদ্বিপে, জাহ্নবী সমীপে
ঝুলে গোরা দ্বিজমণি।
শ্রীহরি কীর্ত্তন করে প্রিয়গণ
খোল করতাল ধ্বনি ॥

বরিষা সময় অতি সুখময়
চৌদিগে মেঘের ঘটা।
তার প্রতিবিম্ব রূপে গৌর অঙ্গ
ভৈগেল শ্যামল ছটা॥
ভেল শ্যাম কায় ঝুলয়ে লীলায়
নন্দের নন্দন জনু।
বেণু বিনু কর শোভে মনোহর
কুসুমে ভূষিত তনু॥
পারিষদগণ আনন্দে মগন
শ্রীনন্দের নন্দন মানে।
ঝুট নহে বাণী সেই এই জানি
এদাস লোচনে ভনে॥

কানু অনুরাগিণী বিনোদিনী রাই।
গগনে ঘটা হেরি সখি মুখ চাই॥
সখি সাথে কহে ধনি সুমধুর কথা।
সভে মেলি ভেটব নাগর তথা॥
চল চল সভে মেলি ঝুলন কুঞ্জে।
আজু ঝুলব হাম শ্যামের সঙ্গে॥

এতেক কহিয়ে ধনি করি অভিসার।
সঙ্গের সঙ্গিনী লইয়া হইলা বাহার॥
পথে চলে যেতে সভে কৃষ্ণগুণ গাইয়া।
প্রবেশিলা রাধাকুণ্ডে শ্রীহরি বলিয়া॥
রাধাকুণ্ডে প্রবেশিয়া চারি পানে চায়।
হিন্দোলার কুঞ্জে ধনি দেখে শ্যামরায়॥
উলসিত হইয়া মিলিল শ্যাম-সঙ্গে।
কহ রাধামোহন প্রেম-তরঙ্গে॥

সারঙ্গ—তেওট।

রাধাকুণ্ড সন্নিধানে, হর্ষবর্ষদ বনে,
বকুল কদম্ব তরু শ্রেণী।
বান্ধিয়াছে দুই ডালে, রক্ত-পট্ট ডোরি ভালে,
মাঝে মাঝে মুকুতার খেচনী॥
পুষ্পদল চূর্ণ করি, সূক্ষ্মবস্ত্র মাঝে ভরি,
সুকোমল তুলি নিরমিয়া।
পাটার উপরে মুড়ি, ডুরি বন্ধ কোনা চারি,
কৃষ্ণ আগে উঠিলেন গিয়া॥
রাই কর আকর্ষণ, করি অতি হর্ষ মন,
তুলিলেন হিন্দোলা উপরি।

কর মুঠে আঁটি ডুরি, দোলাপাটে পদ ধরি,
সমুখাসমুখি মুখ হেরি ॥
হেনকালে সখিগণে, নানা রাগ রস-গানে,
পুষ্পের আরতি দোঁহে কৈল।
এ উদ্ধব দাস ভণে, সবে কৈল নির্ম্মঞ্ছনে,
অতিশয় আনন্দ বাঢ়িল ॥

ললিত জয়-জয়ন্তী—একতালা।

যত সেবাপরা, সখী সুচতুরা,
কি দিব তুলনা তার।
অতি অনুরাগে, মাথে বান্ধে পাগে,
সাজায়ে বিবিধ হার ॥
আনন্দে অতুল, কর্পূর তাম্বুল,
দিয়া মুখপানে চায়।
হরষিত চিতে, দোলা দোলাইতে
ললিতা বিশাখা যায় ॥
শাড়ির অঞ্চল, কটিতে বান্ধিল,
সুছান্দে কিঙ্কিণী দিয়া।
বক্র হইয়া কাছে, রহে আগে পাছে,
দুই পদ আরোপিয়া ॥

আর দুই সখী, সময় নিরখি,
হিন্দোলা বিশ্রাম স্থানে।
তাম্বুল সম্পুটে, লৈয়া করপুটে,
এ দাসে উদ্ধব ভণে॥

সুরট-মল্লার—ডাঁশপাহিড়া।

বৃন্দা বিরচিত রতন হিন্দোলা।
তাহাতে বসিলা অতি আনন্দে বিভোলা॥
রাই কানু সমুখা সমুখি মুখ হেরে।
ললিতা বিশাখা সখি ঝুলায়ে দোহারে॥
হেরইতে সখিগণ দুহুঁ মুখ চন্দ্র।
নাচত গায়ত কতহু পরবন্ধ॥
খেণে অতি বেগে ঝুলায়ে খেণে মন্দ।
জলদে বিজুরী জনু ঐছন ছন্দ॥
দুহুঁ পর কুসুম বরিখে সখি মেলি।
হেরই মাধব দাস দুহুঁ জন কেলি॥

সারঙ্গ-মল্লার—মধ্যম দশকুশী।

দোলা অতিশয়, বেগ লাগি দুহুঁ,
নিজ নিজ পদ যুগে চাপি।
দুহুঁ করে ডোরহি, ডোর ঝুলায়ত,
গায়ত মধুর আলাপি॥
এক বেরি ঊর্দ্ধ, উঠতহি পুন অধ,
খরতর ভেল হিণ্ডোর।
দুহুঁ রূপ মাধুরী, হেরইতে সহচরী,
পরমানন্দে বিভোর॥
শ্যামর গোরি গোরি পুন শ্যামর
কবহু উপরে কভু হেট।
অনুপম কান্তি কৌতুক সুবিথারল
দুহুঁক হার দুহু ভেট॥
রাইক মোতিম হার শ্যাম উরে
নৃত্য করত পরতেক।
কানুক বনমাল রাই কুচ কঞ্চুকে
আলিঙ্গন অভিষেক॥

ঝুলইতে ঐছন শোভন সখীগণ
হেরইতে আনন্দ হোই।
উদ্ধব দাস ভণ কো করু বীজন
চামর ঢুলায়ত কোই॥

সুই মল্লার—ছোট দুঠুকী।

ঝুলে ঝুলে বিনোদিনী।
সখী ও বিনোদিয়া বিনোদিনী॥ ধ্রু॥
যব দুহুঁ নিজপদে চালে হিণ্ডোর।
সখি না ঝুলায়ই তেজই ডোর॥
হেরই দোহেঁ দোহাঁ নয়ন বিভঙ্গ।
দুহুঁ তনু মুকুরে হেরই দুহুঁ অঙ্গ॥
দুহুঁরূপ হেরি দুঁহু হেরই না পায়।
দরশন-ভঙ্গে খেদ জনমায়॥
তৈখনে ছোড়ল দীরঘ নিশ্বাস।
দুঁহু তনু মলিন রূপ পরকাশ॥
পুন ধনি হরিষে কানু মুখ হেরি।
উলসিত হিন্দোলা চালায় পুন বেরি॥
রতন-দোলে ধনি চমকয়ে জানি।
সখি নিষেধয়ে হরি নিষেধ না মানি॥

পুন কহে কি করহ চপল কানাই।
মন্দ ঝুলাও আকুল ভেল রাই॥
শুনিয়া না শুনে অতি বেগে ঝুলায়।
উদ্ধব দাস মিনতি করু পায়॥

মল্লার—ধড়াতাল।

নাগর অতি বেগে ঝুলায়।
অথির রাই সখি নিষেধয়ে তায়॥
আরে ধনির বিগলিত বেণী।
শিথিল রাই কুচ কঞ্চুক উঢ়নী॥
আরে ধনির মণি অভরণ খসই।
উড়ত বসন হেরি নাগর হসই॥
ধনির শ্রমজল ভরই।
কনয়া কমল কিয়ে মকরন্দ ঝরই॥
এ অতি অপরূপ শোভা।
উদ্ধব দাস কহে কানু মনলোভা॥

কড়খা ধানশ্রী বা ললিত—তেওট।

বিগলিত বেশ কেশ কুচ কাঁচলি
উড়তহি পহিরণ বাস।
কবহি গোরি তনু ঝাঁপই চাপই
কবহু হোত পরকাশ॥
অপরূপ ঝুলন রঙ্গ।
রাইক প্রতি তনু হেরইতে মোহন
মন মাহা মদন তরঙ্গ॥
অতিশয় বেগ বাঢ়ায়ল তৈখনে
অলখিত ভেল হিণ্ডোর।
রাধা চপল ডোর কর তেজল
কত কত কাকুতি বোল॥
করগহি কানু কণ্ঠ ধরি কমলিনী
ঝূলত যেন হিয়ে হার।
নবঘন মাঝে বিজুরী জনু দোলত
রস বরিখত অনিবার॥
মনোভব মঙ্গল কানু কয়ল পুন
অলখিতে দোলামাঝ।
উদ্ধব দাস ভণ চতুর শিরোমণি
পূরল নিজ মন কাম॥

কল্যাণী মল্লার—একতালা।

দেখরি মাই ঝুলত রাই
শ্যাম সোহাগি।
কিয়ে অপরূপ ঝুলন কেলি,
শ্যাম-হৃদয়ে হৃদয়ে মেলি,
রাধা রহু লাগি ॥
অপরূপ রূপ কি দিব তুল,
ইন্দীবর মাঝে চম্পক ফুল
নব নব অনুরাগী ॥
দুহুঁ তনু তনু সঘনে লাগ
উঠয়ে দুহুঁ অঙ্গ পরাগ
সরস মদন ভাগি ॥
অথির রমণী উমতি গন্ধে
উঠল লছমী নাসিকা রন্ধ্রে
ব্রত ভয় দূরে ভাগি।
রতি-রসময় রসিক রঙ্গ
রমণী-মণি রময়ে সঙ্গ
কেলি রভস লাগি ॥

ঝুঁকিত ঝুলন ধরত তাল
নাচে অভরণ কিঙ্কিনী জাল
কোকিল কল-রাগি।
খনহি চপল খনহি ধীর
পুলকিত অতিশয় শরীর
রাই শ্যাম সোহাগি॥
ললিত বদনে ইষত হাস,
হেরত আনন্দে উদ্ধব দাস
সখিনী পাশ লাগি॥

জয়জয়ন্তি—দুঠুকী।

মনের আনন্দে, সখি মন্দ মন্দ,
ঝুলায়ত দোহে সুখে।
বেগ অবশেষে, পাইয়া অবকাশে,
তাম্বুল দেয়ই মুখে॥
আর সখীগণ করয়ে নর্ত্তন
মোহন মৃদঙ্গ বায়
বিবিধ যন্ত্রেতে রাগ তান তাতে
আলাপি সুস্বরে গায়॥

হেরিয়া বিহ্বল দেব-নারীকুল
ঊর্দ্ধ পথে সভে রহে।
পুষ্প বরিষণ করে নিরীক্ষণ
এ দাস উদ্ধবে কহে॥

কল্যাণী—জপতাল।

ঝুলত নাগর নাগরী সঙ্গে।
রসের পাথরে মজিল চিত,
গায়ত কত পঞ্চম গীত
সহচরীগণ ধরই তান
নয়ানে নয়ান ভঙ্গে॥
রঙ্গের বসন উড়িছে বায়
হিলন নাগরী নাগর গায়
হেরি কুলবতী যুবতী হাস,
উথলে প্রেম তরঙ্গে।
অঙ্গে করিল তিমির নাশ,
বিপিনে কুসুমে বহত বাস
সমীরণ অতি সুধীর উড়িয়া,
বসন লাগিছে অঙ্গে॥

ময়ূরা ময়ূরী করত গান
কোকিল পঞ্চম ধরই তান
ভ্রমরা ভ্রমরী গুণ গুণ করি
কমল মধু পিবই।
প্রিয় সহচরী ধরত ডোরি
অলস আবেশে হইলা গোরি
অনঙ্গ-অম্বুজ-চরণ আশ
কৃষ্ণদাস দূরে হেরই॥

জয়জয়ন্তী—একতালা।

ঝুলনা হইতে নামিলা তুরিতে রসরতি রসরাজ।
রতন আসনে বসিয়া যতনে রতন মন্দির মাঝ॥
সুচামর লেই বিজন বীজই সেবাপরায়ণা সখি।
সুবাসিত জলে বদন পাখালে বসনে মোছাঞা দেখি॥
থারি ভরি কোই বিবিধ মিঠাই ধরি ত্তুহুঁ সনমুখে।
সখিগণ সঙ্গে কতহু কৌতুকে ভোজন করিলা সুখে॥
তাম্বুল যোগাঞা কোন সখি লৈয়া দোঁহার বদনে দিল।
এক সে কুসুমে আপাদ বদনে নিছিয়া নিছিয়া নিল॥
কুসুম-তলপে অলপে অলপে বসিলা রাধিকা শ্যাম।
অলসে ইষত নয়ন মুদিত হেরিয়া মোহিত কাম॥

দেখি সখিগণে কতহুঁ যতনে শুতায়ল দুহুঁ তায়।
সখির ইঙ্গিতে চরণ সেবিতে এ দাস বৈষ্ণব যায়॥

ঝুমর

ধিরে ধিরে কহ কথা রাই যেন জাগে না।

শারদ পূর্ণিমায় মহারাস

শ্রীগৌরচন্দ্র।

তুড়ি—বড় রূপক।

বৃন্দাবন লীলা গোরার মনেতে পড়িল
যমুনার ভাব সুরধুনীরে করিল [১] ॥
ফুলবন দেখি বৃন্দাবনের সমান।
সহচরগণ গোপীগণ অনুমান [২] ॥

১। সুরধুনী দেখিয়া আজ যমুনার কথা মনে পড়িল। কারণ সেই যমুনা-পুলিনবিহারী শ্রীনন্দনন্দনই ত ভুবন-মোহন গৌররূপে সুরধুনীর তীরে লীলা করিতেছেন।

২। গঙ্গাতীরে ফুলবন দেখিয়া বৃন্দাবন মনে পড়িল এবং অন্তরঙ্গ সহচরগণকে দেখিয়া গোপীগণের কথা মনে হইল।

খোল করতাল গোরা সুমেলি করিয়া।
তার মাঝে নাচে গোরা জয় জয় দিয়া ॥
বাসুদেব ঘোষ-পহুঁ করয়ে বিলাস।
রাস-রস গোরাচাঁদ করিলা প্রকাশ ॥

বেহাগ—দশকুশী।

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ ॥

বেহাগ মিশ্র কেদার—ঝাঁপতাল।

শরদ চন্দ পবন মন্দ,
বিপিনে ভরল কুসুম গন্ধ
ফুল্ল মল্লি মালতী যুথি
মত্ত মধুকর ভোরনী[১]।

---

* ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই শরৎকালীন প্রস্ফুটিত মল্লিকা কুসুম শোভিত পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত রজনী সমাগত দেখিয়া বিহার করিতে বা আনন্দোপভোগ করিতে সংকল্প করিয়াছিলেন। ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবানের কোনও সংকল্প, কোনও কামনাই অতৃপ্ত নাই; তিনি আত্মারাম, তথাপি লীলার অনুরোধে তিনি (তাঁহার নিজ অচিন্ত্য শক্তি) যোগমায়াকে আশ্রয় করিলেন।

১। পরিমলে লুব্ধ মধুকরবৃন্দ বিভোর হইয়াছে।

হেরত রাতি ঐছন ভাতি,
শ্যাম মোহন মদনে মাতি [১]
মুরলী গান পঞ্চম তান
কুলবতী চিত-চোরনী [২] ॥
শুনত গোপী প্রেম-রোপি
মনহি মনহি আপনা সোঁপি,
তাঁহি চলত যাঁহি বোলত
মুরলীক কল লোলনী [৩]।

১। এমন সুন্দর রাত্রি দেখিয়া শ্যামসুন্দর প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া উঠিলেন। শরৎ কালের রাত্রি, নির্ম্মল গগনে পূর্ণ সুধাকর যমুনাতীরে কুসুম-বাটিকায় অযুত কুসুম ফুটিয়া সুগন্ধে ভরপূর করিয়াছে, ফুলে ফুলে অলিকুল গুন্ গুন্ করিতেছে—ভগবানের বিলাসের উপযুক্ত সময় বটে!

২। মুরলীর স্বরে আজ কুলবতী সতী রমণীগণের চিত্ত আত্মহারা হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের বংশী ত্রিজগতের মন আকর্ষণ করে। কিন্তু আজ এই পূর্ণিমা রজনীতে বংশীধ্বনি কেবল ব্রজ ললনাকুলকে পাগল করিয়া দিতেছে।

৩। প্রেমের প্রতিমাস্বরূপ গোপীগণ সেই অপূর্ব্বধ্বনি শুনিবা-মাত্র মনে মনে আত্ম সমর্পণ করিল। তাহারা সেই চিত্ত বিমোহন-কারী কলধ্বনি অর্থাৎ মধুর সঙ্গীত যে দিকে হইতেছিল, সেই দিকে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ছুটিল।

বিছুরি গেহ নিজহুঁ দেহ[১],
এক নয়নে কাজর রেহ,
বাহে রঞ্জিত মঞ্জির এক
এক কুণ্ডল দোলনী[২] ॥
শিথিল ছন্দ নিবি নিবন্ধ[৩],
বেগে ধায়ত যুবতীবৃন্দ,
খসত বসন রসন চোলি[৪]
গলিত বেণী লোলনী।

১। ব্রজগোপীগণ দেহ ও গৃহ যুগপৎ বিস্মৃত হইলেন। অর্থাৎ গৃহের প্রতি কোনও মমতা এবং দেহের কোনও অভিমান তাঁহাদের রহিল না।

২। (তাঁহারা অভিসারের উপযুক্ত বেশ রচনা করিতেও ভুলিলেন) কেহ এক চক্ষুতে কাজল দিয়া ছুটিলেন (অপর চক্ষুর কথা মনে পড়িল না); কেহ বাহুতে নূপুর পরিলেন (নূপুর যে চরণের ভূষণ, তাহা জ্ঞান নাই); কেহ কর্ণে একটিমাত্র কুণ্ডল পরিলেন, অন্য কানে পরিতে ভুলিয়া গেলেন।

৩। নীবী-বন্ধ (অর্থাৎ কটি বন্ধন) শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। নীবি পরিপণে গ্রন্থৌ স্ত্রীণাং জঘনবাসসঃ।

৪। রসনা—কিঙ্কিনী (কটীর হার); চোলি—কাঁচুলি

ততহিঁ বেলি সখিনী মেলি,
কেহু কাহুক পথ না হেরি ১,
ঐছন মিলল গোকুল চন্দ
গোবিন্দ দাস বোলনী ॥

মল্লার বেহাগ—ঠুংরি।

বিপিনে মীলল গোপনারী,
হেরি হসত মুরলিধারী,
নিরখি বয়ন পুছত বাত,
প্রেম সিন্ধু গাহনি ২।

১। বৃন্দাবনের পথে অসংখ্য বিমুগ্ধা যুবতী ছুটিতেছেন, কিন্তু এমনই আবেশ যে কেহ কাহাকেও লক্ষ্য করিলেন না। তাঁহাদের দেহ মন আত্মা সমস্তই এক লক্ষ্যে কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল।

২। ব্রজরমণীগণের মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন—সে বাণী শুনিয়া রমণীবৃন্দ যেন প্রেমসিন্ধুতে অবগাহন করিলেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ মধুর বাক্যে তাঁহাদিগকে যেন সুধা-সিঞ্চন করিয়া দিলেন।

পুছত সবক গমন ক্ষেম,
কহত কীয়ে করব প্রেম[১],
ব্রজক সবহুঁ কুশল বাত,
কাহে কুটীল চাহনি[২]॥
হেরি ঐছন রজনি ঘোর,
তেজি তরুণি পতিক কোর,
কৈছে পাওল কানন ওর[৩]
থোর নহত কাহিনী[৪]।

১। সকলের গমন-কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। অর্থাৎ বলিলেন তোমাদের আসিতে কোনও ক্লেশ হয় নাই ত? 'স্বাগতং' কথার অর্থ ও তাই। আরও বলিলেন, তোমাদের প্রেম অর্থাৎ প্রীতিজনক কার্য্য কি করিব,তাই বল।

স্বাগতং বো মহাভাগাঃ
প্রিয়ং কিং করবানি বঃ—ভাগবত ; রাস পঞ্চাধ্যায়।

২। তোমাদের চাহনি অমন কুটিল কেন? তোমাদের মনের অভিলাষ কি? আমাকে খুলিয়া বল, আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

৩। এই ঘোর নিশীথে তোমরা যুবতী হইয়া কি করিয়া পতির ক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া এই কানন-প্রান্তে (অর্থাৎ অতি দূরে) আসিলে?

৪। সামান্য কথা ত নয়! তোমাদের ন্যায় কুলশীলসম্পন্না যুবতীর পক্ষে এমন গভীর রাত্রিতে এই গহন বনে আসা অতি সাহসের কথা।

গলিত ললিত কবরি-বন্ধ,
কাহে ধাওত যুবতি-বৃন্দ,
মন্দিরে কিয়ে পড়ল দ্বন্দ [১],
বেঢ়ল বিপতি-বাহিনী [২] ॥
কীয়ে শারদ চাঁদনী রাতি,
নিকুঞ্জে ভরল কুসুম পাঁতি,
হেরত শ্যাম ভ্রমরা ভাতি,
বুঝি আওলি সাহনি [৩]।

১। তোমাদের গৃহে কি কলহ হইয়াছে? তাই আসিতে বাধ্য হইয়াছ?

২। বিপথ-বাহিনী—পাঠান্তর। ভাল অর্থ হয় না। ৺সতীশ চন্দ্র রায় অর্থ করিয়াছেন, বিপথ অর্থাৎ কুপথগামিনী (কুলটা)। কুলটা দলের আগমনে যে গৃহত্যাগ করিতে হইবে, এমন কোনও কথা নাই। বিপতি-বাহিনী—বিপত্তি-সমূহ।

৩। সাহনি = সাহসিনী বা স্বাধীনা?

এতহু কহত না কহ কোই,
কাহে রাখত মনহি গোই[১],
ইহই আন নহই কোই[২],
গোবিন্দ দাস গায়নি ॥

বেহাগ—তেওট।

ঐছন বচন কহল যব কান।
ব্রজ রমণীগণ সজল নয়ান ॥
টুটল সবহুঁ মনোরথ-করনি[৩]।
অবনত-আনন নখে লিখু ধরণি ॥

১। গোপন করিয়া

২। এখানে আমি ছাড়া আর কেহ নাই।

সুচতুর রসিকশেখর ব্রজলঙ্গনাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য শ্লেষ করিতেছেন। একবার বলিতেছেন গভীর রজনী, গহন কানন, তোমরা কেমন করিয়া আসিলে? আবার পরমুহূর্ত্তে বলিতেছেন, কি চমৎকার চাঁদিনী যামিনী, কুঞ্জে কুঞ্জে ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে আর তাহাতে শ্যাম ভ্রমরের রঙ্গ দেখিবার জন্য বুঝি সাহস করিয়া আসিয়াছ? শ্যাম-ভ্রমর দেখিতে যে তাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই!

৩। সকলের মনোবাঞ্ছা বা অভিলাষ ভঙ্গ হইল।

আকুল অন্তর গদ গদ কহই।
অকরুণ-বচন বিশিখ নাহি সহই॥
শুন শুন সুকপট শ্যামর-চন্দ।
কৈছে কহসি তুহুঁ ইহ অনুবন্ধ[১]॥
ভাঙ্গলি কুলশীল মুরলিক শানে।
কিঙ্করিগণ জনু কেশে ধরি আনে॥
অব কহ কপট ধরমযুত বোল।
ধার্ম্মিক হরয়ে কুমারি-নিচোল॥
তোহে সোঁপিত জীউ তুয়া রস পাব[২]।
তুয়া পদ ছোড়ি অব কো কাঁহা যাব[৩]॥
এতহুঁ কহত যব যুবতী মেল।
শুনি নন্দ-নন্দন হরষিত ভেল॥
করি পরসাদ তহি করয়ে বিলাস।
আনন্দে নিরখয়ে গোবিন্দ দাস॥

১। তুমি এমন কথা কেমন করিয়া বলিলে?

২। তোমাতে আমরা জীবন সমর্পণ করিয়াছি, আশা করিয়াছিলাম যে তোমার প্রীতিরস লাভ করিব।

৩। তোমার চরণ ছাড়িয়া এখন কে কোথায় যাইবে?

সুহিনী—ছোট একতালা।

তবে গোপী মহা কুতূহলী।
রচিলেন শ্রীরাস মণ্ডলী॥
গোপীমুখ-মণ্ডল সুসার
হেমচন্দ্র গাঁথি জনু হার॥
তনুকুল উজোর বিজুরি।
পূর্ণ সুখ ও-মুখ মাধুরী॥
কে বর্ণিতে পারে সেই সুখ।
অসমর্থ সহস্রেক মুখ॥
বর্ণিতে না যায় সেই শোভা।
অনন্ত দাসের মনলোভা॥

শ্রীমিশ্র কেদার—মধ্যম দশকুশী।

কাঞ্চন মণিগণে জনু নিরমায়ল
রমণীমণ্ডল সাজ [১]।

১। গোপীগণ যেন সুবর্ণ-নির্ম্মিত মণির ন্যায়। এই সকল মণির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ রাস-মণ্ডলী নির্ম্মাণ করিলেন।

মাঝই মাঝ মহা মরকত সম
শ্যামরু নটবর রাজ[১] ॥
ধনি ধনি অপরূপ রাস বিহার[২] ।
থির বিজুরি সঞে চঞ্চল জলধর[৩]
রস বরিখয়ে অনিবার ॥ ধ্রু ॥
কত কত চান্দ তিমির পর বিলসই
তিমিরহু কত কত চাঁন্দে[৪] ।

১। নটবর শ্যামচন্দ্র সেই কাঞ্চন মণির মধ্যে মধ্যে মহামরকত মণির ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন।

তত্রাতি শুশুভে তাভি র্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামারকতো যথা ॥

২। ধন্য ধন্য! শ্রীকৃষ্ণের এই রাস-লীলা অতি অপূর্ব্ব। এই পদে গোবিন্দ কবিরাজ উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও অদ্ভুত অলঙ্কারের দ্বারা বিচিত্রভাবে সেই রাসবিহারের বর্ণনা করিয়াছেন।

৩। যাহা পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই, তাহার নাম অপূর্ব্ব। এস্থলে অপূর্ব্ব এই যে, মেঘ চঞ্চল, আর বিদ্যুৎ স্থির। নবজলধর শ্রীকৃষ্ণ নাচিতে নাচিতে ব্রজাঙ্গনাগণকে আলিঙ্গন করিতেছেন। চঞ্চলের স্থলে 'সঞ্চরু' পাঠান্তর।

৪। আরও অপূর্ব্ব এই যে চাঁদ এবং তিমির একস্থলে থাকে না। কিন্তু আজ চাঁদের উপরে আঁধাররাশি ক্রীড়া করিতেছে (নাচিতে নাচিতে)। আবার আঁধারের কোলে চাঁদ।

কনক লতায়ে তমালহুঁ কত কত
দুহুঁ দুহুঁ তনু তনু বান্ধে[১] ॥
কত কত পদুমিনী পঞ্চম গায়ত,
মধুকর ধরু শ্রুতি ভাষ[২]।
মধুকর মেলি কত, পদুমিনী গায়ত,
মুগধল গোবিন্দ দাস ॥

বিহাগড়া—দশকুশী।

শ্যামরু অঙ্গ অনঙ্গ তরঙ্গিম
ললিত ত্রিভঙ্গিমধারী।
ভাঙ বিভঙ্গিম রঙ্গিম চাহনি
রঙ্গিণী বয়ান নেহারি ॥
রসবতী সঙ্গে রসিকবররায়।
অপরূপ রাস- বিলাস কলারসে
কত মনমথ মূরছায় ॥ ধ্রু ॥

১। কনকলতা তমালকে জড়ায়। কিন্তু আজ উভয় উভয়কে জড়াইতেছে—নাচিতে নাচিতে।

২। ভ্রমরকুল গান করে আর পদ্মিনীরা শোনে, কিন্তু আজ পদ্মিনীরা গান গায়িতেছে, আর ভ্রমরকুল শুনিতেছে।

কুসুমিত কেলি কদম্ব সুরভিত
শীতল ছায়।
বাঁধুলি-বন্ধু[১] মধুর অধরে ধরি
মোহন মুরলী বাজায়॥
কামিনী কোটি নয়ন নীল উৎপল
পরিপূজিত মুখচন্দ।
গোবিন্দ দাস কহত পুনি রূপ নহ
জগমানস শশফন্দ॥

বেহাগ—জপতাল।

অঙ্গনামঙ্গনামন্তরা মাধবো
মাধবং মাধবং চান্তরেন অঙ্গনা।
ইত্থমাকল্পিতে মণ্ডলীমধ্যগো
বেণুনা সংজগৌ দেবকী নন্দনঃ॥ *

১। বন্ধুজীব পুষ্পের সখা অর্থাৎ তুল্য অধর।

* এক একটি রমণী, আবার এক একটি কৃষ্ণ; এক একটি কৃষ্ণ, আবার এক একটি গোপী। এইভাবে মণ্ডলী রচনা করিয়া তার মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া দেবকীনন্দন বাঁশীতে গান করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে এই আপত্তি হইতে

ভাল বাজে বলয়া পহিলে বাজে বলয়া।

নূপুরমণি কিঙ্কিনী করকঙ্কণ ॥

বলয়ানাং নূপুরানাং কিঙ্কিণীনাঞ্চ যোষিতাং।

সপ্রিয়াণামভুচ্ছব্দস্তু মুলো রাসমণ্ডলে ॥ *

✓ভাল বাজে বলয়া নূপুরমণিকিঙ্কিনী করকঙ্কনা।

নাগর সঙ্গে নাচত কত যূথে যূথে অঙ্গনা।

ততহি তাল মৃদঙ্গ ভাল

মধুর মধুর বোলনা।

ধোগরন ধোগতি ঝিন্নতি ঝাতিনী

ঝাতিনি না লঘু বাজনা ॥

তাগরণ ধোগতিঃ ঝিন্নতি ঝা

তিগরণ ধোগতিঃ ঝিন্নতি ঝা।

পারে যে, তাহা হইলে ব্রজগোপীগণকে শ্রীকৃষ্ণ আপনার ঐশ্বর্য্য বিস্তার করিয়া দেখাইয়াছিলেন? ভাগবতে ঐশ্বর্য্যের প্রসঙ্গ থাকিলেও, পদাবলীতে মাধুর্য্যলীলাই বর্ণনীয় বিষয়। এইটি দেখাইবার জন্য শ্রীল রাধামোহন ঠাকুর ব্যাখ্যা করিয়াছেন: অস্য ব্রজাঙ্গনা মধ্যগতত্বং অলাতমিব দর্শনং চক্রভ্রম-ন্যায়েন নৃত্যবিশেষ কৌশলেন ইতি বোধ্যং ন তু ঐশ্বর্য্যেণ। অর্থাৎ এই যে যত গোপী, তত কৃষ্ণ—ইহা নৃত্য কৌশলে প্রতিভাত হইয়াছিল মাত্র। বস্তুত কৃষ্ণ একমাত্রই ছিলেন।

* রাস পঞ্চাধ্যায়।

বাজে তিনি তিনি বাজনা।
খেটি তা তা খেটে ঘেটে দাম্বি নাং
বাজে তিনাংনা খেটি তিনি তিনাং না
ইহ গুরু বাজনা॥
ততহি যন্ত্র বোলত তন্ত্র
অতিশয় ধ্বনি মোহনা।
বাজে রুম্নুত ঝুম্নুম্নুম্নু
ঝন ঝন ননন ঝঙ্কনা॥
বাজে থোরন রগ ঝপ ঝিনি ঝিনি ঝিনি
লগ ঝিনি ধিনং ইহ সু লোহবোলনা।
রাধামোহন রচিত রাস
ততহি কতহু শোভনা॥

কেদার—ঝাঁপতাল।

মণ্ডিত হল্লীষকমণ্ডলাং[১]।
নটয়ন্ রাধাং চলকুণ্ডলাং॥
নিখিল কলা সম্পদি পরিচয়ী।
প্রিয়সখি পশ্য নটতি মুরজয়ী॥

১। হল্লীষক-রাস; চক্রাকারে নৃত্যের নাম রাস বা হল্লীষক।

মুহুরান্দোলিত রত্ন-বলয়ং।
সনয়ন চলয়ন[১] করকিশলয়ং ॥
গতি ভঙ্গিভির বশীকৃত শশী[২]।
স্থগিত সনাতন-শঙ্কর-বশী ॥*

খাম্বাজমিশ্র বেহাগ—ছোট একতালা।

চৌদিকে চারু অঙ্গনা বেড়িয়া রঙ্গিণী কত গায়নী।
ক্রত্তা থৈয়া থৈয়া বোলনী ॥
তার মাঝে বিরাজে শ্যাম পরম সুঘড় শিরোমণি।
বাজে কিঙ্কিনী কিনি কিনি বোলনী ॥

১। বলয়ৎ—পাঠান্তর; (নয়ন ঘূর্ণিত হইতেছে।)

২। কামার্দ্দিত শশাঙ্কশ্চ সগণো বিস্মিতোঽভবৎ—ভাগবত—রাসপঞ্চাধ্যায়।

* হে প্রিয় সখি! দেখ দেখ যাঁহার দ্বারা শ্রীরাসমণ্ডলের শোভা বৰ্দ্ধিত হইয়াছে, চঞ্চল কুণ্ডলধারিণী সেই শ্রীরাধাকে নাচাইয়া অখিল কলাগুরু মুরারি আজ নৃত্য করিতেছেন! তাঁহার রত্নকঙ্কন পুনঃ পুনঃ আন্দোলিত হইতেছে। তাঁহার করপল্লব তালে তালে সঞ্চালিত হইতেছে। তাঁহার নৃত্যভঙ্গী দেখিয়া চাঁদ অলস হইয়া পড়িয়াছে এবং সনাতন (যোগীশ্বর), মহেশ্বর এবং অন্যান্য যতিগণ বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়াছেন। পক্ষান্তরে সনাতন নামক কবি।

বাজে তাগরন ধোগ্‌গাঃ তিগরন ধোগ্‌গাঃ
ভুগর ঘেটিতা ঘেটিতা ঘেনে নাও।
বাজে তুং থূং জি ঝননন বর্ণিত
রাস বিদ্যাপতি স্থর।
নাচত রঙ্গে নাগর নাগরী
রাধামোহন রসপূর[১] ॥

বেহাগ মিশ্র স্থই—কাওয়ালি।

আগর তাত্তা দধি দম্বা উয়ারে
থুগু থুগু থুগু থুগু থুগু তা।
দৃমিতা দৃমিতা মাদল বাজত
রঙ্গে ভঙ্গে চলি যায়ত পা ॥
বাজে তাথৈ তাথৈ থৈ থৈ থৈ থৈ
বাজে দৃমি দৃমি দৃমি দৃমি তা।
বাজে তৃখিতা তৃখিতা তিনাংনা খেটি তিনি
থুং থুং তিনি তিনি তা ॥ ধ্রু ॥
রতি সঙ্গে সঙ্গিত ভঙ্গিম গোপিনী
সঙ্গে নাচে গোপালা।
থিয়া ইয়া ইয়া ইয়া আ ইয়া ইয়া ইয়া
বহুবিধ ছন্দ রসালা ॥

১। কবিসূর্য্য বিদ্যাপতির পদ কালক্রমে অংশতঃ লুপ্ত হইয়াছিল তাহা রাধামোহন ঠাকুর পূর্ণ করিলেন।

রুনু রুনু রুনু রুনু ঝুনু নু নু নু নু ঝুনু
বাজে দৃগি দৃগি দৃগি দৃগি দৃগি দৃগি তিয়া
বাজে তা তা তা তা তাথৈয়ারে
বাজে তাথৈয়া কত মধু মাদল ধনিয়া ॥
রুণু রুণু রুণু রুণু ঝুনু নু ঝুনু নু ঝুনু
কর কঙ্কণ রন রনিয়া।
ঝম ঝম ঝমক ঘাঘর কটি কিঙ্কিনী,
কঙ্কন ঝুমুর ধনি ধনিয়া ॥
ডগমগ ডগমগ ডম্ফ ডিমি কি ডিমি
পী পী বেণু নিশানে।
চলত চিত্রগতি নর্ত্তন পদ অতি
মাধব ইহ রস গানে ॥

কেদার—ছোট একতালা।

ও নব জলধর অঙ্গ।
ইহ থির বিজুরি তরঙ্গ ॥
ও বর মরকত ঠাম।
ইহ কাঞ্চন দশবাণ ॥

রাধা মাধব মেলি।
মুরতি মদন রস কেলি॥
ও তনু তরুণ তমাল।
ইহ হেম যুথী রসাল॥
ও নব পদুমিনী সাজ।
ইহ মত্ত মধুকর রাজ॥
ও মুখ চাঁদ উজোর।
ইহ দিঠি লুবধ চকোর॥
অরুণ নিয়ড়ে পুন চন্দ।
গোবিন্দ দাস রহু ধন্দ॥ *

অন্তর্দ্ধান রাস।

শ্রীগৌরচন্দ্র।

তুড়ি—কাটা দশকুশী।

নাচয়ে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চিন্তামণি।
বুক বাহি পড়ে ধারা মুকতা গাঁথনি॥

---

* পদটির রচনাভঙ্গী দেখিলে মনে হয় যেন এক সখী অন্য সখীকে দেখাইয়া শ্যামসুন্দরের কথা বলিতেছেন, অপরা সখী রাই কমলিনীকে দেখাইয়া—তাঁহার অপূর্ব্ব রূপ বর্ণনা করিতেছেন।

প্রেমে গদ গদ হৈয়া ধরণী লোটায়।
হুহুঙ্কার দিয়া খেনে উঠিয়া দাঁড়ায়॥
ঘন ঘন দেন পাক ঊর্দ্ধ বাহু করি।
পতিত জনারে পহু বোলায় হরি হরি॥
হরিনাম করে গান জপে অনুক্ষণ।
বুঝিতে না পারে কেহ বিরল লক্ষণ॥
অপার মহিমা গুণ জগ জনে গায়।
বসু রামানন্দ তাহে প্রেম ধন চায়॥

বেহাগ কেদারা—মধ্যম দশকুশী।

রাস বিহারে, মগন শ্যাম নটবর,
রসবতী রাধা বামে।
মণ্ডলী ছোড়ি, রাইক করে ধরি,
চললি আন বন ধামে॥
যব হরি অলখিত ভেল।
সবহুঁ কলাবতী, আকুল ভেল অতি,
হেরইতে বন মাহা গেল॥ ধ্রু॥

সখিগণ মেলি, সবহুঁ বন ঢুড়ই,
পুছই তরুগণ পাশ।
কাঁহা মঝু প্রাণ- নাথ ভেল অলখিত
না দেখিয়ে জীবন নৈরাশ ॥
কহকহ কুসুম- পুঞ্জ তুহু ফুল্লিত,
শ্যাম-ভ্রমরা কাঁহা পাই।
কোন উপায়ে, নাহ মঝু মীলব,
উদ্ধব দাস তাঁহা যাই ॥

কামোদ—ছোট দশকুশী।

পনস পিয়াল, চুতবর চম্পক,
অশোক বকুল বক নীপ।
একে একে পুছিয়া, উত্তর না পাইয়া,
আওল তুলসী সমীপ ॥
জাতি যুথি নব মল্লিকা মালতী
পুছল সজল নয়নে
উত্তর না পাই, সতিনি সম মানই,
দূরহি করল পয়ানে ॥

পুন দেখে তরুকুল, অতিশয় ফলফুল-,
ভরে পড়িয়াছে মহীমাঝ।
কানুক হেরি, প্রণাম করল ইহ,
এ পথে চলল ব্রজরাজ ॥
এত কহি বিরহে, ব্যাকুল অতিশয়,
ব্রজ রমণীগণ রোয়।
উদ্ধব দাস কহ, শ্যাম ভেল অলখিত,
কতি খনে মীলব মোয় ॥

বরাড়ী—একতালা।

যুথে যুথে রঙ্গিণী, বরজকুল কামিনী,
যামিনী কানন মাহ।
সব জন পরিহরি, কুঞ্জে চলিলা হরি
করে ধরি রাইক বাহ ॥
সজনি অব হরি কোন কানন মাহা গেল।
গুণবতী গুণহি মনহি মন বাঁধল
নাগর অনুকূল ভেল ॥

ঠামহি ঠাম চরণ চিহ্ন হেরই
রাই করল যাঁহা কোর[১]।
কুসুম তোড়ি বহু বেশ বনায়ল[২]
সুরত রভসে ভেল ভোর॥
কিশলয় শেজ ঠামহি ঠাম হেরই
টুটল কত ফুল মাল[৩]।
দুহুঁ অঙ্গ পরিমলে কানন বাসল
গুঞ্জরে মধুকর জাল[৪]॥

১। ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান করিতে করিতে কানন-পথে চলিতেছেন আর দেখিতেছেন স্থানে স্থানে চরণ-চিহ্ন গভীর হইয়া রহিয়াছে। তাহাতে মনে করিতেছেন যে নিশ্চয়ই শ্যামসুন্দর এইখানে শ্রীরাধাকে কোলে লইয়াছিলেন।

২। স্থানে স্থানে অনেক ফুল পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তাঁহারা মনে করিতেছেন, এইখানে বোধ হয় নাগর ফুল তুলিয়া নাগরীর বেশ রচনা করিয়াছেন।

৩। স্থানে স্থানে নব পল্লবের শয্যা ও ছিন্ন ফুলহার দেখিয়া ভাবিতেছেন যে এইস্থানে তাঁহারা সুকোমল শয্যায় কত কত কেলি বিলাস করিয়াছেন।

৪। তখনও সেই কুঞ্জকানন শ্রীরাধা-শ্যামের অঙ্গগন্ধে ভরপুর ছিল, তাহা নহিলে ভ্রমরকুল এমন গুঞ্জন করিবে কেন?

ধনি ধনি রমণী শিরোমণি সুন্দরী
আরাধল মনমথ দেব[১]।
গোপাল দাস কহ, ও সহচরী সহ
রাধা-মাধব সেব[২] ॥

শ্রীললিত—মধ্যম দশকুশী।

সকল রমণী, ছোড়ি, বর নাগর
রাইক কর ধরি গেল।
বনে বনে ভ্রমই, কুসুমকুল তোড়ই,
কেশ বেশ করি দেল ॥
চলইতে রাই চরণে ভেল বেদন
কাঁধে চঢ়ব মনে কেল[৩]।
বুঝইতে ঐছে বচন বহুবল্লভ
নিজ তনু অলখিত ভেল[৪] ॥

১। যে রমণীকে নায়ক চূড়ামণি সঙ্গে লইয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন, তাঁহার ভাগ্যের সীমা নাই। তিনি কন্দর্পদেবের আরাধনা করিয়া এমন সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন!

২। পদকর্ত্তা (গুরুরূপা) সখীর অনুগত হইয়া শ্রীরাধা-মাধবের সেবা অভিলাষ করিতেছেন।

৩। শ্রীমতীর চরণে বেদনা বোধ হওয়াতে তিনি বলিলেন, "আমি আর চলিতে পারিতেছি না, আমায় কাঁধে করিয়া লইয়া চল।"

৪। শ্রীকৃষ্ণ বহু-বল্লভ, তিনি কাহারও অভিমান সহ্য করেন না। কাজেই, তিনি অন্তর্দ্ধান করিলেন।

না দেখিয়ে নাহ তাহিঁ ধনি রোয়ত
হা প্রাণনাথ উতরোলে।
ব্রজ রমণীগণ না দেখিয়া মনদুখে
ভাসল বিরহ হিল্লোলে[১] ॥
উদ্দেশে কোই কোই বনে পরবেশিয়া
হেরল রোদতি রাধা।
সখিগণ মেলি ধরণী পর লুঠত
উদ্ধব দাস চিতে বাধা ॥

ধানশী—জপতাল।

সবে মিলি বৈঠল কালিন্দী তীর।
ঝরঝর সবহুঁ নয়নে বহে নীর ॥
কাঁহা গেও নাহ দুখ-সায়রে ডারি।
অবলা মতি কৈছে তরইতে পারি ॥
বিরহ বিয়াধি বিরামক লাগি[২]।
গাওত তছু গুণ যামিনী জাগি ॥
বিষজলব্যাল বর্ষ ভয়ে রাখি।
অব কাঁহে মারসি অকরুণ-আঁখি[৩] ॥

১। এদিকে শ্রীমতী হা প্রাণনাথ বলিয়া রোদন করিতেছেন, ওদিকে অন্যান্য রমণীগণ কৃষ্ণ-বিরহে ব্যাকুলা হইয়া বনে বনে ফিরিতেছেন।

২। বিরহ-রূপ ব্যাধি দূর করিবার নিমিত্ত।

৩। কালীয় নাগ হইতে, কালীয় হ্রদের বিষাক্ত জল হইতে এবং ইন্দ্রের কোপজনিত দারুণ বর্ষা হইতে (গোবর্দ্ধন ধারণপূর্ব্বক) রক্ষা করিয়া, হে নিষ্ঠুর, এখন আমাদিগকে কেন মারিতেছ?

যবহুঁ চলসি বন গোধন'সাথ।
নিমিখে মানিয়ে জনু যুগশত যাত॥

অব কৈছে তুয়া বিনে ধরব পরাণ।
তব বচনামৃত না করিয়ে পান॥

তে পদ-পঙ্কজ কোমল জানি।
স্তনযুগে রাখিতে ভয় অনুমানি॥

কৈছে কণ্টক বনে করসি বিহার।
সঙরি সঙরি জীউ ধরই না পার॥

এত কহি রোয়ত গদগদ ভাষ।
কহ রাধামোহন দাসক দাস॥

শ্রীরাগ—মধ্যম দুঠুকী।

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহং।

শ্রবণ মঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনা॥ *

---

* তোমার কথামৃত সংসারতাপদগ্ধ জনের জীবনস্বরূপ ও পাপ-নাশক। ঐ কথামৃত শ্রবণ করিলেই জীবের মঙ্গল হইয়া থাকে, এইজন্য ব্রহ্মাদি দেবতারা তোমার কথামৃতই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পৃথিবীতে যাঁহারা সেই কথামৃত কীর্ত্তন করেন, নিশ্চয়ই তাঁহারা জন্মান্তরে প্রচুর দানের দ্বারা অনেক সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন।—ভাগবত দশম স্কন্ধ, রাস পঞ্চাধ্যায়।

কামোদ—জপতাল।

যত নারীকুল. বিরহে আকুল.
ধৈরজ ধরিতে নারে।
রসিক নাগর, বুঝিয়া অন্তর,
দাঁড়াইল যমুনা ধারে॥
কদম্বের তলে, বসি কোন ছলে,
মৃদু মৃদু বায়ে বাঁশী।
শুনিতে শ্রবণে, ব্রজ-বধূগণে,
তাঁহাই মিলিল আসি॥
মরণ শরীরে, পরাণ পাইল,
ঐছন সবহু ভেলি।
বন-দবানলে, পুড়িয়া যেমন,
অমিয়া সায়রে কেলি॥
চাতকিনীগণ হেরি নবঘন
মনের আনন্দে ভাসে।
জিনি শশধর, বদন সুন্দর,
চাতকিনী চারি পাশে॥

বিরহে তাপিত, ভেল তিরপিত,
বরিখে অমিয়া রাশি।
জ্ঞান দাসে কহে, শ্যাম-অধরে,
আধ ঈষত হাসি[১] ॥

ধানশী—জপতাল।

তবে সব গোপীগণ মণ্ডলী করি।
শ্যামের বামে দাঁড়াইল নবীন কিশোরী ॥
দুহুঁ অঙ্গ পরশিতে দুহুঁ ভেল ভোর।
আজুক আনন্দ কো করু ওর ॥
নব রঙ্গিণী রাধা রসময় শ্যাম।
চৌদিকে গোপিনী সব অতি অনুপাম ॥
অপরূপ রাধা কানু বিলাস।
আনন্দে নিরখই গোবিন্দ দাস ॥

১। তুলনা করুন :—

তাসামাবিরভূৎ শৌরি স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ ॥—ভাগবত

বেহাগ—জপতাল।

নব নায়রী নব নায়র
নৌতুন নব নেহা।
আঁখে আঁখে নিমিখে নিমিখে
বিছুরল সব দেহা॥
নৌতুন গণ, নৌতুন বন,
নৌতুন সখি গানে।
তা তা দিগি দিগি থো দিগি দিগি দিগি
তাল ফুকারই বামে॥
নৌতুন রস কেলি রভস
নৌতুন গতি তালে।
দৃমি দৃমি দৃমি তাতা দৃমি দৃমি
বাওত সখী ভালে॥
চঞ্চল মণি- কুণ্ডল চল
চঞ্চল পট বাসে।
দোঁহে দোঁহা কর ধরিয়া নাচত
হেরত অনন্ত দাসে॥

বেলোয়ার—কাওয়ালী।

বাজত ডম্ফ রবাব পাখোয়াজ
করতল-তাল তরল একু মেলি।
চলত চিত্র গতি সকল কলাবতী
করে কর নয়ানে নয়ানে করু খেলি॥
নাচত শ্যাম সঙ্গে ব্রজ নারী।
জলদ পুঞ্জে জনু তড়িত লতাবলী
অঙ্গ ভঙ্গ কত রঙ্গ বিথারি॥ ধ্রু॥
নটন হিল্লোল লোল মণি কুণ্ডল
ব্রজ জন টল মল বদনহুঁ চন্দ।
রসভরে গলিত ললিত কুচ কঞ্চুক
নীবি খসত অরু কবরীক বন্ধ॥
দুহুঁ দুহুঁ সরস পরস রস লালসে
আলসে রহ তনু লাই।
গোবিন্দ দাস পহুঁ মুরতি মনোভব
কত যুবতী রতি আরতি বাঢ়াই॥

পুনশ্চ রাস লীলা।

শ্রীগৌরচন্দ্র।

কেদার—দশকুশী।

নাচত গৌর রাস-রস-অন্তর
গতি অতি ললিত ত্রিভঙ্গি।
বরজ সমাজ রমণীগণ যৈছন
তৈছন অভিনয় রঙ্গি॥
দেখ দেখ নবদ্বীপ মাঝ।
গাওত বাওত মধুর ভকত শত
মাঝহি বর দ্বিজরাজ॥ ধ্রু॥
তা তা দৃমি দৃমি মাদল বাজত
রুনু ঝুনু নুপুর রসাল।
রবাব বীণ আর স্বর মণ্ডল
সুমিলিত করু করতাল॥
এহেন আনন্দ না হেরিয়ে ত্রিভুবনে
নিরুপম প্রেম বিলাস।
ও সুখ সিন্ধু পরশ কিয়ে পাওব
কহ রাধামোহন দাস॥

বেহাগ—একতালা।

করে কর মণ্ডিত মণ্ডলী মাঝ।
নাচত নাগরী নাগর-রাজ॥
বাজত কত কত যন্ত্র সুতান।
কত কত রাগ মান করু গান॥
কত কত অঙ্গ-ভঙ্গ করু কত কম্প॥
কঙ্কন কিঙ্কিনী বলয়া নিশান।
অপরূপ নাচত রাধা কান॥
জনু নব জলধরে বিজুরিক ভাতি।
কহ মাধব তুহুঁ ঐছন কাঁতি॥

বেহাগ—ঝপতাল।

পহিলে প্যারী পদুমিনী ধনি
কঙ্কণে ধরু তাল।
কৈছে নাচলি নাচহ দেখি
এত মুরলীতে নহে গান॥
বিনোদ ময়ূরের পাখাটি লইয়া
শির পরে নহে বাঁধা।
এ ত কদম্ব তলাতে ত্রিভঙ্গ হইয়া
পায়ে পায়ে নহে ছাঁদা॥

পরের রমণী ঘাটে মাঠে পেয়ে
দান সাধা এত নয়।
কঙ্কনের তালে তাল মিশাইয়া
নাচিতে পারিলে হয়॥
বয়ানে হাস, মধুর ভাষ,
বোলত সব সখি।
কঙ্কণ তালে গোবিন্দায় বলে
একবার নাচত পিয়া দেখি॥

বেলাবলি—ছুটুকী।

সারি সারি মনোহারী নব ব্রজ বালা॥ ধ্রু॥
বেঢ়ল গৌরাঙ্গী সব যশোদা নন্দন।
বিছ্যতের মালা যৈছে মেঘ সন্নিধান॥
শ্রীগোকুল সুধাকর সঙ্গে সুধাময়ী।
প্রেম জ্যোৎস্না ঝলমল কোটীন্দু বিজয়ী॥
বলয়া নূপুর মণি কিঙ্কিণীর বোল।
মধ্যে মধ্যে সুমিলিত মুরলী উজোর॥
রাজ হাট মাঝে যে পতাকা শশধরে।
কোকিলা কোটাল হইয়া জাগায় কামেরে॥

রাসহাট গোপিকার পসরা যৌবন।
গ্রাহক তাহাতে ভেল মদন মোহন॥ *
কোন গোপী কৃষ্ণ সঙ্গে গায় উচ্চৈঃস্বরে।
সাধুবাদ দেন কৃষ্ণ আপনে তাহারে॥
কোন গোপী রাস হাটে শ্রমযুত হইয়া।
আবেশে কৃষ্ণের অঙ্গে পড়ে আউলাইয়া॥
তাহারে ধরিয়া কৃষ্ণ দেন আলিঙ্গন।
গোবিন্দ দাস তাতে আনন্দিত মন॥

কল্যাণ বেহাগ—জপতাল।

নীরজনয়নী লইল বীণ,
সকল গুণক অতি প্রবীণ
মধুর মধুর বাওই তান
মদন-মোহন-মোহিনী।
ঝঙ্কৃত ঝঙ্কৃত ঝনন ঝঙ্ক
চলত অঙ্গুলি লোলত অঙ্গ
কুটিল নয়নে করত ভঙ্গ
ভাও-ভঙ্গী শোহিনী॥

* তুলনা করুন লোচন দাসের চৈতন্য মঙ্গল, অন্ত্যলীলা।

লালিতা ললিত ধরত তাল
মোহিত মনমোহন লাল
কহতহি অতি ভালি ভাল
রাধাগুণশালিনী ।
তরুণীগণ এক ভেলি
সকল যন্ত্র করত মেলি
মুরলী খুরলী দেওত শান
চমকি রাগ মালিনী ॥
মত্ত কোকিল গাওয়ে মধুর
অলিকুল তহি অতি সুস্বর
মুরলী ধনি ঘন গরজনি
নাচত ময়ূর মাতিয়া ।
বৃন্দাবন সুখদ ধাম
তহি বিহরই রাই শ্যাম
তরুণীগণ বিমল বদন
গায়ত কত ভাতিয়া ॥
ফূলি অনিল বহই ধীর
ফূলি চলত যমুনা নীর
ফূলি কানন ফূলি মদন
ফূলি বয়নি শোহিনী ।

ললিতা কহত মধুর বাত
কানু নাচত রাই সাথ
অঙ্গ-ভঙ্গ সরস রঙ্গি
কহত শেখর তুহিনী[১] ॥

বেহাগ—জপতাল।

নাচত ঘন নন্দ লাল রসবতী করি সঙ্গে।
রবাব খমক পিণাক বীণা বাজত কত রঙ্গে ॥
কোই গায়ত কোই নাচত কোই ধরত তাল।
সখিগণ মেলি নাচিছে গায়িছে মোহিত নন্দ লাল।
শুক নাচিছে সারি নাচিছে বসিয়া তরুর ডালে।
কপোত কপোতী নাচিছে গাইছে নব নব ঘন তালে ॥
ব্রহ্মা নাচিছে সাবিত্রী সহিতে পুলকে পুরিত অঙ্গ।
বৃষভ উপরে মহেশ নাচিছে পার্ব্বতী করি সঙ্গ ॥
কূর্ম্ম সহিতে পৃথিবী নাচিছে বলিছে ভালিরে ভালি।
গোবর্দ্ধন গিরি আনন্দে নাচিছে যার তটে রাস কেলি ॥

১। তোষিণী ?

যমুনা নাচিছে তরঙ্গের ছলে নাচিছে মকর মীনে।
এ যদুনন্দন হেরিয়ে মোহন যুগল উজ্জ্বল গানে॥

শঙ্করাভরণ— একতালা।

বাজত তাল রবাব পাখোয়াজ
নাচত যুগল কিশোর।
অঙ্গ হেলাহেলি নয়ন ঢুলাঢুলি
দুহুঁ মুখ দুহুঁ হেরি ভোর॥
চৌদিগে সখি মেলি গাওত বাওত
করহি করহি কর জোড়।
নব ঘন পরে জনু তড়িত-লতাবলি
দুহুঁ রূপ অতিহুঁ উজোর॥
বীণা উপাঙ্গ মুরজ স্বর মণ্ডল
বাজত থোর হি থোর।
অনন্ত দাস পহু রাই মুখ নিরখই
যৈছন চাঁদ চকোর॥

পুনশ্চ রাসলীলা

শ্রীগৌরচন্দ্র

বেহাগ—জপতাল।

দেখত বেকত[১] গোরচন্দ,
বেঢ়ল ভকত নখতবৃন্দ,[২]
অখিল ভুবন উজোরকারি,
কুন্দ কনক কাঁতিয়া।
অগতি-পতিত-কুমুদ-বন্ধু[৩],
হেরি উছলল রসক সিন্ধু[৪],

১। ব্যক্ত, প্রকট

২। গৌররূপ চাঁদকে অসংখ্য ভক্তরূপ নক্ষত্র ঘেরিয়া রহিয়াছে।

৩। (চাঁদ বলিলাম কেন?) রাত্রিতে চাঁদ উঠিলে যেমন কুমুদ বিকসিত হয়, সেইরূপ অগতি ও পতিত জনার শান্তি ও আশার স্থল এই গৌরসুন্দরের উদয়।

৪। (আরও দেখ) চাঁদ উঠিলে যেমন সমুদ্র উদ্বেল হইয়া উঠে, রসিক জনগণের মানসসিন্ধু এই গৌরচন্দ্রের উদয়ে সেইরূপ উথলিয়া উঠে।

হৃদয়-কুহর-তিমির হারি[১],
উদিত দিনহিঁ রাতিয়া[২] ॥
সহজে সুন্দর মধুর দেহ,
আনন্দে আনন্দে না বাঁধে থেহ[৩],
ঢুলি ঢুলি ঢুলি চলত খেলত
মত্ত করিবর ভাতিয়া।
নটন ঘটন ভৈগেল ভোর
মুকুন্দমাধব-গোবিন্দ বোল,
রোয়ত হসত ধরণী-খসত
শোহত পুলক পাঁতিয়া[৪] ॥
মহিম মহিমা[৫] কো করু ওর,
নিজ পর ধরি করত কোর,[৬]

১। (কিন্তু এ চাঁদের বৈশিষ্ট্য আছে) গগনের চাঁদ গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার অন্ধকার নাশ করিতে পারে না; কিন্তু গৌরচন্দ্র হৃদয়ের নিভৃততম অন্ধকারময় গুহায় প্রবেশ করিয়া তাহা উজ্জ্বল করে।

২। (আরও বৈশিষ্ট্য এই যে) গগনের চাঁদ রাত্রিতে উদিত হয় মাত্র, তাহাও আবার শুক্ল কৃষ্ণপক্ষে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে। কিন্তু অখিল ভুবনের তমোনাশকারী গৌরচন্দ্রের দিনে ও রাত্রিতে সমান উদয়।

৩। স্থৈর্য্য

৪। পুলক অর্থাৎ রোমাঞ্চের পঙক্তি শোভা পাইতেছে।

৫। অসীম মহিমা—পাঠান্তর।

৬। আত্মীয় ও পর ভেদ নাই, সকলকেই কোল দিতেছেন।

প্রেম অমিয়া হরখি বরখি[১]

তরখিত মহি মাতিয়া[২]।

ওরসে উত্তম অধম ভাস,[৩]

বঞ্চিত একলি গোবিন্দ দাস,

কো জানে কিক্ষণে কোন গড়ল

কাঠ-কঠিন ছাতিয়া ॥

বেলোয়ার—ডাঁশপাহিড়া।

পরম মধুর মৃদু মুরলী বোলায়ত

অধর-সুধা-ধরে ধরিয়া।

ধ্বনি শুনি ধরণী ধরল কুল কামিনী[৪]

চণ্ডক পড়িল ব্রজ ভরিয়া ॥

১। প্রেমরূপ অমৃত আনন্দে (হর্ষে) বর্ষণ করিতেছেন।

২। তৃষিত পৃথিবীকে মাতাইয়া।

৩। সেই প্রেম রূপ অমৃত রসে উত্তম ও অধম সকলেই ভাসিল।

৪। কুলরমণীগণ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে লুটাইল।

নীপ নিকটে নব রঙ্গিয়া।
পদের উপরে পদ, তরুমূলে শ্যামচাঁদ,
লীলা ললিত তিরিভঙ্গিয়া ॥ ধ্রু ॥
পঞ্চানন চতু- রানন নারদ
ধ্বনি শুনি সুরপতি ধন্দে।
ফলে ফুলে ভরল সকল বৃন্দাবন
তরু সঞে ঝরে মকরন্দে[১] ॥
শুনিয়া মুরলীগান মুনিগণে ভুলে ধ্যান
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র মূরছায়।
রায় শেখর বলে বাঁশী শুনে কেনা ভুলে
কুলবতী বাঁচিবে কি তায় ॥

বেলোয়ার—মধ্যম ডাঁসপাহিড়া।

নব যৌবনি ধনি, জগজিনি লাবণি,
মোহিনী বেশ বনায়'ল তাই[২]।
মনমথ-চীত, ভীত নাহি মানত,[৩]
কুঞ্জ-রাজ পর সাজলি রাই ॥

১। বৃক্ষসকল হইতে মকরন্দ অর্থাৎ মধু ঝরিয়া পড়িতেছে।

২। শ্রীমতী স্বভাবতঃই ত্রিভুবন বিজয়ী রূপশালিনী, তাহাতে আবার মোহিনীবেশে সজ্জিতা হইলেন।

৩। মন্মথের চিত্ত সহজে ভীত হয় না, আজ কুঞ্জাধিপের জন্য যে সাজ করিলেন তাহাতে যেন অভিপ্রায় এইরূপ যে মন্মথকে আজ শিক্ষা দিব।

চলিল নিকুঞ্জে কুঞ্জরবরগামিনী।

যুবতী যূথ মেলি গায়ত বায়ত

চলত চিত্রপদ বিদগধ রমণী[1] ॥ ধ্রু ॥

হেরইতে শ্যাম সুরত-রণপণ্ডিত

হাসি মদন মদে মাতলি বালা[2]।

রতিরণ বীর ধীর সহচরী মেলি

বরিখত নয়নে কুসুম-শরজালা[3] ॥

নয়ানে নয়ানে বাণ, ভুজে ভুজে সন্ধান,

তনু তনু পরশে নাহিক জয় ভঙ্গ[4]।

গোবিন্দ দাস চিতে অব নাহি সমুঝল

বাজত কিঙ্কিনী কোন তরঙ্গ ॥ *

১। রসিকা শিরোমণি সুন্দর পদ-ক্ষেপে অর্থাৎ নৃত্যভঙ্গীতে চলিলেন।

২। রতিরণ-পণ্ডিত (অতএব যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী) শ্যামসুন্দরকে দূর হইতে দেখিয়া শ্রীমতীও ঐরূপ রণরঙ্গে মাতিয়া হাসিলেন।

৩। রতিরণবীর শ্যামসুন্দর এবং ধীর সখীগণ মিলিয়া প্রথমতঃ নয়নে নয়নে ফুলশরসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

৪। কোন পক্ষেরই জয় বা পরাজয় নাই।

* এইটি রাসের পদ বলিয়া বোধ হয় না। নৃত্যগীতবাদ্যসহকারে অভিসার রাসে দেখা যায় না। ইহা বসন্ত অভিসারের পদ হইতে পারে।

বেহাগ—ঝপতাল।

দেখরি সখি শ্যামচন্দ্র
ইন্দুবদনী রাধিকা।
ইন্দুবদনী চন্দ্রবদনী
শ্যামমোহিনী রাধিকা॥
বিবিধ যন্ত্র, যুবতীবৃন্দ,
গাওয়ে রাগ মালিকা॥
মন্দ পবন, কুঞ্জ ভবন,
কুসুম গন্ধ মাধুরী[১]।
মদন-রাগ, নব সমাজ,
ভ্রমরা ভ্রমরী চাতুরী[২]॥
তরল তাল, গতি দুলাল,
নাচে নটিনী নটন শূর[৩]।

১। কুঞ্জ-বাটিকায় মৃদু-মন্দ পবন প্রবাহিত হইতেছে; মধুর ফুলগন্ধে দিক আমোদিত করিয়াছে।

২। (বৃন্দাবনে আজ) মদনরাজের যেন নূতন রাজ্য বসিয়াছে; ভ্রমর ভ্রমরীকুল ফুলগন্ধে মাতিয়া যেমন ফুলে ফুলে নাচিয়া বেড়াইতেছে, তেমনি ব্রজযুবতীগণ ও রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ আজ রাসমণ্ডলে নাচিয়া নাচিয়া ক্রীড়া করিতেছেন।

৩। লঘু তালে আজ নৃত্যগতিও বড় মনোরম; নৃত্যপণ্ডিতা ব্রজ-ললনাগণ আজ নৃত্যকলাকুশল শ্রীকৃষ্ণের সহিত নৃত্য করিতেছেন।

প্রাণনাথ, করত হাথ,
রাই তাহে অধিক পূর[1] ॥
অঙ্গে অঙ্গে পরশে ভোর
কেহ রহত কাহুক কোর।
জ্ঞানদাস, ভণত রাস,
যৈছে জলদে বিজুরি জোর[2] ॥

কানাড়া মিশ্র জপতাল—মধ্যম ধামালি।

ও মে র চাঁদবদনী নাচত দেখি।
তা ত্তা থৈয়া থৈয়া তিনি খিটি তিনি খিটি ঝা ॥
না হবে ভূষণের ধ্বনি না নড়িবে চীর।
দ্রুতগতি চরণে না বাজিবে মঞ্জীর ॥
বিষম বিকট তালে বাজাইব বাঁশী।
ধনু অঙ্কের মাঝে নাচ জানিব প্রেয়সী ॥
হারিলে তোমার নিব বেশর কাঁচলি।
জিনিলে তোমারে দিব মোহন মুরলী ॥

১। প্রত্যেকে নাচিতে নাচিতে শ্রীকৃষ্ণকে অধিকার করিতে ব্যস্ত; কিন্তু সে বিষয়ে শ্রীমতীই সর্ব্বাপেক্ষা নিপুণা।

২। মেঘ ও বিদ্যুতে মিলাইয়া (নিপুণ মালি) যেন মালা গাঁথিয়াছে (রাসচক্র)।

যেমন বলেন শ্যামনাগর তেমনি নাচেন রাই।
মুরলী লুকান শ্যাম চারিপানে চাই ॥
সভাই বলে রাইয়ের জয় শ্যাম তুমি ত হারিলে
দুখিনি কহয়ে গোপীমণ্ডলী হাসালে ॥

কানড়া মিশ্র শ্রীরাগ—মধ্যম ধামালী।

শ্যাম তোমাকে নাচিতে হবে।
ঝেন্না ঝেনা খেটা থোর লাগ ঝিনি ঝা ॥
না নড়িবে গণ্ডমুণ্ড নুপুরের কড়াই।
না নড়িবে বনমালা বুঝিব বড়াই ॥
না নড়িবে ক্ষুদ্র ঘন্টি শ্রবণের কুণ্ডল।
না নড়িবে নাসার মোতি নয়নের পল ॥
ললিতা বাজায় বীণা বিশাখা মৃদঙ্গ।
সুচিত্রা বায় সপ্তস্বরা রাই দেখে রঙ্গ ॥
তুঙ্গ বিদ্যা কপিলাস তম্বুরা রঙ্গদেবী।
ইন্দুরেখা পিণাক বায় মন্দিরা সুদেবী ॥
উদ্ভট্ট তালেতে যদি হার বনমালী।
ধড়াচূড়া কেড়ে নিব দিব করতালি ॥
যদি জিন রাইকে দিব আমরা হব দাসী।
নইলে কারাগারে থোব দুখিনি শুনি হাসি ॥

বেহাগ খাম্বাজ—একতালা।

নাচত নটবর কান।
বিধুমুখি ফিরি ফিরি হেরত বয়ান॥ ধ্রু॥
বাজত কত কত যন্ত্র রসাল।
গায়ত সহচরী দেয়ত তাল॥
চৌদিগে বেঢ়ল নটিনী সমাজ।
তার মাঝে শোভিত ভেল নটবররাজ॥
পদতলে তাল ধরণীপর ধারি।
নাচত সঙ্গে নিশঙ্ক মুরারি॥
হাঁসি ললিতা করে লইল ডম্ফ।
বিকট তাল তব করল আরম্ভ॥
হাসি কমলমুখী কহে শুন কান।
ইথে পর পদগতি করহ সন্ধান॥
মাতি মদন মদে মদন গোপাল।
বিকট তাল পর নাচত ভাল॥
রিঝি[১] দেয়ল ধনি নিজ মোতিমাল।
সুখ ভরে শেখর কহে ভালি ভাল॥

১। আনন্দিত হইয়া

কানাড়া মিশ্র শ্রীরাগ—একতালা।

হেদে হেইহে নাগরচাঁদা ভাল নাচিছ আপন রঙ্গে।
বারেক নাচহ দেখি আমাদের সঙ্গে॥
মদন মোহন বর নাটুয়া সে তুমি।
তোমার সমান নট না দেখিয়ে আমি॥
মোর সঙ্গে নাচ দেখি করি এক সায়।
নাচিতে নূপুর যেন না বাজিবে পায়॥
কটির কিঙ্কিনী যেন সুমধুর বাজে।
নটিনী সমাজে যেন না পাই হে লাজে॥
শির না নাচাইবি কুণ্ডল নটবি।
গণ্ড বিকাশবি হাস না করবি॥
নাশা-শ্বাসে নাচায়বি মোতি।
তহি দেখায়বি দশনক পাঁতি॥
চপল চপল করি মোহে না হেরবি।
ভ্রুভঙ্গিম করি ধ্রুবপাদ ধরবি॥
চূড়াচারু শিখণ্ডক পাঁতি।
নটনে দেখায়বি বিবিধক ভাঁতি॥
মঝু কটি কিঙ্কিণী-কঙ্কণ তালে।
তহি মিশায়বি মুরলীক গানে॥

এতহুঁ নটন যব দেখব তোর।
নটিনী সমাজে যশ ঘোষব মোর॥
তব হাম নটিনী তুহুঁ নটরাজ।
ঐছন শুনইতে নটবর সাজ[১]॥
নাচত অঙ্ক-বন্ধ করি রাই।
মাধবী সঙ্গে মাধব বলি[২] যাই॥

মিশ্রবেহাগ—জপতাল।

রাধাশ্যাম নাচে ধনু অঙ্ক পাতিয়া।
জলধর শ্যাম, একি অনুপাম,
থির বিজুরি বামে রাখিয়া॥ ধ্রু॥
থুঙ্গু-থুঙ্গু থুঙ্গু তা অঙ্গ ভঙ্গে চলে পা
নখমণি ঝলমলিয়া।
মঞ্জীর মূক এ বড়ি কৌতুক
কিঙ্কিণী কিনি কিনিয়া॥
নাচে যদুবীর শির করি থির
কুণ্ডল মৃদু দোলনিয়া।
মাধব গানে সুর কুল বাখানে
মুনি জনার মন মোহনিয়া॥

১। ঐ কথা শুনিয়া নৃত্যকলা-দক্ষ নাচিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

২। বলিহারি।

অংসে অংসে দুহুঁ বিনিহিত বাহু
হাস দামিনী দমনিয়া।
অঙ্গ ভঙ্গি করি, নাচে রাসবিহারী,
গোবিন্দদাস হেরি মাতিয়া ॥

মল্লার—একতালা।

শ্যাম রাস-রস-রঙ্গিয়া।
নব যুবরাজ যুবতী সঙ্গিয়া ॥ ধ্রু ॥
চঞ্চল-গতি চরণে চলত,
সঙ্গীত সুরঙ্গিয়া।
নাচে মনোহর গতি অঙ্গ ভঙ্গিয়া ॥
বীণ অধিক, বিবিধ যন্ত্র,
বাওয়ে উপাঙ্গিয়া।
মধুর তা তা, থৈ থৈ থৈ,
বোলত মৃদঙ্গিয়া ॥
কানু লপত, সুর মোহন,
লাল মঞ্জির মান রি।
রুচির তা তা, থৈয়া থৈয়া থৈয়া
গাওত সুর তান রি ॥

বৃষভানু-নন্দিনী, কিশোরী গোরী,
গাওত অনুপাম রি।
শিবরাম আনন্দে, নাহিক ওর,
হেরত রাসধাম রি॥

যথারাগ।

কাননে নটিনী নটন দুহেঁ মিলি।
অতিশয় শ্রম যুত দুহুঁ ভৈগেলি॥
দুহুঁ জন বৈঠল মণিময় নিকুঞ্জে।
কুসুম শেজ-পর আনন্দ পুঞ্জে॥
চামর ব্যজন কেহু দুহুঁজন অঙ্গে।
কোই তাম্বুল দেই প্রেম তরঙ্গে॥
কত কত কৌতুক হাস পরিহাস।
নিরখই আনন্দে উদ্ধব দাস॥

পুনশ্চ রাসলীলা।

শ্রীগৌরচন্দ্র।

মায়ূর—তেওট।

দেখ দেখ গোরানট-রঙ্গ।
কীর্ত্তন মঙ্গল, মহারাস মণ্ডল,
উপজিল পুরব প্রসঙ্গ॥

নাচে পহুঁ নিত্যানন্দ, ঠাকুর অদ্বৈতচন্দ্র,
শ্রীনিবাস মুকুন্দ মুরারি।
রামানন্দ বক্রেশ্বর, আর যত সহচর,
প্রেম-সিন্ধু আনন্দ-লহরী ॥
তা তা থৈ থৈ, মৃদঙ্গ বাজই,
ঝনর ঝনর করতাল।
তন তন তাম্বুর, বীণা সুমধুর,
বাজত যন্ত্র রসাল ॥
ঠাকুর পণ্ডিত গায়, গোবিন্দ আনন্দে বায়,
নাচে গোরা গদাধর সঙ্গে।
দৃমিকি দৃমিকি থৈয়া, তা থৈয়া তা থৈয়া থৈয়া,
বাজত মোহন মৃদঙ্গ ॥
কীর্ত্তন মণ্ডল, শোভা অপরূপ ভেল,
চৌদিগে ভকত করু গান।
তীরে তীরে শোভন, শ্রীবৃন্দাবন,
জাহ্নবী শ্রীযমুনা ভান ॥
পুরবক লালস, বিলাস রাসরস,
সোই সব সখীগণ সঙ্গ।
এ কবি শেখর, হোয়ল ফাঁপর,
না বুঝিয়া গৌরাঙ্গ রঙ্গ ॥

ধানশী—জপতাল।

শারদ পূর্ণিমা নিরমল রাতি
উজোর সকলবন।
মল্লিকা মালতী, বিকশিত তথি,
মাতল ভ্রমরাগণ॥
তরুকুল ডাল, ফুল ভরি ভাল,
সৌরভে পূরিল তায়।
দেখিয়া সে শোভা, জগমন-লোভা,
ভুলল নাগর রায়॥
নিধুবনে আছে, রতন বেদিকা,
মণি-মাণিকেতে বাঁধা।
ফটিকের তরু, শোভিয়াছে চারু,
তাহাতে হীরার ছান্দা॥
চারি পাশে সাজে, প্রবাল মুকুতা,
গাঁথনি মাঠনি কত।
তাহাতে বেড়িয়া, কুঞ্জ-কুটীর
নিরমাণ শত শত॥

নেতের পতকা, উড়িছে উপ'র,
কি তার কহিব শোভা।
অতি রম্যস্থল, বেদ অগোচর,
কি কহিব তার আভা॥
মাণিকের ঘটা, কিরণের ছটা,
এমতি মণ্ডপ ঘর।
চণ্ডীদাস বলে, অতি অপরূপ,
নাহিক যাহার পর॥

বেহাগ—জপতাল।

রমণীমোহন, বিলসিতে মন,
হইল মরমে পুনি।
গিয়া বৃন্দাবনে, বসিলা যতনে,
রমিতে বরজ-ধনী॥
মধুর মুরলী, পুরে বনমালী,
রাধা রাধা করি গান।
একাকী গভীর, বনের ভিতর,
বাজায় কতেক তান॥

অমিয়া ছিনি, বাজিছে সঘনে,
মধুর মুরলী গীত।
অবিচল কুল, রমণী সকল,
শুনিয়া হরল চিত॥
শ্রবণে যাইয়া, রহিল পশিয়া,
বেকতে বাজিছে বাঁশী।
আইস আইস বলি, ডাকয়ে মুরলী,
যেন ভেল সুখরাশি॥
আনন্দে অবশ, পুলক মানস,
সুকুমারী ধনি রাধে।
গৃহ-ধর্ম্ম যত, হইল বিসরিত,
সকল করিল বাধে॥
রাইয়ের অগ্রেতে, যতেক রমণী,
কহয়ে মধুর বাণী।
ওই ওই শুন, কিবা বাজে তান,
কেমন করয়ে প্রাণী॥
সহিতে না পারি, মুরলীর ধ্বনি,
পশিল হিয়ার মাঝে।
বরজ তরুণী, হইল বাউরী,
হরিল কুলের লাজে॥

কেহ পতি সনে, আছিল শয়নে,
ত্যজিয়া তাহার সঙ্গ।
কেহ বা আছিল, সখীর সহিত,
কহিতে রভস রঙ্গ ॥
কেহ বা আছিল, দুগ্ধ আবর্ত্তনে,
চুলাতে রাখি বেসালি।
ত্যজি আবর্ত্তন, হই আনমন,
ঐছনে সে গেল চলি ॥
কেহ শিশু লইয়া, কোলেতে করিয়া,
দুগ্ধ করায়ে পান।
শিশু ফেলি ভূমে, চলি গেল ভ্রমে,
শুনি মুরলীর গান ॥
কেহ বা আছিল, শয়ন করিয়া,
নয়নে আছিল নিদ।
যেন কেহো আসি চোরাই লইল,
নয়নে কাটিয়া সিঁধ ॥
কেহো বা আছিল, রন্ধন করিতে,
তেমতি চলিয়া গেল।
কৃষ্ণ মুখী হইয়া, মুরলী শুনিয়া,
সব বিসরিত ভেল ॥

সকল রমণী, ধাইল অমনি,
কেহো কাহো নাহি মানে।
যমুনার কূলে, কদম্বের মূলে,
মিলল শ্যামের সনে॥
ব্রজনারীগণ, দেখিয়া তখন,
হাসিয়া নাগর রায়।
রাসবিলসন, করিল রচন,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে গায়॥

কেদার—মধ্যম দশকুশী।

ব্রজরমণীগণ, হেরি হরষিত মন,
নাগর নটবর-রাজ।
নটন বিলাস, উলাসহি নিমগন,
চৌদিগে রমণী সমাজ॥
যুথে যুথে মিলি করে কর ধরাধরি
মণ্ডলী রচিয়া সুঠান।
বাজত বীণ উপাঙ্গ পাখোয়াজ
মাঝহি রাধা কান॥

শারদ সুধাকর গগনহিঁ নিরমল
কাননে কুসুম বিকাশ।
কোকিল ভ্রমর গাওয়ে অতি সুস্বর
অমল কমল পরকাশ॥
হেরি হেরি ফিরি ফিরি বাহু ধরাধরি
নাচত রঙ্গিনী মিলি।
জ্ঞানদাস কহে নাগর রসময়
করে কত কৌতুক কেলি॥

বিহাগড়া—ঢুঠুকী।

নাগর ঢেরে ঢেরে হেরই রাই বয়ান॥ ধ্রু॥
যূথে যূথে গোপী লইয়া যশোদা-নন্দন।
রাস-ক্রীড়া বৃন্দাবনে কৈলা আরম্ভন॥
হস্তক বন্ধনে গোপী করিয়া মণ্ডলী।
মধ্যে মধ্যে যশোদা-নন্দন বনমালী
যোগমায়া আশ্রয় করিয়া নটবর।
দুই দুই নাগরী মধ্যে এক এক নাগর॥
গোপীকার কাঁধে বাহু হেলি কুতূহলে।
আমার নিকটে কৃষ্ণ সব গোপী বলে॥

যূথে যূথে রমণী বিহরে বনমালী।
রাসরস মহোৎসবে গোপীর মণ্ডলী ॥
হেমমণি আভরণ যত রূপবতী।
মধ্যে মধ্যে মরকত শ্যাম যদুপতি ॥
কিবা সে মণ্ডলী শোভা গোপিনী গোপাল।
মরকত গাঁথা জনু হেমমণি-মাল ॥
কোন গোপী নাচে গায় করে ধরে তাল।
মধ্যে মধ্যে নৃত্য করে যশোদা-গোপাল ॥
অন্তরীক্ষে দেবগণ চড়িয়া বিমানে।
রাসলীলা দেখে সবে সঙ্গে নারীগণে ॥
ব্রজাঙ্গনা সঙ্গে রঙ্গে রসিক মুরারী।
স্বর্গেতে ‍দুন্দভি বাজে নাচে বিদ্যাধরী ॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর গীত গায় উচ্চ স্বরে।
পুষ্পবৃষ্টি দেবগণ করিয়ে সাদরে ॥
অঙ্গ ভঙ্গ মন্দ হাস্য অঙ্গ বিলোকনে।
নৃত্যগীত পুলকিত অঙ্গ গোপীগণে ॥
শ্যাম নটবর সঙ্গে কলাবতীর ঘটা।
নব-জলধরে জনু বিদ্যুতের ছটা ॥
বলয়া নূপুর মণি বাজয়ে কিঙ্কিনী।
রাসরসে রতি-রণে কি মধুর শুনি ॥

করয়ে নর্ত্তক রাস হরিষে মুরারি।
গোবিন্দ সহিতে নাচে গোপের সুন্দরী॥
কোন গোপী কৃষ্ণ সঙ্গে গায় উচ্চস্বরে।
সাধুবাদ দেন তারে শ্যাম নটবরে॥
কোন গোপী রাসরসে শ্রমযুত হৈয়া।
আবেশে কৃষ্ণের অঙ্গে পড়ে আউলাইয়া॥
তাহারে ধরিয়া কৃষ্ণ দেন আলিঙ্গন।
গোবিন্দদাস তাহে আনন্দিত মন॥

কেদার—মধ্যম একতালা।

একে সে মোহন যমুনার কূল,
আরে সে কেলি কদম্বমূল,
আরে সে বিবিধ ফুটল ফুল,
আরে সে শারদ যামিনী।
ভ্রমরা ভ্রমরী করত রাব,
পিক কুহু কুহু করত গাব,
সঙ্গিনী রঙ্গিনী মধুর বোলনী,
বিবিধ রাগ গায়নী॥

বয়েস কিশোর মোহন ঠাম,
নিরখি মূরছি পড়ত কাম,
সজল-জলদ-শ্যাম-ধাম,
পিয়ল-বসন-দামিনী।
শাঙল ধবল কালিম গোরী,
বিবিধ বসন বনি কিশোরী,
নাচত গাওত রস বিভোরি,
সবহুঁ বরজ কামিনী।
বীণা কপিনাশ পিনাক ভাল,
সপ্ত-সুর বাজত তাল,
এ স্বর মণ্ডল মন্দিরা ডম্ফ,
মেলি কতহুঁ গায়নী॥
নূপুর ঘুঙ্গুর মধুর বোল,
ঝনন নন নটন লোল,
হাসি হাসি কেহু করত কোল,
ভালি ভালি বোলনী।
বলরাম দাস পঢ়ত তাল,
গাওত মধুর অতি রসাল,
শুনত ভুলত জগত উমত,
হৃদয় পুতলি দোলনি॥

বেলোয়ার—মধ্যম একতালা।

কালিন্দী তীর, সুধীর সমীরণ,
কুন্দ কুমুদ অরবিন্দ বিকাশ।
নাচত মোর ভোর মত্ত মধুকর,
শুক সারিক পিকু পঞ্চম ভাষ।
মধুবনে নিধুবন মুগধ মুরারি।
মুগধ গোপ বধূ, অধিক লাখ সঙ্গে,
রঙ্গে বিহরে বৃখভানু কুমারী॥ ধ্রু॥
নাচত নটিনী, গাওয়ে নট শেখর,
গাওত নটিনী নাচে নটরাজ।
শ্যামরু গোরী, গোরী সঙ্গে শ্যামরু,
নব জলধরে যৈছে বিজুরি বিরাজ॥
হেরি হেরি অপরূপ, রাস-কলারস,
মনমথে লাগল মনমথ ধন্দ[১]।
ভুলল গগনে, সগণে রজনীকর,
চৌদিগে ফারত দীপধারী ছন্দ[২]॥

১। মন্মথের সন্দেহ হইল যে ইনিই (শ্রীকৃষ্ণ) মন্মথ।

২। গগনমণ্ডলে নক্ষত্রবৃন্দ সহ চন্দ্র মুগ্ধ হইলেন, দীপবর্ত্তিবহ যেমন সঙ্গে সঙ্গে গমন করে, তাঁহারাও যেন তেমনই করিতে লাগিলেন।

তারাগণ সঙ্গে তারাপতি হেরি,
লাজে লুকায়ল দিনমণি কাঁতি।
গোবিন্দদাস পহুঁ, জগমন-মোহন,
বিহরিতে ভেল কলপ সম রাতি[১] ॥

বেহাগ—কাওয়ালি।

রাস অবসানে অবশ ভেল অঙ্গ।
বৈঠল দুহুঁজন সখিগণ সঙ্গ ॥
শ্রম ভরে দুহুঁ অঙ্গে ঘাম বহি যায়।
কিঙ্করীগণ করু চামর বায় ॥
বৈঠল সবহুঁ যমুনা জল মাহ।
পানি সমরে দুহুঁ করু অবগাহ ॥
নাভি মগন জলে মণ্ডলী কেল।
দুহুঁ দুহুঁ মেলি করহ জল খেল ॥
কণ্ঠ মগন জলে করল পয়ান।
চুম্বই নাহ তব সবহুঁ বয়ান ॥

১। জগতের চিত্তহারী কৃষ্ণের বিলাসে সে নিশিতে সুখের সীমা ছিল না; তাই মনে হইল যেন রাত্রি এক কল্পের সমান দীর্ঘ হইয়াছে।

ছলে বলে কানু তব রাই লই গেল।
যো অভিলাষ করল দুহুঁ মেল ॥
জল সঞে উঠি তব মুছই শরীর।
জনু বিধু-মণ্ডিত যমুনাক তীর ॥
রাস বিলাস করি পানি-বিলাস।
দাস অনন্তক পূরল আশ ॥

কেদার—লোফা।

কেলি সমাধি, উঠল দুহুঁ তীর হি
বসন ভূষণ পরি অঙ্গ।
রতন মন্দির মাহা বৈঠল দুহুঁ জন
নাগর করু বন ভোজন রঙ্গ ॥
আনন্দে কো করু ওর।
বিবিধ মিঠাই ক্ষীর বহু বন ফল
ভুঞ্জই নন্দ কিশোর ॥ ধ্রু ॥
নাগর-শেষে লেই সব রঙ্গিণী
ভোজন করু রসপুঞ্জে।
ভোজন সমাধি তাম্বুল সভে খাওল
শূতলি নিজ নিজ কুঞ্জে ॥

ললিতানন্দন কুঞ্জ যমুনা তট
শূতলি যুগল কিশোর।
দাস নরোত্তম করত হি সেবন
অলস নয়ন হেরি ভোর॥

কামোদ—দশকুশী।

কুসুম আসন হেরি, বামে কিশোরী গোরী
বৈঠল কুঞ্জ কুটীরে।
চিবুকে দক্ষিণ কর, ধরি প্রিয় গিরিধর,
মুখানি নিছিয়া লেই শিরে॥
দেখ সখি অপরূপ ছাঁন্দে।
প্রেম জলধি মাঝে, ডুবল দুহুঁ জন,
মনমথ পড়ি গেল ফাঁন্দে॥
রতন পালঙ্ক পর, শেজ বিরাজিত,
শূতল যুগল কিশোর।
স্মের মধুর মুখ- পঙ্কজ মনোহর,
মরকত কাঞ্চন জোর॥

প্রিয় নর্ম্ম সহচরী, বীজন করে ধরি,
বীজই মারুত মন্দ।
শ্রমজল সকল, কলেবর শীটল,
হেরই পরম আনন্দ॥
নরোত্তম দাস, আশ পদ-পঙ্কজ,
সেবন মধুরিম পানে।
নিজ নিজ কুঞ্জে, নিন্দ গেও সখিগণ,
প্রিয়জনে সেবই বিধানে॥

যথারাগ।

অলসে হইল দুহুঁ ভোর।
রাই শুতল শ্যাম কোর॥
জলদ বিজুরি বিথারল।
তাহে কিয়ে চাঁদ উয়ল॥
তদুপরি যুগল খঞ্জন।
হেন বুঝি দুখানি নয়ন॥
ঘুম ঘোরে মৃদু মৃদু হাসে।
দন্তের লছিমা পরকাশে॥

সেই হইল জম্বু মণিহার।
হরি উরে করয়ে বিহার॥
চিবুকেতে মৃগমদ সাজে।
অলি যেন পদ্ম-মধু-লোভে॥
হরি দেখে তাহা হৈতে চায়।
কত কত করয়ে হিয়ায়॥
একে একে সব অঙ্গ দেখি।
চরণে পসারল আঁখি॥
সেই হই যেন দরপণ।
তাহে হেরে আপন বয়ান॥
অরুণ কমল কিয়ে মাঝে।
নীল কমল কিয়ে সাজে॥
শ্রীরূপমঞ্জরী দেখি হাসে।
এ যদু নন্দন রসে ভাসে॥

কেদার—জপতাল।

অলস অবস ভেল রসবতী রাই।
মদন মদালসে শূতলি তাই॥

কানু ঘুমায়ল কামিনী কোর।
চাঁদ আগোরী জনু রহল চকোর ॥

দুহুঁ শিরে দুহুঁ ভুজ বয়ানে বয়ানে।
উরু উরু লপটান নয়ানে নয়ানে ॥

ঘুমি রহল দুহুঁ কিশোরী কিশোর।
কেশ প্রবেশ নাহি তনু তনু জোড় ॥

সখিগণ নিজ নিজ কুঞ্জে পয়ান।
নিভৃত নিকেতনে করল শয়ান ॥

শ্রমজলে পুরল দুহুঁজন গা।
শেখর করতহি চামর বা ॥

বিহাগড়া—জপতাল।

দেখে যা গো শ্রীরূপ-মঞ্জরী।
শুতিয়াছে কিশোরা কিশোরী ॥

অধরে অধর দুহুঁ ধরি।
দেখ দোঁহার বিলাস মাধুরী ॥

রাই কুচ হিয়ার মাঝারে।
পশিয়াছে শ্যাম কলেবরে ॥

ভুজে ভুজ দোঁহে দুহুঁ বন্দী।
পবন পশিতে নাহি সন্ধি॥
তনু তনু দুহুঁ একাকারে।
কেবা তাহা ছাড়াইতে পারে॥
রাই অঙ্গে শ্যাম চাঁদের বাহু।
চাঁদে যেন গরাসিল রাহু॥
এক তনু ধরি যদি টানে।
দুহুঁ তনু চলে তার সনে॥
দেখে যা গো প্রাণের বিশাখা।
তমাল বেড়ি কনকের লতা॥
শ্রীগুণ-মঞ্জরী দেখি হাসে।
শ্রীরস-মঞ্জরী রসে ভাসে॥

শ্রীগৌরচন্দ্র।

তুড়ি—যোত সমতাল।

গোরা নাচে প্রেম বিনোদিয়া।
অখিল ভুবনপতি বিহরে নদিয়া॥
দিগবিদিগ নাহি জানে নাচিতে নাচিতে।
চাঁদমুখে হরি বলে কাঁদিতে কাঁদিতে॥

গোলকের প্রেমধন জীবে বিলাইয়া।
সংকীর্ত্তনে নাচে গোরা হরি বোল বলিয়া ॥
প্রেমে অঙ্গ ঢর ঢর মুখে মৃদু হাস।
এক মুখে কি কহব বলরাম দাস ॥

বেহাগ—ঝপতাল।

নাচত বৃষ-ভানু কিশোরী,
অঙ্গে অঙ্গে বাহু জোরি,
মেঘ উপরে যৈছে দামিনী,
ফিরত ঐছন ভাতিয়া।
তরু-তমালে শ্যামলাল,
মাঝে রহত ধরত তাল,
ভালি ভালি করত রহত,
গমন মন্থর পাঁতিয়া ॥
নূপুর বলয়া কঙ্কণ সাজ,
কন কন কন কিঙ্কিণী বাজ,
তালে রিঝত সুঘড়-শেখর,
ডুবল জলদ-কাঁতিয়া।

বসণ-ভূষণ কবরী-ভার,
খোলি পড়ত বার বার,
হাসত খসত কোই পড়ত,
রঙ্গিণী রঙ্গে মাতিয়া ॥

তাল মৃদঙ্গ ডম্ফ বাজ,
বীণা পাখোয়াজ মধুর গাজ,
আনন্দে মগন বৃষভানু-সুতা
সব সখীগণ সঙ্গিয়া।

রস-ভরে উহ ক্ষীণ-অঙ্গ,
রাই নাচত শ্যাম সঙ্গ,
মন্দ মন্দ হসত খসত,
কানু অঙ্গে অঙ্গিয়া ॥

কামোদ—একতালা।

কদম্ব-তরুর ডাল, ভূমে নামিয়াছে ভাল,
ফুল ফুটিয়াছে সারি সারি।
পরিমলে ভরল, সকল বৃন্দাবন,
কেলি করে ভ্রমরা ভ্রমরী ॥

রাই কানু বিলসই রঙ্গে।

কিয়ে দুহুঁ লাবণি, বৈদগধি ধনি ধনি,
মণিময় আভরণ অঙ্গে ॥ ধ্রু ॥

রাইর দক্ষিণ কর, ধরি প্রিয় গিরিধর,
মধুর মধুর চলি যায়।

আগে পাছে সখীগণ, করে ফুল বরিষণ,
কোন সখী চামর ঢুলায় ॥

পরাগে ধূসর স্থল, চন্দ্র-করে সুশীতল,
মণিময় বেদীর উপরে।

রাই কানু করে ধরি, নৃত্য করে ফিরি ফিরি
পরসে পুলক অঙ্গ ভরে ॥

মৃগমদ চন্দন, করে করি সখীগণ,
বরিখয়ে ফুলগন্ধরাজে।

শ্রম-জল বিন্দু বিন্দু, শোভে রাই মুখ-ইন্দু
অধরে মুরলী নাহি বাজে ॥

কুসুমিত বৃন্দাবন, কলপ-তরুর গণ,
পরাগে ভরল অলিকুল।

রতনে খচিত হেম, মন্দির সুন্দর যেন,
নরোত্তম মনোরথ পূর ॥

বেহাগ—জপতাল।

অতিশয় নটন, পরিশ্রম ভৈগেল,
ঘামে তিতল তনু-বাস।
নৃত্য সমাধি রাই শ্যাম বৈঠল
বরজরমণী চারু পাশ॥
আনকে কহনে না যায়।
চামর করে কোই বীজন বীজই
কোই বারি লেই ধায়॥ ধ্রু॥
চরণ পাখালই তাম্বুল জোগায়ই
কোই মুছায়ই ঘাম।
ঐছন দুহুঁ তনু শীতল করল জনু
কুবলয় চম্পক দাম[১]॥
আর সহচরিগণে বহুবিধ সেবনে
শ্রম-জল করলহি দূর।
আনন্দ-সায়রে দুহুঁ মুখ হেরইতে
উদ্ধবদাস হিয়া পূর॥

১। দুইজনের দেহ সুশীতল হইয়া নীল কমল এবং চম্পক মালার ন্যায় দেখাইতে লাগিল।

শ্রীরাগ মিশ্র বেহাগ—ছুটাতাল।

আজ রসে বাদর নিশি।
প্রেমে ভাসল সব বৃন্দাবনবাসী॥
শ্যাম-ঘন বরিখয়ে প্রেম-সুধা-ধার।
কোরে রঙ্গিনী রাধা বিজুরি সঞ্চার॥
ভাবে পিছল পথ গমন সুবঙ্ক।
মৃগমদ চন্দন কুঙ্কুমে ভেল পঙ্ক॥
দীগবিদিগ নাহি প্রেমের পাথার।
ডবল নরোত্তম না জানে সাঁতার॥

পুরবি বেহাগ—একতালা।

বড় অপরূপ দেখিলুঁ সজনি
নয়লি কুঞ্জের মাঝে।
ইন্দ্র-নীলমণি কনকে জড়িত
হিয়ার উপরে সাজে॥
কুসুম শয়নে মিলিত নয়নে
উলসিত অরবিন্দ।
শ্যাম সোহাগিনী কোরে ঘুমায়লি
চাঁদের উপর চন্দ॥

কুঞ্জ কুসুমিত সুধাকরে রঞ্জিত
তাহে পিককুল গান।
মরমে মদন বাণ দোঁহে দোহাঁ অগেয়ান
কো বিহি কৈল নিরমাণ॥
মন্দ মলয়জ পবন বহ মৃদু মৃদু
ও সুখ কো করু অন্ত।
সরবস ধন, দোঁহার দুহুঁ জন,
কহয়ে রায় বসন্ত॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

ধানশী—একতালা।

মঝুপদ দংশল মদন-ভুজঙ্গ[১]।
গরলহিঁ ভরল অবশ ভেল অঙ্গ॥
তুহুঁ যদি সুন্দরী করসি উপায়।
মুগধল জন তব জীবন পায়॥

১। মদন রূপ সর্পে আমার পায়ে কামড়াইয়াছে।

পহিলহিঁ ঝাড়বি দীঠি পসারি[১]।
করে কর-পঞ্জনে ভাব সম্ভারি[২] ॥
শ্রম-জল অঙ্গহিঁ করবি বিথার।
কুচযুগ কলসে করবি পানি-সার ॥
খর নখ-রঞ্জনী তুয়া নখ মানি ॥
ঝাড়বি নিরবিষ উর-পর হানি ॥
যতনে অধর ধরি অধর-রস দেবি।
অধরক দংশনে অধর-বিষ নেবি ॥
রজনী উজাগরি রহবি আগোরি।
গোবিন্দ দাস গুণ গাওব তোরি ॥

কামোদ—দশকুশী।

রতিরঙ্গ-উচিত শয়নহিঁ-নাগর,
যাচত বিপরিত কেলি।
অনুনয় কতহু, করয়ে জনি হসি হসি,
মুখহি মুখহি করি মেলি ॥

১। সাপে কামড়াইলে ওঝারা ঝাড়িয়া দেয়, গায়ে জল ঢালিয় দেয়, জল 'সার' করে, রাত্রিতে ঘুমাইতে দেয় না, (ঘুমাইলে বি প্রবল হইয়া উঠে), শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল ব্যবস্থা করিতে বলিতেছেন।

২। হস্তে হস্ত মর্দ্দন (পাঞ্জা কষিয়া?) করিয়া বোধ হ ভাব বুঝিয়া দেখিবার রীতি ছিল, বিষের ক্রিয়া স্থগিত হইয়াছে কি না।

শুনি হাসি শশিমুখী লাজহিঁ কুঞ্চিত,
অবনত করত বয়ান।
জীবইতে উপবাসী দারিদ যৈছন,
মাগয়ে ভোজন পান॥
দেখ দেখ বৈদগধি-রঙ্গ[1]।
কাম-কলা-গুরু, রসিক শিরোমণি,
না ছোড়ই সো রস ঢঙ্গ॥ ধ্রু॥
পাদ পরশি পুন, রাই মানাওয়ে,
নিজ সুখ বহুত জানাই।
ভণ রাধামোহন, তছু সুখে সুখী উহ,
অতয়ে সে হোত বাধাই[2]॥

গুর্জ্জরী—যৎ।

উদসল কুন্তল ভারা[3]।
মূরতি শিঙ্গার-লখিমি অবতারা[4]॥

১। রসকলার বৈচিত্র্য।

২। আনন্দের উৎসব।

৩। শ্রীমতীর কেশরাশি বিগলিত হইয়া পড়িয়াছে।

৪। সে মূর্ত্তি দেখিলে মনে হয় যেন শৃঙ্গার-শোভার অবতার। শৃঙ্গারলক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী স্বয়মবতীর্ণা (রাধামোহন ঠাকুরের টীকা)।

অতিশয় প্রেম-বিকারা।
কামিনী করত পুরুখ-বিহারা॥
ডোলত মোতিম হারা।
যামুন-জলে যৈছে দূধক ধারা॥
কুচ-কুম্ভ পালটল বয়না[১]।
রস-অমিয়া জনু ঢারল ময়না[২]॥
প্রিয়তম কর তহি দেবা[৩]।
সরসিজ মাহে জনু রহল চকেবা[৪]॥
কঙ্কণ কিঙ্কিনী বাজে।
জয় জয় ডিণ্ডিম মদন সমাজে॥
রসিক-শিরোমণি কান।
কবি-রঞ্জন রস ভাণ॥

১। কুচকলসের মুখ নিম্নদিকে ফিরানো।

২। মদন যেন কুচরূপ কলসে অমৃত-রস ঢালিতেছে।

৩। প্রিয়তমের করযুগল তাহাতে ক্রীড়া করিতেছে।

৪। তাহাতে মনে হইতেছে যেন রক্ত পদ্মের মধ্যে দুইটি চক্রবাক কেলি করিতেছে।

ভূপালী—মধ্যম দশকুশী।

বিগলিত চিকুর, মিলিত মুখ-মণ্ডল
চাঁদে বেঢ়ল ঘনমালা[১]।
মণিময়-কুণ্ডল, শ্রবণে দুলিত ভেল,
ঘামে তিলক বহি গেলা[২]॥
সুন্দরি ! তুয়া মুখ মঙ্গল-দাতা।
রতি-বিপরীত- সময়ে যদি রাখবি,
কি করব হরিহর ধাতা[৩]॥ ধ্রু॥
কিঙ্কিনী কিনি কিনি, কঙ্কণ কন কন,
কলরব নূপুর বাজে।
নিজ মদে মদন, পরাভব মানল,
জয় জয় ডিণ্ডিম বাজে॥

১ (শ্রীমতীর মুখখানি কিরূপ সুন্দর দেখাইতেছে, শ্রীকৃষ্ণ তাহাই বর্ণনা করিতেছেন।) কেশপাশ বিগলিত হইয়া মুখ-মণ্ডলের চারিদিকে পড়ায় মনে হইতেছে যেন মেঘমালায় চাঁদকে ঘেরিয়াছে।

২। তাহাতে আবার মণিময় কুণ্ডল কর্ণে দুলিতেছে, ঘামে তিলক ভাসিয়া যাইতেছে।

৩। সুন্দরি ! এ সময়ে তোমার ঐ মুখখানি অশেষ মঙ্গলের নিধান। কারণ এই বিপরীত রতিকালে তুমিই রক্ষা করিতে পার। হরিহর বা বিধাতা কেহই কিছু করিতে পারেন না।

তলে একু জঘন, সঘন রব করইতে,
হোয়ল সৈনক ভঙ্গ[১]।
বিদ্যাপতি পতি, ও রস গাহক,
যামুনে মীলল গঙ্গ-তরঙ্গ[২] ॥

বিহাগড়া—জপতাল।

গৌর দেহ, সুধারস সুবদনী,
শ্যামসুন্দর নাহ রে।
জলদ উপরে, তড়িত সঞ্চরু,
স্বরূপ ঐছন আহরে ॥
পিঠ পর ঘন, শ্যাম বেণী,
নিরখি ঐছন ভাণ রে।
(জনু) উজর হাটক পাট কর গহি,
লিখন লেখু পাঁচ-বাণ রে[৩] ॥

১। মদন নিজের গর্ব্ব খর্ব্ব হইল বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং তাঁহার সৈন্যসকল জঘনরবেই রণে ভঙ্গ দিল।

২। যমুনায় যেন গঙ্গার তরঙ্গ আসিয়া মিলিয়াছে।

৩। পৃষ্ঠের উপর কৃষ্ণকেশের বেণী লম্বিত রহিয়াছে, তাহাতে মনে হইতেছে যেন মদন উজ্জ্বল স্বর্ণপট্টের উপর আপনার পরাভব-সূচক লেখ লিখিয়াছে।

খণ ন থির রহু, সঘন সঞ্চরু,
মণিক মেখল-রাব রে।
ময়ন রায়, দোহাই কহ কহ
জঘন যশ রস গাব রে॥
রয়নী বরু অবসান মানিয়ে[১],
কেলি নহ অবসান রে॥
রসিক যদুপতি, রমণী রাধা,
সিংহ ভূপতি ভাণ রে॥

ধানশী—একতালা।

বদন সোহাগল শ্রমজল-বিন্দু।
মদন মোতি দেই পূজল ইন্দু[২]॥
প্রিয়-মুখ সমুখ চুম্বন ওজ[৩]।
চাঁদ অধোমুখে পিবই সরোজ॥

১। সুন্দর রাত্রি অবসান হইল।

২। ঘর্ম্মবিন্দু মুখমণ্ডলের শোভা বর্দ্ধন করিল; তাহাতে মনে হইল যেন মদন মোতির মালা দিয়া চাঁদকে পূজা করিয়াছে।

৩। ওজ—অব্জ (পদ্ম)?

রতি-বিপরীত বিলম্বিত হার।
কনক-লতা পরি দুধক ধার ॥
কিঙ্কিনী-শবদ নিতম্ব হি সাজ।
মদন-বিজয়ী রণ-বাজন বাজ ॥
বিগলিত চিকুর মাল ধরু অঙ্গ।
জনু যামুন-জলে গঙ্গ-তরঙ্গ ॥
সুকবি বিদ্যাপতি ইহ রস জান।
জলদে ঝাপিল জনু চপল সুঠান[১] ॥

মল্লার—তেওট।

রতি-অবসানে, বৈঠি শ্যামসুন্দর,
পোঁছয়ে নিজ করে ঘাম।
জনু দ্বিজরাজ, পূজই বর কোকনদে
পরাভব পাইয়া কাম[২] ॥
অপরূপ নাগর-প্রেম।
না জানিয়ে কি করব, যৈছন দারিদ,
পাইয়া ঘট ভরি হেম ॥ ধ্রু ॥

১। যেন সুন্দর বিদ্যুদ্দাম মেঘকে ঝাঁপিয়াছে।

২। যেন মদন পরাভব মানিয়া সুন্দর রক্তপদ্মে চন্দ্রকে পূজা করিলেন।

বীজনে মৃদুতর, পবন করই পুন,
চন্দন গাত লাগায়।
খপুর কপূর যত, পর্ণ সুশোভিত,[১]
মুখ ভরি প্রচুর যোগায়॥
ঐছন বহুবিধ, করিয়া সুসেবন,
পুন লেই কয়ল শয়ন।
কহ রাধামোহন, কব হব শুভদিন
যবহিঁ পায়ব দরশন॥

কেদার—জপতাল।

রাস জাগরণে, নিকুঞ্জ-ভবনে
আলুঞা আলস ভরে।
শুতলি কিশোরী, আপনা পাসরি,
পরাণ-নাথের কোরে॥
সখি! হের দেখসিয়া বা।
নিন্দ যায় ধনী, চাঁদ বদনী,
শ্যাম অঙ্গে দিয়া পা॥ ধ্রু॥

১। কর্পূর ও সুপারিযুক্ত পান।

নাগরের বাহু, করিয়া শিথান,
বিথান[1] বসনভূষা।
নিশাসে দুলিছে, নাসার বেশর,
হাসি খানি তাহে মিশা॥
পরিহাস করি, নিতে চাহে হরি,
সাহস না হয় মনে।
ধীরি করি বোল, না করিহ রোল,
দাস জগন্নাথ[2] ভণে॥

কেদার—ছুটা।

আলসে শুতল দোঁহে মদন শয়ানে।
উরে উর দোঁহে দোঁহার বয়ানে বয়ানে॥
দুহুঁক উপরে দোঁহে দুহুঁ শির রাখি।
কনয়া-জড়িত যেন মরকত কাঁতি॥
রতি রণে পণ্ডিত নাগর কান।
রতি রণে পরাভব ভেল পাঁচ-বাণ॥
স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু গায়।
নরোত্তম দাস করু চামরের বায়॥

১। বিক্ষিপ্ত
২। দ্বিজ চণ্ডীদাস—পাঠান্তর।

অলস নিদ্রা লীলা।

শ্রীগৌরচন্দ্র।

বিভাস—মধ্যম দশকুশী।

শেষ রজনি মাহা শূতল শচীসুত
ততহি ভাবে ভেল ভোর।
স্বপন জাগর কিয়ে তুঁহু নাহি সমুঝই,
নয়নহি আনন্দ লোর॥
অনুমানে বুঝহ রঙ্গ।
যৈছন গোকুল নায়ক কোরাহ,
নাঁয়রি শয়ন বিভঙ্গ॥ ধ্রু॥
বামচরণ ভুজ, পুন পুন আগোরই
যাতহি দক্ষিণ পাশ।
তৈছন বচন কহত পুন আঁখি মুদি,
বচন রসাল সহাস॥
যাকর ভাবহি প্রকট নন্দসুত
গৌর বরণ পরকাশ॥
সতত নবদ্বিপে সোই বিহারই,
কহ রাধামোহন দাস॥

কেদার বেহাগ—দশকুশী।

রতি অবসানে, শ্যাম হিয়ায়,
শূতলি শরদ ইন্দুমুখি বালা।
মরকত মদনে, কোই জনু পূজল,
দেই নব চম্পকমালা॥
শ্যাম বয়ানপর, বয়ান বিরাজই
হিয়াপর কুচ গিরি সাজে।
কনক কুম্ভ জনু, উলটি বৈসায়ল,
মদন মহোদধি মাঝে॥
জীবন তনু মন, ভুজে ভুজে বন্ধন,
অধরহি অধর মিশাল।
বেঢ়ল মৃণাল, হেম নীলমণি জনু,
বান্ধুলী-যুগ রসাল॥
ঘন সোদামিনী, দুকুলে দুকুলে জনু,
দুহু জন এক পটবাস।
চরণ বেঢ়ি চারু, অরুণ সরোরুহ,
মধুকর গোবিন্দ দাস॥

কেদার—ঝপতাল।

সুরত সমাপি, শুতল বর নাগর,
পাণি রহল কুচ আপি।
কনক শম্ভু যৈছে পূজকে পূজায়ল
নীল সরোরুহ ঝাঁপি॥
সখি হে মাধব কেলি-বিলাসে।
আরতি রতিরসে কোরে ঘুমায়ই,
পুন পুন সুরতক আশে[১]॥ ধ্রু॥
বদনে মীলই রহল মুখ মণ্ডল,
কমলে মিলই যৈছে চন্দা।
ভ্রমর চকোর দুহুঁ রভসে মিলায়ই,
পিবই অমিয় মকরন্দা॥
নিশি অবশেষে জাগি সব সখিগণ,
বিচ্ছেদ ভয়ে করু খেদ।
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস আরতি
দারুণ বিহি কৈল ভেদ॥

১। পাঠান্তর :—

সখি হে কেশব কেলি বিলাসে।
মালতি অলি রমি, নাহ আগোরল,
পুন রতি রঙ্গক আশে॥

তথা রাগ।

রতি রস অবশ, অলস অতি ঘুর্ণিত,[১]
শুতলি নিভৃত নিকুঞ্জে।
মধুলোভে ভ্রমর ভ্রমরীগণ ঝঙ্করু,
বিকসিত ফুলফলপুঞ্জে॥
বিনোদিনী মাধব কোর।
তমালে বেঢ়ল জনু, কনকলতাবলি,
দুহুঁরূপ অতিহুঁ উজোর॥ ধ্রু॥
ভুজে ভুজে ছন্দ, বন্ধ করি সুন্দরী,
শ্যামরু কোরে ঘুমায়।
অতি রসে আলস, দুহুঁ তনু ঢর ঢর,
প্রিয়সখী চামর ঢুলায়॥
সুবাসিত বারি, ঝারি ভরি রাখত,
মন্দিরে দুহুঁ জন পাশ।
মন্দির নিকটে, পদতলে শূতলি,
সহচরি[২] গোবিন্দ দাস॥

১। পূর্ণিত—পাঠান্তর।
২। অনুচরি—পাঠান্তর।

পূরবী—ঢুঠুকী।

✓ সখি হের দেখসিয়ে রঙ্গ।
মণি মরকত, কাঞ্চনে জড়িত,
নাগরী নাগর সঙ্গ ॥ ধ্রু ॥
শুতলি কিশোরী, নাগরের কোরে,
আলসে অলশ গা।
নিন্দালি স্থন্দরী, আপনা পাসরি,
শ্যাম অঙ্গে দিয়ে পা ॥
দিয়ে মুখে মুখ, ভুজলতা বেড়ি,
সুখে ঘুমায়ল দুহুঁ।
চরণ পরশে, আনন্দ আবেশে,
জাগল নাগর পহুঁ ॥
হেরইতে মুখ, কত উঠে সুখ,
তরাসে হেলিছে গা।
পাছে নড়ে ধনি, চাঁদ বদনী,
জাগিলে ঘুচাবে পা ॥
ইহ রসভরে, নিমগন পহুঁ,
মনেতে ভাবিয়া বাধা।
নরহরি বাণী, শুনলো রমণী,
যে গুণে ভজিল রাধা ॥

ভৈরবী—জপতাল।

কুসুম শেজ পর কিশোরী কিশোর।
ঘুমল দুহুঁজন হিয়ে হিয়ে জোর ॥
অধরে অধর ধরু ভুজে ভুজে বন্ধ।
উরু উরু চরণ চরণ একছন্দ ॥
কুন্দন কনক জড়িত নীলমণি।
নবমেঘে জড়াওল যেন সৌদামিনী ॥
চাঁদে চাঁদে কমলে কমলে এক মেলি।
চকোর ভ্রমরে এক ঠাঁই করে কেলি ॥
শিখিকোলে ভুজঙ্গিনী নাহি দুখ শোক।
যমুনার জলে কিয়ে ডুবল কোক ॥
অরুণে তিমিরে এক কোই নাহি ভাগ।
কাম কামিনী এক কোই নাহি জাগ ॥
কলহ কয়ল বহু রসনা রসনা।
বিহি মিলায়ল দুহুঁ হইল মগনা ॥
সূর হেরি কুমুদ মুদিত নাহি ভেল।
জ্ঞানদাস কহে ইহ অদভুত কেল ॥

কেদার—জপতাল।

এতক্ষণে রাই ঘুমাওল।
দুই বাহু রাহু যেন চাঁদে গরাসল।
কনক লতিকা যেন তমালে বেঢ়িল॥
চাঁদ বদন বদন চাঁদ ইন্দু বদন শশী।
দুই চাঁদে এক যেন চাঁদে মিশামিশি॥
শ্যাম-নাসা নিশ্বাসে রাইয়ের মোতি দোলে।
জাহ্নবীর জলে যেন কনক মালা খেলে॥
দূরহু দূরেগেও যত সখিগণ।
নরোত্তম দাস কহে শয়ন-মিলন॥

পুনশ্চ অলস।

শ্রীগৌরচন্দ্র।

কৌবিভাস—একতালা।

শুতিয়াছে গোরাচাঁদ শয়ন মন্দিরে।
বিচিত্র পালঙ্ক শোভা অতি মনোহরে॥
আলসে অবশ অঙ্গ গোরা নট রায়।
কি কহব অঙ্গশোভা কহনে না যায়॥

মেঘের বিজুরী কিবা ছানিয়া যতনে।
কতসুধা দিয়ে বিধি কৈল নিরমাণে।
অতি মনোহর শেজে বিচিত্র বালিসে।
বাসুদেব ঘোষ দেখে মনের হরিষে॥

মিশ্র ভৈরবী—তেওট।

কানন দেবতি হেরি নিশি অবসান।
আদেশিল দ্বিজকুলে করইতে গান॥
শারি শুক কহে দোঁহে জাগহ তুরিতে।
অরুণ উদয় হেরি নাহি মান ভীতে॥
বানরীগণে পুন করল আদেশ।
তুরিতে শবদ কর নিশি অবশেষ॥
শুনইতে ইহ বনদেবতি বোল।
কানন ভরিয়া উঠিল মহা রোল॥
হেরইতে ঐছন নিশি পরভাত।
মাধব দাস শিরে দেই হাত॥

বিভাস—জপতাল।

দশদিশ নিরমল ভেল পরকাশ।
সখিগণ মনে ঘন উঠয়ে তরাস॥

আম্রে কোকিল ডাকে কদম্বে ময়ূর।
দাড়িম্বে বসিয়া কীর বোলয়ে মধুর॥

দ্রাক্ষা ডালে বসি ডাকে কপোত কপোতী।
তারাগণ সহিতে লুকায় তারা পতি॥

কুমুদিনি বদন তেজল মধুকর।
কমল নিয়ড়ে আসি মিলয়ে সত্বর॥

শারি বলে রাই জাগ চল নিজ ঘর।
জাগল সকল লোক নাহি মনে ডর॥

শেখর শেখরে কহে হাসিয়া হাসিয়া।
চোর হয়ে সাধু পারা রহিলে শুতিয়া॥

বিভাস—জপতাল।

শারি শুক দুহুজন উঠিয়া বিহানে।
রাই কানু জাগাইতে করে অনুমানে॥

শারি বলে ওহে শুক বলিহে তোমারে।
অরুণ কিরণ হেরি প্রাণ কাঁপে ডরে।

শারির বচনে শুক ডাকে উচ্চস্বরে
পবন প্রবল বহে কুঞ্জের ভিতরে ॥
ডালেতে বসিয়া শুক করে উচ্চ ধ্বনি।
জাগিয়া উঠিল তখন রাধা বিনোদিনী ॥
গোকুলানন্দ কহে শুক বড় দুখ দিলি।
তমালে কনকলতা কেন ছাড়াইলি ॥

ললিতকৌবিভাস—দুঠুকী।

উঠিয়া বিনোদিনি, হেরি শেষ রজনী,
চমকিত চারি পানে চায়।
প্রভাত জানিয়া ধনি, মনে সশঙ্কিত মানি,
পদ চাপি বন্ধুরে জাগায় ॥
উঠ হে নাগরবর, আলিস পরিহর,
ঘুমে না হইও অচেতন।
বিষম-গোকুলের লোকে, হেন বেলে যদি দেখে,
কি বলিয়া বলিব বচন ॥
বাপ-শ্বশুরকুল, উচ্চ দুই সমতুল,
তাহে বোলাই কুলের কামিনী।
হেন মনে করি ভয়, পাছে কুলে কালি রয়,
লোকে পাছে বলে কলঙ্কিনী ॥

এইত গোকুলের লোকে কত কথা বলে মোকে,
ননন্দিনী পরমাদ করে।
যদি দেখে তুয়া সঙ্গে, হইবে কেমন রঙ্গে,
তবে কি রহিতে দিবে ঘরে॥
আমি আর বলিব কি, না পারিয়া বিদায় নি,
সকলি গোচর রাঙ্গা পায়।
এ যদুনন্দন বলে, দুহুঁ ভাসে প্রেমজলে
লোরে দুহুঁ দেখিতে না পায়॥

কৌবিভাস—ছোট দুঠুকী।

সময় জানি সখি মীলল আই।
আনন্দে মগন ভেল দুহুঁ মুখ চাই॥
দুহুঁ জন সেবন সখিগণ কেল।
চৌদিগে চাঁদ ঘেরি রহি গেল॥
নীলগিরি বেঢ়ি কিয়ে কনকের মাল।
গোরি মুখ সুন্দর ঝলকে রসাল॥
বানরি রব দেই কক্‌খটি নাদ।
গোবিন্দ দাস পহুঁ শুনি পরমাদ॥

বিভাস—জপতাল।

উঠল নাগর বর নিন্দের আলিসে।
দুটি আঁখি ঢুলু ঢুলু হিলন বালিসে॥
বাহু পসারিয়া ধনি বঁধু নিল কোরে।
অনিমিখ লোচনে বদন নেহারে।
সুবাসিত জল আনি বদন পাখালে।
বদন মোছায় ধনি নেতের আঁচলে॥
যেখানে যে বিগলিত হৈয়া ছিল বেশ।
সাজাইল প্রাণনাথে মনের আবেশ॥
হাসি হাসি এক সখি বাঁশী করে দিল।
বাঁশী বেশ পাঞা নাগর হরসিত ভেল॥
জ্ঞানদাসেতে বলে বলি হারি যাই।
এমন দোঁহার প্রেম কভু দেখি নাই॥

বিভাস—মধ্যম দশকুশী।

হরি নিজ আঁচরে, রাই মুখ মোছই,
কুঙ্কুমে তনু পুন মাজি।
অলকা তিলক দেই, সীঁথি বনায়ই,
চিকুরে কবরী পুন সাজি॥

সিন্দুর দেয়ল সীথে।

কতহুঁ যতন করি, উরপরলেখই,

মৃগমদ চিত্রক পাঁতে ॥ ধ্রু ॥

এ মণি মঞ্জির, চরণে পরায়লি,

উরপর দেয়লি হার।

কর্পূর তাম্বুল, বদন ভরি দেয়লি,

নীছই তনু আপনার ॥

নয়নক অঞ্জন, করল সুরঞ্জন,

চিবুকহি মৃগমদবিন্দু।

চরণ-কমল তলে, যাবক লেখই,

কি কহব দাস গোবিন্দ।

কৌ-ভৈরবী—একতালা।

দুহুঁ জন বৈঠল নিভৃত নিকুঞ্জে।

চৌদিগে মধুকর অলিকুল গুঞ্জে[১] ॥

এ দুহুঁ মঙ্গল আরতি কিজে।

মঙ্গল নয়নে নিরখি মুখ নীজে[২] ॥

১। কোন কোন পুঁথিতে ২য় কলিতে পদের আরম্ভ।

২। লীজে—পাঠান্তর।

মঙ্গল আরতি মঙ্গল থাল।
মঙ্গল রাধা মদনগোপাল ॥
শ্যাম গোরী দুহুঁ মঙ্গল রাশি।
মঙ্গল জ্যোতি মঙ্গল পরকাশি ॥
মঙ্গল শঙ্খহি মঙ্গল নিসান।
সহচরিগণ করু মঙ্গল গান ॥
মঙ্গল চামর মঙ্গল উদগার।
মঙ্গল শবদে করয়ে জয়কার ॥
মঙ্গল মুখে কেহু কাহু বাখান।
কহ রামরায় তহিঁ ভগবান ॥

মঙ্গল আরতি

মঙ্গল রাগ—দশকুশী।

মঙ্গল আরতি গোর কিশোর।
মঙ্গল নিত্যানন্দ জোরহি জোর ॥
মঙ্গল শ্রী অদ্বৈত ভকতহি সঙ্গে।
মঙ্গল গাওত প্রেম তরঙ্গে ॥
মঙ্গল বাজত খোল করতাল।
মঙ্গল হরিদাস নাচত ভাল ॥

মঙ্গল ধূপদীপ লৈয়া স্বরূপ।
মঙ্গল আরতি করে অনুরূপ॥
মঙ্গল গদাধর হেরি পহুঁ হাস।
মঙ্গল গাওত দীন কৃষ্ণদাস॥

ভৈরবী ঠুংরী।

জয় জয় মঙ্গল আরতি দুহুঁকি।
শ্যাম গোরি-ছবি উঠত ঝলকি॥ ধ্রু॥
নব ঘনে জনু থির বিজুরি বিরাজে।
তাহে মণি অভরণ অঙ্গহি সাজে॥
করে লই দীপাবলি হেম থালি।
আরতি করতহি ললিতা আলি॥
সবহুঁ সখিগণ মঙ্গল গাওয়ে।
কোই করতালি দেই কোই বাজাওয়ে॥
কোই কোই সহচরি মনহি হরিখে।
দুহুঁক অঙ্গ পর কুসুম বরীখে॥
ইহ রস কহতহিঁ বলদেব দাসে।
দুহুঁ রূপ-মাধুরি হেরইতে আশে॥

ভৈরবী—তেওট।

মঙ্গল আরতি যুগল কিশোর।
জয় জয় করতহি সখিগণ ভোর॥
রতন প্রদিপ করে টলমল থোর।
নিরখত মুখ-বিধু শ্যাম সুগোর॥
ললিতা বিশাখা সখি প্রেমে অগোর।
করু নিরমঞ্ছন দোহেঁ দুহুঁ ভোর॥
বৃন্দাবন কুঞ্জ ভবন উজোর।
নিরুপম যুগল মুরতি বনি জোর॥
গাওত শুক পিকু নাচত মোর।
চাঁদ উপেখি মুখ নিরখে চকোর॥
বাজত বিবিধ-যন্ত্র ঘন ঘোর।
শ্যামানন্দ আনন্দে বাজায়ত তোর[১]।

বিভাস—জপতাল।

আরতি যুগল-কিশোরকি কীজে।
তনুমন ধনহু-নিছায়রি দীজে॥ ধ্রু॥

১। বাজায় জয়তোর—পাঠান্তর।
জয়তোর—জয়তুরী বা তূর্য্য?

পহিরণ নীল পিতাম্বর শাড়ি।
কুঞ্জ-বিহারিণি-কুঞ্জ বিহারি॥
রবি শশি কোটী বদন অছু শোভা।
যে নিরখিতে মন ভেল অতি লোভা॥
রতনে জড়িত মণি-মাণিক জ্যোতি।
ডগমগ দুহুঁ তনু ঝলকত মোতি॥
নন্দনন্দন বৃষভানু কিশোরি।
পরমানন্দ পহুঁ যাই বলিহারি॥

ভৈরবী—একতালা।

জয় জয় রাধা গিরিবর ধারি।
নন্দনন্দন বৃষভানু দুলারি॥
মোর-মুকুট মুখ মুরলি জোরি।
বেণি বিরাজে মুখে হাসি থোরি॥
উনকি শোহে গলে বনমালা।
ইনকি মোতিম মালা উজালা॥
পীতাম্বর জগজন-মন মোহে।
নীল ওড়ানি বনি উনকি শোহে॥
অরুণ চরণে মণি-মঞ্জির বাওয়ে।
শ্রীকৃষ্ণদাস তহি মন ভাওয়ে।

কুঞ্জভঙ্গ ।

শ্রীগৌরচন্দ্র ।

বিভাস—মধ্যম দশকুশী ।

রজনীক শেষে, জাগি শচীনন্দন,
শুনইতে অলি-পিক রাব ।
সহজহি নিজভাবে গরগর অন্তর,
তহিঁ উহ দ্বিতীয়-ভাব ॥
বেকত গৌর অনুভাব ।
পূরব রজনী শেষে জাগি তুহুঁ যৈছন,
উপজল তৈছন ভাব ॥ ধ্রু ॥
নয়নে অমল জল, অমিয়া বচন খল,
পুলকে ভরল সব অঙ্গ ।
হরিষ বিষাদে, শঙ্কাদি পুন উয়ত,
কোকহ ভাব তরঙ্গ ॥
ঐছন অনুদিন, বিহারে নদীয়া পুরে,
পূরব ভাব পরকাশ ।
সো অনুভব কব মঝু মনে হোয়ব
কহ রাধামোহন দাস ॥

বিভাস—তেওট।

নিশি অবসানে, বৃন্দাদেবী জাগল,
সকল সখীগণ মেল।
নিভৃত নিকুঞ্জ, দ্বারকরি মোচন,
মন্দির মাহা চলি গেল॥
রতন পালঙ্কে, শূতি রহুঁ দুঁহুজন,
অতিশয় আলসে ভোর।
ঘন দামিনী কিয়ে, মরকত কাঞ্চন,
ঐছন দুঁহু দোঁহা কোর॥
বিগলিত বেণী, চারুশিখি চন্দ্রক,
টুটল মণিময় হার।
পহিরণ বসন, আধ ভেল বিচলিত,
চন্দন আভরণ ভার॥
অতি সুখ ভঙ্গ, ভয়ে সব সখিগণ
বিহিক দেই বহু গারি।
ইহসুখ রজনী, তুরিতে ভেল অবসান,
নিরদয় হৃদয় তোহারি॥
নিশি অবশেষে, কমল আধ বিকসল
দশদিশ অরুণিত মন্দ।
কৈছন দুঁহুক, জাগাওব রচয়িতে,
উদ্ধব দাস হিয়া ধন্দ॥

বিভাস—দ্রুপতাল।

জাগহ বৃষভানু নন্দিনি,
মোহন যুবরাজে[১]।

অকরুণ পুন বাল অরুণ[২],

উদিত মুদিত কুমুদ বদন,
চমকি চুম্বিত চঞ্চরি[৩] পদু-
মিনিক সদন সাজে॥

কি জানি সজনি রজনি থোর
ঘুঘু ঘন ঘুষত ঘোর,
গত যামিনি, জিত দামিনি[৪]
কামিনি কুল লাজে॥

১। পদকল্পতরুতে এই কলিটী নাই।

২। নিষ্ঠুর সূর্য্য উদিত হইতেছে। বালক সূর্য্য, সেই জন্ম রসবোধের অভাব হেতু এইরূপ নিষ্ঠুরতা। সূর্য্য উদিত না হইলে কিশোর-কিশোরীর সুখ-শয়নের ব্যাঘাত ঘটিত না।

৩। ভ্রমর, কুমুদিনী মুদিত হইতেছে দেখিয়া চমকিতভাবে তাহার মুখ চুম্বন করিয়া পদ্মের প্রতি ধাবিত হইল।

৪। রাত্রি এত দ্রুত চলিয়া গেল যেন বিদ্যুৎকেও ক্ষণস্থায়িত্বে জয় করিল।

ঘুকরত হত-শোক[১] কোক,
জাগব অব সবহু লোক,
শুক সারিক পিকু কাকলি,
নিধুবন ভরি ওয়াজে[২] ॥
গলিত ললিত বসন সাজ,
মণি-যুত-বেণি-ফণি বিরাজ
উচকোরক-রুচ-চোরক,
কুচ জোরক মাঝে ॥
তড়িত জড়িত জলদ ভাতি,
দোঁহে ছুঁহু সুখে রহল মাতি,
জিনি ভাদর-রস-বাদর
পরমাদর শেজে ॥
বরজ-কুলজ-জলজনয়ানি,
ঘুমল বিমল কমল-বয়ানি,
কৃত-লালিস ভুজ বালিশ,
আলিস নাহি তাজে[৩] ।

১। চক্রবাক সমস্ত রাত্রি চক্রবাকী হইতে পৃথক্ থাকিয়া প্রভাতে মিলিত হইল।

২। ধ্বনি করিতেছে।

৩। বহু লালসা-উদ্দীপনকারী কৃষ্ণ-ভুজরূপ বালিশ পাইয়া আলস্য ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহেন।

টূটল কিয়ে ফুলধনুগুণ,
কিয়ে-রতি রণে ভেল তূণ শূন,
সমর মাঝ পড়ল লাজ,
রতিপতি ভয় ভাজে ॥
বিপতি পড়ল যুবতি বৃন্দ,
গুরুজন অব কহই মন্দ[১],
জগদানন্দ সরস বিরস[২]
রসবতি রসরাজে ॥

বিভাস—একতালা।

নিশি অবশেষে জাগি সব সখিগণ
বৃন্দাদেবী মুখ চাই।
রতিরস আলসে, শূতি রহল দুঁহু,
তুরিতহি দেহ জাগাই ॥
তুরিতহি করহ পয়ান।
রাই জাগাই লেহ নিজ মন্দিরে,
যব নাহি হোত বিহান ॥

১। যুবতীগণ বিপদে পড়িল কেন না এখন শয্যাত্যাগ না করিলে গুরুজন মন্দ বলিবেন।

২। জাগরণে উভয়ের মুখদর্শনে সরস এবং বিচ্ছেদাশঙ্কায় বিরস বা বিষণ্ণ।

শারি-শুক পিকু. সকল পক্ষিগণ,
সুস্বরে দেহ জাগাই।
জটিলা গমন সবহুঁ মেলি ভাখই
শুনইতে চমকই রাই ॥
বৃন্দাবচনে সকল পক্ষিগণ,
মধুর মধুর করু ভাষ।
মন্দির নিকটে ঝারি লই ঠারই,
হেরত গোবিন্দ দাস ॥

বিভাস—একতালা।

রাই জাগো রাই জাগো শারি-শুক বলে।
কত নিদ্রা যাও কাল মাণিকের কোলে ॥
উঠহে গোকুলের চাঁদ রাইকে জাগাও।
অকলঙ্ক কুলে কেন কলঙ্ক লাগাও ॥
শারি বলে ওহে শুক গগনে উড়ি ডাক।
নব-জলধরে আনি অরুণেরে ঢাক ॥
শুক বলে ওহে শারি আমরা পোষা পাখী।
জাগাইলে না জাগে রাই ধর্ম্ম কর সাখি ॥
বংশীবদনে বলে১ চাঁদ গেল নিজ ঠাঞি।
অরুণ-কিরণ হবে উঠি ঘরে যাই ॥

১। বিদ্যাপতি কহে—পাঠান্তর।

বংশীবদন পাঠ হইলে তাহাতে স্বার্থ থাকায় এই পাঠ অধিকতর সঙ্গত হয়। বিদ্যাপতি 'উঠি ঘরে যাই' এরূপ বলিবেন না।

ভৈরোঁ—ঝপতাল।

গোকুল বন্ধো জয় রস সিন্ধো ॥
জাগৃহি তল্পং, ত্যজ শশিকল্পং।
প্রীত্যনুকূলাং শ্রিতপদ মূলাং।
বোধয় কান্তাং রতিভর-তান্তাং ॥*

ললিত—দশকুশী।

বৃন্দা বচনহি, উঠই ফুকারই,
শুকপিক শারিক পাঁতি।
শুনতহিঁ জাগি, পুনহু দুহুঁ ঘুমল,
নায়রি কোরহি যাঁতি ॥
হরি হরি জাগহ নাগর কান।
বড় পামর বিহি, কিয়ে দুখ দেয়ল,
রজনী হোয়ল অবসান ॥ ধ্রু ॥
আওলি বাউরি, বরজ-মহেশ্বরি
বোলত পুন দধি-লোল[১]।
শুনইতে কাতর বিদগধ নাগর,
থোর নয়ন যুগ খোল ॥

* হে গোকুল-বন্ধু, রস-সাগর কৃষ্ণ! তোমার জয় হউক। জাগো, চন্দ্রের ন্যায় শুভ্র শয্যা ত্যাগ কর। তোমার রতিশ্রম-ক্লান্তা, প্রেমময়ী (অতএব) পদতল-লগ্না শ্রীরাধাকে জাগাও।

১। দধিলুব্ধ (বানর?)

নাগরি হেরি, পুনহ দিঠি মূদল,
পুলক মুকুল ভরি অঙ্গ।
বলরাম হেরি, কবহু সুখ সায়রে,
নিমজব রঙ্গতরঙ্গে ॥

বিভাস—তেওট।

ঝঙ্করু বন ভরি মধুকর মধুকরি
কূজই কোকিল বৃন্দ।
শুনি তনু মোড়ি, গোরি পুন শূতলী
মুদি নয়ন-অরবিন্দ ॥
জাগহ প্রাণ-পিয়ারী।
রজনী পোহায়ল, গুরুজন জাগল,
ননদিনি দেয়ত গারি ॥
জটিলা শাশ আসু[১] ভরি রোয়ই
খোজই যামুন-তীর।
শারিক বচনে, চমকি ধনি উঠইতে
ঢুলি ঢুলি পড়ই অথীর ॥
ছলই চিয়াওল, তুরিতহি সখিগণ
জাগল অভরণ রোলে।
বলরাম হেরি, ধাই উঠায়ল
দুহুঁ তনু ঝাঁপি নিচোলে ॥

১। অশ্রু।

রামকেলী—তেওট।

সহচরীগণ দেখি, লাজে কমল মুখি
ঝাঁপি রহল মুখ আধ।
অলখিতে আধ, কমল দিঠি অঞ্চলে,
হেরই হরি-মুখচাঁদ॥
হরি হরি মাধবী-লতাগৃহ মাঝ।
কুসুমিত কেলি, শয়নে দুঁহু বৈঠলি
চৌদিকে রমণী-সমাজ॥
গোরিক থোরি, বদন বিধু হেরইতে
পঁহু ভেল আনন্দে ভোর।
ঘন ঘন পীত বসন দেই মোছই,
নিঝরই নয়নক লোর॥
হেরইতে সখিগণ, ঢর ঢর লোচন,
লোরে ভিজায়ই দেহ।
বলরাম কব হিয় নয়ন জুড়ায়ব
হেরব দুঁহুজন লেহ॥

বিভাস—তেওট।

কি আজু হইল মঝু কি আজু হইল।
কেমনে যাইব আজ নিশি পোহাইল॥

মৃগমদ চন্দন বেশ গেল দূরে।
নয়নের কাজর গেল সিঁথার সিন্দুরে॥
যতনে পরাহ মোরে নিজ আভরণ।
সঙ্গে লৈয়া চল মোরে বঙ্কিম লোচন॥
তোমার পীত বাস আমারে দেহ পরি।
উভকরি বাঁধ চূড়া আউলাইয়ে কবরী॥
তোমার গলার বন মালা দেহ মোর গলে।
মোর প্রিয় সখা কৈয়ো সুধালে গোকুলে॥
বসু রামানন্দে ভনে এমন আরতি।
ব্যাঘ্র হরিণে যেন (রাই) তোমার পিরিতি॥

ভৈরবী—ছুটা।

সখীগণ কহে শুন নাগর কান।
বিরচহ রাইক বেশ বনান॥
সাঁথি রচন করি দেহ সিন্দূর।
চিবুকহি মৃগমদ রচহ মধুর॥
নয়নহি অঞ্জন যাবক পায়।
পীন পয়োধর চিত্রহ তায়॥
ঐছে বচন তব শুনইতে পাই।
শেখর বেশ সাজ লেই ধাই॥

বিভাস—একতালা।

চিরনি নিরখি, চমকি ঘন পুলকিত,
কাজরে কাঁপয়ে কান।
হেরইতে সিন্দূর লোরে সিনায়ল,
কি করব বেশ বনান॥
এ সখি সোঙরি মঝু মন ঝূরে।
নিয়ড়হি গোরী, নাহ ভেল ঐছন,
কিয়ে জানি হোয়ব দূরে॥
কাঁচলি নামহি, ধৈরজ তেজল,
মনহি গহন উনমাদ।
উচকুচ যুগ কর পরশি বেশ বনায়ত,
কি জানিয়ে করু পরমাদ॥
কিয়ে বিহি রাই, প্রেম দেই নিরমল,
রসময় নাগর শ্যাম।
কনক মঞ্জরী রতি মঞ্জরী রোয়নে,
রোয়ব কব বলরাম॥

ভৈরবী—জপতাল।

রাইক বেশ বনায়ত কান।
কাজরে উজোর করল নয়ান॥

চিবুকহি দেয়ল মৃগমদ রেখ।
চরণ যুগলে করু যাবক লেখ॥
উরপর কয়ল সুকুঙ্কুম সাজ।
সিন্দূর দেয়ল সিঁথাক মাঝ॥
তাম্বূল সাজি দেয়ল ধনি মুখে।
হেরই শ্যাম দাস মন সুখে॥

স্বাধীন ভর্ত্তৃকা

ললিত বিভাস—মধ্যম দশকুশী।

বেশ বনাই, বদন পুন হেরই,
পদে পড়ি বারহি বার।
ঢর ঢর লোর ঢরকি পড়ু লোচনে
নিজতনু নহে আপনার॥
সুন্দরি কোরে আগোরল কান।
দেহ বিদায়, মন্দিরে হাম যায়ব,
দিনকর করত পয়ান॥
কানুক চিত, থীর করি সুন্দরী,
কুঞ্জহি বাহির ভেল।
বসনহি ঝাঁপ, অঙ্গ মণি মঞ্জির,
নিজ মন্দিরে চলি গেল॥

রতন পালঙ্ক পর, বৈঠল রসবতী,
সখীগণ ফুকরই চাই।
রজনী পোহায়ল, গুরুজন জাগল,
গোবিন্দ দাস বলি যাই॥

রসালস।

শ্রীগৌরচন্দ্র।

ভৈরবী—বৃহৎ জপতাল।

সোঙর নব, গৌরচন্দ্র,
নাগর বনয়ারী।
নবদ্বীপ-ইন্দু, করুণা সিন্ধু
ভক্ত বৎসলকারী॥ ধ্রু॥

বদন-চন্দ্র অধর রঙ্গ,
নয়নে গলত প্রেম তরঙ্গ,
চন্দ্র কোটি ভানু কোটি,
মুখ শোভা নিছয়ারি[১]।
কুসুম-শোভিত চাঁচর চিকুর,
ললাটে তিলক নাসিকা উজোর,
দশন মোতিম অমিয়া হাস,
দামিনী ঘনয়ারী॥

১। নিছনি দেই; বালাই যাই।

মকর কুণ্ডল ঝলকে গণ্ড,
মণি-কৌস্তুভ দীপ্ত কণ্ঠ,
অরুণ বসন করুণ বচন,
শোভা অতি ভারি।
মাল্য চন্দন-চর্চ্চিত অঙ্গ,
লাজে লজ্জিত কোটি অনঙ্গ,
চন্দন বলয়া রতন নূপুর,
যজ্ঞ সূত্র-ধারী॥
ছত্রধরত ধরণী-ধরেন্দ্র,
গাওত যশ ভকতবৃন্দ,
কমলা-সেবিত পাদদ্বন্দ,
বলিয়া বলিহারি।
কহত দীন কৃষ্ণদাস,
গৌরচরণে করত আশ,
পতিত পাবন নিতাই চাঁদ,
প্রেম দানকারী॥

বিভাস—মধ্যম দশকুশী।

দেখ রি সখি, কঙল নয়ন,
কুঞ্জমে বিরাজ হে॥ ধ্রু॥

বামেতে কিশোরী গোরী,
অলস-অঙ্গ অতি বিভোরি,
হেরি শ্যাম-বয়ন চন্দ
মন্দ মন্দ হাস হেঁ।
অঙ্গে অঙ্গে বাহে ভীড়,
পুছত বাত অতি নিবিড়
প্রেম-তরঙ্গে চরকি পড়ত,
কণ্ডল মধুপ সঙ্গ হে ॥
শারি শুক পিকু করত গান,
ভ্রমরা ভ্রমরী ধরত তান,
শুনি ধ্বনি ধনি উঠি বৈঠত,
চোর চপল যাত হেঁ।
শ্রীগোপাল ভট্ট আশ,
বৃন্দাবন কুঞ্জে বাস,
শয়ন স্বপন নয়নে হেরি,
ভূলল মন আপ হেঁ ॥

বিভাস—জপতাল।

হেরি দুহুঁ নিশি অবসান।
তৈখনে তেজল শয়ান ॥

সব সহচরীগণ মেলি
করি কত কৌতুক কেলি ॥
মন্দিরে করত পয়ান।
করে কর ধরি ধনি কান ॥
হেরি যদু দুহুঁক বয়ান।
কি করব তাক বাখান ॥

ভৈরবী—একতালা।

রাধিকা-মুখারবিন্দ কোটি ইন্দু লাজে।
নয়ন যুগল অতি রসাল,
বিবিধ রত্ন কণ্ঠমাল,
উমগতি[১] অতি প্রেম-বিবশ,
যৌবন-মদ গাজে[২] ॥
মণি দামিনী লসত দশন,
পহিরি গোরী নীল বসন,
কটীকিঙ্কিণী নূপুর আদি,
মধুর মধুর বাজে।
নিরখি মুকুন্দ-ছবিকে রঙ্গ,
লাজে লজ্জিত কোটি অনঙ্গ,
তাহে কনক মুকুর অঙ্গ,
দামিনী ঘন সাজে।

১। উল্লসিত। ২। প্রচার করে।

ললিত—ছুটা।

চললহি মন্দিরে নওল কিশোরী।
হেরইতে হরি মুখ, অলস বিলোচন,
চেতনরতন চোরায়লি গোরী॥ ধ্রু॥
ঝামর বদন, শ্যাম ঘন চুম্বনে,
প্রাতর ধূসর শশধর কাঁতি।
চম্পক মাল, ললিত করে বারই,
পরিমলে লুবধল মধুকর পাঁতি॥
বিগলিত কেশ, বেশ সব খণ্ডিত,
নখ পদ মণ্ডিত হৃদয় নেহারি।
পীত বসনে, চমকি তনু ঝাঁপই,
রস আবেশে চলু চলই না পারি॥
লহু লহু হাসি, সম্ভাষই সহচরী,
সচকিত লোচনে দশ দিশ চাই॥
গোবিন্দ দাস কহ, জনি গুরু দুরজন,
জাগব চলহ তুরিতে ঘর যাই॥

কৌবিভাস – জপতাল।

পদ আধ চলত খলত পুন বেরি।
পুন ফেরি চুম্বয়ে তুহুঁ মুখ হেরি॥

দুহুঁজন নয়নে গলয়ে জলধার।
রোই রোই সখিগণ চলই না পার ॥
খেণে ভয়ে সচকিত নয়নে নেহার।
গলিত বসন ফুল কুন্তল ভার ॥
নূপুর অভরণ আঁাচরে নেল।
দুহুঁ অতি কাতরে দুহুঁ পথে গেল ॥
পুন পুন হেরইতে হেরই না পায় ॥
নয়নক লোরহি বসন ভিগায় ॥
চলইতে হেরল নিকটহি গেহ।
নীল[১] বসনে গোপয়ে সব দেহ ॥
আপাদ মস্তক সব বসন হি ঝাঁপি।
অলপে অলপে সব পদ যুগ চাপি ॥
নিজ মন্দিরে ধনি আয়লি দেখি।
গুরুজন গৃহে পুন সচকিত পেখি ॥
তুরিতহি বৈঠলি মন্দির মাঝে।
বৈঠলি সুন্দরী আপন শেজে ॥
নিতি নিতি ঐছন দুহুঁক বিলাস।
নিতি নিতি হেরব বলরাম দাস।

১। পীত—পদকল্পতরু ধৃত পাঠ

বসন্ত পঞ্চমী

শ্রীগৌরচন্দ্র।

বসন্তরাগ—তেওট।

জয় জয় শচীর নন্দন গোরারায়।
প্রথম ঋতু বিহরে নদীয়ায়॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈত গদাধর সঙ্গ।
দামোদর নরহরি মাধব তরঙ্গ॥
মুকুন্দ মুরারি বসু রামানন্দ গায়।
মধুর মৃদঙ্গ জগদানন্দ বায়॥
নাচত রঙ্গে শ্রীনবদ্বীপ রায়।
দূরে রহি অকিঞ্চন দাস গুণ গায়॥

বসন্তরাগ—মধ্যম দশকুশী।

শ্রীপঞ্চমী আজি পরম মঙ্গল দিন
মদন মহোৎসব [১] আজ।

১। প্রাচীনকাল হইতে বসন্ত পঞ্চমীতে মদনোৎসব হওয়ার রীতি দেখা যায়। এখন যেরূপ বঙ্গে শ্রীপঞ্চমীতে সরস্বতী-পূজা হয়, ভারতবর্ষেব অন্য প্রদেশে সেইরূপ মদনোৎসব বা বসন্তোৎসব হইয়া থাকে।

বসন্ত বন্ধানে চলু ব্রজ বনিতা
সবে করি পূজাক সাজ ॥
চন্দন রঙ্গ অগোর মৃগমদ
ঘসি নব কেশর ঘন সার ॥
নানা দীপ নিধূপ নিরাজিত
বিবিধ ভাতি উপহার ॥
আওল বাসন্তি কুঞ্জে ।
মীলল নাগর সঙ্গে ॥
ছিরকত অতি অনুরাগ মোদিত
গোপীজন মদন গোপাল ।
মানহ সুভগ কনক কদলি মধি
রাজত তরুণ তমাল ॥
এ বিধি মিলি ঋতু- রাজ বন্ধাবতি
সকল ঘোষ আনন্দ ।
হরি জীবন পঁহু গিরি গোবর্দ্ধন
জয় জয় গোকুল চন্দ ॥

বসন্তরাগ—ঠুংরী ।

তরু তরু নব নব কিশলয় লাগি ।
কুসুম ভরে কত অবনত শাখি ॥

তহি শুক-সারিণী কোকিল বোল।
কুঞ্জ নিকুঞ্জ ভ্রমরা করু রোল॥
অপরূপ শ্রীবৃন্দাবন মাঝ।
ষড়ঋতু সঙ্গে বসন্ত ঋতুরাজ॥
বিকসিত কুবলয় কমল কদম্ব।
মাধবী মালতী মিলি তরু অবলম্ব॥
কাঁহা দাতুরি উনমত গান।
কাঁহা কাঁহা সারস হংস নিশান॥
কাঁহা কাঁহা চাতক পিউ পিউ রোল।
কাঁহা কাঁহা উনমত নাচয়ে ময়ূর॥
গোবিন্দ দাস কহে অপরূপ ভাতি।
চৌদিগে বেড়ল কুসুমক পাঁতি॥

বসন্ত লীলা

বসন্তরাগ—মধ্যম দশকুশী।

মধু ঋতু বিহরই গৌর কিশোর।
গদাধর মুখ হেরি, আনন্দে নরহরি
পূরব প্রেমে ভেল ভোর॥ ধ্রু॥

নবীন লতা নব পল্লব তরুকুল
নওল নবদ্বীপ ধাম।
ফুল্ল কুসুম চয়, ঝঙ্কৃত মধুকর,
সুখময় ঋতুপতি নাম॥
মুকুলিত চূত গহন অতি সুললিত
কোকিল কাকলি রাব।
সুরধুনি তীর সমীর সুগন্ধিত
ঘরে ঘরে মঙ্গল গাব॥
মনমথ রাজ সাজ লেই ফীরয়ে
নব ফল ফুলে অতি শোভা।
সমদ্ধ বসন্ত নদীয়াপুর সুন্দর
উদ্ধব দাস মনোলাভা॥

বসন্তরাগ—তাল যৎ।*

ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন কোমল মলয় সমীরে।
মধুকর-নিকর-করম্বিত কোকিল-কূজিত কুঞ্জ-কুটীরে॥১
বিহরতি হরিরিহ সরস বসন্তে।
নৃত্যতি যুবতী-জনেন সমং সখী বিরহী জনস্য দুরন্তে॥২

---

* (কোনও সখী শ্রীরাধিকে বলিতেছেন) হে সখি! এই সরস বসন্ত সময়ে হরি যুবতীদের সহিত নৃত্য করিতেছেন। এই

উন্মদ-মদন-মনোরথ-পথিক-বধূজন-জনিত-বিলাপে।
অলিকুল-সঙ্কুল কুসুমসমূহ নিরাকুল বকুল-কলাপে ॥৩
মৃগমদ-সৌরভ-রভস-বশম্বদ নবদল-মাল-তমালে।
যুবজন-হৃদয়-বিদারণ মনসিজ-নখরুচি-কিংশুক-জালে ॥৪
মদনমহীপতি-কনক-দন্তরুচি কেশর কুসুম-বিকাশে।
মিলিত-শিলীমুখ-পাটলি-পটল-কৃত-শর তূণ-বিলাসে ॥৫

বসন্তকাল বিরহিনীদের পক্ষে অত্যন্ত দুঃখদায়ক—যে সময়ে মলয়ানিল সুকোমল লবঙ্গলতার আলিঙ্গনে মৃদু হইয়াছে এবং অলিকুল-গুঞ্জনে ও কোকিল-কূজনে কুঞ্জ-ভবন মুখরিত হইতেছে। ১, ২

(যে বসন্তকালে) পথিক (প্রবাসী) গণের বধূরা মদন-ব্যথায় আতুর হইয়া বিলাপ করিতেছে এবং অলিকুল রাশিকৃত বকুল সমূহে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। ৩

(যে বসন্তকালে) তমাল তরুসমূহে নব পত্র বিকাশিত হইয়া মৃগমদগন্ধ বিকিরণ করিতেছে এবং কিংশুক ফুল সমূহ যুবজন-হৃদয় বিদর্ণকারী মদনের নখপাঁতি স্মরণ করাইয়া দিতেছে। ৪

(যে বসন্তে) মদন রাজের সুবর্ণ-ছত্র রূপ নাগকেশর ফুল ফুটিয়াছে এবং শিলীমুখ (ভ্রমর)-সঙ্গত পাটলি পুষ্প পুষ্পধনুর আকার ধারণ করিয়াছে। (শিলীমুখ অর্থে ভ্রমর ও বাণ এবং পাটলি ফুল দেখিতে তূণের মত)। ৫

বিগলিত-লজ্জিত-জগদবলোকন তরুণ-করুণ-কৃতহাসে।
বিরহিনি-কৃন্তন-কুন্ত মুখাকৃতি কেতকী-দন্তুরিতাশে ॥৬
মাধবিকা-পরিমল ললিতে নব মালিকয়াতিসুগন্ধৌ।
মুনিমনসামপি-মোহনকারিণী তরুণা-কারণ-বন্ধৌ॥৭
স্ফুরদতিমুক্তলতাপরিরম্ভন-পুলকিত মুকুলিত চূতে।
বৃন্দাবন বিপিনে পরিসর পরিগত যমুনা-জলপূতে ॥৮
শ্রীজয়দেব-ভণিতমিদমুদয়তি হরি-চরণ-স্মৃতিসারম্।
সরস-বসন্ত-সময়-বন-বর্ণনমনুগত-মদন-বিকারম্ ॥৯

(যে বসন্তে) জগতের প্রাণিমাত্রকে বিগতলজ্জ দেখিয়া নব পুষ্পিত বাতাবী বৃক্ষ পুষ্পচ্ছলে হাস্য করিতেছে। এবং বিরহীদিগের পক্ষে বর্শাফলা স্বরূপ কেতকী ফুল দিক্‌সকলের দন্ত বিকাশ বলিয়া মনে হইতেছে। ৬

(যে বসন্ত) মাধবীকুসুম গন্ধে কোমল, মালতী গন্ধে সুরভিত মুনিজন মনোহারী, এবং যুবজনের নির্হেতু বন্ধু। ৭

(যে বসন্তে) স্ফুরিত মাধবী লতার আলিঙ্গনে রসাল তরু মুকুল অর্থাৎ রোমাঞ্চ ধারণ করিয়াছে এবং যে বৃন্দাবনের প্রান্ত পর্য্যন্ত পবিত্র যমুনা জল প্রবাহিত সেই বৃন্দাবনে (হরি নৃত্য করিতেছেন) ৮

হরিচরণ স্মরণ করাইয়া দেয় এমন সরস বসন্ত বর্ণনারূপ জয়দেব-বাক্য বিরচিত হইয়াছে। যাঁহারা ইহা শ্রবণ করিবেন, তাঁহাদের মনে প্রেম-সঞ্চার হইবে। ৯

মায়ূর বসন্ত—কাওয়ালী।

বিহরই নওল কিশোর।
কালিন্দী পুলিন, কুঞ্জ নব শোভন,
নব নব প্রেমে বিভোর ॥ ধ্রু ॥
নব বৃন্দাবন, নবীন লতাগণ,
নব নব বিকশিত ফুল।
নবীন বসন্ত, নবীন মলয়ানিল
মাতল নব অলিকুল ॥
নবীন রসাল মুকুলে মধু মাতিয়ে
নব কোকিল কুল গায়।
নব যুবতীগণ চিত্ত মাতায়ই
নব রসে কাননে ধায় ॥
নব যুবরাজ নবীন নব নাগরী
মীলয়ে নব নব ভাতি।
নিতি নিতি ঐছন নব নব খেলন
বিদ্যাপতি-মতি মাতি ॥

স্ববলের উক্তি ।*

বসন্ত—ডাঁশ পাহিড়া :

অভিনব কুট্মল, গুচ্ছ সমুজ্জ্বল,
কুঞ্চিত কুন্তল ভার ।
প্রণয়িজনেরিত, বন্দন[১] সহকৃত,
চূর্ণিত বর ধন সার ॥
জয় জয় সুন্দর নন্দকুমার ।
সৌরভ সঙ্কট, বৃন্দাবন তট,
বিহিত বসন্ত বিহার ॥ ধ্রু ॥
চটুল দৃগঞ্চল- রচিত রসোচ্ছল,
রাধা-মদন-বিকার ।
অধর বিরাজিত, মন্দ তরস্মিত,
লোচিত[২] নিজ পরিবার ॥
ভুবন বিমোহন, মঞ্জুল নর্ত্তন,
গতি বল্গিত মণিহার ॥

---

* শ্রীরাধামোহন ঠাকুরের টীকা দ্রষ্টব্য ।

১ । বন্ধন—পাঠান্তর ।

২ । রোচিত—ঐ

নিজ বল্লভজন[১] সুহৃৎ সনাতন-
চিত্তে বিহরদবতার ॥ *

বসন্ত—কাওয়ালী।

মধুরিপুরত্র বসন্তে।
খেলতি গোকুল যুবতিভিরুজ্জ্বল
পুষ্পা সুগন্ধি দিগন্তে ॥ ধ্রু ॥

১। বল্লবজন—পাঠান্তর।

* হে সুন্দর! হে নন্দকুমার তোমার জয় হউক। তুমি (কুসুম) সুরভিত বৃন্দাবনে বসন্ত-বিহার বিধান করিয়াছ। তোমার কুঞ্চিত কেশরাশি নব নব মুকুল গুচ্ছের দ্বারা সুশোভিত হইয়াছে। এবং উহাতে তোমার প্রণয়িগণ আবির সহ কর্পূর মিশ্রিত চন্দন রেণু নিক্ষেপ করিয়াছে। তোমার চঞ্চল নয়ন-কটাক্ষে রাধা মদনজ্বরে পীড়িত হইতেছেন এবং তুমি নিজজনকে তোমার মধুর অধরের মৃদুমন্দ হাস্য দ্বারা পুলকিত করিতেছ। তোমার ভুবন মোহন মনোহর নৃত্য গতিতে মণিহার মধুর শব্দ করিতেছে। হে সনাতন, হে নিজ প্রিয়জনের সুহৃদ, তুমি আমাদের (অথবা সনাতন গোস্বামীর) চিত্তে বিহার করিয়া থাক।

প্রেম করম্বিত রাধা চুম্বিত
মুখবিধুরুৎসব শালী।
ধৃত চন্দ্রাবলা চারু করাঙ্গুলি-
রিহ নব চম্পক মালী॥
নব শশি-রেখা লিখিত বিশাখা
তনুরথ ললিতা সঙ্গী।
শ্যামলয়াশ্রিত বাহুরুদঞ্চিত
পদ্মা-বিভ্রম-রঙ্গী॥
ভদ্রালম্বিত শৈব্যোদারিত
রক্ত রজোভর ধারী।
পশ্য সনাতন মূর্ত্তিরয়ং ঘন
বৃন্দাবন রুচিকারী॥*

---

* আজ বসন্তে মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ গোকুল যুবতীগণের সহিত খেলিতেছেন। বসন্তের আগমনে আজ আকাশ নির্ম্মল ও পুষ্পসুগন্ধি বিশিষ্ট হইয়াছে। প্রেমময়ী শ্রীরাধা তাঁহার মুখচন্দ্র চুম্বন করায় যিনি অত্যন্ত আনন্দযুক্ত হইয়াছেন; যিনি চন্দ্রাবলীর কোমল করাঙ্গুলী ধারণ করিয়াছেন এবং নব চম্পক দামে ভূষিত হইয়াছেন। (অথবা চন্দ্রাবলীর চারু করাঙ্গুলি চম্পকের ন্যায়; সুতরাং চন্দ্রাবলীর করাঙ্গুলি ধারণ করায় মনে হইতেছে যেন তিনি হস্তে চম্পকের মালা ধারণ করিয়াছেন?) যিনি নবোদিত

মায়ূর বসন্ত—তেওট।

শ্রীরাধে ভজ বৃন্দাবন রঙ্গং।
ঋতু রাজার্পিত তোষ তরঙ্গং॥
মলয়ানিল গুরু শিক্ষিত লাস্যা।
পিকততিরিহ বাদয়তি মৃদঙ্গং।
পশ্যতি তরুকুলমঙ্কুরদঙ্গং॥
গায়তি ভৃঙ্গ ঘটাদ্ভুত শীলা।
মম বংশীব সনাতন লীলা॥*

শশিকলার ন্যায় নখচিহ্ন দ্বারা বিশাখার অঙ্গ অলঙ্কৃত করিয়াছেন এবং ললিতা যাঁহার সঙ্গ লাভ করিয়া ধন্যা হইয়াছেন, যিনি শ্যামলা নাম্নী সখী কর্ত্তৃক গৃহীতবাহু হইয়াছেন এবং চন্দ্রাবলীর সখী পদ্মার বিলাস কৌতুক উদ্রেক করিতেছেন। ভদ্রা সখী সহকৃত শৈব্যা যাঁহার অঙ্গে ফাগ নিক্ষেপ করিতেছেন, সেই বৃন্দাবন প্রিয় সনাতন মূর্ত্তিকে দেখ। (পক্ষে সনাতন যাঁহার দাস সেই বৃন্দাবন-বল্লভকে দেখ।)

* (শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন) শ্রীরাধে দেখ দেখ ঋতুরাজ আজ কেমন বৃন্দাবনের প্রমোদ লহরী বাড়াইয়াছেন। মলয় সমীর গুরু রূপে লতাবলীকে নানাবিধ বিলাস সহকৃত নৃত্য শিক্ষা দিয়াছেন; তাহারা শ্বেত কুসুমরূপ হাস্য বিকাশ করিয়া কেমন নৃত্য করিতেছে

কামোদ—ছোট দশকুশী।

সরস বসন্ত সুধাকর নিরমল

পরিমলে বকুল রসাল।

রসের পসার পসাবল কলাবতী,

গাহক মদন গোপাল॥

বৃন্দাবনে কেলি-কলানিধি কান।

হাস বিলাস, গমন দিঠিমন্তর,

হেরি মূরছে পাঁচবাণ॥

নব যুবরাজ পরশি তরুণী মণি[1]

পুছই মূলকি বাত[2]।

দেখ। কোকিল কুল তাহাতে মৃদঙ্গ বাজাইতেছে এবং তরুকুল উদ্গতাঙ্কুর (রোমাঞ্চিত) হইয়া তাহা দেখিতেছে। আর বিচিত্র চরিত ভ্রমরকুল আমার নিত্যলীলা-সঙ্গিনী বংশীর ন্যায় গান করিতেছে। (পক্ষে সনাতন যাহার লীলা বর্ণন করিয়াছেন সেই বংশীর ন্যায়)

১। পরশি তরল মণি—পাঠান্তর।

২। (রসের পসরার) মূল্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

তরল নয়ানী হাসি মুখ মোড়ই
ঠেলই হাতহিঁ হাত ॥
তুহুঁ রস ভোর, ওর নাহি পাওই,
রস চাখই মদন দালাল[১] ।
দাস অনন্ত, কহই রস কৌতুক,
তরুকুলে বলে ভালি ভাল ॥

বসন্তরাগ—ঠুঠুকী ।

আওলরে রিতুরাজ বসন্ত ।
খেলতি রাইকানু গুণবন্ত ॥
তরুকুল মুকুলিত অলিকুল ধাব ।
মদন মহোৎসব পিকুকুল রাব ॥

১। বিক্রেতার দোকানে যেমন দালাল জিনিষ পরীক্ষা করিয়া দেখে, এখানে সেই রূপ মদন উভয়রস চাখিয়া দেখিতেছেন—অর্থাৎ প্রত্যেক রসই মদনের পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হইতেছে।

দিনে দিনে দিনকর ভেল কিশোর।
শীত ভীত রহু শীখর কোর[১] ॥
মলয়জ পবন সহিতে ভেল মীত[২]।
নিরখি নিশাকর যুবজন হীত[৩] ॥
সরোবরে সরসিজ শ্যামর লেহা।
জ্ঞান দাস কহে রস নিরবাহা ॥

বসন্ত—তুড়ুকী।

শিশিরক অন্তরে আওয়ে বসন্ত।
ফুয়ল কুসুম সব কানন-অন্ত ॥
শ্রীবৃন্দাবন পুলিনক রঙ্গ ॥
ভোরল মধুকর কুসুমক সঙ্গ ॥
নব নব পল্লবে শোভিত ডাল।
সারী শুক পিক গাওয়ে রসাল ॥
তহিঁ সব রঙ্গিনী মেলি এক সঙ্গে।
ভেটল নাগরি নাগর রঙ্গে ॥

১। পর্ব্বত শিখরে আশ্রয় লইল।

২। মিত্রতা

৩। যুবক যুবতীদের অনুকূল অর্থাৎ প্রীতি-বর্দ্ধনকারী।

বিহরই কাননে যুগল কিশোর।
নাচত গাওত রঙ্গিণি জোর ॥
বাজত গাওত কত কত তান।
গোবিন্দদাস অবধি নাহি পান ॥

বেহাগ বসন্ত—জপতাল।

ফুয়ল অশোক নাগ রঙ্গণ মালতী।
পরিমলে ভরল মাধবী রঙ্গলতী।
পাটল কিংশুক শোভা কাঞ্চন কেশর ॥
করুণ কমল কুন্দ করবীর-বর ॥
মুকুলিত রসাল বকুল গন্ধরাজ।
ললিত লবঙ্গলতা বন্ধুজীব সাজ ॥
সরোবরে সরসিজগণ দিল দেখা।
হংস সারস পড়ে মেলি দুই পাখা ॥
ঝাঁকে ঝাঁকে অলিকুল গুণ গুণ স্বরে।
মধুমদে মাতি পড়ে ফুলের উপরে ॥
কোকিল পঞ্চম গায় শিখিকুল নাচে।
মলয়-পবন বহে গন্ধ পাছে পাছে ॥
নির্ম্মল যমুনা-জল পুলিনের শোভা।
এ যতুনন্দন-পহুঁ ভেল মনলোভা ॥

বসন্ত—কাওয়ালী।

আয়ল ঋতু-পতি রাজ বসন্ত।
ধায়ল অলিকুল মাধবি-পন্থ[১] ॥
দিনকর-কিরণ ভেল পৌগণ্ড।
কেশর কুসুম ধয়ল হেমদণ্ড ॥
নৃপ-আসন নব পীঠল পাত[২]।
কাঞ্চন কুসুম[৩] ছত্র ধরু মাথ ॥
মৌলি রসাল-মুকুল ভেল তায়।
সমুখহি কোকিল পঞ্চম গায় ॥
শিখিকুল নাচত অলিকুল যন্ত্র।
আন দ্বিজকুল[৪] পড়ু আশিস মন্ত্র ॥
চন্দ্রাতপ উড়ে কুসুম-পরাগ।
মলয়-পবন সহ ভেল অনুরাগ ॥
কুন্দ-বল্লি তরু ধরল নিশান।
পাটল তূণ অশোক দল বাণ ॥

১। মাধবী লতার দিকে
২। পাটলী
৩। চাঁপা।
৪। রাজার পক্ষে ব্রাহ্মণ, বসন্তের পক্ষে পক্ষী কুল

কিংশুক লবঙ্গ-লতা এক সঙ্গ।
হেরি শিশির রিপু আগে দিল ভঙ্গ ॥
সৈন্য সাজল মধুমক্ষিক-কুল।
শিশিরক সবহুঁ করল নিরমূল ॥
উধারল[১] সরসিজ পাওল প্রাণ।
নিজ নব দলে করু আসন দান ॥
নব বৃন্দাবন রাজ্যে বিহার।
বিদ্যাপতি কহ সময়ক সার ॥

বসন্তরাগ—মধ্যম দশকুশী।

জয় রাধা মাধব কেলি।

ঋতুপতি বিপিন, বিহার করত,
দুহুঁ কণ্ঠে কণ্ঠে করু মেলি ॥ ধ্রু ॥
পবন পরাগ- ঘটিত পটবাস[২] হি,
কানন কয়ল সুগন্ধ।
যমুনা শীকর, নিকর সুশীতল,
বরিখে বরিখে মকরন্দ ॥

১। উদ্ধার করিল।

২ সুবাসিত চূর্ণ; সমীরণ বাহিত পুষ্প-পরাগ সুরভিত চূর্ণের ন্যায় কানন আমোদিত করিল।

পুলিনে নলিনী দল, ফুলে পূরল স্থল,
ফীরত দুহুঁ সুকুমার।
দুহুঁ অঙ্গ পরিমলে কানন বাসল
মধুকর করত ঝঙ্কার॥
দুহাঁর মুখের বাণী, কোকিলা যে মনে গণি,
লাজে পঞ্চম নাহি গায়।
গোবিন্দ ঘোষের মন, সেই দুজনার গুণ,
জনমে জনমে যেন গায়॥

ঝুমর।

বসন্তে বিহরই আমার শ্রীরাধা গোবিন্দ।
হেরি হেরি সখীগণের বাঢ়ল আনন্দ॥

বাসন্তী রাসলীলা।

মধ্যম দশকুশী।

নবদ্বীপে উদয় করল দ্বিজরাজ।
কলিতিমির ঘোর, গোরা চাঁদের উজোর,
পারিষদ তারাগণ মাঝ॥

কীর্ত্তনে ঢর ঢর অঙ্গ ধুলিধুসর
হালত ভাব তরঙ্গে।
করে করতাল ধরি, বোলত হরি হরি,
ক্ষেণে ক্ষেণে রহই ত্রিভঙ্গে ॥
বামে প্রিয় গদাধর, কান্ধের উপর তার
সুবলিত বাহু আজানে[১]।
সোঙরি বৃন্দাবন, আকুল অনুখণ,
ধারা বহে অরুণ নয়ানে ॥
আঁখিযুগ ঝর ঝর, যেন নব জলধর,
দশনবিজুরি জিনি ছটা।
বাসুদেব ঘোষ গীতে, কলিজীবে উদ্ধারিতে,
বরিখল হরিনাম-ঘটা ॥

বসন্তরাগ—ছোট দশকুশী।

চাঁদবদনী ধনি করু অভিসার।
নব নব রঙ্গিনী রসের পসার ॥
মধুঋতু রজনী উজোরল চন্দ।
সুমলয় পবন বহয়ে মৃদুমন্দ ॥
কর্পূর চন্দন অঙ্গে বিরাজ।
অবিরত কঙ্কণ কিঙ্কিনী বাজ ॥

১। জানু পর্য্যন্ত ;

চরণে নূপুর বাজয়ে রুণু ঝুনু।
মদন বিজই বাণ[১] হাতে ফুলধনু ॥
বৃন্দা বিপিনে ভেটল শ্যামরায়।
কোকিল মধুকর পঞ্চম গায় ॥
ধনি-মুখ হেরিয়া মুগধ ভেল কান।
বৈঠল তরুতলে দুহু একঠাম ॥
পূরল দুহুঁক মরম অভিলাষ।
আনন্দে হেরত বলরাম দাস ॥

বেহাগ বসন্ত—ছোট একতালা।

মধুঋতু মধুকর পাঁতি। মধুর কুসুমে মধু মাতি ॥
মধুর শ্রীবৃন্দাবন মাঝ। মধুর মধুর রসরাজ ॥
মধুর যুবতিগণ সঙ্গ। মধুর মধুর রসরঙ্গ ॥
মধুর যন্ত্র রসাল। মধুর মধুর করতাল ॥
মধুর নটন গতি ভঙ্গ। মধুর নটিনী নট রঙ্গ ॥
মধুর মধুর রস গান। মধুর বিদ্যাপতি ভাণ ॥

১। বাম—পাঠান্তর।

বেলোয়ার বসন্ত—ডাঁসপাহিড়া।

বাজত দ্রিমি দ্রিমি ধো দ্রিমিয়া।

নটতি কলাবতী, শ্যাম সঙ্গে মাতি

করে করু তাল প্রবন্ধক ধ্বনিয়া ॥

ডগমগ ডম্ফ, দ্রিমিকি দ্রিমি মাদল,

রুনুঝুনু রুনুঝুনু মঞ্জির বোল।

কিঙ্কিণী রণরণি, বলয়া কনয়া মণি,

নিধুবনে রাস তুমুল উতরোল ॥

বীণ রবাব, মুরুজ স্বরমণ্ডল,

সারিগামাপাধানিসা বহুবিধ ভাব।

ঘেটিতা ঘেটিতা ঘেনী, মৃদঙ্গ গরজনি,

চঞ্চল স্বরমণ্ডল একুরাব ॥

শ্রমভরে গলিত, ললিত কবরী যুত,

মালতী মাল বিথারল মোতি[১]।

সময় বসন্ত, রাসরস বর্ণন,

বিদ্যাপতি মতি ক্ষোভিত হোতি ॥

১। মালতীর মালা যেন কবরীতে মুক্তাপাতি ছড়াইয়া দিয়াছে।

কেদার বসন্ত—ঝাটা দশকুশী।

বিনোদিনী বিনোদ নাগর।
প্রেমে নাচে আনন্দে বিভোর॥
বাওত কত কত তাল।
কত কত রস করতহি গান॥
গগনে মগন ভেল চন্দ।
ফীরয়ে দীপ ধরি ছন্দ॥
অপরূপ দুহুক বিলাস।
কহ রাধামোহন দাস॥

কল্যাণ বসন্ত—বৃহৎ জপতাল।

বিহরে শ্যাম নবীন কাম
নবীন বৃন্দা-বিপিন ধাম
সঙ্গে নবীন নাগরীগণ
নবঋতুপতি রাতিয়া।
নবীন গান নবীন তান,
নবীন নবীন ধরই মান,
নৌতুন গতি নৃত্যতি অতি,
নবীন নবীন ভাতিয়া

ঈষত সরম মধুর হাস,
সরসে পরশে করু বিলাস,
রসবতী ধনি রস শিরোমণি,
সরস রভসে মাতিয়া।
সরস কুসুম সরস সুষম,
সরস কাননে ভেলি ভূষণ
রসে উনমত ঝঙ্কৃত কত
সরস ভ্রমর পাতিয়া ॥
মধুর কেলি মধুর মেলি,
মধুর মধুর করয়ে খেলি,
মধুর যুবতী মাঝে মধুর,
শ্যাম গৌরী কাঁতিয়া ॥
কিবা সে তুহুঁক বদন ইন্দু,
তাহে শ্রম জল বিন্দু বিন্দু,
আনন্দে-মগন দাস গোবর্দ্ধন
হেরিয়া ভরল ছাতিয়া ॥

বসন্ত—তেওট।

রাস বিলাস মুগধ নটরাজ।
যূথহি যূথ রমণীগণ মাঝ ॥

তুহুঁ তুহুঁ নয়ানে নয়ানে ভেল মেলি।
হেরি সখীগণ আনন্দ ভেলি॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীগণ।
আনন্দে মগন ভেল দেখি তুহুঁ জন॥
নিকুঞ্জ মাঝারে দোঁহার কেলি বিলাস।
দূরে রহি নিরখত নরোত্তম দাস॥

ঝুমর

রাধা মাধব রাসরস-ছরমে।
বৈঠল শ্যাম রাই করি বামে॥

হোলি।

শ্রীগৌরচন্দ্র।

বসন্ত রাগ—মধ্যম দশকুশী।

দেখ দেখ গৌরচন্দ্র বররঙ্গী।
বিবিধ বিনোদ, কলা কত কৌতুক,
কহতহি প্রেম তরঙ্গী॥
বিপুল পুলক কুল, সঞ্চরু সব তনু,
নয়নহি আনন্দ নীর।
ভাবহি কহত, জীতল মঝু সখীকুল
শুন শুন গোকুল বীর॥

মৃদু মৃদু হাসি চলত করি ভঙ্গিম
করে জনু খেলন যন্ত্র।
যুগল কিশোর বসন্তহি যৈছন
বিতনিত মনসিজ তন্ত্র ॥
যো ইহ অপরূপ বিহরে নবদ্বীপ
জগদানন্দ-বিলাসী ॥
রাধা মোহন, দাস মূঢ়চিতে,
সো নিজগুণ পরকাশি ॥

অভিসার।

মায়ূর বসন্তরাগ—তেওট।

চঞ্চল নয়ন, রমণী মন মোহন,
শোহন শ্যাম শরীর।
সঙ্গে সখাগণ, চলল বৃন্দাবন,
উপনীত কালিন্দি তীর ॥
রাধা রঙ্গিণী, সঙ্গিনীগণ সঙ্গে,
গুরুজনে অনুমতি মাগি।
হোরিক রঙ্গ, উচিত সব সাজই,
ভেটল ব্রজ অনুরাগী ॥

ঘন মণি-মঞ্জির, বাজত কিঙ্কিণী,
কঙ্কণ কন কন তান।
বীণা বেণু, মুরজ স্বরমণ্ডল,
মনমথ যন্ত্র স্বঠাম॥
নব যুবতী যুব- রাজ সঙ্গে মেলি,
রচইতে হোরি প্রবন্ধে।
নব অনুরাগ, রঙ্গরসে ভীগেও,
দুহুঁ দিঠি যন্ত্রক ছন্দে॥

বসন্ত জয়জয়ন্তী—বড় ঠুংরী।

বৃষভানু কুমারী নন্দকুমার।
হোরিক রঙ্গে অঙ্গে অরুণাম্বর
মন আনন্দ অপার॥
নিরখত বয়ন নয়ন পিচকারি
প্রেম গোলাল মনহি মন লাগ।
দুহুঁ অঙ্গ পরিমল চুয়া চন্দন
ফাগু রঙ্গ তহি নব অনুরাগ॥

১। দুজনের দৃষ্টি যেন পিচকারী হইল এবং তাহাতে নব অনুরাগরূপ রঙ পরস্পরকে ভিজাইয়া দিল অর্থাৎ উভয়ে উভয়ের প্রতি অনুরাগে অরুণ হইয়া উঠিলেন।

খেলত তনু মন জোড়ি ভোরি দুহুঁ
কতয়ে ভঙ্গী রস ভাতি।
তনু তনু সরসে পরশে মন মাতল
দুহুঁ পর দুহুঁ পড়ু মাতি॥
ব্রজ বনিতা যত, রিঝি রিঝায়ত,
রসগারি মৃদুভাষ।
প্রেম-জলে কলেবর হেরিয়ে চামর
ঢুলায়ত উদ্ধবদাস।

বসন্ত রাগ—তুঠুকী

বিহরতি সহ রাধিকয়া রঙ্গী।
মধু মধুরে বৃন্দাবন রোধসি
হরিরিহ হর্ষ-তরঙ্গী॥
বিকিরতি যন্ত্রে- রিতমঘ-বৈরিনি
রাধা কুঙ্কুম-পঙ্কং।
দয়িতামরমপি সিঞ্চতি মৃগমদ
রসরাশিভিরবিশঙ্কং॥
ক্ষিপতি মিথো যুব মিথুনমিদং নব-
মরুণতরং পটবাসং।

জিতমিতি জিতমিতি মুহুরভিজল্পতি
কল্পয়দতনু-বিলাসং ॥

সুবলো রণয়তি ঘন করতালীং
জিতবানিতি বনমালী।
ললিতা বদতি সনাতন-বল্লভ
মজয়ৎ পশ্য মমালী ॥*

---

* বসন্ত ঋতুর আগমনে মধুর বৃন্দাবনের যমুনা তটে কৌতুক পর শ্রীকৃষ্ণ আনন্দোৎফুল্ল হইয়া শ্রীরাধার সহিত বিহার করিতেছেন ॥

শ্রীরাধিকা পিচকারী দ্বারা কুঙ্কুম পঙ্ক অধারি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে নিক্ষেপ করিতেছেন (শ্রীরাধার বর্ণসাম্য হেতু কুঙ্কুম শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয় বলিয়া)। শ্রীকৃষ্ণও নিঃশঙ্ক হইয়া মৃগমদ চূর্ণ মিশ্রিত বারি প্রেয়সীর অঙ্গে নিক্ষেপ করিতেছেন (মৃগমদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ সাম্য হেতু শ্রীরাধার অতি প্রিয়)। শ্রীরাধা কৃষ্ণ উভয়ই পরস্পর রক্তবর্ণ পটবাস (সুগন্ধ পিটুলি) অর্থাৎ আবির এবং কুঙ্কুম প্রভৃতি নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং কন্দর্প-বিলাস-বিভ্রম প্রকাশ করিয়া "আমার জয়" ইহাই মুহুর্মুহুঃ বলিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের জয় হইয়াছে বলিয়া সুবল করতালি বাজাইতেছেন এবং ললিতা বলিতেছেন আমার সখী রাধিকা পরম শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণকে পক্ষান্তরে সনাতন গোস্বামীর প্রিয়তমকে জয় করিয়াছেন দেখ।

মায়ূর বসন্ত—তেওট।

আজ বৃন্দাবনে ধূম পড়ল রঙ্গে হোরি।
নওল কিশোরী ফাগুরঙ্গে রঙ্গিম
রঙ্গিনী নওল কিশোরী ॥

রাধা সঙ্গে সবহুঁ সখীগণ মেলি
করে লেই হেম পিচকারী।
সমুখহি শ্যাম সুন্দর মুখ হেরি
পুন পুন দেওত ডারি ॥

সুবল সখা সঞে রোখি শ্যাম পুন
হেরি সুন্দর মুখ গোরী।
পিচকা রঙ্গ অঙ্গে ঘন বরিখত
মোছত আঁখি মুখ মোড়ি ॥

সহচর সহচরী মুটকি মুটকি ভরি
বিবিধ গন্ধ রস ঘোরি।
দেয়ত যোগাই রাই শ্যাম খেলত
উদ্ধবদাস মন ভোরি ॥

বসন্ত রাগ—মধ্যম দশকুশী।

নওল বসন্ত নওল বৃন্দাবন
নওলহি রাধাশ্যাম।
নওল সখীসব সখা সব নব নব
নওলহি লীলা অনুপাম॥
রচইতে হোরি-সমর প্রবন্ধে।
রাধামাধব হোরি আনন্দে
সহচরী সহচর বৃন্দে॥
ললিতা বিশাখা সেনাপতি আগে করি
করে লৈয়ে হেম পিচকারী।
মধুমঙ্গল সুবল সেনাপতি
সাজল রসিক মুরারি॥
সমুখহি সমরে তুমুল কেলি উপজল
সমতুল উভয় বরে।
ছুটে পিচকারী গোলাল ভরি ভরি
কুঙ্কুম চন্দন সঘোরে॥
উড়ত আবির অরুণ গগনাবধি
চুর চুর অভরক উড়ে।
পহুঁ পগগুচ্ছ ঢলল শিখিপুচ্ছ
সাজবিহিন ভেল চূড়ে॥

ডব ডব ডম্ফ ডঙ্কারব গম্ভীর
নাচত গায়ত বসন্ত।
হোরি হোরি বলি, ঘন দেই করতালি
আনন্দ নাহিক অন্ত॥
হটইতে সুবল ললিতা আগে ধায়ল
যুবতীবৃন্দ করি সাথে।
ভাগল মধু মঙ্গল আসি মিলল
বিশাখা ধরল গোপীনাথে॥
শ্যামর করহি পাকড়ি সব সহচরি
রাই নিয়ড়ে উপনীত।
ঢালল গোলাল পহুঁক শির উপর
মৃগমদে গণ্ডে লেপিত॥
হোরি হোরি বলি ঘন দেই করতালি
রঙ্গিনী মণ্ডলী নাচে।
পলাইতে পন্থ নাহিক সব ঘেরল
সহচর কেহ নাহি কাছে॥
করুণা ভোরি বৃষভানু কুমারী
নাগরে কাতর হেরি।
বাহু পসারিয়ে কোরে আগোরল
বল্লবি যাই বলিহারি॥

বসন্ত—জপতাল।

হেদে হে শ্যাম নাগর হৈয়ে হারিলে হে।
আহিরী রমণী সঙ্গে হারিলে হে॥
চপল চপল দিঠে সুধামুখী চায়।
চুয়া-চন্দন গোরী দেয় শ্যামের গায়॥
ললিতা ললিত হাসি প্রহেলিকা গায়।
আনন্দে বিশাখা সখী মৃদঙ্গ বাজায়॥
রঙ্গভরে রঙ্গ দেবী শ্যামেরে শুধায়।
আরবার খেলিবা হোরি গোপিকা সভায়॥
সুদেবী সজল আঁখি নাগরে বুঝায়।
জ্ঞানদাস গোবিন্দের চরণে লোটায়॥

বসন্ত—মধ্যম একতালা।

এস বঁধু আরবার খেলাবো ফাগুয়া।
এবার হারিবে যদি ফাগহারা নিরবধি
ব্রজভরি গাব এই ধুয়া॥
যদি বল একা আমি বহু সঙ্গের সঙ্গী তুমি
সযূথে বিশাখা হউক তুয়া।
ললিতা আমার সখী আইস আবার খেল দেখি
জানা যাবে কে কেমন খেলুয়া॥

যদি বল রঙ্গ নাই দিব রঙ্গ যত চাই
নহে বোলাও আপনার খেলুয়া।
পিচকারি নাহি থাকে দিব আমি লাখে লাখে
যত চাবে পাবেহে বঁধুয়া ॥
গিরিধর নাম ধর লোকে বলে বীরবর
হেন নাম না হয়ে হারুয়া।
শুন হে রসিক শ্যাম জিনিয়া রাখহ নাম
বড়ু যেন না গায়ে ভাণ্ডুয়া ॥

বসন্ত—ঠুংরী।

খেলত ফাগু বৃন্দাবন চান্দ।
ঋতুপতি মনমথ মনমথ ছাঁদ ॥
সুন্দরীগণ করি মণ্ডলী মাঝ।
রঙ্গিনী-প্রেম-তরঙ্গিনী মাঝ ॥
আগে ফাগু দেয়ল সুন্দরী নয়নে।
অবসরে মাধব চুম্বয়ে বয়নে ॥
চকিত চন্দ্রামুখী সহচরী গহনে।
ধাই ধরল গিরিধারীক বসনে ॥
তরল নয়ানী তুরিতে এক যাই।
কর সঞে কাড়ি মুরলী লেই ধাই ॥

ঘন করতালি ভালিরে ভালি বোল।
হো হো হোরি তুমুল উতরোল॥
অরুণ তরুণ তরু অরুণহি ধরণী।
স্থল জলচর ভেল সবে এক বরণী॥
অরুণহি নীরে অরুণ অরবিন্দ।
অরুণ হৃদয় ভেল দাস গোবিন্দ॥

মায়ূর—ঠুংরী।

হোরি হো রঙ্গে মাতি।
আবিরে অরুণ গোরা শ্যামর কাঁতি॥ ধ্রু॥
নিপতিত যন্ত্রে সুরঙ্গিম কুঙ্কুম
চুয়া চন্দন কেশর সাথী।
চৌদিগে আবির উড়ায়ত ব্রজবধূ
অরুণ তিমির কিয়ে ভেল দিন রাতি॥
বীণা উপাঙ্গ মুরুজ স্বরমণ্ডল
ডম্ফ রবাব বাওয়ে কত ভাতি।
কোই মায়ূর সুরট কোই সারঙ্গী
কোই বসন্ত গাওয়ে স্বরজাতি॥

নাচত মোর ঘোর ঘন কোকিল
রোল বোলে মত্ত মধুকর পাঁতি।
ঋতুপতি পরম মনোহর খেলন
হেরি শিবরাম হরিখে ভরু ছাতি॥

বসন্ত—কাহারবা।

মেরো রাধা প্যারী সহ খেলত নন্দদুলাল।
অরুণিত মরকত, অরুণিত হেমযুত
ঐছন মূরতি রসাল॥
অরুণাম্বর বর শোহে কলেবর
অরুণ মোতি মণিমাল।
লট পট পাগ উপরে শিখিচন্দ্রক
উঢ়নি রঙ্গ গোলাল॥
দুহুঁ করে আবির, দুহুঁ অঙ্গে ডারত,
পিচকা রঙ্গ পাখাল।
অরুণিত যমুনা, পুলিন নিকুঞ্জ-বন,
অরুণিত যুবতী জাল॥
অরুণিত তরুকুল, অরুণ লতাফুল,
অরুণ ভ্রমরাগণ ভাল।
অরুণিত সারিশুক শিখি আদি কোকিল
উদ্ধব ভণিত রসাল॥

বসন্তরাগ—তুঠুকী।

শ্রম জলে ঢরঢর, তুল্ঁক কলেবর,
ভীগেও অরুণিম বাস।
রতন বেদী পর, বৈঠল দুহুঁ জন,
খরতর বহই নিশ্বাস॥
আনন্দ কহনে না যায়।
চামর করে কোই, বীজন বীজই
কোই বারি লেই ধায়॥ ধ্রু॥
চরণ পাখালই, তাম্বূল যোগায়ই,
কোই মোছায়ই ঘাম।
ঐছনে দুহুঁ তনু, শীতল কয়ল জনু,
কুবলয় চম্পক দাম॥
আর সহচরীগণে, বহুবিধ সেবনে,
শ্রমজল করলহি দূর।
আনন্দে সাগরে দুহুঁ মুখ হেরই
গোবর্দ্ধন[১] হিয়া পূর॥

১। উদ্ধব দাস—পাঠান্তর।

হোলির রাস।

বসন্ত রাগ—বড় দশকুশী।

নাচে নাচে নিতাই গৌর দ্বিজমণিয়া।

বামে প্রিয় গদাধর, শ্রীবাস অদ্বৈতবর,
পারিষদ তারাগণ জিনিয়া॥

বাজে খোল করতাল, মধুর সঙ্গীত ভাল,
গগন ভরিল হরি ধ্বনিয়া।

চন্দনে চর্চ্চিত গায়, ফাগুবিন্দু শোভে তায়,
বনমালা দোলে ভালে বনিয়া॥

কান্ধে শুভ্র উপবীত, রূপে কোটি কাম জিত,
চরণে নূপুর রণ রণিয়া।

দুই ভাই নাচিয়া যায়, পারিষদগণ গায়,
গদাধর অঙ্গে পড়ে ঢলিয়া॥

পূরব রভস লীলা, এবে গোরা প্রকাশিলা,
সেই বৃন্দাবন এই নদীয়া।

বিহরে গঙ্গার তীরে, সেই ধীর সমীরে,
বৃন্দাবন দাস কহে জানিয়া॥

অভিসার।

বসন্তরাগ—ডাঁশপাহিড়া।

মধুর শ্রীবৃন্দাবনে, ঋতুপতি বিহরণে.
তরুলতা প্রফুল্লিত সব।
ফলে ফুলে নর্ম্ম ডাল, পুষ্পোদ্যান শোভা ভাল,
ভ্রমরা কোকিল শিখি রবে॥
হোরি রঙ্গে উনমত, নানা যন্ত্র চমৎকৃত,
গায় বায় বিলসই শ্যাম।
রাই নিজ গৃহে থাকি, অনুরাগে ডগমগি,
গমন ইচ্ছুক সোই ঠাম॥
সখী সঙ্গে বিনোদিনী, কান্তি জিনি সৌদামিনী,
তাহে চিত্র অরুণ বসন।
যৈছে চলে পূর্ণচন্দ্র, সঙ্গে লৈয়ে তারাবৃন্দ,
তৈছে ধনি যায় কুঞ্জবন॥
বহুবিধ যন্ত্রসঙ্গে, আবির কুঙ্কুম রঙ্গে,
নৃত্য গীতে সবার উল্লাস।
মিলল নাগর সঙ্গে, আরম্ভিলা খেলা রঙ্গে,
নিরখই গোবর্দ্ধন দাস॥

বসন্ত রাগ—তুঠুকী।

যূথ হি যূথ রমণীগণ মাঝ।
বিহরয়ে নাগরী নাগর-রাজ॥
বরিখত চন্দন কুঙ্কুম পঙ্ক।
নাচত গায়ত পরম নিঃশঙ্ক॥
ঋতুপতি রজনী উজোরল চন্দ।
পরিমল ভরি বহ মারুত মন্দ॥
বাওত কত কত যন্ত্র রসাল।
কত কত ভাতি ধরই করতাল॥
সারী শুক শিখি কোকিল রাব।
সৌরভে মধুকর মধুকরী ধাব॥
অপরূপ দুঁহু জন অতুল বিলাস।
গোবর্দ্ধন হেরি বাঢ়য়ে উল্লাস॥

বসন্তবাহার কল্যাণ—জপতাল।

একে ঋতুরাজ, ব্রজ সমাজ,
হোরি রঙ্গে রঙ্গিয়া॥ ধ্রু॥
নাগরীবর হোরি রঙ্গে, উনমত চিত শ্যাম সঙ্গে,
নাচত কত ভঙ্গিয়া॥

গাওত কত রসপ্রসঙ্গ, বায়ত কত বীণামুচঙ্গ
থৈয়া থৈয়া মৃদাঙ্গিয়া।
চঞ্চল গতি অতি সুরঙ্গ, নিরখি ভুলে কত অনঙ্গ,
সঙ্গীত রস সুরঙ্গিয়া॥
স্বরমণ্ডল স্বর অভঙ্গ, বিবিধ যন্ত্র জল-তরঙ্গ
মধুর স্বর উপাঙ্গিয়া॥
খেলি গোলাল অঙ্গ লাল, সুন্দর-বর দ্যুতি রসাল,
রঙ্গিণীগণ সঙ্গিয়া।
ব্রজবধূগণ ধরত তাল, গাওত পদ নন্দলাল,
রাই অঙ্গে অঙ্গিয়া॥
হোহোহোরি করত ভাষ, করতালি ঘন মন উল্লাস,
জয় জয় বর ঢঙ্গিয়া।
গোবিন্দ গুণ করি প্রকাশ, রচিত গীত উদ্ধব দাস,
হোরি রস-তরঙ্গিয়া॥

বেহাগ-বসন্ত—একতালা।

আজু রঙ্গে হোরি খেলত শ্যামগোরী।
সখীগণ মেলি গায়ত বায়ত
কিশোরা-কিশোরী নাচি নাচাযত,
আনন্দে মন ভোরী॥

তথ তথ তথ তাথৈয়া
দৃগতি দৃগতি দৃমি ধৈয়া,
চৌঙ নৌঙ নৌঙ নৌঙরি ॥
কুড় গুড় গুড় গুড় গুড় দ্রাং গুড় দ্রাং
কিট কিট কিট ধ্রাং গুড় ধ্রাং,
তন ন ন ন ন নৌরী[১] ॥
মণি মঞ্জির সালঙ্কৃত
কিঙ্কিনী ঘন ঝন ঝঙ্কৃত
নটন করহি জোড়ি।
ঘন কানন কুসুম কুলিত
পরিমলে দশদিশ আমোদিত
মাতল ভ্রমরা ভ্রমরী ॥
কোই গায়ত ধরত তাল
কহত সখীরি ভালি ভাল
কোই গায়ত হোরি।
রতিপতিজিতি রভস কেলি
হেরি শিবরাম আনন্দ ভেলি,
দেয়ত তনু নিছোরি ॥

১। শিবরাম গাওয়ে হোরি—পাঠান্তর
ইহার পরের কলিগুলি পদকল্পতরুতে নাই।

বেহাগ বসন্ত--একতালা।

বাজে দিগ দিগ থৈ থৈয়া হোরি রঙ্গে।
কিশোরা কিশোরী সখিনী মেলি,
তপন তনয়া তীরে কেলি,
সুখময় অতি মধু ঋতুপতি,
রতিপতি তথি সঙ্গে॥

মন্থন ঘুস্হন চুবক চন্দন,
যন্ত্র রন্ধ্রে বরিখে সঘন,
অরুণ বসন ললিত রমণ,
শ্রম জল গলদঙ্গে॥

বীণমুরুঞ্জ স্বর উপাঙ্গ,
দ্রিমিকি দ্রিমিকি দ্রিমি মৃদঙ্গ
চঞ্চল গতি খঞ্জন জিতি
নৃত্যতি অতি ভঙ্গে।

গাওয়ে গমকে গোপী মেলি,
গৌরী গুর্জ্জরী রামকেলি
সুভগা সুহিনী সুহই সাহানি
সঙ্গীত রস তরঙ্গে।

যূথে যূথে যুবতী বৃন্দ,
মাঝে শোভিত গোকুলচন্দ্র
গোবর্দ্ধন-হৃদি-বর্দ্ধন
করু মর্দ্দন অনঙ্গে ॥

মায়ুর বসন্ত—তেওট।

রাধামাধব নাচত হোরি আনন্দে।
অরুণ ডম্ফ করে, অরুণ তাল ধরে,
বাওত কতহি প্রবন্ধে ॥
থোদৃমি থোদৃমি, ধো তাথৈ তাথৈ
তা থো থো বোলে মৃদঙ্গ।
কন কন কন ধ্বনি, বীণ নাদ শুনি,
স্বরমণ্ডল স্বরে মুরছে অনঙ্গ ॥
চঞ্চল চরণ খঞ্জনগতি ভঙ্গিম
ঝনননন ঝনননন মঞ্জির বোল।
ঝম ঝম ঝমরি ঝুমুরে ঝমুরী
কোই গাওয়ে ডম্ফ উতরোল ॥
অরুণ মেঘের কাছে অরুণিম চাঁদ নাচে
নখতর অরুণ আকাশে।
অরুণ কোকিলা গায়, অরুণ ময়ুরা ধায়,
শিবরাম ইহ রসে ভাসে ॥

হোলির সম্ভোগ রসোদ্গার

বিভাষ—মধ্যমদশকুশী।

গৌর বরণ হিরণ কিরণ অরুণ বসন তায়।
রাতা উতপল নয়ন যুগল প্রেম ধারা বহি যায়॥
দেখ দেখ নবদ্বীপ দ্বিজরাজ।
ভাবে বিভোর সদা গর গর মধুর ভকত মাঝ॥
কহয়ে আবেশে পুরুব বিলাসে মধুর রজনী কথা।
অমিয়া ঝরণ ঐছন বচন রহল মরমে ব্যথা॥
শুনে হরষিত সকল ভকত প্রেমের সাগরে ভাসে।
সোসব সঙরি কাঁদয়ে গুমরি দীন গোবর্দ্ধন দাসে॥

ললিত রাগ—মধ্যম দশকুশী।

রিতুপতি রজনী বিলাসিনী কামিনী
আলসে ঢুলু ঢুলু আঁখি।
কাঞ্চন বরণ হরণ[১] তনু অরুণিত
মধুর মধুর মৃদু ভাখি॥

১। হরণ বরণ—পাঠান্তর।

সব সহচরীগণ আওল তৈখনে
একজন করয়ে পুছারি।
কহ ধনি কৈছনে গিরিবরধর সনে
কালি খেললি পিচকারী॥
পদ্মা সহচরী কৈছনে বাঁচলি[১]
বাড়লি তুমুল সংগ্রাম।
গৃহপতি সেবনে কাজে রহলুঁ তব
যাই না পেখলুঁ হাম॥
শুনি তব রসবতি হরিসে ভরল মতি
কহ সোই কৌতুক ভাষ।
সো বচনামৃতে শ্রবন জুড়ায়ই
ইহ রস গোবর্দ্ধন দাস॥

কৌ বিভাস—দুঠুকী।

শুন শুন সখি তোমারে কহিয়ে
আজুক রভস কেলি।
পিয়ার সহিত খেলিতে খেলিতে
ভৈগেল একই মেলি॥
আবির লইয়া নয়নে দেয়ল
করে কচালিয়ে আঁখি॥

১। বাঁচলি=বঞ্চনা করিলি

হেনই সময়ে বয়ান চুম্বয়ে
তারে কেহ নাহি দেখি।
পিচকারী যেন বরিখয়ে ঘন
অরুণ বরণ নীর।
পুরুখ নারী চিনিতে নারি
ঐছন ভেল গভীর॥
হেন বেলে পিয়া নিকটে আসিয়া
হাসিয়া কয়ল কোর।
এ উদ্ধব গীতি পীরিতি আরতি
বন্ধুয়া জানয়ে তোর॥

কৌ বিভাস,—ঠুংকী।

শুন শুন আজুক কৌতুক কাজ।
মীলল যব হাম নাগর রাজ॥
চন্দ্রাবলি নিজ সহচরি মেলি।
আওল কানু সঁঞেক রইতে কেলি॥
তৈখনে দূরসঞে হেরলুঁ হাম।
যূথহি যূথ করল একঠাম॥
ভদ্রাদিক আসি মীলল মোয়।
বহুতর ফাগু উড়ায়ল সোয়॥

ফাগুরজে সকল করল আঁধিয়ার।
নারী পুরুখ কোই লখই না পার॥
ঐছন কানুক মাঝহি ঘেরি।
আনল নিধুবনে সো নাহি হেরি॥
তাহা যাঁই সবহুঁ হোই একঠাম।
পিয়া সঞে খেলি পুরায়লুঁ কাম॥
সো সব কি কহব পুছ সখী পাশ।
গোবর্দ্ধন কহল পূরল আশ॥

সিন্ধুড়া—একতালা।

আবিরে অরুণ, সব বৃন্দাবন,
উড়িয়া গগন ছায়।
বধুঁয়া আমার, হিয়ার মাঝারে,
কেহ না দেখিতে পায়॥
চপল নয়ন, পিচকারী যেন,
নিরখে নয়ন মোর।
নব অনুরাগ, ফাগু ভরল,
তনু মন করি জোর॥

শুধুই শ্যামল, অঙ্গ পরিমল
চন্দন চূয়ক ভাতি।
মোর নাসা জনু, ভ্রমরী উমতি,
ততহি পড়ল মাতি॥
নয়নে নয়নে, বয়ানে বয়ানে,
হৃদয়ে হৃদয়ে মেলি।
দুহুঁ কলেবর, অরুণ অম্বর,
ঝাঁপিয়া কয়ল কেলি॥
রসিক নাগর, রসের সাগর,
কয়ল ঐছন কাজ।
এ উদ্ধব ভন, চতুর দুজন,
রসবতী রসরাজ॥

সুহিনী—জপতাল।

কি কহব সো রসরঙ্গ। কানু খেলত মঝু সঙ্গ॥
সুবল সখা করি বাম। সমুখে দাঁড়ায়লুঁ হাম॥
ললিতা ডাহিনে রহু মোর। হেরি কানু ভেল বিভোর॥
করহি খসল পিচকারী। ঐছে পড়ত তনু ডারি॥
সচকিত হোই হাম ধাই। কোরে আগোরলুঁ তাই॥

বয়নে বয়ন যব দেল। ঈষত শ্বাস তব ভেল॥
করে করি মাজিয়ে মুখ। হেরইতে বিদরয়ে বুক॥
খেনেকে চেতন যব হোই। চৌদিশে হেরই সোই॥
কহই রাই কাঁহা গেল। ইহ দুখ বিহি কাঁহে দেল॥
হাম নিজ পরিচয় বাণী। কতহুঁ কহলুঁ ধরি পাণি॥
তব মুখ হেরই মোর। হাম রহুঁ কোরে আগোর॥
সখীগণ সচকিত থারি। বয়নে দেয়ল তব বারি॥
বৈঠল কুঞ্জহি যাই। তহি সব কহলুঁ বুঝাই॥
প্রেম বিচিত্র বিলাস। কহ গোবর্দ্ধন দাস॥

দোল লীলা।

বসন্ত—ছোট দশকুশী।

কো কহু আজুক আনন্দ ওর।
ফুলবনে দোলত গৌর কিশোর॥
নিত্যানন্দ গদাধর শ্রীনিবাস সঙ্গে।
শান্তিপুর নাথ গায় কত রঙ্গে॥
সহচরগণ ফাগু লেপই গোরা গায়।
ধায় শুনি সব লোক নদীয়ায়॥
খোল করতাল হরি হরি বোল।
নয়নানন্দ হেরি বিভোর॥

বসন্তরাগ—ছুঠুকী।

মধুবনে মাধব দোলত রঙ্গে।
ব্রজ-বনিতা ফাগু দেই শ্যাম অঙ্গে॥
কানু ফাগু দেয়ল সুন্দরী অঙ্গে।
মুখ মোড়ল ধনি করি কত ভঙ্গে॥
ফাগু রঙ্গে গোপী সব চৌদিগে বেড়িয়া।
শ্যাম অঙ্গে ফাগু দেই অঞ্জলি ভরিয়া॥
ফাগু খেলাইতে ফাগু উঠিল গগনে।
বৃন্দাবন-তরুলতা রাতুল বরণে॥
রাঙ্গা ময়ূর নাচে গাছে রাঙ্গা কোকিল গায়।
রাঙ্গা ফুল রাঙ্গা ভ্রমর রাঙ্গা মধু খায়॥
রাঙ্গা বায় রাঙ্গা হইল কালিন্দির পানি।
গগন ভুবন দিগ-বিদিগ না জানি॥
রতি জয় রতি জয় দ্বিজকুলে গায়।
জ্ঞান দাস চিত নয়ন জুড়ায়॥

বসন্ত—একতালা।

দোলত রাধা মাধব সঙ্গে।
দোলায়ত সখী সব বহু তরঙ্গে॥

ডারত ফাগু দুহুঁ জন অঙ্গে।
হেরইতে দুহুঁ রূপ মূরছে অনঙ্গে॥
বাওত কত কত যন্ত্র সুতান।
কত কত রাগ মান করু গান॥
চন্দন কুঙ্কুম ভরি পিচকারী।
দুহুঁ অঙ্গে কোই কোই দেয়ত ডারি॥
বিগলিত অরুণ বসন দুহুঁ গায়।
শ্রমজল বিন্দু বিন্দু শোভয়ে তায়॥
হেম মরকত জনু জড়িত পঙার[১]।
তাহে বেঢ়ল গজ মোতিম হার॥
দোলাপরি দুহুঁ নিবিড় বিলাস।
জ্ঞান দাস হেরি পূরয়ে আশ॥

আশাবরী বসন্ত—জপতাল।

অঞ্জলি ভরিয়া ফাগু লেই সখীগণে।
রাই কানু অঙ্গে দেই ঘনে ঘনে॥
দোলাপরি দুহুঁ দোলত ভাল।
গাওত কোই সখী ধরি করে তাল॥

১। প্রবাল

বায়ত কত কত যন্ত্র সুরঙ্গ ।
বীণ রবাব স্বরমণ্ডল উপাঙ্গ ॥
শোভিত তরুকুল বিকসিত ফুল।
ঝঙ্করু মধুমদে সব অলিকুল ॥
মলয়া পবন বহে যামুন তীর ।
নাচত শিখিকুল কুঞ্জকুটীর ॥
বিলসই তাহি দোলাপরি কান।
ইহ নবকান্ত দুহুঁক গুণগান ॥

বসন্ত—ঝাঁপতাল।

কেলিরস মাধুরী তিভিরতি মেদুরী
কৃত নিখিল বন্ধু পশুপালং।
হৃদি বিধৃত চন্দনং স্ফুরদরুণ বন্দনং,
দেহরুচি নির্জ্জিত-তমালং১ ॥
সুন্দরি মাধবমবকলয়ালং।
মিত্রকর-লোলয়া রত্নময়-দোলয়া,
চলিতবপুরতি চপল মালং২ ॥ ধ্রু ॥

যিনি কেলিরস-মাধুর্য্য দ্বারা সকল গোপগণকে স্নিগ্ধ করিয়াছেন এবং যাঁহার বক্ষঃস্থলে ফাগু মিশ্রিত চন্দন অতিশয় শোভিত হইয়াছে, যিনি দেহকান্তি দ্বারা তমাল বৃক্ষকে জয় করিয়াছেন, ১

হে সুন্দরী! সেই শ্রীকৃষ্ণের বিলাস দর্শন কর। বন্ধুবর্গের

ব্রজ-হরিণলোচনা- রচিত গোরোচনা,
তিলক-রুচি রুচিরতর ভালং[৩]।
স্মিত-জনিত-লোভয়া বদন-শশি-শোভয়া
বিভ্রমিত-নবযুবতিজালং ॥
নর্ম্মময় পণ্ডিতং পুষ্পকুল-মণ্ডিতং
রমণমিহ বক্ষসি বিশালং।
প্রণত-ভয়-শাতনং প্রিয়মধি সনাতনং,
গোষ্ঠজন-মানস-মরালং[৪]।

হস্ত চালিত রত্নময় দোলাতে দেহ চঞ্চল হওয়ায় বনমালাও ছুলিতেছে. ২

বৃন্দাবনের মৃগলোচনা গোপবধূদিগের রচিত গোরোচনা তিলকের কান্তিতে তাঁহার ললাট অধিকতর সুন্দর হইয়াছে, ৩

তিনি কেলি-কৌশলে সুপণ্ডিত এবং তাঁহার বিশাল বক্ষঃস্থল প্রণতদিগের ভয়-নাশক এবং তিনি ব্রজবাসীদিগের মানস সরোবরের রাজহংস স্বরূপ এবং সকলের প্রিয় (পক্ষান্তরে সনাতনের আশ্রয়)।৪

আশাবরী—যৎ।

নিপততি পরিতো বন্দন পালী।
তং দোলয়তি মুদা সুহৃদালী॥
বিলসতি দোলোপরি বনমালী।
তরল সরোরুহ শিরসি যথালী॥ ধ্রু॥
জনয়তি গোপীজন-করতালী।
কাপি পুরো নৃত্যতি পশুপালী॥
অয়মারণ্যক-মণ্ডন-শালী।
জয়তি সনাতন-রস-পরিপালী॥

দোলার চারিদিকে ফল্গুচূর্ণ সকল পতিত হইতেছে। সুহৃজ্জন আনন্দে শ্রীকৃষ্ণকে দোলাইতেছে।

পদ্মাকৃতি দোলার উপর শ্রীকৃষ্ণ চঞ্চল পদ্মের উপর ভ্রমরের ন্যায় শোভা পাইতেছেন।

গোপীগণের করতালী শ্রীকৃষ্ণের কৌতুক উৎপাদন করিতেছে; কোন সখী দোলার অগ্রে নৃত্য করিতেছেন।

বনকুসুম-পত্র-গুঞ্জা-ময়ূরপুচ্ছাদি ভূষণে ভূষিত, নিত্যশাশ্বত রস-প্রবর্দ্ধক (পক্ষান্তরে সনাতন গোস্বামীর আনন্দ বর্দ্ধন) শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হইতেছেন।

বসন্তরাগ—ডাঁশপাহিড়া।

রাধার মধুর স্বরে, সখীগণ সুনাগরে,
ছাড়ি দিল দিয়ে টিটকারী।
বদনে বসন দিয়ে, শ্যামের বামে দাঁড়াইয়ে,
হাসে রাধা রসের মুঞ্জরি ॥

রসিয়া নাগরীগণ, রঙ্গে সে মজিল মন,
জয়ধ্বনি যমুনা পুলিনে।
মেঘ বিজরী জনু, মিলি করি রাধা কানু,
বসাল্য রতন সিংহাসনে ॥

জয় জয় হুলাহুলি,, দোলায়ে চন্দ্রাবলী,
দোলে দোঁহে চাঁদ চকোরে।
নব নব রসভরে, কোটি মদন ঝুরে,
কমলেতে ভ্রমরা উজোরে ॥

হেম মরকত জোড়া, পিরিতি রসের কোঁড়া,
ঝলকে কবরী শিখি-চাঁদ।
বংশীবদনে হেরে, কোটি মদন ঝুরে,
দেখি রূপলাবণ্যের ছান্দ ॥

ফুলদোল।

বসন্ত রাগ তুড়ি—বড় রূপক।

ফুলবন গোরাচাঁদ দেখিয়া নয়নে।
ফুলের সমর গোরার পড়ি গেল মনে॥
ঘন জয় জয় দিয়া পারিষদগণে।
গোরা গায় ফুল ফেলি মারে জনে জনে॥
প্রিয় গদাধর সঙ্গে আর নিত্যানন্দ।
ফুলের সমরে গোরার হইল আনন্দ॥
গদাধরের সঙ্গে পহুঁ করয়ে বিলাস।
বাসুদেব ঘোষ রস করিল প্রকাশ॥

বরাড়ি—একতালা।

বন মাহা কুসুম তোড়ি সব সখীগণ
সরস সমর করু তাহিঁ।
মারত বদন নেহারি কুসুম শর
শোহত সমরক মাহি॥
কো কহু সমরক কেলি।
নওল কিশোর নওল বরনারী
ললিতা বিশাখা সখী মেলি॥ধ্রু॥

মণিময় ভূষণ তনু তনু শোহন
ঝুনু ঝুনু নূপুর বাজে।
গোবিন্দ দাস কহ রমণী শিরোমণি
জীতল বিদগধরাজে॥

কল্যাণী – জপতাল।

ফুলক গেন্দু লেই সব সখীগণ
ডারয়ে শ্যামক অঙ্গে।
আওত শ্যাম সুঘড় রস পণ্ডিত
বটু সুবল করি সঙ্গে॥
অপরূপ রাইক কেলি।
দূরহি তাকি গেন্দু ফেলি মারয়ে
শ্যাম অঙ্গে সখী মেলি॥ ধ্রু॥
রোখলি তঁহি রণ, রসিক শিরোমণি,
ফুলধনুক লেই হাত।
শত শত গেন্দু একবেরি ডারয়ে
সবহু সখিগণ সাথ॥
যূথ হি যূথ রমণী ভেল এক যূথ
শ্যামক অঙ্গে ফুলরাশি।
ফুল ধনু ছাড়ি করহি কর বারণ
গৌর দাস ইহ রস পরকাশি॥

ভূপালী—তুঠুকী।

নিধুবনে রাধামোহন কেলি।
কুসুম সমর করু সহচরী মেলি॥
বৃন্দাদেবী যোগাওত ফুল।
বহুবিধ তোড়ক রচিত বকুল॥
সহচরী কুসুম বরিখে শ্যাম অঙ্গে।
তোড়ল পিঞ্ছ মুকুট বহুরঙ্গে॥
লাখে লাখে গেন্দু পড়ল শ্যামগায়।
মধু মঙ্গল সহ সুবল পলায়॥
সখীগণ মেলি দেই করতালী।
ফুলধনু লেই ফিরয়ে বনমালী॥
রাইক সঙ্গে করয়ে ফুলরণ।
কোই না জীতয়ে সম দুইজন॥
অদভূত দুহুঁজন কুসুম বিলাস।
হেরি যদুনন্দন আনন্দে ভাস॥

তথারাগ।

সমর সমাধিয়া যুগল কিশোর।
আওল দুহুঁ যাঁহা কুসুমক ডোর॥
বৃন্দাদেবী রচিত ফুল-দোলা।
ঝূলয়ে দুহুঁ জন আনন্দে বিভোলা॥

কুসুম বরিখে সব সহচরী মেলি।
গাওত বহুবিধ মনসিজ কেলি॥
কত কত যন্ত্র সুমেলি করি।
নাচত গায়ত তাল ধরি॥
দোলত দুহুঁ জন কুসুম হিণ্ডোরে।
দুই দিগে দুই সখী দেই ঝকোরে॥
তড়িতে জড়িত জনু জলধর কাঁতি।
পরিমলে ধায়ত মধুকর পাঁতি॥
অপরূপ দোলত কেলি নিকুঞ্জে।
দুহুঁ পর কুসুম পড়য়ে পুঞ্জে পুঞ্জে॥
দুহুঁ মুখ হেরি দুহুঁ মৃদু মৃদু হাস।
হেরি মুগধ যদু নন্দন দাস॥

পঠমঞ্জরী—একতালা।

ফুল বনে দেখিয়ে ফুলময় তনু।
ফুল সম অভরণ করে ফুল ধনু॥
ফুল ময় ক্ষিতিতল ফুলময় কুঞ্জ।
ফুলময় সখী বরিখে ফুল পুঞ্জ॥
ফুলতনু হেরি মুগধ ফুলবাণ।
ফুল পরে হানল ফুলময় কান॥

ফূলে উয়ল বনফুল বায়ু মন্দ।
ফুল রসে গুঞ্জরে মধুকর বৃন্দ॥
অপরূপ ফুলদোল ফুল বিলাস।
ফুল করে রহু যদুনন্দন দাস॥

মাধবী বিলাস।

শ্রীরাগ — বড়রূপক।

চৌদিগে ভকতগণ হরি হরি বলে।
রঙ্গন মালতীমালা দেই গোরা-গলে॥
কুঙ্কুম কস্তুরী আর সুগন্ধি চন্দন।
গোরাচাঁদের অঙ্গে সব করয়ে লেপন॥
রাঙ্গা প্রান্ত পট্টবাস কোঁচার বলনি।
ঝলমল ঝলমল অঙ্গের লাবণি॥
চাঁচর চিকুরে চাঁপা মনোহর ঝূটা।
উন্নত নাসিকা ঊর্দ্ধ চন্দনের ফোঁটা
আজানুলম্বিত ভুজ সরু পৈতা কান্ধে।
মদন বেদনা পাইয়া ঝুরি ঝুরি কান্দে
দৈবকী নন্দন বলে সহচর সনে।
দেখ সবে গোরাচাঁদ শ্রীবাস-ভবনে॥

তুড়ি—মধ্যম দশকুশী।

বিনোদ ফুলে, বিনোদ মালা,
বিনোদ গলে দোলে।
কোন বিনোদিনী, গাঁথিলে মালা,
বিনোদ বিনোদ ফুলে ॥ ধ্রু ॥

বিনোদ কেশ, বিনোদ বেশ
বিনোদ বরণ খানি।
বিনোদ মালা, গলায় আলা,
বিনোদ বিনোদ দোলনি ॥

বিনোদ বন্ধন, বিনোদ চিকুর,
বিনোদ মালা বেড়া।
বিনোদ নয়নে, বিনোদ চাহনি,
বিনোদ আঁখির তারা ॥

বিনোদ বুক, বিনোদ মুখ,
বিনোদ শোভা করে।
বিনোদ নগরে, বিনোদ নাগরে,
বিনোদ বিনোদ বিহরে ॥

বিনোদ বলন, বিনোদ চলন,
বিনোদ সঙ্গিয়া সঙ্গে।
লোচন বলে, বিনোদিনীর
বিনোদ গৌরাঙ্গে ॥

বরাড়ি—একতালা।

মাধব মাধবী মাধবি কুঞ্জহি
বিরচই মাধবী বেশ।
মাধবী হার, মাধবী কর কঙ্কণ,
মাধবী সুরচিত বেশ ॥

দেখ সখি মাধবী রঙ্গ।
যাকর কুসুমহি কুসুমহি ভুলল
মাধব মাধবী সঙ্গ ॥ ধ্রু ॥

যো মধুমদে উন- মত মধুকর রব
অবিরত করত ঝঙ্কার।
দ্বিজগণ ঘন ঘন মঙ্গল কলরব
তরুবর ফল ফুল ভার ॥

কুঙ্কুম চন্দন মৃগমদ লেপন
করু রঙ্গিনীগণ অঙ্গ।
তনু তনু অতনু সুতনু তনু উতপল
মাধব হেরত রঙ্গ ॥

মায়ূর—তেওট।

চুয়া চন্দন, বন্দন গোরোচন,
লেপই দুহুঁজন অঙ্গ।
কুসুম শিঙ্গার, কুসুম সুকুমারীক,
করু সখী মাধব সঙ্গ ॥

দেখ দেখ বিনোদ বিলাস।
শ্রীবৃন্দাবন নিরুপম শোভন
আনন্দে ফুল ছলে হাস ॥

কোকিল শবদে, গভীর গদ গদ রব
কপোত শবদে সিতকার।
মুকুল পুলককুল, আসব ঝর ঝর
জনু লোচন-জলধার ॥

হেরি দুহুঁ সখী সঞে, নিমগন ক্রীড়নে
কত কত অতনু বিলাস।
মাধব হেরি মন, আনন্দে ভুলল,
আপন সহচরী পাশ॥

ধানশী—ডাঁশপাহিড়া॥

চন্দন চরচিত বিরচিত বেশ।
কুসুম বকুল মালে বান্ধল কেশ॥
মাধবী কুঞ্জে রাই সখী সঙ্গ।
বিনোদ বিলাসে মগন শ্যাম অঙ্গ॥
কাঞ্চন কেতকী চম্পকদাম।
ধনি অঙ্গে বিরচল নাগর শ্যাম॥
নাগরী কুবলয়ে বিবিধ শিঙ্গার।
নাগর অঙ্গে রচল কত আর॥
কুঙ্কুম চন্দন রাই অঙ্গে দেল।
শ্যাম তনু মৃগমদে লেপন কেল॥
জনু তনু তৈছন মিশায়ল বেশ।
কি কহব মাধব তাকর শেষ॥

ফুল-শৃঙ্গার

কামোদ—দশকুশী।

সুন্দর সুন্দর গৌরাঙ্গ সুন্দর,
সুন্দর সুন্দর রূপ।
সুন্দর পিরীতি- রাজ্যের যেমতি
সুঘড় সুন্দর ভূপ॥

সুন্দর বদনে সুন্দর হাসনি,
সুন্দর সুন্দর শোভা।
সুন্দর নয়নে সুন্দর চাহনি,
সুন্দর মানস লোভা॥

সুন্দর নাসাতে সুন্দর তিলক,
সুন্দর দেখিতে অতি।
সুন্দর শ্রবণে সুন্দর কুণ্ডল,
সুন্দর তাহার জ্যোতি॥

সুন্দর মস্তকে সুন্দর কুন্তল,
সুন্দর মেঘের পারা।
সুন্দর গীমেতে সুন্দর দোলয়ে,
সুন্দর কুসুম হারা॥

সুন্দর নদীয়া নগরে বিহার,
সুন্দর চৈতন্য চাঁদ।
সুন্দর লীলায় সৌন্দর্য্য না বুঝে
শেখর জনম আঁধ॥

মায়ূর—দশকুশী।

অপরূপ ফুল শিঙ্গার।
ফুলের চূড়া, অতি মনোহরা,
দেয়ল ফুলের হার॥
ফুলের বাজুবন্ধ, করি নানা ছন্দ
ফুলের কুণ্ডল কানে।
ফুলের নূপুর, বাজয়ে মধুর,
শুনে সব সখীগণে॥
ফুলের নোলক, দামিনীঝলক
হাসির হিল্লোলে দোলে।
ফুলের বাঁশরী, কর অম্বুজপরি
মধুর মধুর বোলে॥
ফুলের পীতধড়া, কটিতটে বেড়া
বিনোদ চরণে দোলে।
রাইক শিঙ্গার, করয়ে নাগর
দাস যদুনন্দন বোলে॥

কেদার—একতালা।

অতি যতনেতে রাইক মাথেতে
ফুল সঞে বেণী গাঁথি দিল।
কানে কর্ণফুল, নাগর পরাইল,
ফুলের সিঁথি সামালি দিল॥
মণিবন্ধ কর, কঙ্কণ ফুলের
অঙ্গুলে অঙ্গুরী সাজে।
নাসিকা উপর ফুলের বেশর
হেরি শশী রহিল লাজে॥
কণ্ঠে ফুলহার পরায়ে নাগর
আপন মনের সাধে।
ফুল গজমতি গলে শোভে অতি
নিন্দি গগন চাঁদে॥
কুচযুগ পরি, কাঁচলি ফুলেরি,
শোভা করে অদভূত।
অলিগণ মেলি, দুই পাখা তুলি
বৈসয়ে সযূথে যূথ॥
কটিতটে শাড়ী ক্ষুদ্র ঘণ্টি বেড়ি
ফুলের বনায়ে দিল।
চরণে নূপুর, বাজয়েম ধুর
দাস যদুনন্দন শুনিল॥

সুহিনী—একতালা।

অপরূপ কুসুম হিন্দোলা।
তাহে বেড়ি নানা ফুলমালা॥
ফুলের রচনা করি তাতে।
ফুলের গালিচা তাহে শোভিয়াছে॥
তাহে বৈসে কিশোরী কিশোর।
দুহেঁ হেরি দোঁহে ভেল ভোর॥
ললিতা বিশাখা আদি সখী।
দোলায়ত দুহুঁ মুখ দেখি॥
কোন সখী যন্ত্র বাজায়।
দুহুঁ লীলা গুণ কোই গায়॥
কোই নাচে মনেরি হরিষে।
কেহু কেহু কুসুম বরিষে॥
কেহু হেরি দোঁহাকার শ্রম।
করতহি চামর বীজন॥
দোঁহাকার চাঁদ মুখ দেখি।
তাম্বূল দেই মহাসুখী॥
অপরূপ কুসুম বিলাস।
হেরি যদুনন্দন দাস॥

প্রার্থনা

ধান শ্রী—যোত সমতাল।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, বলরাম নিত্যানন্দ,
পারিষদ সঙ্গে অবতার।
গোলকের প্রেমধন, সভারে যাচিয়া দিল,
না লইনু মুঞি দুরাচার॥
আরে পামর মন, বড় শেল রহল মরমে।
হেন কীর্ত্তন রসে, জগজন মাতল,
বঞ্চিত মো হেন অধমে॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদ- কল্পতরু ছায়া পাঞা,
সব জীব তাপ পাসরিল।
মুঞি অভাগিয়া বিষ- বিষয়ে মাতিয়া রৈনু,
হেন যুগে নিস্তার না হৈল॥
আগুনে পুড়িয়া মরোঁ, জলে পরবেশ করোঁ,
বিষ খাইয়া মরোঁ মো পাপিয়া।
এই মত করি যদি, মরণ না করে বিধি,
প্রাণ রহে কি সুখ লাগিয়া॥
এহেন গৌরাঙ্গ-গুণ, না করিলাম শ্রবণ,
হায় হায় করিয়ে হুতাশ।
হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র, মুখভরি না লইলাম,
জীবনমৃত গোবিন্দ দাস॥

মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তন — গৌরকীর্ত্তন-রসে জগজন মাতল

ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের সৌজন্যে

গান্ধার—মধ্যম দশকুশী।

হরি হরি বড় দুখ রহল মরমে।
গৌরকীর্ত্তনরসে, জগজন মাতল,
বঞ্চিত মোহেন অধমে ॥ ধ্রু ॥
ব্রজেন্দ্র নন্দন যেই, শচীসুত হৈল সেই
বলরাম হইল নিতাই।
দীন হীন যত ছিল, হরি নামে উদ্ধারিল,
তার সাক্ষী জগাই মাধাই ॥
হেন প্রভুর শ্রীচরণে রতি না জন্মিল কেনে,
না ভজিলাম হেন অবতার।
দারুণ বিষয়বিষে, সতত মজিয়া রৈনু,
মুখে দিনু জলন্ত অঙ্গার ॥
এমন দয়ালু দাতা, আর না পাইবে কোথা,
পাইয়া হেলায় হারাইনু।
গোবিন্দ দাসিয়া কয়, অনলে পুড়িলে নয়,
সহজেই আত্মঘাতী হইনু ॥

সুহই— ছোট দশকুশী।

হরি হরি কি মোর করম গতি মন্দ।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পদ, না সেবিনু তিল আধ
না বুঝিলাম রাগের সম্বন্ধ ॥

স্বরূপ সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ
ভূগর্ভ শ্রীজীব লোকনাথ।
ইহা সভার পাদ-পদ্ম, না সেবিলাম তিল আধ
আর কিসে পুরিবেক সাধ ॥
কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রসিক ভকত মাঝ
যেহোঁ কৈল চৈতন্য-চরিত।
গৌর গোবিন্দ লীলা, শুনিতে গলয়ে শিলা
তাহাতে না হইল মোর চিত ॥
সে সব ভকত সঙ্গ, যে করিল তার সঙ্গ,
তার সঙ্গে কেনে নৈল বাস।
কি মোর দুখের কথা, জনম গোঙাইনু বৃথা
ধিক ধিক নরোত্তম দাস ॥

গান্ধার—মধ্যম দশকুশী।

হরি হরি বড় শেল মরমে রহিল।
পাইয়া দুর্লভ তনু, শ্রীগুরু সেবন বিনু
জন্ম মোর বিফল হইল ॥

ব্রজেন্দ্র নন্দন হরি, নবদ্বীপে অবতরি,
জগত ভরিয়া প্রেম দিল।
মুঞি সে পামর মতি, বিশেষে কঠিন অতি,
তেঞিও মোরে করুণা নহিল ॥
শ্রীরূপ স্বরূপ সাথ, সনাতন রঘুনাথ,
তাহাতে নহিল মোর মতি
বৃন্দাবন রস ধাম, চিন্তামণি যার নাম,
সেই ধামে না কৈল বসতি ॥
বিশেষে বিষয়ে রতি, নহিল বৈষ্ণবে মতি
নিরবধি ঢেউ উঠে মনে।
নরোত্তম দাসে কয়, জীবের উচিত নয়,
শ্রীগুরু বৈষ্ণব সেবা বিনে ॥

কড়খা ধানসি—ছুটা।

প্রথম জননী কোলে, স্তনপান কুতূহলে,
অজ্ঞান আছিলুঁ মতিহীন।
তবেত বালকসঙ্গে, খেলাইলুঁ নানারঙ্গে,
এমতি গোয়াইলুঁ কতদিন ॥

দ্বিতীয় সময় কাল, বিকার ইন্দ্রিয় জাল,
পাপপুণ্য কিছুই না ভায়।
ভোগ বিলাস নারী, এ সব কৌতুক করি,
তাহা দেখি হাসে যমরায় ॥
তৃতীয় সময় কালে বন্ধন সে হাতে গলে
পুত্র কলত্র গৃহবাস।
আশা বাড়ে দিনে দিনে ত্যাগ নাহি হয় মনে
হরিপদ না করিলুঁ আশ ॥
চারি হইল গেল যদি হরিল আঁখির জ্যোতি
শ্রবণে না শুনি অতিশয়।
বলরাম [১] দাসে কয়, এইবার রাখ মহাশয়,
ভক্তিদান দেহ রাঙ্গাপায় ॥

বালাধানশী—জপতাল।

জেনে শুনে কৃষ্ণপদ না করে ভাবনা।
পুন পুন পায় সেই গর্ভের যন্ত্রণা ॥
একবার জনমিয়ে আর বার মরে।
তথাপিহ হরিপদ ভজন না করে ॥

১। নরোত্তম—পাঠান্তর।

থাকিয়ে মায়ের গর্ভে পায় নানা ব্যথা।
তখন পড়য়ে মনে শত জন্মের কথা॥

ঊর্দ্ধপদে হেট মাথে রহয়ে বন্ধনে।
বিপদ সময়ে তখন কৃষ্ণ পড়ে মনে॥

জন্মমাত্র পড়ে মহামায়ার বন্ধনে।
ভজিতে কৃষ্ণের পদ না পড়য়ে মনে॥

শতেক বৎসর আয়ু সবে মাত্র ধরে।
নিদ্রিত তাহার যায় পঞ্চাশ বৎসরে॥

পঞ্চাশ বৎসর বাল্য পৌগণ্ড কৈশোরে।
নানামত চাপল্যে সে পরমায়ু হরে॥

কোন মতে কৃষ্ণপদ নহিল ভজন।
চৌরাশী লক্ষ যোনিতে পুন করয়ে ভ্রমণ॥

ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি দেখে কৃষ্ণদাস।
সেইক্ষণে হয় তার কর্ম্মবন্ধ নাশ॥

কৃষ্ণের ভজন তত্ত্ব করে উপদেশ।
ভজয়ে কৃষ্ণের পদ দূরে যায় ক্লেশ॥

অতএব ভজি আমি বৈষ্ণব চরণ।
বলরাম দাস এই করে নিবেদন॥

তথারাগ—জপতাল।

দারুণ সংসারের, চরিত্র দেখিয়া,
পরাণে লাগিছে ভয়।
কাল সাপের মুখে, শুতিয়া রৈয়াছি,
কখন কি জানি হয় ॥ ধ্রু ॥

মনের ভরমে, অরিরে সেবিনু,
ত্যজিয়া বান্ধব লোক।
কাচের ভরমে, মাণিক হারাইয়া,
এখন হইছে শোক ॥

সুখের লাগিয়া, এ ঘর বান্ধিনু,
করিনু দুঃখের তরে।
জ্বলন্ত অনল, দেখিয়া পতঙ্গ,
ইচ্ছায় পুড়িয়া মরে ॥
বিষয় গরল, ভরল দেহ,
আর কি ওষধি আছে।
অনন্ত কহয়ে, সাধু ধন্বন্তরি-
চরণ-স্মরণ পাছে ॥

ভাটিয়ারী—ঝপতাল।

ভজ ভজ হরি, মন দৃঢ় করি,
মুখে বল তার নাম।
ব্রজেন্দ্র নন্দন, গোপী-প্রাণধন,
ভুবনমোহন শ্যাম॥
কখন মরিবে, কেমনে তরিবে,
বিষম শমনে ডাকে।
যাহার প্রতাপে, ভুবন কাঁপয়ে,
না জানি মর বিপাকে॥
কুল ধন পাইয়া, উনমত হইয়া,
আপনাকে জান বড়।
শমনের দূতে, ধরি পায়ে হাতে,
বান্ধিয়া করিবে জড়॥
কিবা যতী সতী, কিবা দ্বিজ জাতি,
যেই হরি নাহি ভজে।
ভবে জনমিয়া, ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া,
রৌরব নরকে মজে॥
দাস লোচন, ভাবে অনুক্ষণ,
মিছাই জনম গেল।
হরি না ভজিনু, বিষয়ে মজিনু,
হৃদয়ে রহিল শেল॥

পুরবী ধানশ্রী—দুঠুকী।

ব্রজেন্দ্র নন্দন, ভজে যেই জন,
সফল জীবন তার।
তাহার উপমা, বেদে নাহি সীমা,
ত্রিভুবনে নাহি আর॥
এমন মাধব, না ভজে মানব,
কখন মরিয়া যাবে।
সেই সে অধম, প্রহারিবে যম,
রৌরবে কৃমিতে খাবে॥
তার পর আর, পাপী নাহি ছার,
সংসার জগত মাঝে।
কোন কালে তার, গতি নাহি আর,
মিছাই ভ্রমিছে কাজে॥
লোচন দাস, ভকতি আশ,
হরিগুণ কহি লেখি।
হেন রস সার, মতি নাহি যার,
তার মুখ নাহি দেখি॥

বিভাস ভৈরবী—জপতাল।

ভজহুঁ রে মন, নন্দ নন্দন.
অভয় চরণারবিন্দ রে।
দুর্লভ মানুষ- জনম সত সঙ্গে,
তরহ এ ভব সিন্ধু রে॥
শীত আতপ, বাত বরিখণ,
এ দিন যামিনী জাগি রে।
বিফলে সেবিনু, কৃপণ দুরজন,
চপল সুখ লব লাগি রে॥
এ ধন-যৌবন, পুত্র পরিজন,
ইথে কি আছে পরতীত রে।
কমল দল জল, জীবন টলমল,
ভজহ হরিপদ নিতরে॥
শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ বন্দন
পাদ-সেবন দাস রে।
পূজন সখীজন আত্ম-নিবেদন
গোবিন্দ দাস অভিলাষ রে॥

শ্রীরাগ—জপতাল।

রাধানাথ মো বড় অধম পাপী।
প্রেম সুখ নাই কিসে জুড়াইব
অশেষ তাপের তাপী॥

রাধানাথ নিবেদিয়ে আমি তোমা।
দন্তে তৃণ করি মিনতি করিয়ে
উদ্ধার করিবে আমা॥

রাধানাথ কি গতি হইবে মোর।
বিষম সংসার সাগরে পড়িয়া
মজিয়া হইনু ভোর॥

রাধানাথ কেমনে হইব পার।
একুল ওকুল কিছু না দেখিয়ে
নাহি তার পারাপার॥

রাধানাথ তুমি সে করুণাময়।
তোমার চরণ প্রবল নৌকাতে
উদ্ধার করিলে হয়॥

রাধানাথ এমন হইবে দিন।
রাই সহ মোরে সেবাতে ডাকিবে
কিছু না বাসিবে ভিন॥

রাধানাথ ব্রজে বা তোমায় পাই।
গৌর-সুন্দরে নিজ দাসী করি
রাখিতে হবে তথাই ॥

মায়ূরমিশ্র জয়জয়ন্তী—ঠুংরী।

রাধানাথ দেখিতে হইছে ভয়।
তনু বল হ্রাস, আর বুদ্ধি নাশ,
কখন কি জানি হয় ॥

রাধানাথ সকলি ছাড়িয়া গেল।
দাঁত আঁত গেল, বধির হইল,
নয়নে না দেখি ভাল ॥

রাধানাথ তুমি সে করুণা-সিন্ধু।
তোমা বিনে আর, কেবা উদ্ধারিবে,
তুমি সবলোক-বন্ধু ॥

রাধানাথ আগে সব নিবেদয়।
মরণ সময়, ব্যাধিগ্রস্ত হয়,
স্মরণ নাহিক রয় ॥

রাধানাথ আর কিছু নাহি ভয়।
বৃষভানু-সুতা চরণ সেবনে
পাছে কৃপা নাহি হয়।
রাধানাথ সেই সে সকলি সিদ্ধি।
সেই কৃপা বিনে ব্রহ্মপদ আদি
সকল সুখ উপেখি॥
রাধানাথ এই নিবেদিয়ে আমি।
বৃষভানু সুতা পদে দাসী করি
অঙ্গীকার কর তুমি॥
রাধানাথ এই মোর অভিলাষ।
নিভৃত নি- কুঞ্জে নিজপদে
লেহ গৌর সুন্দর দাস॥

জয়জয়ন্তী—ঠুংরী।

রাধানাথ করুণা করহ আমা।
সাধন ভজন কিছু না করিনু,
ব্রজে বা না পাই তোমা॥
রাধানাথ এ লাগি আকুল চিত।
রহি রহি মোর সংশয় হইছে,
ভাবিতে হইনু ভীত॥

রাধানাথ সময় হইল শেষ।
তব দয়া মোরে নিশ্চয় হইবে,
কিছু না দেখিয়ে লেশ॥

রাধানাথ তোমায় সঁপিত কায়।
রমণী যদি বা কুপথে চলয়ে
পতি নামে সে বিকায়॥

রাধানাথ লোকে বা হাসয়ে তোমা।
যে ডাকয়ে তোমা তারে না তারিলে
অযশ রবে ঘোষণা॥

রাধানাথ এড়াইতে নারিবে তুমি।
তুয়াপদে যদি রতি না থাকুক,
সবে জানে তোমার আমি।

রাধানাথ এ কথার করিবা কি।
পতিত পাবন তুয়া এক নাম
সাধুমুখে শুনিয়াছি॥

রাধানাথ অতয়ে করেছি আশ।
ব্রজে তোমা দোঁহা পদে দাসী কর,
গৌর সুন্দর দাস॥

সুহই—একতালা।

রাধানাথ মো বড় পাতকী দুরাচার।

তোমার সে শ্রীচরণ, না করিনু আরাধন,
বৃথা ফিরি বহি দেহ ভার॥
দারুণ বিষয় কীট, হইনু পাইয়া মিঠ,
বিষ হেন জ্ঞান নাহি হয়।
তোমার ভকত সঙ্গে, তব কথামৃত রঙ্গে,
হতচিত তাহে না ডুবায়॥
তুমি সে করুণাসিন্ধু, জগত জীবন বন্ধু,
নিজ কৃপাবলে যদি লেহ।
পতিত পাবন নাম, ঘোষণা রহিবে শ্যাম,
জগতে করিবে এই থেহ॥
এই কৃপা কর প্রভু, তুয়া ভক্ত-সঙ্গ কভু,
না ছাড়িব জীবনে মরণে।
তব লীলাগণগুণে, ডুবুক আমার মনে,
গোপীকান্ত করে নিবেদনে॥

ভাটিয়ারী—ধামালী তাল।

গোরাচাঁদ ফিরি চাহ নয়নের কোণে।

দেখি অপরাধী জনা, যদি তুমি কর ঘৃণা,
অযশ ঘুষিবে ত্রিভুবনে॥

তুমি প্রভু দয়াসিন্ধু, পতিত জনার বন্ধু,
সাধুমুখে শুনিয়া মহিমা।
দিয়াছি তোমার দায়, এই মোর উপায়,
উদ্ধারিলে মহিমার সীমা ॥
মুঞি ছার দুষ্টমতি তুয়া নামে নাহি রতি
সদাই অসৎ পথে ভোর।
তাহাতে হইয়াছে পাপ, আর অপরাধ তাপ,
কি কব তাহার নাহি ওর ॥
তোমার কৃপা বলবানে, অপরাধী নাহি মানে,
শুনি নিবেদিয়ে রাঙ্গা পায়।
পুরাহ আমার আশ, ফুকারে বৈষ্ণব দাস,
তুয়া নাম স্ফুরুক জিহ্বায় ॥

ধানশী—মধ্যমদশকুশী।

পঁহু মোর গৌরাঙ্গ গোঁসাঞি।
এই কৃপা কর যেন তোমারি গুণ গাই ॥
যে সে কুলে জন্ম হউ যে সে দেহ পাঞা।
তোমার ভক্ত সঙ্গে ফিরি তোমার গুণ গাঞা ॥
চিরকাল আশা প্রভু আছয়ে হিয়ায়।
তোমার নিগূঢ় লীলা স্ফুরাবে আমায় ॥

তোমার নামে সদা রুচি হউক মোর।
তোমার গুণ গানে যেন সদা হউ ভোর ॥
তোমার গুণ গাইতে শুনিতে ভক্ত সঙ্গে।
সাত্ত্বিক বিকার কি হইবে মোর অঙ্গে ॥
অশ্রু কম্প পুলকে পূরিবে সব তনু।
ভূমিতে পড়িব প্রেমে অগেআন জনু ॥
যে সে কর প্রভু এক তুমি মাত্র গতি।
কহয়ে বৈষ্ণব দাস তোমায় রহুঁ মতি ॥

মঙ্গলরাগ—ধামালী।

নাচিতে না জানি তবু, নাচিয়ে গৌরাঙ্গ বলি,
গাইতে না জানি তবু গাই।
সুখে বা দুখেতে থাকি, হা গৌরাঙ্গ বলি ডাকি,
নিরন্তর এই মতি চাই ॥

বসুধা জাহ্নবা সহ, নিতাই চাঁদেরে ডাকি,
সীতার সহিতে সীতাপতি।
নরহরি গদাধর, শ্রীবাস আদি সহচর,
ইহা সভার নামে যেন মাতি ॥

স্বরূপ রূপ সনাতন, রঘুনাথ সকরুণ,
ভট্ট-যুগ জীব লোক নাথ।
ইহা সবার নাম করি, দীন প্রায় সদা ফিরি,
যেন হয় তাসভার সাথ॥
মহান্ত সন্তান কিবা, মহান্তের জন যেবা,
ইহা সভার স্থানে অপরাধ।
না হয় উদ্গম কভু, ভয়ে প্রাণ কাঁপে পঁহু,
এ সাধে না পড়ে যেন বাদ॥
অন্তে শ্রীবাস পদ, সেবা উক্ত সে সম্পদ,
সে সম্পদের সম্পদী যে হয়।
তার ভুক্ত গ্রাস শেষে, কিবা গৌড় ব্রজবাসে,
দন্তে তৃণ হরিদাসে কয়॥

সুহই—ধড়াতাল।

হে গোবিন্দ গোপীনাথ
কৃপা করি রাখ নিজ পথে।
কাম ক্রোধ ছয়গুণে, লৈয়া ফিরে নানাস্থানে,
বিষয় ভুঞ্জয়ে নানা মতে॥

হইয়া মায়ার দাস, করি নানা অভিলাষ,
তোমার স্মরণ গেল দূরে।
অর্থ লাভ এই আশে, কপট বৈষ্ণব বেশে,
ভ্রমিয়া বুলিয়া ঘরে ঘরে॥
অনেক দুখের পরে, লইয়াছিলে ব্রজপুরে,
কৃপাডোর গলায় বান্ধিয়া।
দৈব মায়া বলাৎকারে, খসাইয়া সেই ডোরে,
ভবকূপে দিলে ফেলাইয়া॥
পুন যদি কৃপা করি, এ জনার কেশে ধরি,
টানিয়া তুলহ ব্রজভূমে।
তবে সে দেখিয়ে ভাল নহে বোল ফুরাইল
কহে দীন দাস নরোত্তমে॥

ভাটিয়ারী--ধামালী।

কপট বৈষ্ণব বেশে, বেড়াইনু দেশে দেশে,
উদর পূরণ আচরিতে।
না বুঝিলাম হরিনাম কিসে হব পরিত্রাণ
ভেক ধরি লোক বুঝাইতে॥

প্রভুগো মো বড় পতিত দুরাচার॥
মহতের নাম ধরি করি নানা ভারিভূরি
কপটেতে বেড়াইলাম সংসার॥ ধ্রু॥
বৈষ্ণব বলিয়া মোরে সর্ব্বজনে ভক্তি করে
মোর নাহি বৈষ্ণব আচার।
পর নারী পর ধন, ইহাতে মজিল মন,
নিরবধি এই মাত্র সার॥
শঠতা চাতুরী করি, দম্ভ করিয়া ফিরি,
লম্ফ ঝম্ফ রজনী দিবসে।
গ্রন্থ গীতা শাস্ত্র আদি, পড়ি শুনি নিরবধি.
মোর মনে কিছু না পরশে॥
আপনি বৈষ্ণব জ্ঞানে, ভুলাইনু জগজনে,
সে তরিল আমি যারে ভাঁড়ি।
কহে নরোত্তম দাস, মোর হইল সর্ব্বনাশ,
আপনি হইনু ছড়াহাঁড়ি॥

ধানশী—ছুটাতাল।

হরি হরি অসাধনে দিন গেল বৈয়া।
না ভজিনু তুয়াপদ সাধুসঙ্গে রৈয়া॥

শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদে নহিল মোর চিত।
কেন বা দারুণ বিধি করিল বঞ্চিত॥
ভাবিতে চিন্তিতে মোর চিত ভেল ধন্দ।
ভাবিতে না দিল মন তুয়াপদ দন্দ॥

সুহই—মধ্যম একতালা।

তাতল সৈকত, বারি বিন্দু সম,
সুতমিত রমণী সমাজে[১]।
তোহে বিসরি মন, তাহে সমাপলুঁ[২]
অব মঝু হব কোন কাজে[৩]॥

১। পুত্রমিত্র-নারী-মিলিত পরিবারে আমাকে একেবারে গ্রাস করিয়াছে। যেমন উত্তপ্ত বালুরাশিতে একবিন্দু জল পড়িলে তাহাকে শুষিয়া লয়, সেইরূপ। অর্থাৎ পুত্রকলত্রের চিন্তায় ও ভোগে আমি আমার আমিত্ব হারাইয়াছি।

২। তোমাকে বিস্মৃত হইয়া তাহাতেই মন সমর্পণ করিয়াছি।

৩। আমার এখন উপায় কি হইবে?

মাধব হাম পরিণাম নিরাশা।
তুহুঁ জগতারণ, দীন দয়াময়,
অতয়ে তোহারি বিশোআসা[১] ॥
আধ জনম হাম, নিন্দে গোঙায়লুঁ
জরাশিশু কত দিন গেলা[২]।
নিধুবনে রমণী রঙ্গরসে মাতলুঁ
তোহে ভজব কোন বেলা[৩] ॥
কত চতুরানন, মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা[৪]।
তোহে জনমি পুন, তোহে সমাওত,
সাগর লহর সমানা[৫] ॥

১। আমার আর কোনও আশাই নাই। এই একমাত্র ভরসা (বিশ্বাস) যে তুমি জগতের ত্রাণকর্ত্তা এবং দীনদয়াল।

২। অর্দ্ধেক জন্ম নিদ্রায় কাটাইলাম (প্রতিদিন প্রায় ১২ ঘণ্টা নিদ্রায় কাটে) এবং বার্দ্ধক্যে ও শৈশবে বহুদিন কাটিয়াছে।

৩। যৌবনে প্রমোদকাননে রঙ্গরসেই কাটিল, তোমাকে আর কখন ভজিব? আমার সকল কাজের সময় হইল, কিন্তু তোমাকে ভজন করিবার সময় হইল না।

৪। ব্রহ্মা জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা; কিন্তু কল্পান্তে কত কত ব্রহ্মার লয় হইয়াছে—তোমার আদি ও অন্ত নাই।

৫। (তাঁহারা) তোমাতে জন্মিয়া আবার তোমাতেই প্রবেশ করিয়াছেন, যেমন সাগর-তরঙ্গ সাগরেই লয় প্রাপ্ত হয়।

ভনয়ে বিদ্যাপতি শেষ শমন ভয়
তুয়া বিনে গতি নাহি আরা।
আদি অনাদিক, নাথ কহায়সি,
ভবতারণ ভার তোহারা[১]॥

মায়ূর ধানশী — মধ্যম দশকুশী।

মাধব বহুত মিনতি করু তোয়।
দেই তুলসী তিল, এ দেহ সমর্পিলুঁ,
দয়া নাহি ছোড়বি মোয়॥
গণইতে দোষ, গুণ লেশ না পায়বি,
যব তুহুঁ করবি বিচার[২]।
তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহায়সি
জগবাহির নহি মুঞি ছার॥

১। তোমাকে আদি অনাদি সমস্ত পদার্থের প্রভু বলাইতেছ, কাজেই জগতকে ত্রাণ করিবার ভার তোমার। জগৎ উদ্ধার করিলে আমাকেও উদ্ধার করিতে হইবে, কারণ যত পাপীই হই না কেন, আমিত জগতেরই একজন।

২। আমার দোষের বিচার করিতে গেলে, লেশমাত্র গুণও আমাতে খুঁজিয়া পাইবে না। আমি কেবল দোষের খনি।

কিয়ে মানুষ পশু পাখী কিয়ে জনমিয়ে
অথবা কীট পতঙ্গ।
করম বিপাকে গতাগতি পুন পুন
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ[১]॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুয়াপদ পল্লব[২] করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীনবন্ধু॥

বিভাস—মধ্যম ডাঁশপাহিড়া।

প্রভু মোর মদনমোহন গোবিন্দ গোপীনাথ
দয়াকর মুঞি অধমে রে।
সংসার সাগর মাঝে, পড়িয়া রৈয়াছি নাথ,
কৃপা-ডোরে বান্ধি লেহ মোরে॥
অধম চণ্ডাল আমি, দয়াল ঠাকুর তুমি,
শুনিয়াছি বৈষ্ণবের মুখে।
এ বড় ভরসা মনে, ফেল লৈয়া বৃন্দাবনে,
বংশীবট দেখি যেন সুখে।

১। তোমার প্রসঙ্গে যেন মতি থাকে।
২। পলব (প্লব) হইলে অধিকতর সুসঙ্গত হয়।

কৃপা কর আগুগুড়ি,[১] লেহ মোরে কেশ ধরি,
শ্রীযমুনা দেহ পদছায়া।
অনেক দিনের আশ, নহে যেন নৈরাশ,
দয়া কর না করিহ মায়া[২] ॥
অনিত্য এ দেহ ধরি, মিছা আপন আপন করি,
পাছে আছে শমনের ভয়।
নরোত্তম দাসের মেনে, প্রাণ কান্দে রাত্রি দিনে,
পাছে ব্রজ প্রাপ্তি নাহি হয় ॥

কামোদ—দশকুশী।

যদপি সমাধিষু বিধিরপি পশ্যতি,
ন তব নখাগ্রমরীচিং।
ইদমিচ্ছামি নিশম্য তবাচ্যুত,
তদপি কৃপাদ্ভুত-বীচিং ॥ *

১। অগ্রসর হইয়া ; আমাকে কৃপা করিতে হইলে তোমাকেই আসিতে হইবে। আমার যাইবার সাধ্য নাই।

২। কপটতা, ছল।

* হে অচ্যুত। ব্রহ্মাও ধ্যানযোগে তোমার নখকান্তি পর্য্যন্ত দর্শনে অপারগ, কিন্তু আমি তোমার অদ্ভুত কৃপা-তরঙ্গের কথা শ্রবণ করিয়া এই কামনা করিতেছি,

দেব ভবন্তং বন্দে।

মন্মানস মধুকরমর্পয় নিজ

পদপঙ্কজ-মকরন্দে ॥

ভক্তিরুদঞ্চতি যদ্যপি মাধব,

ন ত্বয়ি মম তিলমাত্রী।

পরমেশ্বরতা তদপি তবাধিক ॥

দুর্ঘট-ঘটন-বিধাত্রী ॥

অয়মবিলোল তয়াদ্য সনাতন,

কলিতাদ্ভুত রসভারং।

নিবসতু নিত্যমিহামৃত-নিন্দিনি

বিন্দন্মাধুরিমসারং ॥

হে দেব! আমি তোমাকে প্রণাম করি। আমার মনভৃঙ্গকে তোমার বিকসিত পাদপদ্মের মকরন্দ পানে নিযুক্ত কর,

হে মাধব! যদ্যপি তোমাতে বিন্দুমাত্রও ভক্তি আমার নাই তথাপি—হে পরমেশ্বর! এই ভরসা যে তোমার ঐশ্বর্য্য-মাহাত্ম্যে দুর্ঘট কার্য্যেরও ঘটনা হয়,

হে সনাতন! আমার চিত্ত-মধুপ মধুপানে লুব্ধ হইয়া তোমার চরণকমলে নিত্য নিশ্চলরূপে বাস করুক, তাহা হইলে মাধুর্য্য-সার অবশ্যই লাভ করিবে।

গান্ধার—মধ্যমদশকুশী।

প্রাণেশ্বর নিবেদন এই জন করে।

গোবিন্দ গোকুল চন্দ্র, পরম আনন্দ কন্দ,
গোপীকুল-প্রিয় দেব হরে[১] ॥

তুয়া প্রিয় পদ সেবা, এই ধন মোরে দিবা'
তুমি প্রভু করুণার নিধি।

পরম মঙ্গল যশ, শ্রবণ পরশ রস,
কার কিবা কাজ নহে সিদ্ধি ॥

দারুণ সংসার গতি, বিষয়ে বিষম মতি,
তুয়া বিসরণ শেল বুকে ॥

জর জর তনুমন, অচেতন অনুক্ষণ,
জিয়ন্তে মরণ ভেল দুখে ॥

মো বড় অধম জনে, কর কৃপা নিরীক্ষণে,
দাস করি রাখ বৃন্দাবনে।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম, প্রভু মোর গৌর ধাম,
নরোত্তমে লইল শরণে ॥

১। দেহ মোরে—পাঠান্তর।

ভাটিয়া রাগ—ধামালি তাল।

যতনে যতেক ধন পাপে বটোরলুঁ[১]

মেলি পরিজনে খায়।

মরণক বেরি হেরি কোই না পুছত

করম সঙ্গে চলি যায়॥

এ হরি বন্দো তুয়া পদ-নায[২]।

তুয়া পদ পরিহরি পাপ পয়োনিধি

পার হব কোন উপায়॥ ধ্রু॥

যাবত জনম হাম তুয়া পদ না সেবিনু

যুবতি-মতিময় মেলি[৩]।

অমৃত তেজি কিয়ে, হলাহল পিয়লুঁ

সম্পদে বিপদহিঁ ভেলি॥

১। সঞ্চয় করিলাম। (বিষয় মদে মত্ত হইয়া, শ্রীকৃষ্ণের চরণ বিস্মৃত হইয়া ধন উপার্জ্জন করাই পাপ। বিদ্যাপতি সেই পাপের কথাই বলিতেছেন। পাপের দ্বারা অর্থাৎ চৌর্য্য বঞ্চনাদির দ্বারা অর্থোপার্জ্জনের কথা হইতেছে না।)

২। তোমার চরণ-তরণীকে একমাত্র উপায় বলিয়া বন্দনা করিতেছি।

৩। যাহারা প্রমদাগণের সঙ্গলোলুপ, তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া।

ভনহুঁ বিদ্যাপতি লেহ[১] মনে গণি
কহিলে কি জানি হএ কাজে[২]।
সাঁঝ কি বেরি, সেব কোই মাগই,
হেরইতে তুয়া পায় লাজে[৩]॥

সুহই গৌরী—তেওট।

হা নাথ গোকুলচন্দ্র, হা কৃষ্ণ পরমানন্দ,
হাহা ব্রজেশ্বরীর নন্দন।
হা রাধিকা চন্দ্রমুখি, গান্ধর্ব্বা ললিতা সখি,
কৃপা করি দেহ দরশন॥

১। হেন—পাঠান্তর। লেহ মনে গণি—মনে বিচার করিয়া দেখ।

২। এখন (এই আসন্ন মৃত্যু সময়ে) কি এই সকল প্রার্থনা জানাইলে কাজ হইবে? সারাজীবন অসাধনে কাটাইয়া এখন চীৎকার করিলে কি কোনও লাভ হইবে?

৩। (সারাদিন বসিয়া থাকিয়া) সাধু যদি সন্ধ্যা বেলায় ভিক্ষা মাগিতে বহির্গত হন, তাহার যেমন দশা, আমারও তেমনি। শেষ বেলায় এইরূপ চেঁচামিচি দেখিয়া তোমারই হয়ত লজ্জা হইবে।

তোমা দোঁহার শ্রীচরণ, আমার সর্ব্বস্ব ধন,
তাহার দর্শনামৃত পান।
করাইয়া জীবন রাখ, মরিতেছি এই দেখ,
করুণা কটাক্ষ কর দান॥
দোঁহে সহচরী সঙ্গে, মদনমোহন ভঙ্গে,
শ্রীকুণ্ডে কল্পতরু ছায়।
আমারে করুণা করি, দেখাইবে সে মাধুরী,
তবে হয় জীবন উপায়॥
হাহা শ্রীদামের সখা, কৃপা করি দাও দেখা,
হাহা বিশাখার প্রাণ-সখি।
দোঁহে সকরুণ হইয়া, চরণ দর্শন দিয়া,
দাসীগণ মাঝে লেহ লিখি॥
তোমার করুণা রাশি, তেঁঞি চিতে অভিলাষি,
কৃপা করি পূর মোর আশ।
দশনেতে তৃণ ধরি, ডাকে নাথ উচ্চ করি,
দীনহীন বৈষ্ণবের দাস॥

গান্ধার—মধ্যম দশকুশী।

হরি হরি কি কহিয়ে প্রলাপ বচন।
কাঁহা সে সম্পদ সার, কাঁহা এই মুঞি ছার,
কিয়ে চিত্র বাউলের মন॥

অনন্ত বৈকুণ্ঠ-সার, বৃন্দাবন নাম যার,
তাহে পূর্ণতম কৃষ্ণচন্দ্র।
তার প্রিয়া শিরোমণি, শ্রীরাধিকা ঠাকুরাণী,
বিলসয়ে সঙ্গে সখি-বৃন্দ॥
তার অনুচরী সঙ্গে, প্রেম-সেবা পরবন্ধে,
ব্রহ্মা শিব শেষের অগম্য।
কাঁহা এ পাপিষ্ঠ জন, পাপালয় মূর্ত্তিমান,
আশা করি করে তাহা কাম্য॥
যথা বামনের ইন্দু, পঙ্গুর লঙ্ঘন সিন্ধু,
মূকের যেমন বেদ-ধ্বনি।
পশ্চিমে উদয় সূর, মলয়জ কর্পূর,
পথের কঙ্কর চিন্তামণি॥
এ সব যদিও হয়, কৃপা বিনে তভু নয়,
শ্রীরাধামাধব দরশন।
বৈষ্ণব দাসের মনে, দরিদ্র বিজয়া পানে,
শুতি যেন দেখয়ে স্বপনে[১]॥

১। বিজয়া-দশমীর দিন সিদ্ধি খাইয়া দরিদ্র যেমন নানাপ্রকার সুখ-স্বপ্ন দেখে—সেই প্রকার।

যথারাগ—মধ্যম একতালা।

প্রাণনাথ মোরে তুমি কৃপাদৃষ্টি কর।
মুঞি পাপী দুরাচার, মোরে কর অঙ্গীকার,
এ ভব সাগর হইতে তার॥ ধ্রু॥
মধ্যে মধ্যে বাঞ্ছা হয়, সেহো মোর স্থায়ী নয়,
মনোযোগে ও রাঙ্গা চরণে।
সেই বুদ্ধি মোর নয়, বিচারিলে এই হয়,
আকর্ষিয়ে তোমার নিজ গুণে॥
তুমি করুণার সিন্ধু, এ দীন জনের বন্ধু,
উদ্ধারিয়া দেহ পদ সেবা।
এই অধমের ত্রাতা, তোমা বিনু প্রেমদাতা,
ভুবনে আছয়ে অন্য কেবা॥
মোর কর্ম্ম না বিচারি, পূর্ব্ব মত দয়া করি,
মোরে দেহ সেই প্রেম-সেবা।
এ রাধামোহনে কয়, মোর পরিত্রাণ হয়,
আর গুণ নাহি গায় কেবা[১]॥

১। আমার মত পাপীর উদ্ধার হইলে তোমার গুণ সকলেই গান করিবে।

সুহই বরাড়ি—মধ্যম একতালা।

রাধাকৃষ্ণ! নিবেদন এই জন করে।

তুহুঁ অতি রসময়, সকরুণ হৃদয়,

অবধান কর নাথ মোরে॥

হে কৃষ্ণ গোকুল চন্দ, গোপীজন বল্লভ,

হে কৃষ্ণ প্রেয়সি-শিরোমণি।

হেমগৌরী শ্যাম গায়, শ্রবণে পরশ পায়,

গুণ শুনি জুড়ায় পরাণি॥

অধম দুর্গতি জনে, কেবল করুণা-মনে,

ত্রিভুবনে এ যশ খেয়াতি।

শুনিয়া সাধুর মুখে, শরণ লইলুঁ সুখে,

উপেখিলে নাহি মোর গতি॥

জয় রাধে জয় কৃষ্ণ, জয় জয় রাধে কৃষ্ণ,

কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় জয় রাধে।

অঞ্জলি মস্তকে ধরি, নরোত্তম ভূমে পড়ি,

দোঁহে পূরাও মোর মন সাধে॥

ধানশ্রী—যোত সমতাল।

নিতাই পদ-কমল, কোটী চন্দ্র সুশীতল,
যার ছায় জীবন জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায়॥
সে সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথা জন্ম গেল তার,[১]
কি করিবে বিদ্যা কুলে তার।
নিতাই না বলিল মুখে, মজিল সংসার সুখে,
সেই পশু বড় দুরাচার[২]॥
অহঙ্কারে মত্ত হৈয়া, নিতাই পদ পাসরিয়া,
অসত্যেরে সত্য করি মানে।
নিতাইয়ের করুণা হবে,[৩] ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে,
ধর নিতাইয়ের চরণ দুখানি॥
নিতাইয়ের চরণ সত্য, তাহার সেবক নিত্য,
নিতাই পদ সদা কর আশ।
নরোত্তম বড় দুখী, নিতাই মোরে কর সুখী,
রাখ রাঙ্গা চরণের পাশ॥

১। যাউ সেই ছারে খার—পাঠান্তর।
২। সেই পাপী অধম সভার— ঐ।
৩। নিতাই চাঁদের দয়া হবে— ঐ।

ধানশ্রী—বড় দশকুশী।

আরে ভাই! ভজ মোর গৌরাঙ্গ চরণ।
না ভজিয়া মৈনু দুখে ডুবি গৃহ-বিষ কূপে,
দগ্ধ কৈল এ পাঁচ পরাণ॥
তাপ-ত্রয় বিষানলে, অহনিশি হিয়া জ্বলে,
দেহ হয় সদা অচেতন।
রিপু বশ ইন্দ্রিয় হৈল, গোরাপদ পাসরিল,
বিমুখ হইল হেন ধন॥
হেন গৌর দয়াময়, ছাড়ি সব লাজ ভয়,
কায় মনে লহ রে শরণ।
পামর দুর্ম্মতি ছিল, তারে গোরা উদ্ধারিল,
তারা হইল পতিতপাবন॥
গোরা-দ্বিজ নট-রাজে, বান্ধহ হৃদয় মাঝে,
কি করিবে সংসার শমন।
নরোত্তম দাসে কহে, গোরা সম কেহ নহে,
না ভজিতে দেয় প্রেম-ধন॥

শ্রীললিত— মধ্যম দশকুশী।

গৌরাঙ্গের দুটি পদ, যার ধন সম্পদ,
সে জানে ভকতি-রস-সার।
গৌরাঙ্গের মধুর লীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা,
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার॥
যে গৌরাঙ্গের নাম লয় তার হয় প্রেমোদয়,
তারে মুঞি যাই বলিহারি।
গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে নিত্য-লীলা তারে স্ফুরে
সে জন ভকতি-অধিকারী॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্যসিদ্ধ করি মানে,
সে যায় ব্রজেন্দ্র-সুত পাশ।
শ্রীগৌড় মণ্ডল ভূমি যেবা জানে চিন্তামণি
তার হয় ব্রজভূমে বাস॥
গৌর প্রেম-রসার্ণবে সে তরঙ্গে যেবা ডুবে,
সে রাধামাধব-অন্তরঙ্গ।
গৃহে বা বনেতে থাকে হা গৌরাঙ্গ বলে ডাকে
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ॥

বরাড়ি—মধ্যম একতালা।

ঠাকুর বৈষ্ণবগণ, করি এই নিবেদন,
মো বড় অধম দুরাচার।
দারুণ সংসার নিধি, তাহে ডুবাইল বিধি,
চুলে ধরি মোরে কর পার ॥
বিধি বড় বলবান, না শুনে ধরম জ্ঞান,
সদাই করম-ফাঁসে বান্ধে।
না দেখি তারণ লেশ, যত দেখি সব ক্লেশ,
অনাথ কাতরে তেঞি কান্দে ॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ, মদ অভিমান সহ
আপন আপন স্থানে টানে।
আমার ঐছন মন, ফিরে যেন অন্ধজন,
সুপথ বিপথ নাহি মানে ॥
এ দাস লোচনে কয়, দেখি শুনি লাগে ভয়,
বিষম সংসারে মোর বাস।
না দেখি তারণ পথ, অসতে মজিল চিত,
এ ভব তরাইয়া লহ পাশ[১] ॥

১। না লইলুঁ সৎ মত, অসতে মজিল চিত,
তুয়া পায়ে না করিলুঁ আশ।
নরোত্তম দাসে কয়, দেখি শুনি লাগে ভয়,
তরাইয়া লহ নিজ পাশ ॥
—পাঠান্তর।

পদামৃত-সমুদ্রে লোচনদাসের ভণিতা আছে।

ধানশী—একতালা।

ঠাকুর বৈষ্ণব পদ, অবনির সম্পদ,
শুন ভাই হৈয়া এক মনে।
আশ্রয় লইয়া সেবে, সেই কৃষ্ণ-ভক্তি লভে,
আর সব মরে অকারণে॥
বৈষ্ণব চরণ-জল, প্রেম-ভক্তি দিতে বল,
আর কেহ নাহি বলবন্ত।
বৈষ্ণব চরণ-রেণু, মস্তকে ভূষণ বিনু,
আর নাহি ভুষণের অন্ত॥
তীর্থ জল পবিত্রগুণে, লিখিয়াছে পুরাণে,
সেই সব ভক্তি-প্রপঞ্চন।
বৈষ্ণবের পাদোদক, সম নহে সেই সব
যাতে ভক্তি বাঞ্ছিত পূরণ॥
নরোত্তম দাসে কয়, শুন শুন মহাশয়
বিষম সংসারে মোর বাস।
না দেখি তারণ পথ অসতে মজিল চিত
(এ বার) তরাইয়া লহ নিজ পাশ[১]॥

১। বৈষ্ণব সঙ্গেতে মন, আনন্দিত অনুক্ষণ,
সদা হয় কৃষ্ণ-পরসঙ্গ।
দীন নরোত্তম কান্দে, হিয়া ধৈর্য্য নাহি বান্ধে,
মোর দশা কেন হৈল ভঙ্গ॥
—পাঠান্তর।

শ্রীরাগ—জপতাল।

শ্রীকৃষ্ণ ভজন লাগি সংসারে আইলুঁ।
মায়াজালে বন্দী হইয়া বৃক্ষসম হৈলুঁ॥
স্নেহলতা বেড়ি বেড়ি তনু কৈল শেষ।
ক্রীড়ারূপে[১] নারী তাহে হৃদয়ে প্রবেশ॥
ফলরূপে পুত্রকন্যা ডাল ভাঙ্গি পড়ে।
মাতাপিতা বিহঙ্গ উপরে বাসা করে॥
বাড়িতে না পাইল গাছ শুকাইয়া গেল।
সংসার দাবানল তাহাতে লাগিল॥
দুরাশা দুর্ব্বাসনা দুই উঠে ধোঁয়াইয়া।
ফুকার করয়ে লোচন মরিলাম পুড়িয়া॥
এগুয়াও এগুয়াও মোর বৈষ্ণব গোসাঞি।
করুণার জলে সিঞ্চ তবে রক্ষা পাই॥

ভূপালী—একতালা।

সকল বৈষ্ণব গোঁসাঞি দয়া কর মোরে।
দন্তে তৃণ ধরি কহে এ দিন পামরে॥

১। কীড়ারূপে—পাঠান্তর।

শ্রীগুরু-চরণ আর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
পাদপদ্ম পাওয়াইয়া মোরে কর ধন্য॥
তোমা সবার করুণা বিনা ইহা প্রাপ্তি নয়।
বিশেষে অযোগ্য মুঞি কহিল নিশ্চয়॥
বাঞ্ছা-কল্পতরু হও করুণা-সাগর।
এই ত ভরসা মুঞি ধরিয়ে অন্তর॥
গুণ লেশ নাহি মোর অপরাধের সীমা।
আমা উদ্ধারিয়া লোকে দেখাও মহিমা॥
নাম-সংকীর্ত্তন রুচি আর প্রেম-ধন।
এ রাধামোহনে দেহ হৈয়া সকরুণ॥

বরাড়ি রাগ—দশকুশী।

শ্রীগুরু বৈষ্ণব, তোমার চরণ,
স্মরণ না কৈলুঁ আমি।
বিষম বিষয়- বিষ ভাল মানি,
খাইছু হইয়া কামী॥
সেই বিষে মোরে, জারিয়া মারিবে,
বড়ই বিপাক হৈল।
জনমে জনমে, এমন কতই,
আত্মঘাতী পাপ কৈল॥

যেই অপরাধে, এ ভব সাগরে,
বান্ধিল এ মায়াজালে।
তোমা না ভজিয়া, আপনা খাইয়া,
আপনি ডুবিছু হেলে॥
আর কত কাল, এ দুখ ভুঞ্জিব,
ভোগ-দেহ নাহি যায়।
সহিতে নারিয়া, কাতর হইয়া,
নিবেদিয়ে তুয়া পায়॥
ও রাঙ্গা চরণ, পরশ কেবল,
বিচারিয়া এই দায়।
উদ্ধার করিয়া, লেহ দীনবন্ধু,
আপন চরণ-নায়॥
তোমার সেবন, অমৃত ভোজন,
করাইয়া মোরে রাখ।
এ রাধামোহন, খতে বিকাইল,[১]
দাস গণনে লিখ॥

১। খত লিখিয়া (নিঃস্বত্ত্ব হইয়া) আপনাকে বিক্রয় করিলাম।

সর্ব্বরাগ—ছোট একতালা।

ভজ মন সতত হই নিরদন্দ্ব।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ, পরম সুখ-দায়ক,
রসময় পরম আনন্দ॥
চঞ্চল বিষয়-বিষ সুখ মানি খাওসি,
না জানসি ইহ অতি মন্দ।
পরকালে বিকট, মরণ দুখ দেয়ব,
বুঝহ অবহুঁ করু অন্ধ॥
মোহে দুখ ভাগি করণ নহ সমুচিত,
তুঁ হাম জনমক বন্ধু।
নিজ দুখ জানি, অব হি শরণ করু,
ও তুহুঁ করুণার-সিন্ধু॥
ও পদ পঙ্কজ, প্রেম সুধা পিবি,
দূর কর নিজ দুখ কন্দ।
এ রাধামোহন কহ, তেজহ মিছা মোহ,
যৈছে নহত নিজ বন্ধ॥

ধানশ্রী—জপতাল।

রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর।
জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর॥

কালিন্দীর তীরে কেলি কদম্বের বন।
রতন বেদীর পর বসাইব দুই জন॥
শ্যামগোরী অঙ্গে দিব চুয়াচন্দনের গন্ধ।
চামর ঢুলাব কবে হেরি মুখ চন্দ॥
গাঁথিয়া মালতীমালা দিব দোঁহার গলে।
অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর তাম্বূলে।
ললিতা বিশাখা আদি যত সখি-বৃন্দে।
আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস।
নরোত্তম দাস করে সেবা অভিলাষ॥

শ্রীগন্ধার—ছোট-রূপক তাল।

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্ত-বৃন্দ,
শিরে ধরি সবার চরণ।
স্বরূপ রূপসনাতন, রঘুনাথের শ্রীচরণ,
ধুলি করি মস্তক ভূষণ॥
পাইয়া যার আজ্ঞাধন, ব্রজের বৈষ্ণবগণ,
বন্দে তার মুখ্য হরিদাস।
শ্রীচৈতন্য-বিলাস সিন্ধু, কল্লোলের এক বিন্দু,
তার কণা কহে কৃষ্ণদাস॥